সম্পাদক ঃ

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস, এম্. এ.

Sri Kumud Nath Dutta

14C, KALI KUMAR BANERJEE LANE

TALA, CALCUTTA-2.

মূল্য আড়াই টাকা

ভূমিকা

বহুদিন ধরিয়াই বাঙ্গালা ভাষায় প্রকৃত 'ইয়ার বুক্' জাতীয় একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব বোধ করিয়া আসিতেছিলাম। তাই গত মাঘ মাসে শ্রীযুক্ত সন্তোষরঞ্জন সেনগুপ্ত যখন আমাকে 'বর্ষপঞ্জি'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে আহ্বান করিলেন, তখন সাগ্রহেই সম্মত হইলাম—একবার ভাবিয়াও দেখিলাম না যে এই দায়িত্ব পালন করা আমার ক্ষমতায় কুলাইবে কি না।

'ইয়ার বুক্' বলিতে একটি পূর্ণ বৎসরের ইতিহাসই বুঝায়। মুদ্রণাদির কার্য্যের জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিব। কিন্তু গ্রন্থ-প্রকাশনার জন্য সরকারী অনুমতি মিলিতে অভাবিত বিলম্ব হওয়ায় এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সান্ধ্য-আইন, যানবাহন চলাচল বন্ধ, ইত্যাদি বিবিধ প্রতিবন্ধকের ফলে গ্রন্থ-প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল; তজ্জন্য আমরা জনসাধারণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, আগামী বৎসর হইতে নিয়মিত সময়েই 'বর্ষপঞ্জি' প্রকাশিত হইবে।

বর্ত্তমান বৎসরের (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) প্রারম্ভ হইতেই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তাকারে পরিশিষ্ট নামক অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইল।

উপরোক্ত বিশৃঙ্খলার ফলে গ্রন্থখানিতে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। তাহার জন্য পাঠক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের নিকট পূর্ব্বাহ্নেই ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া নিজের পিঠ বাঁচাইতে আমার তেমন আগ্রহ নাই, বরং ভবিষ্যতে গ্রন্থখানি যাহাতে নিখুঁত হয় তদুদ্দেশ্যে

পাঠকগণের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিলে সুখী হইব। পুস্তকখানির ভ্রম প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা আমার নিকট পত্র লিখিলে বিশেষ বাধিত হইব।

'বর্ষপঞ্জি'র 'সালতামামী', 'ভারতীয় বিজ্ঞান' এবং 'ক্রীড়া ও ব্যায়াম' নামক অধ্যায় তিনটি যথাক্রমে 'যুগান্তর'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত রাখাল ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন; এই জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। ইতি,

শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস

সূচীপত্র

(ক্রোড়-অধ্যায়সমূহের পৃষ্ঠাসংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে নির্দেশিত হইল।)

কবীর কাব্য
অক্ষয় হয়ে থাকে
আইডিয়াল
ফাউন্টেন্ পেনের কালী
পি, এম, বাকচি এণ্ড কোং
5 IS/B

• শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

[ইং ১৯৪৬-৪৭ ও বাং ১৩৫৩-৫৪ সালের আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোচনা]

এক একটি মহাযুদ্ধ যখন ঘটিয়া যায়, তখন পৃথিবী যেন এক একটি প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে আলোড়িত হইয়া ওঠে। ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপ, আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং সুদূর প্রাচ্যের মানচিত্রের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অনেকগুলি রাজমুকুট ও রাজ্য অতীত ইতিহাসের স্মরণচিহ্নে পরিণত হইয়াছিল এবং একটি বৃহৎ দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া বাকি পৃথিবীর বহুলাংশে ওলট-পালট ডাকিয়া আনিয়াছিল। ২০ বৎসর ধরিয়া সেই প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা

সামলাইবার চেষ্টা হইল। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। জার্মাণী, ইতালী ও জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিজমের আবির্ভাব ঘটিল এবং আর একটি মহাযুদ্ধ বাঁধিল। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত ৬ বৎসর ধরিয়া সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের সর্ব্বাত্মক ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে, কিন্তু আজও শান্তি আসিল না। শীঘ্র যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। ১৯৪৬-৪৭ সালের আন্তর্জ্জাতিক জগৎ যে সমস্ত ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া আলোড়িত হইয়াছে, সেইগুলি বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, আমরা এখনও যেন সেই প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে বাস করিতেছি! রাষ্ট্রশাসকগণ যেমন শিক্ষালাভ করেন নাই, তেমনই বহু রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বৈপ্লবিক উপাদানগুলি এখনও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া সামাজিক সাম্য আনিতে পারে নাই। ফলে, স্থায়ী শান্তিও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না।

বিগত এক বৎসরে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে এবং যে গুলির ঘাত-প্রতিঘাত বর্ত্তমান ও ভাবী দিনগুলির উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে, অতি সংক্ষেপে সেগুলিকে নিম্নলিখিত বিষয়ে ভাগ করা যাইতে পারে :—

(১) প্যারিসের শান্তি সম্মেলন।

(২) পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক।

(৩) জার্ম্মানীর সমস্যা।

(৪) সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদ।

(৫) ন্যুরেমবার্গ ও অন্যত্র যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

(৬) প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিকিনি দ্বীপে আণবিক বোমার পরীক্ষা।

(৭) ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

(৮) ভারতবর্ষে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান ও ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস।

(৯) নয়া দিল্লীতে এশিয়া মহাদেশের সম্মেলন।

(১০) ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দাবী।

(১১) মার্শাল প্ল্যান ও ইউরোপ।

(১২) আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমেরিকা ও রাশিয়া।

গত ১২ মাসের ঘটনাবলীর এই ১২টিই প্রধান সূত্র। কিন্তু এইগুলির অধিকাংশ যেমন একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, সুতরাং বিচ্ছিন্ন করা কঠিন, তেমনই শেষের সূত্রটিই আন্তর্জ্জাতিক জগতকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তিগুলির নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছে। বাকি শক্তিগুলি এই দুইয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখনও দুনিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্র ও সমাজ গণতন্ত্রবাদী ধনিকতন্ত্রের দ্বারা শাসিত হওয়ায় স্বভাবতঃই আমেরিকা তাহাদের দলপতি সাজিয়াছে এবং আমেরিকা দলেও ভারী হইয়াছে। অপর দিকে সোভিয়েট রাশিয়া একক যেমন শক্তিশালী এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় তাহার রাষ্ট্রক্ষমতা যেমন দূরপ্রসারী, তেমনই পৃথিবীর পরাধীন ও নির্য্যাতিত জনগণের মুখপাত্ররূপে তাহার রাজনৈতিক প্রভাবও অনেকের নিকট ভীতির বস্তু। রাশিয়াকে তো উপেক্ষা করা চলেই না, অধিকন্তু তাহার সম্মতি ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক জগতের অধিকাংশ কাজই অচল। ফলে, পৃথিবী দুইটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক তাঁবুতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—একটি ধনিকতন্ত্রবাদী গণতন্ত্রের গোষ্ঠী এবং অপরটি সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অনুরাগী গোষ্ঠী। আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে আন্তর্জ্জাতিক জগত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার মোটামুটি রূপ ইহাই।

কিন্তু উপরে যে ১২টি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি, উহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেকই একটি মূলকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা মাত্র—বিশেষতঃ প্রথম চারিটি সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। এগুলির আবার মূল ভিত্তি হইতেছে পরাজিত জার্ম্মানী ও তাহার মিত্রবর্গ, (গণতন্ত্রীদের ভাষায় যাহারা তাঁবেদার রাষ্ট্র নামে পরিচিত) এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর অন্যান্য আনুষঙ্গিক প্রশ্ন। এই আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী খাদ্য-সঙ্কট ও খাদ্য-বণ্টন যেমন আছে, তেমনই রহিয়াছে বৃটেনের নিকট ভারতবর্ষের ষ্টার্লিং পাওনা। কিন্তু আসল মূল সূত্রগুলির সন্ধান করিতে গেলে আমাদের তাকাইতে হইবে প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠকের দিকে। এই সম্মেলন ও বৈঠক আজও কোন চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছিতে পারে নাই, যদিও এক বা দেড় বৎসর যাবৎ আলোচনা চলিতেছে! ইহা দ্বারাই বুঝা যাইবে সমস্যার জটিলতা কত ব্যাপক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান ইউরোপীয় নেতা জার্ম্মানী এবং এশিয়া মহাদেশের প্রধান নায়ক জাপান, এই দুইয়ের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করিতে গিয়া আজও মিত্রশক্তিবর্গ হিমসিম খাইতেছেন! পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক বা Council of Foreign Ministers গঠিত হইয়াছিল যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর এবং বিশেষভাবে পরাজিত শক্তিবর্গের (ভূতপূর্ব্ব শত্রুরাষ্ট্রসমূহ) সমস্যাগুলির প্রাথমিক মীমাংসার সূত্র আবিষ্কারের জন্য। যে পাঁচটি রাষ্ট্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রধান মিত্রশক্তি ছিল, যথা, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও চীন—তাঁহাদের পররাষ্ট্র-সচিবগণকে লইয়াই এই বৈঠক গঠিত। ১৯৪৫ সালের শেষভাগ হইতে ১৯৪৭ সালের মধ্যাংশ পর্য্যন্ত লণ্ডন, প্যারিস, মস্কো ও নিউইয়র্কে ইঁহাদের অনেকগুলি বৈঠক হইয়াছে। কিন্তু পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকে,

কিম্বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদে, অথবা প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে শক্তিবর্গ প্রধান প্রধান প্রশ্নে একমত হইতে পারেন নাই। শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক মতভেদের জন্য সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে নাই।

প্রথমেই প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের কথা ধরা যাউক। এই শান্তি সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক। প্রাথমিক আয়োজন তাঁহারাই করিয়াছিলেন। কিন্তু এই শান্তি সম্মেলন জার্ম্মানী বা জাপানের সহিত সন্ধিসর্ত্ত রচনার জন্য আহূত হয় নাই, হইয়াছে জার্ম্মানীর ভূতপূর্ব্ব দোসরদের সম্পর্কে মীমাংসার জন্য, যাহাদের অধিকাংশই পরাজিত হইয়াছিল ১৯৪৪-৪৫ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার হাতে। ইতালী, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড, এই পাঁচটি রাজ্যের সঙ্গে সন্ধিসর্ত্তের খসড়া বা draft রচনার জন্য গত বৎসর ২৯শে জুলাই (১৩ই শ্রাবণ ১৩৫৩) তারিখ প্যারিসের লাক্সেমবুর্গ প্রাসাদে ২১টি মিত্ররাজ্যের প্রতিনিধি একত্রিত হইয়াছিলেন। এই ২১টি মিত্ররাষ্ট্র হইতেছে—ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, ব্রাজিল, বায়েলো-রাশিয়া, কানাডা, চীন, চেকোস্লোভাকিয়া, ইথিওপিয়া, গ্রীস, ভারতবর্ষ, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, নিউজিল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, উক্রাইন এবং যুগোস্লাভিয়া। কিন্তু এই প্রাথমিক সম্মেলনে প্রথমেই গুরুতর মতভেদ দেখা দিল কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা বর্জ্জন সম্পর্কে ভোটদানের পদ্ধতি লইয়া। সাধারণ মেজরিটির দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, কিম্বা অন্য কোন সংখ্যাধিক মেজরিটির দ্বারা হইবে? সাধারণ বা simple majority-র অর্থ হইতেছে মাত্র ১টি ভোটের

তফাৎ। অর্থাৎ সম্মেলনে উপস্থিত ২১টি মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে ১১টি রাষ্ট্র একদিকে ভোট দিলে বাকি ১০টি রাষ্ট্রের মতামত অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। স্বভাবতঃই এই অবস্থাটা অত্যন্ত গুরুতর। কেননা, যে সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হইবে, সেগুলি আন্তর্জ্জাতিক এবং সম্মেলন ও আন্তর্জ্জাতিক। সুতরাং কোনও প্রশ্ন সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যত বেশী মতের মিল হইবে, সমস্যার সমাধান তত সহজ এবং গণতান্ত্রিক বিধির মর্য্যাদা তত বেশী রক্ষা পাইবে। এজন্য সাধারণতঃ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলিতে সাধারণ মেজরিটির বদলে দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ ভোটের দরকার হইয়া থাকে। প্রাক্তন বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের (League of Nations), আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের এবং বর্ত্তমান সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদেও ভোটদানের এই পদ্ধতিই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের প্রাথমিক অধিবেশনে ইহা গৃহীত হইল না। ফলে, রাশিয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধিল। রাশিয়া গৃহীত ভোটের দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির উপর জোর দিলেন। শক্তিবর্গের মধ্যে কেবল সর্ব্বাধিক সম্মতির জন্যই যে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, এমন নহে, রাজনৈতিক দলাদলি নিবারণের পক্ষেও এই ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট ছিল; কেননা, বৃটেন ও আমেরিকা একত্র হইয়া তাঁহাদের তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির সাহায্যে অনায়াসেই ১১টি ভোট (২১টির মধ্যে) জোগাড় করিতে পারিতেন। ফলে, রাশিয়া সহ বাকি ১০টি রাষ্ট্র শান্তি সম্মেলনের প্রত্যেকটি প্রস্তাবে পরাজিত হইতেন। ইহাই ছিল সাধারণ মেজরিটির অনিবার্য্য ফলাফল। বলা বাহুল্য যে, ইহার পিছনে রাশিয়া-বিরোধী মনোভাবই প্রবল ছিল। এই ভোটদানের পদ্ধতি লইয়া দীর্ঘ বিরোধ চলিবার পর রাশিয়ার আপত্তি মানিয়া লইয়া আপোষ-মীমাংসা করা হয়। ১৫ই অক্টোবর,

১৯৪৬, (২৮শে আশ্বিন ১৩৫৩) প্যারিসের শান্তি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে এবং বহু তর্ক-বিতর্কের পর সন্ধিসর্ত্তগুলির খসড়া স্থির হয় বটে, কিন্তু গ্রীস ও বুলগেরিয়ার সীমানা সংক্রান্ত বিরোধের কোন মীমাংসা হইল না এবং ট্রিয়েষ্ট্ বন্দর ও ইতালীয়-যুগোস্লাভ সীমানা বিরোধের ফলে যুগোস্লাভিয়া শান্তি সম্মেলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্র-প্রতিনিধির বক্তৃতায় যদিও বাহ্যিক ঐক্যরক্ষার চেষ্টা ছিল, তথাপি দৃষ্টিভঙ্গীর তফাতের জন্য আভ্যন্তরীণ মতভেদও প্রবল ছিল। রাশিয়া অভিযোগ করিতেছিল পশ্চিমের গণতন্ত্রবাদিগণের দলবদ্ধতা সম্পর্কে, যাহা "ওয়েষ্টার্ণ ব্লক" নামে পরিচিত, আর ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসী অভিযোগ করিতেছিল পূর্ব্ব ইউরোপের দলবদ্ধতা সম্পর্কে যাহা "ইষ্টার্ণ ব্লক" নামে পরিচিত। এই ইষ্টার্ণ ব্লককে তাহারা আবার 'slavic group' বা স্লাভ জাতির জোট পাকানো বলিয়া অভিহিত করিত। সোভিয়েট ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লাভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, উক্রাইন ও বায়েলো-রাশিয়া, ইহারাই স্লাভ্ গ্রুপ নামে পরিচিত।

প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে যে ৫টি রাজ্যের জন্য সন্ধিসর্ত্ত স্থির হইল, সেগুলির চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য নভেম্বর মাসে নিউইয়র্কে পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক ডাকা হইল এবং ১২ই ডিসেম্বর (২৬শে অগ্রহায়ণ) এই বৈঠকে প্যারিস সম্মেলনের বিতর্কিত বিষয়গুলিরও (ট্রিয়েষ্ট্ বন্দর, দানিয়ুব নদীতে নৌ-চলাচলের অধিকার ইত্যাদি) মীমাংসা হইল। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্যারিসে ইতালী, রুমেনিয়া বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সহিত মিত্ররাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিসন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। কিন্তু একমাত্র ফিনল্যাণ্ড ছাড়া বাকি ৪টি রাজ্যই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরের সঙ্গে ক্ষতিপূরণ দাবীর পরিমাণ,

নূতন সীমানা নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য কতকগুলি প্রশ্নে প্রতিবাদ জানাইল। যুগোস্লাভিয়া ও ইতালীর মধ্যে যে ট্রিয়েষ্ট্ বন্দর লইয়া বিরোধ ছিল, উহা আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বাধীনে 'স্বাধীন নগরী'তে পরিণত হইল। সন্ধিসর্ত্ত-স্বাক্ষরকারী এই সমস্ত রাজ্যের প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের মধ্যে ২ কোটি হইতে সাড়ে ৭ কোটি পাউণ্ড পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ (প্রধানতঃ দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা) দিতে বাধ্য থাকিল, তাহাদের সৈন্যবাহিনী ও বিমানবল কেবল আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার দিকে চাহিয়া নিয়ন্ত্রিত হইল। ইহা ছাড়া তাহাদের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক এবং সর্ব্বপ্রকার ফ্যাসিষ্ট ও আধা-ফ্যাসিষ্ট সঙ্ঘ ও প্রতিষ্ঠান উচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা বাধ্য থাকিল। সন্ধিসর্ত্তের রচয়িতাগণ মনে করেন যে, এই ব্যবস্থার দ্বারা জার্ম্মানীর এই সমস্ত ভূতপূর্ব্ব মিত্র শান্ত ও সুশীল বালকের মত আচরণে বাধ্য থাকিবে।

পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সঙ্গে শান্তি-সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে শক্তিবর্গের এক বৎসরের অধিক কাটিয়া গেল। ১৯৪৫-এর শরৎকালে লণ্ডনে ইহার সুরু, তারপর প্যারিস ও নিউইয়র্ক হইয়া বর্ত্তমান বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার সমাপ্তি। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মহাযুদ্ধের নাটের্ গুরু জার্ম্মানীকে লইয়া শক্তিবর্গের কতকাল লাগিতে পারে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে (অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩৫৩) নিউইয়র্কে পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠকে জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত শান্তি-সন্ধি রচনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছিল। সেই আলোচনা অনুসারে গত জানুয়ারী মাসে লণ্ডনে পররাষ্ট্রসচিবদের ডেপুটি বা সহকারিগণের এক বৈঠক আহ্বান করা হয়। কিন্তু এই বৈঠকে বিশেষ কোন কাজ হইল না, একমাত্র

পরস্পরের মতবিরোধের স্পষ্টতর প্রকাশ ছাড়া। ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১২ই ফাল্গুন) পর্য্যন্ত ৬ সপ্তাহ ধরিয়া এই বৈঠক চলিল এবং ইহাতে জার্মানী সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনের জন্য প্রধান শক্তিবর্গ ছাড়াও ১৮টি মিত্ররাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ জানানো হইল। যথা—অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, ব্রাজিল, বায়েলো-রাশিয়া, কানাডা, চীন, ডেনমার্ক, চেকোস্লাভাকিয়া, গ্রীস, ভারতবর্ষ, লাক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, উক্রাইন ও যুগোস্লাভিয়া। এইগুলির মধ্যে জার্মনীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী রাজ্যগুলি পুনরায় সীমানা নির্দ্ধারণ বা ভূমিগত দাবী এবং কতকগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী জানাইল। নষ্টরাজ্যের পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ এবং ভবিষ্যতে জার্মানী আর সামরিক শক্তি অর্জ্জন করিতে না পারে, তেমন ব্যবস্থা করাই এই সমস্ত দাবীর মূলগত অভিপ্রায় ছিল। ফ্রান্স জার্মানীর বিখ্যাত রুড় অঞ্চলের কয়লা ও অন্যান্য খনিগুলির উপর 'আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইল। তাহাদের মতে এই সমৃদ্ধ এলাকা জার্মানীর একলার নহে, পরন্তু আন্তর্জ্জাতিক সম্পত্তি বা যাহাদের ইহাতে প্রত্যক্ষ স্বার্থ আছে, তাহাদের বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। এই বৈঠকে অষ্ট্রিয়া সম্পর্কে সন্ধির একটি খসড়া লইয়াও আলোচনা হইল এবং কতকগুলি বিষয়ে ডেপুটিগণ একমত হইলেন, যথা, অষ্ট্রিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা, নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার, সৈন্যসংখ্যা ৫৫ হাজারে সীমাবদ্ধকরণ এবং বিমানের সংখ্যা ৯০—কোন বোমারু বা আণবিক অস্ত্র ইত্যাদি রাখা চলিবে না। কিন্তু এই খসড়া প্রস্তাবের অন্যান্য গুরুতর বিষয়ে, যেমন অষ্ট্রিয়ার সীমানা, যুদ্ধপরাধীবর্গ ইত্যাদি সম্পর্কে কোন মতসামঞ্জস্য হইল না।

১০ই মার্চ্চ হইতে ২৪শে এপ্রিল ১৯৪৭ পর্য্যন্ত (২৬শে ফাল্গুন

১৩৫৩—১০ই বৈশাখ ১৩৫৪) মস্কোতে আবার পররাষ্ট্র-সচিবগণের বৈঠক বসিল। মিঃ বেভিন, মঃ বিদো, মিঃ মার্শাল (মিঃ বার্ণস ইতিমধ্যে পদত্যাগ করিয়াছেন) এবং মঃ মলোটোভ—বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার পক্ষ হইতে যোগদান করেন। সাধারণতঃ ইউরোপীয় যুদ্ধে চীনের কোন সম্পর্ক ছিল না বলিয়া কেবল এই বৃহৎ শক্তিচতুষ্টয় (Big Four) জার্ম্মানী ও ইউরোপীয় ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়া থাকেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জগতে গোড়া হইতে রাশিয়ার সঙ্গে ইঁহাদের যে মতভেদ ছিল, প্রায় সমস্ত বৃহৎ প্রশ্নেই তাহা প্রবল হইতে থাকে। মস্কো-বৈঠকে জার্ম্মানীকে লইয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা রাশিয়ার তুলনায় ভিন্ন মত ও দাবী জানাইতে থাকেন। একমাত্র প্রুশিয়াকে জার্ম্মান রাষ্ট্র হইতে নিশ্চিহ্ন (dissolution) করা সম্পর্কে তাঁহারা একমত হইলেন। জার্ম্মানীকে নখদন্তহীন 'অহিংস' রাজ্যে পরিণত করিবার বহু প্রকার প্রস্তাব শক্তিবর্গের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু বিভিন্ন স্বার্থ ও দাবীর সংঘাতে পরস্পরের মতের মিল হইল না। জার্ম্মানীর নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ বাবদ মঃ মলোটোভ ১০০০ কোটি ডলার (বা ৪০০০ কোটি টাকা) দাবী করিলেন, তাঁহার মতে জার্ম্মানী ও উহার তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহ কর্ত্তৃক সোভিয়েট রাশিয়ার মোট প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ হইতেছে ১২,৮০০ শত কোটি ডলার। সুতরাং রাশিয়া মোট ক্ষতির ১০ ভাগেরও কম ক্ষতিপূরণ দাবী করিতেছে। এই টাকাটা জার্ম্মানীর ব্যবসায়-বাণিজ্য, শ্রম-শিল্প, পণ্যদ্রব্য, কলকারখানা ইত্যাদি হইতে নানাভাবে ২০ বৎসরে আদায় করা হইবে। এই প্রসঙ্গে রাশিয়া হইতে ইয়াণ্টা-বৈঠকের গোপন চুক্তির কথাও প্রকাশ করা হয়। সেই বৈঠকে চার্চ্চিল-রুজভেল্ট-ষ্ট্যালিনের মধ্যে স্থির হয় যে, জার্ম্মানীকে মোট ২০০০ কোটি ডলার

পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে এবং ইহার শত করা ৫০ ভাগ পাইবে রাশিয়া। বৃটেন ও আমেরিকা ইহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, এই টাকার অঙ্কে তাঁহারা রাজী ছিলেন না। বিশেষতঃ ইয়াল্টা-বৈঠকের চুক্তি পরে পটসডাম চুক্তির দ্বারা বাতিল হইয়া গিয়াছে।

জার্ম্মানীর সঙ্গে শান্তি-সন্ধির খসড়া তৈয়ার দূরের কথা, প্রারম্ভিক আলোচনারও কোন মীমাংসা হইল না এবং অষ্ট্রিয়া সম্পর্কেও কোন সিদ্ধান্ত হইল না। আগামী নভেম্বর মাসে লণ্ডনে এই সম্পর্কে আবার পররাষ্ট্র-সচিবদের বৈঠক বসিবে।

জার্ম্মানী সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গের শান্তি বৈঠকই যে ব্যর্থ হইতেছে, এমন নহে। ইহার পশ্চাৎবর্ত্তী আভ্যন্তরীণ বিরোধ আরও জটিল এবং ব্যাপক। ১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের লয়েড জর্জ্জ, ফ্রান্সের ক্লেমেসঁ এবং আমেরিকার উইলসন—এই তিন জনই শান্তি-সন্ধি রচয়িতার প্রধান নায়ক ছিলেন। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট উইলসন উদারতার পন্থী ছিলেন এবং বাকি দুইজন ঝানু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি। উইলসনের সঙ্গে এজন্ত মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাপি সেবার শান্তি-সন্ধি রচনায় বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। কেননা, স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া পরস্পরের মিল ছিল, আর জার্ম্মানী মিত্র-শক্তির দখলে ছিল না কিম্বা সোভিয়েট রাশিয়ারও সেবার পাত্তা ছিল না। কিন্তু এবার মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে। এবার রাশিয়াই বার্লিন-বিজয়ী এবং পৃথিবীর অন্যতম অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। সুতরাং এবার ফ্রান্স, বৃটিশ বা আমেরিকার ইচ্ছামত সন্ধি রচনা করা চলিবে না। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া ধনতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীর মধ্যে গোড়াতেই মতভেদ প্রবল হইয়াছে। এবার সমগ্র জার্ম্মানী মিত্রশক্তির দখলে—পশ্চিমাংশে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স এবং পূর্ব্বাংশে রাশিয়া। ইহার মধ্যে

বার্লিন আবার এলাকা হিসাবে ভাগ করা। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে জার্মানীকে লইয়া টানাটানি চলিতেছে। ইঙ্গ-মার্কিন ফরাসী শক্তিবর্গ চাহিতেছেন জার্মানীকে তাঁহাদের নিজস্ব গণতান্ত্রিক ধর্মে দীক্ষা দিয়া 'পশ্চিমের ব্লক'কে শক্তিশালী করিতে, আর সোভিয়েট রাশিয়া চাহিতেছেন গোটা জার্মানীকে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করিতে। এজন্য রাশিয়ার আওতায় যেমন জার্মানীর ইউনাইটেড সোসিয়েলিষ্ট পার্টি শক্তি অর্জ্জন করিতেছে, তেমনই পশ্চিমের এলাকায় সোসিয়েলিষ্ট বিরোধীদিগকে ক্ষমতাশালী করার চেষ্টা হইতেছে। ইহা লইয়া দুই পক্ষের প্রচারকগণ পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষম প্রোপাগাণ্ডা চালাইতেছেন। রাশিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছে যে, তাহাদের অধিকৃত এলাকায় জার্মানরা সুখে-স্বচ্ছন্দে খাইয়া পরিয়া আছে এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাও তাহারা পাইতেছে। কিন্তু পশ্চিমের ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ এলাকার মধ্যে ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে, বড় বড় ব্যবসায় বাণিজ্য আগের মত জার্মাণ সাম্রাজ্যাভিলাষী ও সমরবিলাসীদের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার পশ্চিম এলাকা হইতে অভিযোগ করা হইতেছে যে, রাশিয়া গোপনে গোপনে অনেক কিছু করিতেছে, জার্মানদের আত্ম-স্বাতন্ত্র্য সেখানে নাই, সোভিয়েট ডিক্টেটারির জুলুমবাজী সেখানে প্রবল। এদিকে রাশিয়া চাহিতেছে সমগ্র জার্মাণ জাতিকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করিতে, কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ চাহিতেছে জার্মান রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন রাখিয়া নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিতে।

মোটকথা, দুইপক্ষ হইতেই 'Power politics'এর খেলা চলিতেছে এবং উভয়েই জার্মান জনকল্যাণের দোহাই দিতেছেন। আসলে পরাজিত ও পদানত জার্মান জাতির জন্য কোন অংশেই স্বর্গরাজ্যের

সৃষ্টি হয় নাই—ভাবী সংঘর্ষের সম্ভাবনার দিকে নজর রাখিয়া জার্ম্মানীকে দলে টানিবার চেষ্টা হইতেছে। জার্ম্মানীর অবস্থান ইউরোপের মধ্যস্থলে, তাহার প্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং জার্ম্মানরা আধুনিক বিজ্ঞানে ও শ্রমশিল্পের সংগঠনে অত্যন্ত দক্ষ। সুতরাং ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের পক্ষে ইউরোপীয় মহারাষ্ট্রে জার্ম্মানী এক বৃহৎ ভূমিকার অভিনয় করিতে পারে। যদি সে সমাজতন্ত্রী বা সাম্যবাদী হিসাবে রাশিয়ার দলভুক্ত হয়, তবে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা ইউরোপীয় শক্তির খেলায় সেখানে চূড়ান্তরূপে হারিয়া যাইবে। ঠিক অনুরূপ কারণেই আবার ইঙ্গ-মার্কিণ-ফরাসীর দল জার্ম্মানীকে রাশিয়ার কবল হইতে উদ্ধার করিতে চাহিতেছে। কিন্তু জার্ম্মান-বিজয়ী রাশিয়ার সঙ্গে সহজে পারিয়া উঠা সম্ভব নহে। এজন্যই বহুপ্রকার কূটনীতির প্যাঁচ চলিয়াছে, যাহার ফলে জার্ম্মানীর সঙ্গে শান্তি-সন্ধি রচনা করা এক বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষেত্রে জার্ম্মান জনগণের কল্যাণ অপেক্ষাও উভয় পক্ষের রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুঁটি হিসাবে তাহার প্রয়োজন বেশী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেমন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল, এবার তেমনি স্থাপিত হইয়াছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদ বা United Nations' Organisation (সংক্ষেপে U. N. O.)। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার জন্যই এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার করিয়া একটি সনদ বা charter রচিত হইয়াছে এবং গত বৎসর বিভিন্ন প্রশ্ন উপলক্ষে এই পরিষদে যথেষ্ট বাকবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ৫০টি রাষ্ট্র ইহার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে। কিন্তু আসলে প্রাক্তন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ন্যায় এখানেও

বড় বড় রাষ্ট্রশক্তিরই প্রাধান্য—যেমন বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদে আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভোটের অধিকার ও ভেটো (নাকচ করিবার ক্ষমতা) লইয়া বহু দ্বন্দ্ব হইয়াছে। তবে, মোটামুটি পরিষদের কার্য্য রাশিয়ার সঙ্গে এখনও আপোষ-মীমাংসার পথ ধরিয়াই চলিয়াছে এবং এই সমস্ত আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে ভারতবর্ষের দাবী ও স্বাতন্ত্র্য আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ স্বীকৃত হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলিতে ভারতবর্ষের কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না, উহা নিতান্তই ছিল বৃটেনের তাঁবেদার। কিন্তু এবার ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে ভোট দিয়াছে এবং তাহার বিবেচনামত বৃটেনের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রগত মর্য্যাদার দিক দিয়া এবার ভারতবর্ষ আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলিতে অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলির মতই অধিকার লাভ করিয়াছে।

ইহার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হইতেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রশ্নে ভারত গভর্ণমেণ্টের সংগ্রাম। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিদ্বেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং এই বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হইতেই মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের প্রথম উদ্ভব। দক্ষিণ আফ্রিকার জেনারেল স্মাটসের গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালে এশিয়াবাসীদের জমির উপর অধিকার এবং ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের অধিকার সম্পর্কে যে আইন প্রণয়ন করেন, উহা লইয়া ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে নিদারুণ বিরোধ উপস্থিত হয়। এই আইনের ফলে, দক্ষিণ আফ্রিকার আড়াই লক্ষ ভারতবাসী জমি-জমা ও আইনসভার বহুল পরিমাণ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। বিশেষ ভাবে জমি সংক্রান্ত আইনের দ্বারা ভারতীয়দিগকে নিকৃষ্টতর এলাকায় বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা এবং কোন ভালো জমি ক্রয়

বা গৃহ নির্ম্মাণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়েরা ইহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও কারাবরণ করেন এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট দক্ষিণ অফ্রিকার সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও অর্থনৈতিক বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশেষে এই বর্ণ-বিদ্বেষমূলক আইনের বিরুদ্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিষদে নালিশ করেন। গত বৎসর নভেম্বর মাসে (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ) পরিষদের রাজনৈতিক ও আইন কমিটির নিকট ইহার প্রথম শুনানীর সময় ফিল্ড-মার্শাল স্মাট্‌স দাবী করেন যে, ইহা দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্ণমেণ্টের ঘরোয়া বিষয়, সুতরাং ইউ-এন-ও'র বিচার্য্য নহে। কিন্তু রাশিয়া ও ভারতবর্ষ ইহার বিরোধিতা করায় ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিযোগ সাধারণ পরিষদের আলোচনার জন্য গৃহীত হয়।

ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এই পরিষদে ভারতীয় ডেলিগেটদের নেতৃত্ব করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের অনাচার, বর্ণ-বিদ্বেষের অভিযান এবং আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুযায়ী ভারতীয়দের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে তিনি এমন চমৎকার বক্তৃতা দেন যে, পরিষদ-সদস্যগণ মুগ্ধ হইয়া যান। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী নিজের ব্যক্তিত্ব ও বিতর্ক-বুদ্ধির দ্বারা কেবল আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিই অর্জ্জন করেন নাই, ভারতবর্ষের সম্মান এবং অধিকারও তিনি রক্ষা করেন। জেনারেল স্মাট্‌স, তথা দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট, বৃটেন এবং আমেরিকা একজোট হওয়া সত্ত্বেও ৩২-১৫ ভোটে তাঁহারা হারিয়া যান এবং ভারতবর্ষ জয়লাভ করেন। সোভিয়েট রাশিয়া এই ব্যাপারে ভারতবর্ষের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং চীন, ফিলিপাইন, ফ্রান্স, মেক্সিকো, পোল্যাণ্ড, মিশর প্রভৃতি

সমর্থন জানাইয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে কয়েকটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের এই জয়লাভ সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছিল। ৮ই ডিসেম্বর ১৯৪৬, (২২শে অগ্রহায়ণ) এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বর্ণ-বিদ্বেষে অন্ধ দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট এখনও রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে স্বীকৃত হইতেছেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট আন্তর্জ্জাতিক বিধান অনুসারে ভারতীয়দিগকে বৈষম্যহীন মানবীয় অধিকার ও সম্মান দিতে বাধ্য।

গত বৎসর হইতে এই বৎসর পর্য্যন্ত ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট যেমন আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তেমনই স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা অনুযায়ী আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ও দৌত্য বিনিময় করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমেরিকার রাষ্ট্রদূতপদে মিঃ আসফ আলীর ৬ই ডিসেম্বর, (২০শে অগ্রহায়ণ) এবং রাশিয়ার দূতপদে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের (জুন, ১৯৪৭) নিয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মীর নিয়োগের দ্বারা রাশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের মর্য্যাদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বড় বড় নাৎসী বা ফ্যাসিষ্ট নেতাদের বিচার ও প্রাণদণ্ড ১৯৪৬-৪৭ সালের আন্তর্জ্জাতিক জগতের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনও ধনতান্ত্রিক জগৎ এই বিষয়ে তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি স্থির করিতে পারেন নাই। সুতরাং কার্য্যতঃ যুদ্ধাপরাধের জন্য কাহারও দণ্ড হয় নাই। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

গতিপথে বিভিন্ন দেশে নাৎসীবাদ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন, গণ-অভ্যুত্থান ও প্রতিরোধাত্মক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, মহাযুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্স, জার্ম্মানী, জাপান, ইতালী, যুগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, নরওয়ে, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি বহু স্থানের অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য সেই সমস্ত দেশের ফ্যাসিষ্ট নেতা কিম্বা আক্রমণ ও দখলকারী জার্ম্মাণ, ইতালীয়, জাপানী সমরনেতা ও রাষ্ট্রনেতাদের বিচার ও প্রাণদণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। কেহ বা গুলীর আঘাতে কেহ বা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। অবশ্য সমস্ত দেশের, বিশেষভাবে জাপানের বিচার এখনও শেষ হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক বিধিসম্মত যুদ্ধের নিয়মকানুন লঙ্ঘন করিয়া যে সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, প্রধানতঃ সেগুলির জন্যই অভিযোগ ও বিচার হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে বন্দীশালায় যুদ্ধবন্দীদের উপর অমানুষিক ও ভয়াবহ অত্যাচার এবং হত্যার অভিযোগে বেলসেন ক্যাম্পের (জার্ম্মানী) অধিনায়ক ক্রেমার, ক্লিন প্রভৃতির প্রাণদণ্ড। গত বৎসর নভেম্বর মাসে ইহারা চরমদণ্ড লাভ করে। তারপর নুরেমবার্গের আন্তর্জ্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের অভিযোগ অনুযায়ী এই আদালত গঠিত হয় এবং জার্ম্মানীর প্রধান প্রধান ফ্যাসিষ্ট নেতা ও সমরকর্ত্তাদের (অবশ্য যাঁহারা জীবিত ছিলেন এবং ধরা পড়িয়াছিলেন—অনুপস্থিতদেরও বিচার হইয়াছে) বিচার হইয়াছিল। জানুয়ারী মাসে এই মামলা আরম্ভ হয় এবং ১০ মাস শুনানীর পর নভেম্বর মাসে ইহার যবনিকাপাত হয়। মূল ২৪ জন জার্ম্মান যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল, ফ্যাসিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিও অভিযুক্ত হইয়াছিল। ৯ই নভেম্বর

(২৩ কার্ত্তিক) বিচার ও রায়দান শেষ হয় এবং গোয়েরিং, রিবেনট্রপ, কাইটেল, কাল্সটেনব্রুনার, রোজেনবার্গ, ফ্রাঙ্ক, ফ্রিক, সাউকেৎ, জোড্ল্স, ষ্ট্রিচার, সেইস্-ইন্কুয়ার্ট ও বোরম্যান প্রাণদণ্ড লাভ করেন, তিনজন যাবজ্জীবন বা দীর্ঘ মিয়াদী কারাদণ্ড এবং প্যাপেন ও শাক্ট মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু পরে জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ কর্তৃক ধৃত হন। ফাঁসির কয়েক ঘণ্টা আগে ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং বিষপানে আত্মহত্যা করেন, কিন্তু বাকি সকলকে চরম দণ্ডের দ্বারা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এই সমস্ত ফ্যাসিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে মামলার ব্যাপারেও রাশিয়া ও মিত্রশক্তির মধ্যে অনেক বিষয়ে মতান্তর হইয়াছিল। তথাপি যুদ্ধাপরাধের এই প্রকার বিচার ও দণ্ড আন্তর্জ্জাতিক ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ের মত এবং ভবিষ্যতের পররাজ্যগ্রাসী ও যুদ্ধ-লোলুপদের পক্ষে এক সতর্কতাস্বরূপ।

১৯৪৬ সালের মধ্যভাগে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আণবিক বোমার পরীক্ষা লইয়া বহু গবেষণার উদ্রেক করিয়াছিল। সেই গবেষণার মূল বিষয় ছিল তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে আয়োজন। ১লা জুলাই (১৬ আষাঢ়) তারিখ মার্কিণ সমর বিভাগ ভাইস-এড্মিরাল উইলিয়াম ব্লাণ্ডির নেতৃত্বে প্রশান্ত মহা-সমুদ্রের বিকিনি দ্বীপে এক বাতিল নৌ-বহরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ এবং উহার ফলাফল পরীক্ষা করেন। 'অতি-কেল্লা' শ্রেণীর বোমারুযোগে এই বোমা বাহিত হয় এবং ৩০ হাজার ফুট উর্দ্ধ হইতে উহা নিক্ষিপ্ত ও নৌবহরের উপর হাজার বা দেড় হাজার ফুট উর্দ্ধে উহা বিস্ফোরিত হয়। আণবিক বোমার সাহায্যে নৌবহরের ধ্বংসকার্য্য ও অন্যান্য ফলাফল কি ঘটে, তাহা লক্ষ্য করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সমরবিশারদগণের মতে এই ফলাফল সন্তোষজনক হয় নাই, কেননা

ধ্বংসকার্য্য তেমন ব্যাপক ও 'সর্ব্বগ্রাসী' হয় নাই। এমন কি কোন কোন জাহাজের ছাগল ও ভেড়াগুলি পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল। তারপর ২৫শে জুলাই (৯ শ্রাবণ '৫৩) আর একটি আণবিক বোমা জলের নীচে বিস্ফোরণের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু উহার ফলাফলও কতখানি কার্য্যকরী হইয়াছে, তাহা তেমন ভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। সোভিয়েট রাশিয়া এই সমস্ত পরীক্ষা-কার্য্য সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছে। কেননা আণবিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ লইয়া শক্তিবর্গের মধ্যে ঝগড়া এখনও চলিয়াছে এবং উহার প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আজও কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। ইঙ্গ-মার্কিণের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিয়াছে যে, তাঁহারা উভয়ে উহার একচেটিয়া দখল রাখিতেছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে রাশিয়াকে ভয় দেখানো। এদিকে রাশিয়া সম্পর্কেও বার বার এই গুজব রটিয়াছে যে, আণবিক শক্তির গবেষণা সেখানেও চলিয়াছে এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানিগণ মহাজাগতিক রশ্মি নামে অধিকতর প্রলয়ঙ্কর শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন। মোটকথা, এই সমস্ত গবেষণা পৃথিবীর শান্তির পক্ষে বিঘ্নজনক বলিয়াই বহু মনীষী চিন্তা করিতেছেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ সমসাময়িক পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহৎ অধ্যায় জুড়িয়া আছে। ইহার পটভূমিকা বহুদূর বিস্তৃত, সুতরাং এখানে আলোচনা সম্ভব নহে। তবে, অতি সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ১৯৪২ সালে জাপান কর্ত্তৃক ব্রহ্মদেশ আক্রমণ ও দখল করার পর হইতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটেনের নূতন নীতি আরম্ভ হয়, পরে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কেও একই নীতি অনুসরণের চেষ্টা হয়। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ-এপ্রিল মাসে চার্চ্চিল-সমর-মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক ক্রিপস প্রস্তাব, ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে কংগ্রেস কর্ত্তৃক 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' দাবী, আগষ্ট

বিপ্লব, ১৯৪৫ সালে সিমলায় ওয়েভেল প্রস্তাব, ১৯৪৬ সালের মে মাসে বৃটিশ ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান, ১৯৪৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী (২৬ মাঘ '৫৩) ও ৩রা জুন (১৯শে জ্যৈষ্ঠ '৫৪) বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস অর্পণ, ভারতবর্ষ বিভাগ এবং আগামী ১লা জুনের ১৯৪৮ মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ শাসনের অবসান সংক্রান্ত ঘোষণা ও ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক পূর্ণ সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকার লাভের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি বহু স্মরণীয় ঘটনায় ইতিহাস সমৃদ্ধ হইয়াছে। (এই সম্পর্কে পৃথক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত ঘোষণায় অতীতের সঙ্গে মূলনীতিগত এই প্রভেদ দেখা যায় যে, স্বাধীন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার ভারতীয়দের বলিয়াই স্বীকৃত হয়। গত ১৬ই মের, ১৯৪৬, (২রা জ্যৈষ্ঠ '৫৩) ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা প্রকাশের আগে তিন মাস ধরিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনৈতিক দলের ছোটবড় নেতার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিয়াছিলেন লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপস্ এবং মিঃ এ. ভি. আলেকজান্দার। কিন্তু কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের মধ্যে মতের মিল না হওয়ায় ক্যাবিনেট মিশন তাঁদের পরিকল্পনা একটি সুপারিশের আকারে প্রকাশ করেন। এই পরিকল্পনায় স্বীকার করা হয় যে, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচনার অধিকার ভারতীয়দের রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলে তাঁহারা বৃটিশ কমনওয়েলথের সম্পর্কও ছিন্ন করিতে পারিবেন। প্রতি ১০ লক্ষে একজন প্রতিনিধি (নির্ব্বাচনের অধিকার আইনসভাগুলির) লইয়া একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে এবং এই পরিষদ ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন। পাকিস্থান ও ভারত-ব্যবচ্ছেদের দাবী অন্যায়, অযৌক্তিক ও অবাস্তব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দেশীয় রাজ্য ও ভারতবর্ষ (বৃটিশ) লইয়া যে ভারতীয়

ইউনিয়ন গঠিত হইবে, উহা একটি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিবে এবং এই কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে বৈদেশিক ব্যাপার, আত্মরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অধিকার থাকিবে। বাকি সমস্ত ক্ষমতা থাকিবে প্রদেশগুলির। কিন্তু প্রদেশগুলি ক, খ ও গ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। 'ক' শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে হিন্দু মেজরিটি (বা কংগ্রেসী মেজরিটি) সম্পন্ন, কিন্তু 'খ' ও 'গ' শ্রেণী মুস্লিম মেজরিটি সম্পন্ন। অর্থাৎ মুস্লিম লীগের প্রস্তাবে পাকিস্থান এলাকা বলিয়া যে সমস্ত প্রদেশের দাবী করা হইয়াছে, সেগুলিকে লইয়া প্রাদেশিক মণ্ডলী গঠন করিতে হইবে। 'খ' শ্রেণীর পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু এবং 'গ' শ্রেণীর বাঙ্গালা ও আসাম খণ্ড-পরিষদে একত্রিত হইয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিবে। এই পরিকল্পনায় প্রচ্ছন্ন পাকিস্থান স্বীকৃত হওয়ায় এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা দেখা দেয়। মুস্লিম লীগ বিনা সর্ত্তে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে (জুন, ১৯৪৬, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় '৫৩), কিন্তু কংগ্রেস এই পরিকল্পনার নানা ত্রুটি দেখাইয়া প্রদেশগুলির মণ্ডলীতে যোগ না দেওয়ার অধিকারের কথা ঘোষণা করে। বিশেষভাবে আসাম ও সীমান্ত প্রদেশ আপত্তি জানায়।

ইহার পর ভারতবর্ষের ইতিহাস এক দুর্গম জটিল পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। যদিও ১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই (১৬ই আষাঢ় '৫৩) পণ্ডিত নেহ্‌রু ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় এবং পরে মুস্লিম লীগ উহাতে যোগদান করেন বড়লাট লর্ড ওয়েভেলের আমন্ত্রণ ক্রমে, তথাপি শাসনতান্ত্রিক সমস্যার বিশেষ কোন মীমাংসা হইল না। মুস্লিম লীগ ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করেন এবং গণপরিষদ গঠিত ও স্বাধীন ভারতের

মূল শাসনতান্ত্রিক লক্ষ্য ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেস, লীগ ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একমত হইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বহু টীকাটীপন্নি ও ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল এবং পণ্ডিত নেহ্রু ও মিঃ জিন্না প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লির আমন্ত্রণক্রমে বিদ্যুৎগতিতে লণ্ডন-নয়াদিল্লী যাতায়াত করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রাদেশিক মণ্ডলী সৃষ্টির ধারাটি বাধ্যতামূলক বলিয়া বর্ণিত হইল এবং কংগ্রেস তাহা গ্রহণও করিলেন। তথাপি মুস্লিম লীগ গণপরিষদে যোগ দিলেন না।

অবশেষে বর্ত্তমান বৎসরের ২০শে ফেব্রুয়ারী (৮ই ফাল্গুন '৫৩) ও ৩রা জুন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ এট্‌লি নূতন ঘোষণা দেন এবং আগামী বৎসরের ১লা জুনের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বৃটিশ শাসনের অবসান হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে ১৫ই আগষ্ট (২৯ শ্রাবণ '৫৪) তারিখ ভারতবর্ষে দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হয়। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব মুস্লিম ও অ-মুস্লিম মেজরিটি এলাকায় বিভক্ত হইয়া যায় এবং মুস্লিম এলাকাগুলি পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়। একটি সীমানা কমিশন বিভক্ত প্রদেশগুলির নূতন সীমানা নির্দ্দেশ করেন। নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর গৃহীত ভোটে শ্রীহট্ট পূর্ব্ববঙ্গে এবং সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্থানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মোটকথা, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক অবস্থার সম্পূর্ণ নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। যদিও পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়ন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দ্বারা গবর্ণর-জেনারেলের মারফৎ বৃটিশ রাজের সহিত সম্পর্ক রাখেন, তথাপি উহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র, কেননা, আগামী বৎসর জুন মাসের আগেই ভারতীয় ইউনিয়ন সার্ব্বভৌম রিপাব্লিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিবে এবং বৃটেনের সহিত এক নূতন সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। তথাপি ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস কার্য্যতঃ

ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্য্যাদা ও অধিকার দিয়াছে এবং জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পার্লামেণ্টে বিদ্যুৎগতিতে উত্থাপিত, বিতর্কিত ও গৃহীত এবং রাজা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মিঃ জিন্না পাকিস্তানের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৫ই আগষ্ট ২৯ শ্রাবণ '৫৪) তারিখ ভারতবর্ষ বৃটেনের কাছ হইতে যে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকার লাভ করিল, উহার পিছনে রহিয়াছে জাতীয় কংগ্রেসের অর্দ্ধ শতাব্দীব্যাপী সংগ্রাম। কাশ্মীর হইতে কন্যা-কুমারী এবং বোম্বাই হইতে আসাম পর্য্যন্ত হাজার হাজার নর-নারীর বিপুল আত্মত্যাগের ইতিহাস ইহার মধ্যে রহিয়াছে। বিশেষ-ভাবে বাঙ্গলা, বোম্বাই ও বিহারের অতি সাধারণ জনগণের নিঃশব্দ আত্ম-বলিদান এই ইতিহাসকে ধন্য করিয়াছে। প্রায় ২০০ বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিল এবং ৪০ কোটী নরনারী অধ্যুষিত একটি বিরাট উপ-মহাদেশ স্বাধীন মনুষ্যজাতির রাষ্ট্রিক সম্মানের সিংহদ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু ভারতবর্ষ বিভাগের দ্বারা এই সম্মানের মূল্য দিতে হইল। জাতীয় কংগ্রেসকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সেই সাম্রাজ্যবাদসঞ্জাত বৃটিশ ভেদনীতি—এই দুই মারাত্মক সমস্যার বিরুদ্ধে লড়িতে হইয়াছে। কিন্তু এই সংগ্রাম চলিয়াছিল একদিকে কংগ্রেসের অ-সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের আদর্শের দ্বারা এবং অন্যদিকে নিরস্ত্র জনগণের অহিংস সত্যাগ্রহের সুমহান নীতির দ্বারা। মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ ২৫ বৎসর এই আন্দোলনের সক্রিয় নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এবং সমগ্র আন্তর্জ্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের পক্ষে এক অভূতপূর্ব্ব নৈতিক শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন—যাহার সুরু প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯-২১ সালে এবং যাহার পূর্ণ পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫-৪৭ সালে। ইহা দ্বারা ভারতীয় গণবিপ্লবের পটভূমিকা রচিত

হইয়াছিল, যাহার কাছে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নতি স্বীকার করিল। দীর্ঘ দুই শতাব্দীর অবমাননা ও পরাধীনতার বন্ধন হইতে ভারতবর্ষ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল!

কিন্তু ভারতবর্ষের এই নূতন রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে ১৯৪৬-৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমানের অতি ভয়াবহ বর্ব্বর দাঙ্গা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট (৩১ শ্রাবণ '৫৩) কলিকাতায় মুস্লিম লীগ কর্তৃক 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ' দিবস পালনের তারিখ হইতে ইহার সুরু। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং যুক্ত প্রদেশে পর পর যে সমস্ত দাঙ্গা ঘটিয়াছে, তাহাতে নিহত, আহত ও নিখোঁজ লইয়া বে-সরকারী অনুমানে মোট সংখ্যা সম্ভবতঃ ১ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহদাহ, লুণ্ঠন, সম্পত্তিনাশ, জীবননাশ, বলাৎকার, জোরপূর্ব্বক বিবাহ, ধর্ম্মান্তরিতকরণ ও পাইকারি হত্যা ঘটিয়াছে—গুণ্ডাদের বর্ব্বরতার এগুলিই প্রধান লক্ষণ। অবশ্য ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ আক্রমণ ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদও চলিয়াছে, যাহা দমন করা এক কঠিন সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

এই ব্যাপক গৃহযুদ্ধের বর্ব্বরতা হিন্দু ও মুসলমানকে অতি দ্রুত পৃথক রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদকে স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। যদিও ইহা দ্বারা মূলতঃ মাইনরিটি সমস্যার মীমংসা হয় নাই, তথাপি বৃটেনকে ভারতবর্ষ ত্যাগে বাধ্য করা ও বিরোধের ক্ষেত্র যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করিবার জন্যই পাকিস্থান ও পার্টিশানের নীতি স্বীকার করা হইয়াছে।

১৯৪৭ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বহু ঐতিহাসিক ঘটনা

সংঘটিত হইয়াছে, বিরাট পরিবর্ত্তনের সূচনা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে এশিয়া মহাদেশের নেতৃত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। নয়াদিল্লীতে ২৩শে মার্চ্চ হইতে ২রা এপ্রিল (৯ চৈত্র—১৯ চৈত্র '৫৩) পর্য্যন্ত এশিয়া মহাদেশের যে বিরাট সম্মেলন হইয়া গেল, উহাকে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের ইতিহাসের এক গৌরবান্বিত অধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহাতে আরব, মিশর, আজারবাইজান, ইরাণ, চীন, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি সহ এশিয়ার ২২টি দেশের প্রতিনিধি একত্রিত হইয়াছিলেন, এবং তুরস্ক হইতে সোভিয়েট মধ্য-এশিয়া পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের ৪১টি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন, ঔপনিবেশিক ও বর্ণ-বৈষম্যের সমস্যা, অর্থনৈতিক দাসত্ব হইতে মুক্তি, আধুনিক শিল্প বাণিজ্যের উন্নয়ন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি এবং নারী-সমাজের মুক্তি ইত্যাদি বহু প্রকার সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা আলোচিত হইয়াছিল। এজন্য একটি স্থায়ী পরিষদও গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহ্রু ইহার উদ্বোধন এবং শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ইহার সভানেত্রীত্ব করেন। উভয়ের বক্তৃতাই অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। পরে গান্ধীজীও সমগ্র মানবজাতির এক ও অবিভাজ্য পৃথিবী সম্পর্কে একটি চমৎকার বক্তৃতা দেন। জাতীয় স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির ভিত্তিতে সমগ্র এশিয়াবাসীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়। যুদ্ধ নহে, পৃথিবীর শান্তি রক্ষাই এশিয়াবাসীদের ঐক্যবদ্ধতার উদ্দেশ্য। সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এবং সংস্কৃতির আদি জননী এশিয়া আবার মানব-সভ্যতার নেতৃত্বপদ গ্রহণ করিবে—সম্মেলন হইতে এই উদাত্ত বাণী ও সুমহান্ আশা ব্যক্ত করা হয়। এই সম্মেলনের ফলে এশিয়াবাসীদের পারস্পরিক

মিলন ও সৌহৃদ্যের পথ যেমন খুলিয়া যায়, তেমনই জগতের চক্ষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতবাসীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এশিয়ার জাগরণের এই মহাযজ্ঞে মুস্লিম লীগ নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও দূরে সরিয়া থাকেন।

১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক অসন্তোষ এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার দুর্গতি অত্যন্ত কঠোর হইয়াছিল। দ্রব্যমূল্যের শতকরা তিন শত হইতে চার শত ভাগ বৃদ্ধি (কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার চেয়েও বেশী) এবং সেই অনুপাতে মজুরি, বেতন ও উপার্জ্জনের আনুপাতিক হার অত্যন্ত কম হওয়ায় শ্রমিক ও চাকুরিজীবি মহলে নিদারুণ অসন্তোষ দেখা দিয়াছিল। এজন্য আলোচ্য বৎসরে বহু ব্যাপক ধর্ম্মঘটের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক ও তার বিভাগের ধর্ম্মঘট, কলিকাতার পোর্টট্রাষ্ট ধর্ম্মঘট, ট্রামওয়ে ধর্ম্মঘট, কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক ধর্ম্মঘট হইতে সুরু করিয়া বহু অফিস, মিল, কারখানায় এবং একখানি প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্রে পর্য্যন্ত দীর্ঘকাল কাজকর্ম্ম অচল হইয়াছিল। এবারের ধর্ম্মঘটের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেরাণী এবং অফিস-কর্ম্মচারিগণেরা পর্য্যন্ত ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। যদিও প্রায় সমস্ত ধর্ম্মঘটের জন্যই ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টিকে দায়ী করা হইয়াছে, তথাপি সমস্ত ধর্ম্মঘটের দোষ তাঁহাদের ঘাড়ে চাপানো যায় না। তবে, একথা ঠিক যে, কতকগুলি ধর্ম্মঘট ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বাহ্নে এড়ানো যাইত। এই সমস্ত ধর্ম্মঘটের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকগণ শ্রমিকদের সহিত আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভারতবর্ষের আগামী কালের রাজনীতি যে শ্রেণী-সংগ্রাম ভিত্তি করিয়া সুরু হইবে, বহু প্রদেশের শ্রমিক ও কৃষক জাগরণ তাহারই নিদর্শন।

এশিয়া মহাদেশের জাগরণের ঢেউ মিশর, মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষ হইয়া ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়াকে প্লাবিত করিয়াছে এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে বার বার ইংরাজ-ফরাসী-ওলন্দাজ শাসনশক্তির বিরুদ্ধে অতি তীব্র সংঘর্ষ ও রক্তাক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে। জেনারেল আউঙ্ সানের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের মতই স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে। সেখানেও অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত ও জেনারেল আউঙ্গ সান ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বাধীন ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গণপরিষদ আহুত হইয়াছে। কিন্তু উ স’র মায়োচিৎ পার্টি, ডাঃ বা ম’র ফ্যাসিষ্ট পক্ষপাতী দল এবং উগ্র কমিউনিষ্টগণ জেনারেল আউঙ্গসানের এই ‘আপোষ-মীমাংসা’র বিরোধিতা করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর ব্রহ্মদেশে ভারতবর্ষের মতই বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা অত্যন্ত জটিল ও প্রবল। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে জেনারেল আউঙ্ সান্ সারা ব্রহ্মের নেতৃত্বপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক শত্রু এবং বিরোধী দলও ছিল। তাহাদেরই নিযুক্ত রাইফেল ও ষ্টেনগানধারী গুণ্ডার দল গত ১৯শে জুলাই (২ শ্রাবণ ’৫৪) শাসন পরিষদের বৈঠকে অতর্কিতে হানা দিয়া গুলীবর্ষণপূর্ব্বক জেনারেল আউঙ্ সান্ ও তাঁহার অধিকাংশ সহ-মন্ত্রীদিগকে হত্যা করে। কার্য্যতঃ, গোটা মন্ত্রীসভাই (নিহতের সংখ্যা ৯ জন) নিহত হন। এই প্রকার বর্ব্বর হত্যাকাণ্ড আধুনিক পৃথিবীতেও দুর্লভ। সমগ্র ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ ইহাতে শোক-মগ্ন হয় এবং পণ্ডিত নেহ্রু ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে সমবেদনা জানান। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দাবাদ ও সমবেদনা জানাইয়া ঘোষণা করেন যে, ইহা দ্বারা ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা অর্পণের নীতির কোন ব্যাঘাত হইবে না।

ইন্দোচীনে জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ হো চি-মীন কর্ত্তৃক ভিয়েৎনাম রিপাব্লিক ও ইন্দোনেশিয়ায় ডাঃ সোয়েকার্ণো ও ডাঃ শারিয়ার কর্ত্তৃক ইন্দোনেশিয়া রিপাব্লিক গবর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় জন্মান্তরের সূচনা করিয়াছে। যদিও এখন পর্য্যন্ত পূর্ণ সার্ব্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত এবং ফরাসী ও ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের প্রভুত্ব অপসারিত হয় নাই, তথাপি এশিয়ার জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রগতির মুখে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের এই সমস্ত ঘাঁটি শীঘ্রই নিশ্চিহ্ন হইবে।

১৯৪৬-৪৭ সালে আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেমন আন্তর্জ্জাতিক জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তেমনই মধ্যপ্রাচ্যে, ভারতবর্ষে ও সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মুমূর্ষু করিয়াছে। ফলে, কতকগুলি দেশের জাতীয় স্বাধীনতা আজ সম্ভব এবং একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলি ইহাতে খুসী নহে। সেইজন্য আমেরিকা ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে। চীনে চিয়াং কাইসেকের গবর্ণমেণ্টকে বহু প্রকার সাহায্য দিয়া কুমিণ্টাং ও কমিউনিষ্ট দলের গৃহযুদ্ধ জীয়াইয়া রাখা হইয়াছে। অধিকৃত জাপানকে জেনারেল ম্যাক-আর্থার মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যদিও সেখানে জাপ-সম্রাট নর-দেবতার অলৌকিক অধিকার হইতে মানুষের ভূমিকায় নামিয়া আসিয়াছেন এবং জাপানে মার্কিণ-মার্কা এক নূতন গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি প্রচ্ছন্ন সমরবিলাসী আধা ফ্যাসিষ্টদের এখনও উচ্ছেদ ঘটে নাই—অন্ততঃ রাশিয়ার ইহাই অভিযোগ। জার্ম্মানীর মত জাপানের সহিত আজও কোন শান্তি-সন্ধি রচিত হয় নাই এবং এশিয়ার একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র পতনের অন্ধকারে রহিয়া গিয়াছে। আমেরিকা যেমন এশিয়াখণ্ডে প্রভুত্ব বজায়

রাখিয়া চলিয়াছে, তেমনই বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর্থনে গ্রীসে ও তুরস্কে এবং তারপর মার্শাল প্ল্যানের মারফৎ সারা ইউরোপকে শত সহস্র কোটি টাকার ঋণদানের দ্বারা মার্কিণ ডলারের নিকট বন্দী করিয়া রাখিতে চাহিতেছে। অথচ যুদ্ধক্ষত এবং সর্ব্বনাশগ্রস্ত ইউরোপের পক্ষে আর্থিক সাহায্যেরও প্রয়োজন। রাশিয়ার সহিত ইহা লইয়া যে বিরোধ চলিয়াছে, তাহা দ্বারা ইউরোপ সুনিশ্চিতরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং এই বিভেদ গোটা আন্তর্জ্জাতিক পৃথিবীতে।

১৯৪৬-৪৭ সাল মানুষের শান্তি আনিয়াছে কি ?—না। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্ষত হইতে এখনও রক্ত ঝরিতেছে, এখনও ধনিক সমাজ শাসন ও শোষণের প্রলোভন ছাড়িতে পারিতেছে না। তথাপি মানুষের দৃষ্টি সর্ব্বত্র ঝাপ্‌সা নহে,—বহু বাধা, বহু সংগ্রাম এবং প্রভূত লাঞ্ছনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ অসাধারণ হওয়ার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এশিয়ার জাগরণে তাহার পদধ্বনি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বীকৃতিতে তাহারই জয়নিশান !

ভৌগলিক বিবরণী (প্রাকৃতিক)

পৃথিবী

পরিধি ও আয়তন ঃ—পৃথিবীর পূর্ব্ব-পশ্চিম বৃহত্তম পরিধি হইতেছে ২৫,০০০ মাইল, এবং ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ১৯ কোটি সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল।

পৃথিবীর গতি ঃ—পৃথিবীর গতি দুইটি—আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তন। পৃথিবী অবিরাম গতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘুরিতেছে ; এই গতির নাম **আবর্ত্তন বা আহ্নিক গতি**। পৃথিবী সূর্য্যকেও প্রদক্ষিণ করে ; প্রদক্ষিণ করিতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে ; এই গতি পরিক্রম বা বার্ষিক গতি নামে আখ্যাত।

দিবারাত্রির সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য ঃ—২১শে **জুন** পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের সকল স্থানে দীর্ঘতম দিন ও হ্রস্বতম রাত্রি হয় ; দক্ষিণ গোলার্দ্ধে বিপরীত অবস্থা ঘটে। **২১শে ডিসেম্বর** উত্তর গোলার্দ্ধের সর্ব্বত্র হ্রস্বতম দিন ও দীর্ঘতম রাত্রির সঞ্চার হয় ; দক্ষিণ গোলার্দ্ধে ইহার বিপরীত অবস্থা হয়। **২১শে মার্চ্চ ও ২২শে ডিসেম্বর** পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন-রাত্রি সমান।

মেরুপ্রদেশে ক্রমাগত ছয়মাস দিন ও ছয় মাস রাত্রি হয়।

সূর্য্য-ও-চন্দ্র-গ্রহণের কারণ ঃ—পৃথিবী ও চন্দ্র নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরিতে ঘুরিতে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, কখনও সূর্য্যের সম্মুখে অবস্থিত পৃথিবীর ছায়ায় চন্দ্র আচ্ছাদিত হইয়া সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত হয়, কখনও বা চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর পড়িয়া পৃথিবীকে অন্ধকার করে। এই ঘটনাদ্বয় যথাক্রমে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ নামে পরিচিত।

মহাদেশ ও মহাসাগর ঃ—পৃথিবীর সাত ভাগের পাঁচ ভাগ জল ও দুই ভাগ স্থল।

প্রশান্ত, অতলান্তিক, ভারত, উত্তর বা সুমেরু এবং দক্ষিণ বা কুমেরু এই পাঁচটি মহাসাগরে পৃথিবীর জলভাগের প্রধান অংশ বিভক্ত।

এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও কুমেরু প্রদেশ এই ছয়টি মহাদেশে পৃথিবীর স্থলভাগ বিভক্ত।

ভারতবর্ষ

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ঃ—এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ; ভারতবর্ষ আয়তনে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। প্রায় সকল প্রকার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান। এই কারণে ভারতবর্ষ উপ-মহাদেশ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

সীমা ও আয়তন ঃ—ভৌগলিক ভারত ও রাষ্ট্রীয় ভারত এক নহে। ভৌগলিক ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, উত্তর-পশ্চিমে সুলেমান ও খিরথর পর্ব্বতমালা, দক্ষিণে সিংহল এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় চৌহদ্দী অনুযায়ী সিংহল ও ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত এবং বেলুচিস্তান ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষের আয়তন পৌনে ষোলো লক্ষ বর্গ মাইল।

প্রাকৃতিক বিভাগ ঃ—ভূমির বন্ধুরতা অনুসারে ভারতবর্ষকে চারি ভাগে বিভক্ত করা হয়,—(১) পার্ব্বত্য উত্তর প্রদেশ, (২) নদী-গঠিত বিশাল সমভূমি, (৩) দক্ষিণাপথের মালভূমি এবং (৪) উপকূলবর্ত্তী অপ্রশস্ত নিম্নভূমি।

নদ-নদী ও হ্রদ ঃ—সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা, এই তিনটি ভারতের

প্রধান নদী। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র 'নদ' নামেই সমধিক পরিচিত। সিন্ধু ভারতের দীর্ঘতম নদী, দৈর্ঘ্য ১৮০০ মাইল।

শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি নদীর মিলিত প্রবাহকে 'পঞ্চনদ' বলা হয়। এই পঞ্চনদ সিন্ধুর বাম তীরের প্রধান উপনদী।

ব্রহ্মপুত্র যে সকল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যমুনা, মানস, তিস্তা ও মেঘনা প্রধান। ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ মাইল।

গঙ্গার সহযোগী ও শাখা নদীগুলির মধ্যে অলকানন্দা, ভাগিরথী ও পদ্মা, যমুনা ও শোণ, গোমতী ও সরযুর নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল। ইহার অববাহিকা ভারতবর্ষের মধ্যে উর্ব্বরতম এবং ব-দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। অনেকের মতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠ ও মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী নদী।

অন্যান্য নদনদীর মধ্যে দক্ষিণ ভারতের নর্মদা (৮০০ মাইল) ও তাপ্তী, মধ্যভারতের মহানদী (২৫০ মাইল) দক্ষিণাপথের গোদাবরী (৯০০ মাইল) উল্লেখযোগ্য।

ভারতের হ্রদগুলির মধ্যে কাশ্মীরের উলার, রাজপুতানার পুষ্কর এবং পূর্ব্ব-উপকূলস্থ চিল্কা প্রধান।

পাহাড়, পর্ব্বত ও গিরিপথ :—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতমালা হিমালয় ভারতের উত্তর সীমায় অবস্থিত। ইহার শিখর এভারেষ্ট (২৯,০০২ ফুট*) পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোচ্চ। কারাকোরাম পর্ব্বতশ্রেণী, হিন্দুকুশ পর্ব্বত, জয়ন্তীয়া, খাসিয়া ও গারো পাহাড়, আরাবল্লী ও বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা ভারতের প্রসিদ্ধ পাহাড়-পর্ব্বতের অন্যতম।

* এভারেষ্টের উচ্চতা সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

ভারতে তিনটি গিরিপথ আছে—খাইবার, গুমাল ও বোলান। সব কয়টি গিরিপথই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত।

স্বাস্থ্যনিবাস ঃ—প্রাকৃতিক আবহাওয়ার গুণে ভারতের যে সকল অঞ্চল স্বতঃই স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা অল্প নহে। পার্ব্বত্যাঞ্চল ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূ-ভাগের অধিকাংশ স্থানই স্বাস্থ্যকর। প্রধান প্রধান স্বাস্থ্যকর স্থানের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—

কাশ্মীর (উত্তর পশ্চিম সীমান্তের করদ রাজ্য) ; সিমলা, কসৌলী, ডালহাউসী ও মুরী (পঞ্জাব) ; নৈনিতাল, মুসৌরী, আলমোড়া ও দেরাদুন (যুক্তপ্রদেশ) ; রাঁচি, হাজারিবাগ ও পালামৌ, (বিহার) ; পুরী ও গোপালপুর (ওড়িষ্যা) ; দার্জ্জিলিং (বাঙ্গালা) ; শিলং (আসাম) ; উটকামণ্ড (দক্ষিণ ভারত) ; ওয়ালটেয়ার ও ভিজাগাপত্তম (মাদ্রাজ) ; নাসিক (বোম্বাই) ; বাঙ্গালোর (মহীশূর)।

কৃষি, খনি ও বনজ সম্পদ ঃ— (প্রদেশানুসারে)

আসাম ঃ—**ক্ষেত্রজ** দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, তৈলবীজ, চা, কমলালেবু ও আনারস প্রধান। সম্প্রতি সিনকোনার চাষও আরম্ভ হইয়াছে।

বনজ দ্রব্যের মধ্যে শাল, শিশু, শিমুল ও জারুল বৃক্ষ প্রচুর জন্মে ; রবারের গাছও আছে।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে চূণ বিখ্যাত ; পেট্রোলিয়ম ও কয়েকটি কয়লার খনিও আছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঃ—এই প্রদেশে গম, ছোলা, জোয়ার ও ধান্য, বেদানা ও আঙ্গুর, পাইন ও সেদার বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

ওড়িষ্যা ঃ—ধান্য, ইক্ষু, তৈলবীজ ও নারিকেল ওড়িষ্যার প্রধান শস্যসম্পদ। সুন্দরী বৃক্ষও উৎপন্ন হয়।

ভারতের শতকরা ৬০ ভাগ লৌহ ওড়িষ্যার পার্ব্বত্যাঞ্চলে পাওয়া যায়। তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ ও অভ্রের খনিও আছে।

মৎস্যের জন্য বিখ্যাত চিল্কা হ্রদ এই প্রদেশের অন্তর্গত।

পঞ্জাব :—গম উৎপাদনে পঞ্জাব পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। ইহা ব্যতীত তুলা, তামাক, ইক্ষু, ধান্য, দেবদারু বৃক্ষ, লবণ, কয়লা ও পেট্রোলিয়মের জন্যও এই প্রদেশ বিখ্যাত।

বঙ্গদেশ :—প্রধান ফসল ধান্য ও পাট। সরিষা, তিল, তিসি, তামাক, ইক্ষু, তুলা প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। বাঙ্গালার চা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। রেশম-শিল্পের জন্য তুঁতের চাষও যথেষ্ট হয়।

এই প্রদেশে প্রচুর সুন্দরী, গরাণ, গেউয়া, শাল, সেগুণ, ছাতিম, পোমা, প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। নারিকেল, সুপারি, তাল ও খেজুরের গাছও অসংখ্য রহিয়াছে।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে কয়লার জন্য বঙ্গদেশ ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

বিহার :—ধান্য, গম, যব, রাই, তিসি, ইক্ষু, তুলা, ভুট্টা, তামাক, বিবিধ দাইল বিহারে প্রচুর উৎপন্ন হয়। আম, লিচু, প্রভৃতি ফল ও তুঁতের চাষও হয়। বন্য বৃক্ষ হইতে লাক্ষা পাওয়া যায়।

খনিজ সম্পদে বিহার ভারতের সেরা প্রদেশ। লৌহ, তাম্র, কয়লা ও অভ্রের বহু খনি এই স্থানে আছে। কেওলিন (চীনামাটি) ও সিমেণ্ট তৈয়ারী করিবার উপযুক্ত প্রস্তরও বিহারে পাওয়া যায়।

বোম্বাই :—ভারতের শ্রেষ্ঠ তুলা এবং ধান্য, গম, বিবিধ ফল, ছোলা, সুপারি ও নারিকেল এই প্রদেশে প্রচুর জন্মে।

মধ্যপ্রদেশ :—ধান্য, গম, তুলা, তৈলবীজ, জোয়ার, শাল, সেগুন,

লাক্ষা, ম্যাঙ্গানিজ, সিমেণ্ট তৈয়ারী করিবার প্রস্তরের জন্য মধ্যপ্রদেশ প্রসিদ্ধ।

মাদ্রাজ :—ধান্য, ইক্ষু, তূলা, তামাক, তিল, চীনাবাদাম, জোয়ার, নারিকেল, গোলমরিচ, লঙ্কামরিচ, এলাচি, দারুচিনি, সেগুন, চন্দন, আবলুস. সিন্‌কোনা, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র ও গ্র্যাফাইট এই প্রদেশকে বিখ্যাত করিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ :—জোয়ার, বজরা, ভুট্টা ও ইক্ষুর জন্য যুক্তপ্রদেশ ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই প্রদেশে প্রচুর গম জন্মে। অন্যান্য কৃষির মধ্যে আফিম, ধান্য, তৈলবীজ, তূলা ও চা উল্লেখযোগ্য।

সিন্ধু :—তূলা, গম, যব, খেজুর গাছ ও বাবুল গাছই সিন্ধুর উল্লেখযোগ্য সম্পদ। খেজুর গাছগুলি আপনা হইতেই মরু অঞ্চলে জন্মে।

দেশীয় রাজ্যসমূহ :—হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রচুর ধান্য, গম, তৈলবীজ, জোয়ার ও তূলা জন্মে, এবং বহু কয়লা ও হীরার খনি আছে।

মহীশূর রাজ্য সেগুন ও চন্দন বৃক্ষ এবং তূলা, ইক্ষু, ধান্য ও জোয়ারের জন্য প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যে স্বর্ণ, লৌহ এবং ম্যাঙ্গানিজের খনিও আছে।

রাজপুতানার রাজ্যসমূহে প্রধানতঃ ইক্ষু, তূলা, গম ও যবই জন্মে। জয়পুর রাজ্য মর্ম্মর প্রস্তরের খনির জন্য বিখ্যাত।

কাশ্মীর রাজ্যে গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, আপেল, পীচ ও আঙ্গুর প্রচুর উৎপন্ন হয়।

বঙ্গদেশ

প্রাকৃতিক বিভাগ :—ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বঙ্গদেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) উত্তরে হিমালয়ের পার্ব্বত্যাঞ্চল, (২) তাহার দক্ষিণে তরাই অঞ্চল, (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের উচ্চ ভূমি, (৪) পশ্চিমে ছোটনাগপুরের মালভূমির অন্তর্ভুক্ত বর্দ্ধমান জেলার কিয়দংশ, এবং (৫) ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার পলির দ্বারা গঠিত সমভূমি ও ব-দ্বীপ।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য :—বাঙ্গালার ন্যায় এত বড় বিস্তৃত ব-দ্বীপ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পশ্চিম ও মধ্য বঙ্গের ব-দ্বীপ পুরাতন, পূর্ব্ব বঙ্গের ব-দ্বীপ নূতন। ব-দ্বীপের সমগ্র দক্ষিণাংশে বিস্তীর্ণ

শ্যামলিমা এই প্রদেশের বিশিষ্ট প্রাকৃতিক শোভা। বাঙ্গালার সবুজ বর্ণে এমন একটি মাধুর্য্য আছে, যাহা পৃথিবীর অপর কোথাও দেখা যায় না।

নদ-নদী :—বঙ্গদেশ প্রধানতঃ নদীমাতৃক। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ব্যতীত অজয়, রূপনারায়ণ, কাঁসাই বা হলদী, দামোদর, সুবর্ণরেখা, পদ্মা, মহানন্দা, মেঘনা, গড়াই বা মধুমতী, তিস্তা, করতোয়া, আত্রেয়ী, গোমতী, তিতাস, ডাকাতিয়া, কর্ণফুলী, প্রভৃতি নদী এই প্রদেশে প্রবহমান। ভাগিরথী, হুগলী ও পদ্মা গঙ্গানদীরই অংশবিশেষ।

জলবায়ু :—বঙ্গদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—শীতগ্রীষ্মে মাত্র ১০।১২ ডিগ্রীর পার্থক্য।

মৌসুমের আরম্ভে বঙ্গদেশে অপরাহ্নে প্রায়ই ঝড়-তুফান হয়। ইহার প্রচলিত নাম 'কাল-বৈশাখী।' মৌসুমের শেষে 'আশ্বিনের ঝড়' বহে।

ভৌগলিক বিবরণী (রাষ্ট্রীয়)

ভারতবর্ষ

রাষ্ট্রীয় বিভাগ :—ষোলোটি প্রদেশে রাষ্ট্রীয় ভারত বিভক্ত। আসাম, বঙ্গদেশ, বিহার, ওড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, বোম্বাই, মাদ্রাজ, এই এগারোটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ, এবং বেলুচিস্তান, আজমীঢ়-মাড়োয়ার, দিল্লী, কূর্গ ও আন্দামান-নিকোবর এই পাঁচটি চীফ্ কমিশনার শাসিত প্রদেশ। ইহা ব্যতীত নেপাল ও ভুটান এই দুইটি স্বাধীন রাজ্য এবং ছয় শতাধিক করদ রাজ্যও আছে।

চন্দননগর, পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও য়্যানাম্ এই পাঁচটি স্থান ফরাসীদের অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দিউ পোর্ত্তুগীজদের অধিকারে আছে।

যাতায়াতের ব্যবস্থা :—ভারতবর্ষে পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য আড়াই লক্ষ মাইলের উপর এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য দুই লক্ষ মাইলের কাছাকাছি। (১) কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া পেশাওয়ার (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড), (২) কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ, (৩) বোম্বাই হইতে দিল্লী, (৪) বোম্বাই হইতে মাদ্রাজ, এবং (৫) যুক্তপ্রদেশের মির্জ্জাপুর শহর হইতে নাগপুর হইয়া দক্ষিণ ভারত (গ্রেট্ দক্ষিণাপথ রোড), এই পাঁচটি পাকা রাস্তা প্রধান।

গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র দিয়া বহু দূর পর্য্যন্ত ষ্টিমার ও নৌকা চলে। কলিকাতা হইতে আসাম পর্য্যন্ত ৮০০ মাইল এবং কানপুর পর্য্যন্ত ৬৫০ মাইল জলপথে যাইবার সুবিধা আছে। নাব্য নদী ও খালে ভারতের জলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০০০ মাইল। উপকূলবর্ত্তী প্রধান শহর ও বন্দরগুলিতে সমুদ্রপথে যাতায়াত চলে।

ভারতে বিস্তৃত রেলপথ* আছে। **ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে** (দৈর্ঘ্য ৪২৯১ মাইল) কলিকাতা (হাবড়া) হইতে পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ হইয়া গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। এক শাখা মোগল সরাই হইতে কাশী ও লক্ষ্ণৌ হইয়া দেরাদুন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। **বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে** (দৈর্ঘ্য ৩৩২৬ মাইল) হাবড়া হইতে পশ্চিমে নাগপুর ও কাট্‌নী এবং দক্ষিণে ভিজাগাপত্তম অবধি বিস্তৃত। **বেঙ্গল য়্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে** (দৈর্ঘ্য ৩১৭৫ মাইল) কলিকাতা (শিয়ালদহ) হইতে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া চট্টগ্রাম হইতে তিনস্থকিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছে; **দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ে** ও **ডিব্রু-সদিয়া রেলপথ** ইহার সহিত সংযুক্ত। **বেঙ্গল য়্যাণ্ড নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে** (২১১৪ মাইল) বিহার ও যুক্তপ্রদেশকে বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। মাদ্রাজ ও সাউথ মারহাট্টা রেলওয়ে (৩২৩০ মাইল) মাদ্রাজ হইতে ভিজাগাপত্তম, রায়চুর, পুনা ও গোয়া অভিমুখে প্রসারিত। **সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে** (২৪৫৯ মাইল) মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপল্লী, কালিকট, টিউটিকোরি প্রভৃতি স্থানের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। **গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে** (৩৭০০ মাইল) বোম্বাই হইতে জব্বলপুর, এলাহাবাদ ও দিল্লী, এবং দক্ষিণে রায়চুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। **বোম্বাই, বরোদা য়্যাণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে** (৩৯২৫ মাইল) বোম্বাই হইতে আগ্রা, মথুরা ও দিল্লী হইয়া নর্থ ওয়েষ্টার্ণ এবং অন্যান্য রেলওয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে। **নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে** (৬৯৫৪ মাইল) করাচী হইতে পশ্চিমে বেলুচিস্তান ও আফ্‌গানিস্তান এবং পূর্ব্বে দিল্লী

* সম্প্রতি ভারতবিভাগের ফলে রেলপথগুলির নামকরণ এবং চৌহদ্দীর পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা ব্যতীত কতিপয় দেশীয় রাজ্যের রেলপথ এবং বহু ক্ষুদ্র রেলপথ ভারতের বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

ইম্পিরিয়্যাল্ এয়ার ওয়েজ, ইণ্ডিয়ান ট্রানস্ কণ্টিনেণ্টাল এয়ার ওয়েজ, টাটা এয়ার লাইনস্ ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল এয়ার ওয়েজ বিমানযোগে ভারতের এক স্থান হইতে অপর স্থানে এবং ভারতের বাহিরে যাত্রী ও ডাকবাহী প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে প্রধান।
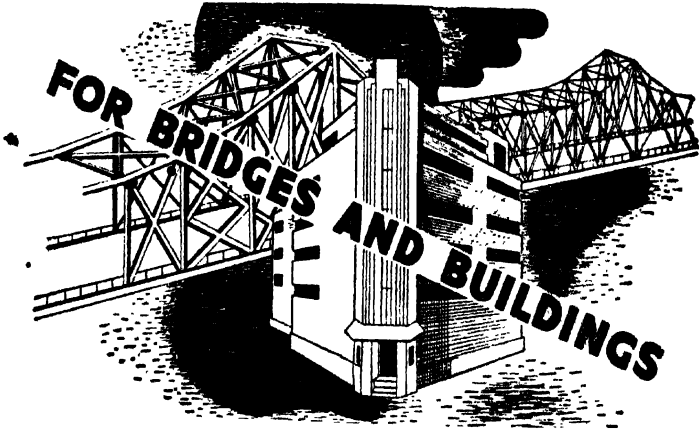
ALL
YOU
NEED
IS
Charm
This remarkably beautiful lady has been praised by thousands for her exquisite beauty, and she attributes this achievement to "Oatine"
To achieve beauty, and to preserve it, Oatine is indispensable.
Oatine
SNOW for DAY CREAM for NIGHT
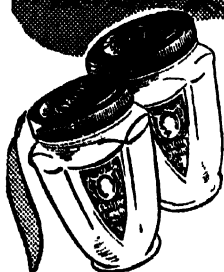
বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটিরশিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	আজমীঢ়				আবু (মনোরম জলবায়ুবিশিষ্ট স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)
আন্দামান-নিকোবর	আন্দামান	নারিকেল	নারিকেল রজ্জু।		
আসাম	শিলং	শাল, শিশু, জারুল ও রবার বৃক্ষ; সিঙ্কোনা ও চা; পেট্রোলিয়ম, চূণ ও কয়লা।	এণ্ডি রেশম, মুগা, তসর।		শিলং (স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)। শ্রীহট্ট (কমলালেবু, আনারস ও চূণের খনি) ডিগবয় (পেট্রোলিয়মের খনি) শিবসাগর ও শিলচর (চা ব্যবসায়ের কেন্দ্র) গৌহাটি (কামাখ্যা দেবীর মন্দির)।
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	পেশাওয়ার	পাইন ও সেডার বৃক্ষ; বিবিধ ফল।			
ওড়িষ্যা	কটক	নারিকেল ও তৈলবীজ।			গোপালপুর (সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান)। পুরী (সমুদ্রোপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান; জগন্নাথদেবের মন্দির)
কুর্গ	মারকারা	কফি।			

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটিরশিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
দিল্লী	নয়া দিল্লী		স্বর্ণ, রৌপ্য, রেশম, পশম, মসলিন, গজদন্ত।	কাপড়, চিনি ও ময়দার কল।	
পঞ্জাব	লাহোর	তুলা, ও তামাক, ইক্ষু, চা ; দেবদারু বৃক্ষ ; লবণ, কয়লা, পেট্রোলিয়ম।	পশু৷ চর্ম্ম, লোম ও শিঙ্ সংক্রান্ত বিবিধ শিল্প ; কম্বল, কার্পেট, শাল, ধাতুদ্রব্য, সূচীশিল্প, চীনামাটি ও কাঠের উপর কারুশিল্প।	চিনির কল।	লাহোর (রণজিৎ সিংহের দুর্গ)। অমৃতসর (শিখদের প্রধান তীর্থ ; স্বর্ণমন্দির ; কার্পেট, পশমী শাল ও কাঠের কারুকার্য্য)। লুধিয়ানা (পশমী শিল্প)। ডেরাগাজি খাঁ ও কালাবাগ (সীমান্তের বাণিজ্যকেন্দ্র) রাওয়ালপিণ্ডি (উত্তর ভারতের প্রধান সেনানিবাস)। মূলতান (দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র)। লায়ালপুর (কৃষি কলেজ)। সিমলা, মুরী ও ডালহাউসী (স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)। কসৌলী (পাস্তুর ইন্‌ষ্টিট্যুট ও স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটিরশিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
বঙ্গদেশ	কলিকাতা	তৈলবীজ, তামাকু, ইক্ষু, চা, তুলা, তুঁত; সুন্দরী, গরাণ, গেউয়া, শাল, সেগুন, ছাতিম, গোমা ও শিমুল বৃক্ষ; বাঁশ; নারিকেল, সুপারি, খেজুর; কয়লা।	রেশম, লৌহ, পিতল, তামা, কাঁসা, শঙ্খ, ছাতার বাঁট, সাবান, তাঁত।	কাপড়, চামড়া, পাট, ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, চীনামাটির বাসন, সিগারেট, দিয়াশলাই, রবার।	কলিকাতা (বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ নগর এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর ও অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। ডায়মণ্ড হারবার (পোতাশ্রয়)। ঢাকা (মুসলমান যুগের রাজধানী ও শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র)। মুর্শিদাবাদ (শেষ মুসলমান নবাবের রাজধানী)। কুলটি (লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা)। টিটাগর (কাগজের কল)। নবদ্বীপ (সেনবংশের রাজধানী; চৈতন্যদেবের জন্মস্থান)। চট্টগ্রাম (বন্দর)। দার্জ্জিলিং (স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস; চা ও কমলালেবু)। মালদহ (রেশম ও আম)।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটিরশিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
বিহার	পাটনা	তৈলবীজ, ইক্ষু, তুলা, তামাক ; আম, লীচু, তুঁত ; লাক্ষা ; লৌহ, কয়লা, অভ্র, কেও-লিন, সিমেণ্ট।		লৌহ ও ইস্পাত, সিমেণ্ট।	পাটলীপুত্র (মৌর্য্যবংশের রাজধানী, পাটনার নিকট)। রাঁচি (হুড্রু জল-প্রপাত ; স্বাস্থ্যকর স্থান)। ভাগলপুর (রেশমী কাপড়)। মুঙ্গের (সীতাকুণ্ড—উষ্ণপ্রস্রবণ)। মজঃফরপুর (লিচু)। মতিহারী (তামাক)। গয়া (হিন্দুতীর্থ)। বুদ্ধগয়া (বৌদ্ধতীর্থ)। পরেশনাথ (প্রধান জৈনতীর্থ)। তোপচাচী (প্রস্তর প্রাচীর ও রাজদহ বাঁধ)। পালামৌ (স্বাস্থ্যনিবাস)।
বেলুচিস্তান	কোয়েটা	আঙ্গুর, খরমুজ।			
বোম্বাই	বোম্বাই	তুলা ; ধান্য, সুপারি, নারিকেল ; বিবিধ ফল।	রেশম, সূচীশিল্প।	কাপড়, চিনি, কাগজ।	বোম্বাই (ভারতের দ্বিতীয় নগর ও বন্দর)। এলিফ্যাণ্টা দ্বীপ (খোদাই করা মন্দির)। আহ্‌মেদাবাদ (কাপড়ের কল)। সুরাট (ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠী)। নাসিক (স্বাস্থ্যনিবাস, হিন্দুতীর্থ)। সাতারা (শিবজীর জন্মস্থান)।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় :—

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটির শিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
মধ্যপ্রদেশ	নাগপুর	তুলা, তৈলবীজ; শাল, সেগুন; রেশমের গুটিপোকা, লাক্ষা; কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, সিমেণ্ট।		সিমেণ্ট, কাপড়।	জব্বলপুর (নর্ম্মদা জলপ্রপাত)। ওয়ার্দ্ধা (তুলার ব্যবসা ও গান্ধী আশ্রম)।
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ	ইক্ষু, তুলা, তামাক, তিল, চীনাবাদাম; সেগুন, চন্দন, আবলুস; সিঙ্কোনা; লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, গ্র্যাফাইট, অভ্র; নারিকেল, মশলা।	নারিকেল সংক্রান্ত দ্রব্য; মৎস্য ও মুক্তা-সংগ্রহ।	চট, তৈল, নারিকেল রজ্জু, চুরুট, চর্ম্ম, সাবান, দিয়াশলাই।	মাদ্রাজ (ভারতের তৃতীয় নগর ও চতুর্থ বন্দর; মানমন্দির)। মাদুরা (মীনাক্ষীদেবীর মন্দির)। টিউটিকোরিন (মুক্তাসংগ্রহ)। ভিজাগাপত্তম (পূর্ব্বোপকূলের বৃহত্তম বন্দর)। তাঞ্জোর (বস্ত্রশিল্প)। ডিণ্ডিগাল চুরুটের কারখানা)। ত্রিচিনোপল্লী (বহু প্রাচীন নগর)। বেলারি (প্রধান সেনানিবাস)। সালেম (ছুরি, কাঁচি)।

বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

প্রদেশের নাম।	রাজধানী।	খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি এবং খনিজ ও অরণ্য সম্পদ।	কুটিরশিল্প।	যন্ত্রশিল্প।	বিশিষ্ট স্থান।* বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হইল।
যুক্ত প্রদেশ	এলাহাবাদ	ইক্ষু, আফিম, তৈল-বীজ, তুলা, চা।	কার্পেট, ধাতুদ্রব্য, গোলাপজল ও সুগন্ধি, রেশম ও জরী, তাপিন তৈল।	চিনি, পশম, বস্ত্র, চর্ম্ম, কাগজ, দিয়াশলাই।	এলাহাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, অযোধ্যা (হিন্দুতীর্থ)। বারাণসী (রেশম ও হিন্দুতীর্থ)। কানপুর (বস্ত্র, চর্ম্ম, পশম, তৈল ও চিনির কারখানা)। আগ্রা (তাজমহল)। আলিগড় (তালা)। মোরাদাবাদ (পিতল কাঁসার বাসন)। শাজাহানপুর (চিনি)। নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরী, দেরাদুন (স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)।
সিন্ধু	করাচী	তুলা, খেজুর ; বাবুল গাছ।			করাচী (ভারতবর্ষের তৃতীয় বন্দর)। সুক্কুর (সিন্ধুনদের উপর দোলায়মান সেতু ও সুক্কুর বাঁধ)। শিকারপুর (মাহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপ)। হায়দরাবাদ (সিন্ধুপ্রদেশের পূর্ব্বতন রাজধানী)। অমরকোট (সম্রাট আকবরের জন্মস্থান)।

বঙ্গদেশ

বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বঙ্গদেশ ৫টি বিভাগে বিভক্ত—বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সী, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম। নিম্নে বিভাগগুলির বিস্তৃত বিবরণী দেওয়া গেল।

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
বর্দ্ধমান	বীরভূম	(১) সিউড়ি (সদর), (২) রামপুর হাট।	শাল ও মহুয়া বৃক্ষ, তসর, গরদ, তামাক, কাঁসা।	সিউড়ী (তসরের কাপড় ও মোরব্বা)। বোলপুর (বিশ্বভারতী ও শান্তি-নিকেতন)। কেন্দুবিল্ব (জয়দেবের জন্মস্থান)। নান্নুর (চণ্ডীদাসের জন্মস্থান)। রায়পুর (প্রথম ভারতীয় লাট ও লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জন্মস্থান)।
	বর্দ্ধমান	(১) বর্দ্ধমান (সদর), (২) আসানসোল, (৩) কালনা, (৪) কাটোয়া।	মিষ্টান্ন, ছুরি-কাঁচি, কয়লার খনি, লোহার কারখানা, ভাস্কর্য্য, পাট, ইক্ষু।	বর্দ্ধমান (সীতাভোগ ও মিহিদানা)। রাণীগঞ্জ (কয়লার খনি)। কুলটি (লোহার কারখানা)। কাঞ্চনগর (ছুরি-কাঁচি)। দামুন্যা (মুকুন্দরামের জন্মস্থান)। পাণ্ডুয়া (ভারতচন্দ্রের জন্মস্থান)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
বর্দ্ধমান	বাঁকুড়া	(১) বাঁকুড়া (সদর), (২) বিষ্ণুপুর।	তামাক, রেশমের বস্ত্র, কাঁসা, তিল, ইক্ষু, তুলা।	বিষ্ণুপুর (প্রাচীন সহর ও হিন্দু রাজধানী, তামাক ও রেশমের কাপড়)। খাতড়া (গালার কারখানা)।
	মেদিনীপুর	(১) মেদিনীপুর (সদর), (২) ঘাটাল,(৩) কাঁথি,(৪) তমলুক, (৫) ঝাড়গ্রাম।	পিতল-কাঁসার বাসন, রেশম, মাদুর ; পাট, পান।	ঘাটাল (পিতল-কাঁসার বাসন)। তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্ত)। খড়্গপুর (রেলওয়ে কারখানা)। বীরসিংহ (বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান)।
	হুগলী	(১) হুগলী (সদর), (২) শ্রীরামপুর, (৩) আরামবাগ।	তাঁতের কাপড়, কাঁসা, পাট।	হুগলী (হাজী মহম্মদ মহসীনের জন্মস্থান, ইমামবাড়া)। তারকেশ্বর ও ত্রিবেণী (হিন্দুতীর্থ)। রাধানগর (রামমোহনের জন্মস্থান)। কামারপুকুর (রামকৃষ্ণের জন্মস্থান)। সপ্তগ্রাম (প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র)। ফরাসডাঙা (তাঁতের কাপড়)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
বর্দ্ধমান	হাওড়া	(১) হাওড়া (সদর); (২) উলুবেড়িয়া।	কাগজ, কাঁসা, লৌহ।	শিবপুর (বোটানিক্যাল গার্ডেন)। বেলুড় (শ্রীরামকৃষ্ণের মঠ)। লিলুয়া (রেল কারখানা)। বালি (কাগজের কল)।
প্রেসিডেন্সী	কলিকাতা	কলিকাতা একটি শহর; ইহার কোনও মহকুমা নাই—বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভক্ত। বর্ত্তমানে ২৪ পরগণা ও আলিপুরের কিছু অংশ এই শহরের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম নগরী ও বাঙ্গালার রাজধানী।	কলিকাতার কোনও কৃষি, অরণ্য অথবা খনিজ সম্পদ নাই; কিন্তু এই শহর সকল প্রকার শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান ও বৃহত্তম কেন্দ্র এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর।	দ্রষ্টব্য বস্তু:— হাইকোর্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইডেন গার্ডেন, মনুমেণ্ট, গড়ের মাঠ, বড় ডাকঘর, ফোর্ট উইলিয়ম, লাটভবন, যাদুঘর (মধ্যপশ্চিম অংশে); ডক (খিদিরপুর); গঙ্গাবক্ষে ঝোলায়মান সেতু (ট্র্যাণ্ড রোড্); পরেশনাথের মন্দির, বিজ্ঞান কলেজ, বসু বিজ্ঞানমন্দির (পূর্ব্ব কলিকাতা); বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, রাজেন্দ্র মল্লিকের মর্ম্মর-প্রাসাদ (মধ্য কলিকাতা); কালীঘাটের কালীমন্দির, চিড়িয়াখানা, লেক, (দক্ষিণ কলিকাতা)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
প্রেসিডেন্সী	চব্বিশ পরগণা	(১) আলিপুর (সদর), (২) বারাকপুর, (৩) বারাসত, (৪) বসিরহাট, (৫) ডায়মণ্ডহারবার।	কাগজ, মাদুর, বস্ত্র, মাটির খেলনা, পাট।	আলিপুর (পশুশালা)। কালীঘাট (কালীমন্দির)। খিদিরপুর (ডক)। টিটাগড় (কাগজের কল)। দমদম (বিমানঘাঁটি)। কাশীপুর (বন্দুকের কারখানা)। পলতা (জলের কল)। কাঁচড়াপাড়া (রেলওয়ে কারখানা)। ভাটপাড়া (সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্র)। ডায়মণ্ডহারবার (পোতাশ্রয়)। কাঁটালপাড়া (বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান)।
	নদীয়া	(১) কৃষ্ণনগর (সদর), (২) রাণাঘাট, (৩) কুষ্টিয়া, (৪) মেহেরপুর, (৫) চুয়াডাঙ্গা।	মাটির পুতুল, কাপড় (মিলের ও তাঁতের)।	কৃষ্ণনগর (মাটির পুতুল)। কুষ্টিয়া (কাপড়ের কল)। নবদ্বীপ (চৈতন্যের জন্মস্থান)। ফুলিয়া (কৃত্তিবাসের জন্মস্থান)। পলাশী (ঐতিহাসিক রণক্ষেত্র)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
প্রেসিডেন্সী	মুর্শিদাবাদ	(১) বহরমপুর (সদর), (২) কান্দী, (৩) জঙ্গীপুর, (৪) লালবাগ।	কাঁসার বাসন, রেশম।	মুর্শিদাবাদ (বাঙ্গালার নবাবদের রাজধানী, হাজারদুয়ারী প্রাসাদ, কাঁসার বাসন ও রেশম)। খাগড়া (কাঁসার বাসন)। কান্দী (মেলা)।
	যশোহর	(১) যশোহর (সদর), (২) ঝিনাইদহ, (৩) নড়াইল, (৪) মাগুরা, (৫) বনগাঁ।	হাড়ের চিরুণী ও বোতাম; চিনির কারখানা, গুড়, মিছরি, বস্ত্র।	যশোহর (হাড়ের চিরুণী ও বোতাম; প্রতাপাদিত্যের রাজধানী)। কোটচাঁদপুর (চিনির কারখানা)। সাগরদাঁড়ী (মাইকেলের জন্মস্থান)। মহম্মদপুর (সীতারামের রাজধানী)।
	খুলনা	(১) খুলনা (সদর), (২) সাতক্ষীরা, (৩) বাগেরহাট।	পাট, নারিকেল; মাদুর, রেশম।	ষাটগম্বুজ (খান জাহান্ আলির বড় দীঘি ও ইমারৎ)। রাড়ুলি-কাটিপাড়া (প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মস্থান)।
রাজসাহী	রাজসাহী	(১) রামপুর-বোয়ালিয়া (সদর), (২) নওগাঁ, (৩) নাটোর।	পাট, সতরঞ্চি।	নাটোর (রাণী ভবানীর কীর্ত্তিস্থান)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
রাজসাহী	পাবনা	(১) পাবনা (সদর), (২) সিরাজগঞ্জ।	পাট, বস্ত্র।	পাবনা (চলন্ বিল)। সিরাজগঞ্জ (পাটের ব্যবসায়)। সারা (হার্ডিঞ্জ ব্রিজ)।
	বগুড়া	বগুড়া-ই একমাত্র মহকুমা।	পাট, বস্ত্র, রেশম।	মহাস্থান (করতোয়া স্নানযাত্রার মেলা)।
	রংপুর	(১) রংপুর (সদর), (২) কুড়িগ্রাম, (৩) গাইবাঁধা, (৪) নীলফামারী।	সতরঞ্চি, গালিচা, তামাক, পাট, রেশম।	সৈয়দপুর (রেলওয়ে কারখানা)। নিবেতগঞ্জ (সতরঞ্চি ও গালিচা)।
	দিনাজপুর	(১) দিনাজপুর, (২) ঠাকুরগাঁ, (৩) বালুরঘাট।	পাট, চট।	তর্পণঘাট ও ঘোড়াঘাট (ঐতিহাসিক স্থান)। নেকমর্দ্দন ও আলোয়ার খাঁ (মেলা)।
	জলপাইগুড়ি	(১) জলপাইগুড়ি (সদর), (২) আলিপুরদুয়ার।	চা, তামাক, পশম।	আলিপুরদুয়ার (চা)।

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
রাজসাহী	মালদহ	ইংরেজবাজারই *একমাত্র মহকুমা।	আম, বস্ত্র, তসর।	ইংরেজবাজার (প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ)। পাণ্ডুয়া (মুসলমান রাজধানী)।
	দার্জ্জিলিং	(১) দার্জ্জিলিং (সদর), (২) কালিম্পং, (৩) কার্শিয়াং (৪) শিলিগুড়ি।	আম, কমলালেবু, চা, সিঙ্কোনা, কুইনিন, কাঠের কাজ।	দার্জ্জিলিং (বাঙ্গালার লাটের গ্রীষ্মাবাস, কমলালেবু, চা, স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস)। কার্শিয়াং ও কালিম্পং (স্বাস্থ্যনিবাস)। মংপু (সিঙ্কোনা ও কুইনিন)।
ঢাকা	ঢাকা	(১) ঢাকা, (২) নারায়ণগঞ্জ, (৩) মুন্সিগঞ্জ, (৪) মাণিকগঞ্জ।	বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও কাংস্য দ্রব্য; পাট।	ঢাকা (মুসলমান শাসনকালে বঙ্গের রাজধানী)। নারায়ণগঞ্জ (বন্দর ও বাণিজ্যস্থান)। তেলিরবাগ (চিত্তরঞ্জনের জন্মস্থান)। রামপাল (বল্লালসেনের রাজধানী)। রাড়িখাল (জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মস্থান)। সোণার গাঁ (প্রাচীন হিন্দু রাজধানী)।

বঙ্গদেশ— বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
ঢাকা	ময়মনসিংহ	(১) ময়মনসিংহ (সদর), (২) টাঙ্গাইল, (৩) নেত্রকোণা, (৪) জামালপুর, (৫) কিশোরগঞ্জ।	বস্ত্রশিল্প; পিতল ও কাঁসার বাসন, লৌহদ্রব্য; পাট।	টাঙ্গাইল (বস্ত্রশিল্প)। ভৈরববাজার (বন্দর ও বাণিজ্যকেন্দ্র)। কাগমারী ও ইসলামপুর (পিতল ও কাঁসার বাসন)।
	ফরিদপুর	(১) ফরিদপুর (সদর), (২) গোপালগঞ্জ, (৩) মাদারিপুর, (৪) গোয়ালন্দ।	পাট, ইক্ষু, গুড়, চট, চিনি।	ভূষণা (সীতারামের রাজধানী)।
	বাখরগঞ্জ	(১) বরিশাল (সদর), (২) পিরোজপুর, (৩) পটুয়াখালি, (৪) ভোলা বা দক্ষিণ সাহাবাজপুর।	সুপারি, নারিকেল; লৌহদ্রব্য।	ঝালকাটি (বন্দর), বালাম চাউল ও নারিকেল রপ্তানীর কেন্দ্র)। বাটাজোড় (অশ্বিনী দত্তের জন্মস্থান। গৈলা ফুলশ্রী (বিজয় গুপ্তের জন্মস্থান)।
চট্টগ্রাম	ত্রিপুরা	(১) কুমিল্লা (সদর), (২) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, (৩) চাঁদপুর।	পাটি, কাপড়ের ছিট; তুলা।	
	নোয়াখালী	(১) নোয়াখালী বা সুধারাম (সদর), ফেণী।	পাট, কার্পাস।	

বঙ্গদেশ—বিভাগ, জেলা, ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয়

বিভাগ	জেলা	মহকুমা	শিল্প ও বাণিজ্য এবং খাদ্যশস্য ব্যতীত অন্যান্য কৃষি।	বিশিষ্ট স্থান। বৈশিষ্ট্যের কারণ বন্ধনীর মধ্যে প্রদর্শিত হইল।
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	(১) চট্টগ্রাম, (২) কক্সবাজার।	নারিকেল, লৌহদ্রব্য।	কক্সবাজার (স্বাস্থ্যনিবাস)। চন্দ্রনাথ ও সীতাকুণ্ড (হিন্দুতীর্থ)। নোয়াপাড়া (নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান)।
	পার্বত্য চট্টগ্রাম	(১) রাঙ্গামাটি (সদর), (২) রামগড়।	পাট, তুলা, নারিকেল।	

প্রধান নগরীসমূহ

পৃথিবী

সহরের নাম	জনসংখ্যা	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
লণ্ডন (আয়তন ৭০০ বর্গ মাইল)	৮৬,৫০,০০০	বৃটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী।
ন্যু ইয়র্ক	৭৯,৮৬,০০০	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র।
টোকিয়ো	৬৫,৮১ ০০০	জাপানের রাজধানী।
বের্লিন	৪২,৯৯,০০০	জর্ম্মাণীর রাজধানী।
মস্কৌ	৩৬,৬৩,০০০	সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী।
শাঙ্‌হাই	৩৫,৬৫,০০০	চীনের শ্রেষ্ঠ নগর।
ফিলাডেলফিয়া	১৯.৫০,০০০	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।
ওসাকা	৩৩,৯৪,০০০	জাপানের দ্বিতীয় নগরী ও বস্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র।
শিকাগো	৩৩,৭৬,০০০	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত
প্যারী	৩০,০০,০০০	ফ্রান্সের রাজধানী।
লেলিনগ্রাদ	২৭,৭৬,০০০	রাশিয়ার প্রাচীন রাজধানী।
বুনোস্ এরেস্	২৩,১৭,০০০	আর্জ্জেন্টিনার রাজধানী।
কলিকাতা (আয়তন৩৪ বর্গমাইল)	২১,০০,০০০ (বর্ত্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ)	বঙ্গদেশের রাজধানী ও ভারতের শ্রেষ্ঠ নগরী।

ভারতবর্ষ

সহরের নাম	জনসংখ্যা	সংক্ষিপ্ত পরিচয়
কলিকাতা	২১,০০,০০০ (বর্ত্তমানে প্রায় ৪০ লক্ষ)	বঙ্গদেশের রাজধানী; ভারতের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র ও নগরী; প্রাসাদনগরী নামে বিশ্বে পরিচিত।
বোম্বাই	১৪,৮৯,০০০	বোম্বাই প্রদেশের রাজধানী; ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ পোতাশ্রয়।
মাদ্রাজ	৭,৭৭,০০০	মাদ্রাজ প্রদেশের রাজধানী।
হায়দ্রাবাদ	৭,৩৯,০০০	নিজামের রাজধানী।
লাহোর	৬,৭১,০০০	পঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী।
আমেদাবাদ	৫,৯১,০০০	বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত; বস্ত্র-শিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র।
দিল্লী	৫,২১,০০০	ভারতবর্ষের রাজধানী; প্রাচীন ও আধুনিক ঐতিহ্যের সমাবেশে অপূর্ব্ব।
কানপুর	৪,৮৭,০০০	যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; বিবিধ শিল্পের কেন্দ্র।
অমৃতসর	৩,৯১,০০০	পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত; শিখদের প্রধান তীর্থ।
লক্ষ্ণৌ	৩,৮৭,০০০	যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত; পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাবের রাজধানী ছিল; ভারতীয় সঙ্গীতকলার কেন্দ্র।

হাওড়া	৩,৭৯,০০০	বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত; ভারতীয় যন্ত্র-শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র।
করাচী	৩,৫৯,০০০	সিন্ধুপ্রদেশের রাজধানী; বিশিষ্ট বন্দর।
নাগপুর	৩,০১,০০০	মধ্যপ্রদেশের রাজধানী।
আগ্রা	২,৮৪,০০০	যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত। পৃথিবীর অন্যতম সপ্তাশ্চর্য্য তাজমহল এই নগরীতে অবস্থিত।
বারাণসী	২,৬৩,০০০	যুক্তপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; হিন্দু-তীর্থ।
এলাহাবাদ	২,৬০,০০০	অপর নাম প্রয়াগ; হিন্দু-তীর্থ; যুক্তপ্রদেশের রাজধানী।
পুনা	২,৫৮,০০০	বোম্বাইপ্রদেশের বর্ষাঋতুকালীন রাজধানী; পূর্ব্বে পেশোবাগণের রাজধানী ছিল।
বাঙ্গালোর	২,৪৮,০০০	মহীশূরে রাজ্যের প্রধান নগর।
মাদুরা	২,৩৯,০০০	মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত; হিন্দু-তীর্থ।
ঢাকা	২,১৩,০০০	বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী; বিবিধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ।
শোলাপুর	২,১২,০০০	বোম্বাইপ্রদেশের অন্তর্গত।
শ্রীনগর	২,০৭,০০০	কাশ্মীর রাজ্যের রাজধানী।
ইন্দোর	২,০৩,০০০	হোলকারের রাজধানী।

জনসংখ্যা ও আয়তন

(সর্ব্বশেষ সরকারী আদমসুমারী অনুযায়ী)

পৃথিবী ও মহাদেশ

মোট আয়তন ও জনসংখ্যা :—

মহাদেশের নাম	আয়তন			জনসংখ্যা
আফ্রিকা	৩,০৩,০০,০০০	বর্গ	কিলোমিটার	১৫,৮০,০০,০০০
এশিয়া (সোভিয়েট রাশিয়া বাদে)	২,৬৮,০০,০০০	„	„	১,১৫,৪০,০০,০০০
আমেরিকা	৪,০৬,১০,০০০	„	„	২৭,৩৪,০০,০০০
য়ুরোপ (সোভিয়েট রাশিয়া বাদে)	৫৩,৮৫,০০০	„	„	৪০,২০,০০,০০০
ওশেনিয়া	৮৫,৫০,০০০	„	„	১,০৮,০০,০০০
সোভিয়েট রাশিয়া	২,১১,৭৫,০০০	„	„	১৭,২০,০০,০০০
মোট পৃথিবী	১৩,২৮,২০,০০০	„	„	২,১৭,০২,০০,০০০

বিবিধ শ্রেণীর মানুষ

শ্রেণীর নাম	সংখ্যা	প্রধান বাসস্থান
মঙ্গোল	৬৮,০০,০০,০০০	এশিয়া
ককেশীয়	৭২,৫০,০০,০০০	এশিয়া
নিগ্রো	২১,০০,০০,০০০	আফ্রিকা
সেমিটিক	১০,০০,০০,০০০	আফ্রিকা ও য়ুরোপ
মলয়ান্	১০,৪০,০০,০০০	ওশেনিয়া
রেড. ইণ্ডিয়ান	৮,০০,০০,০০০	আমেরিকা

প্রধান রাষ্ট্রসমূহের আয়তন ও জনসংখ্যা

রাষ্ট্রের নাম	আয়তন	জনসংখ্যা
বৃটিশ সাম্রাজ্য	১,৩৮,০০,০০০ বর্গ মাইল	৫৫,০০,০০,০০০
সোভিয়েট রাশিয়া	৮০,০০,০০০ " "	১৭,০০,০০,০০০
ফরাসী সাম্রাজ্য	৪৮,০০,০০০ " "	১০,৬৮,০০,০০০
চীন সাধারণতন্ত্র	২৯,০০,০০০ " "	৪২,২০,০০,০০০
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৩৬,০০,০০০ " "	১৩,৭০,০০,০০০

প্রধান দেশসমূহ

আফ্রিকা—

ঈজিপ্ট	৩,৮৬,০০০ বর্গ মাইল	১,৬৬,৮০,০০০
ঈথিওপীয়া	৩,৪৭,৫০০ " "	৫৫,০০,০০০
দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪,৭২,০০০ " "	১,০২,৫১,০০০

আমেরিকা—

আর্জেন্টিনা	১০,৭৮,০০০ বর্গ মাইল	১,৩১ ৩২,০০০
ইউকেডর	১,৭৬,৭০০ " "	৩০,০০,০০০
ক্যানাডা	৩৬.৯৪.৬০০ " "	১,১৫,০৭,০০০
বৃটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ	১০,৭০০ " "	১৮,৩১,০০০
ব্রেজিল	৩২,৮৬,০০০ " "	৪,০৭,০০,০০০
মেক্সিকো	৭,৬০,০০০ " "	১,৯৬,৫৪,০০০
যুক্তরাষ্ট্র	৩০,২৬,৬০০ " "	১৩,১৬,৬৯,০০০

এশিয়া (সোভিয়েট রাশিয়া বাদে)—

দেশের নাম	আয়তন			জনসংখ্যা
আফগানিস্তান	২,৫১,০০০	বর্গ	মাইল	১,২০,০০,০০০
আরব	১০,০৪,০০০	„	„	৭০,০০,০০০
ইরাক	১,১৭,০০০	„	„	৩৭,০০,০০০
ইরাণ	৬,৩৪,০০০	„	„	১,৫০,০০,০০০
চীন সাধারণতন্ত্র	৪২,৮৭,০০০	„	„	৪৫,০০,০০,০০০
জাপান	১,৪৭,৫০০	„	„	৭,১৫,২০,০০০
তুরস্ক	২,৯৬,৫০০	„	„	১,৭৮,৭০,০০০
নেপাল	৫৪,০০০	„	„	৫৬,০০,০০০
নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিজ	৭,৩৫,০০০	„	„	৬,৯৪,৩৫,০০০
প্যালেষ্টাইন	১০,০৬০	„	„	১৫,০২,০০০
ফরাসী ইন্দোচীন	২,৮৬,০০০	„	„	২,৩৭,০০,০০০
ফিলিপাইন	১,১৪,০০০	„	„	১,৬৩,০০,০০০
ব্রহ্মদেশ	২,৩১,৬০০	„	„	১,৬৮,২৪,০০০
ভারতবর্ষ	১৫,৭৫,০০০	„	„	৩৮,৮৯,৯৮,০০০
মালয় ও প্রণালী উপনিবেশ	৫২,৫০০	„	„	৫৩,৮৯,০০০
শ্যাম	২,০০,০০০	„	„	১,৪৪,৬৪,০০০
সিরিয়া ও লেবানন্	৭৬,০০০	„	„	৩৭,০০,০০০
সিংহল	২৫,৫০০	„	„	৫৯,২২,০০০

য়ুরোপ

দেশের নাম	আয়তন			জনসংখ্যা
আয়র্লণ্ড	২৬,৬০০	বর্গ	মাইল	২৯,৯২,০০০
ইটালী	১,১৬,৭০০	„	„	৪,২৯,১৯,০০০
গ্রীস্	৫০,২০০	„	„	৭২,০০,০০০
গ্রেট বৃটেন	৯৪,২০০	„	„	৪,৭৯,৭৮,০০০
চেকোশ্লোভেকিয়া	৫৪,০০০	„	„	১,০০,১০,০০০
জর্ম্মাণী (১৯৩৯)	২,২৬,০০০	„	„	৭,৯৭,০০,০০০
ডানজিগ	৭৩০	„	„	৩, ৯১,০০০
ডেনমার্ক	১৬,৬০০	„	„	৩৮,৪৪,০০০
নরওয়ে	১,২৪,৭০০	„	„	২৯,৩৭,০০০
পোর্তুগাল ও আজোর্স	৩৫,৬০০	„	„	৭৭,২২,০০০
পোল্যাণ্ড	১,৫০,২০০	„	„	৩,৫০,৯০,০০০
ফিনল্যাণ্ড	১,৪৮,০০০	„	„	৩৭,৩৪,০০০
ফ্রান্স	২,১২,৭০০	„	„	৪,১২,০০,০০০
বুলগেরিয়া	৪০,০০০	„	„	৬৩,০৮,০০০
বেলজিয়ম	১১,৬০০	„	„	৮৩,৯৬,০০০
যুগোশ্লাভিয়া	৯৬,০০০	„	„	১,৫৭,০৩,০০০
রুমানিয়া	৭৫,০০০	„	„	১,৯৯,১৪,০০০
হাঙ্গেরী	৬২,০০০	„	„	১,৪৮,৪৩,০০০
সুইজরল্যাণ্ড্	১৫,৮০০	„	„	৪২,০৬,০০০
সুইডেন	১,৭৩,৪০০	„	„	৬৩,৪১,০০০
সোভিয়েট রাশিয়া (এশিয়া ও য়ুরোপ)	৮১,৭৬,০০০	„	„	১৭,০৪,৬৭,০০০

ওশেনিয়া

দেশের নাম	আয়তন	জনসংখ্যা
অষ্ট্রেলিয়া	২৯,৭৪,৫০০ বর্গ মাইল	৬৯,৯৭,০০০
ন্যু জিলাণ্ড	১,০৩,৫০০ „ „	১৬,৪২,০০০

বিভিন্ন ভাষা ভাষীদের সংখ্যা

ভাষার নাম	ভাষীদের সংখ্যা	ভাষার নাম	ভাষীদের সংখ্যা
চীনা (মান্দারিন)	৪০,০০,০০,০০০	ফরাসী	৭,০০,০০,০০০
ইংরেজী	২০,০০,০০,০০০	জাপানী	৭,০০,০০,০০০
রুশ	১৩,০০,০০,০০০	পোর্ত্তুগীজ	৫,০০,০০,০০০
জার্ম্মাণ	৮,০০,০০,০০০	ইতালীয়	৫,০০,০০,০০০
স্পানিশ	৭,৫০,০০,০০০	বাঙ্গালা	৫,০০,০০,০০০
হিন্দুস্থানী	১২০,০০,০০০		

ধর্ম্ম

বিভিন্ন ধর্ম্ম ও তাহাদের মূল নীতি

পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম্ম ঃ—পৃথিবীতে কোন্ ধর্ম্মের যে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে ইহা সহজেই অনুমেয় যে সৃষ্টির প্রারম্ভে কোনও ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল না। মানুষের সভ্যতা ও বিবর্দ্ধনের ফলেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়। আদিম পৃথিবীতে মানুষে মানুষে নিরন্তর হানাহানি ও রক্তপাত নিরোধের উদ্দেশ্যেই তৎকালীন জ্ঞানীবৃন্দ ধর্ম্মানুশাসন ব্যবস্থাপিত করেন। প্রথম হইতেই ধর্ম্মের লক্ষ্য হয় শান্তি।

অনার্য্য ধর্ম্ম ঃ—যে সকল ধর্ম্মের আজ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনার্য্য ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। অনার্য্যধর্ম্মকে প্রকৃতি-উপাসনা বা প্রকৃতি-ধর্ম্ম বলা চলে। নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, আকাশ-সমুদ্র, গাছ-পালা, ইত্যাদি সকল প্রাকৃতিক অবদানই অনার্য্য ধর্ম্মের আরাধ্য ছিল। অবশ্য সম্প্রদায়ভেদে অনার্য্য ধর্ম্মের উপাসনায় প্রকারভেদ ছিল।

প্রাচীন আর্য্য ধর্ম্ম ঃ—কালক্রমে অনার্য্য জড়োপাসনা ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক হইয়া উঠে। এবার আর প্রাকৃতিক অবদানই উপাস্য থাকে না,—এক এক শ্রেণীর প্রাকৃতিক অবদানের জন্য এক একজন দেবতার উদ্ভব হয়, যেমন, বৃক্ষদেবতা, বনদেবতা, মৎস্যদেবতা, জলদেবতা, ইত্যাদি। ইহাই আদিম আর্য্য ধর্ম্মের স্বরূপ।

হিন্দুধর্ম্ম ঃ—বর্ত্তমানে যে সকল আর্য্য ধর্ম্মের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মই প্রাচীনতম। 'হিন্দু' অবশ্য কোনও

ধর্ম্মের নাম নহে, ইহা সিন্ধুতীরস্থ ভারতীয়গণকে পারসীক্-প্রদত্ত নাম মাত্র।

বৈদিকধর্ম্ম ঃ—হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপুরাতন রূপ বৈদিকধর্ম্ম নামে পরিচিত। বৈদিকধর্ম্মে উপাস্যগণের নামকরণ হয়, যেমন, জলদেবতার নাম বরুণ, বজ্রদেবতার নাম ইন্দ্র, ইত্যাদি। সম্ভবতঃ, আর্য্যগণের আদি বাসভূমিতেই এই নামকরণবিধি ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়াছিল; এবং সেই জন্যই পৃথিবীর অন্যান্য আর্য্যশাখাগুলিতেও (যেমন, য়্যাংলো স্যাক্‌সন) এই নামকরণ পরিলক্ষিত হয়।

মূলতঃ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রকৃতিই বৈদিক ধর্ম্মের উপাস্য। বৈদিক ধর্ম্মের আমল হইতেই ধর্ম্মে দর্শনের প্রভাব আসিয়া পড়ে এবং ধর্ম্ম বিবর্দ্ধনের পথে বহু দূর অগ্রসর হয়। ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টিতে অখণ্ডভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং সৃষ্টি তাঁহার বিভিন্ন রূপমাত্র, ইহাই হইল বৈদিক ধর্ম্মের মূলসূত্র। ঈশ্বরের এই বিরাটত্ব মানুষের কল্পনাতীত; সুতরাং ঈশ্বরকে তাঁহার যে কোনও রূপে উপাসনা করিবার জন্য সাধারণ মানুষকে বিধি দেওয়া হইল। ইহাই হইল প্রতিমা-উপাসনার সূত্রপাত।

বৈদিক ধর্ম্মের মূলসূত্র চারিখানি গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বাখ্যাত হইয়াছে, —ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। বৈদিক ধর্ম্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা উপনিষদ্ নামক গ্রন্থে নিহিত। উপনিষদ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ঃ—কালক্রমে বৈদিক ধর্ম্মের দার্শনিক অংশ অবজ্ঞাত হইয়া পড়ে এবং ইহার আনুষ্ঠানিক অংশ প্রাধান্য লাভ করে। এই আনুষ্ঠানিক বৈদিকধর্ম্মই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম নামে পরিচিত। ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম প্রধানতঃ ক্রিয়ামূলক। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীতে

মানবসমাজকে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে মানুষ ক্রমে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইবে, ইহাই হইতেছে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের মূলনীতি। বৈদিকধর্ম্ম ছিল প্রধানতঃ আভ্যন্তরিক, ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হইল সামাজিক। এই ব্রহ্মণ্যধর্ম্মই ক্রম-বিবর্ত্তন লাভ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে।

স্ত্রী-দেবতা ঃ—বৈদিক বা ব্রহ্মণ্যধর্ম্মে প্রথমে কোনও স্ত্রী-দেবতার উপাসনার বিধি ছিল না। স্ত্রী-দেবতাগণ ও শিব অনার্য্যদেবতা। প্রথম স্ত্রী-দেবতা 'শক্তি' ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্বীকৃতা হন। অন্যান্য দেবীগণ এবং শিব ক্রমে ক্রমে অনার্য্যধর্ম্ম হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মেও উপাস্যরূপে গৃহীত হন।

জৈনধর্ম্ম ঃ—আনুষ্ঠানিক ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম কালক্রমে নৃশংসতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পশুবলি, নরবলি, প্রভৃতি নৃশংস ক্রিয়াকলাপে বীতশ্রদ্ধ হইয়া খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে পার্শ্বনাথ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। এই ধর্ম্মের চতুর্ব্বিংশ বা সর্ব্বশেষ প্রচারক মহাবীর বর্দ্ধমানের চেষ্টায় জৈনধর্ম্ম একদা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। জীবহিংসা, মিথ্যা ভাষণ, চৌর্য্য ও পরদ্রব্যগ্রহণ এই ধর্ম্মে নিষিদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় থাকিবার সঙ্কল্প এই ধর্ম্মের মূলনীতি।

বৌদ্ধধর্ম্ম ঃ—খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করিয়া ব্যথিত হৃদয়ে কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ (অপর নাম গৌতম) গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধনার পর তিনি পরম জ্ঞান লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে অভিহিত হন।

জৈনধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের নৃশংস অনুষ্ঠানের বিরোধী ; কঠিন তপশ্চর্য্যাও এই ধর্ম্ম সমর্থন করে না। বৌদ্ধধর্ম্ম জন্মগত জাতি-

ভেদের বিপক্ষবাদী। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সদ্‌কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ মুক্তি বা 'নির্ব্বাণ' লাভ করিতে পারে,—ইহাই এই ধর্ম্মের মূল নীতি। সৎবাক্য, সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প, সৎচেষ্টা, সদ্ভাবে জীবনযাপন করাই এই ধর্ম্মের নির্দ্দেশ ;—'অহিংসা পরমোধর্ম্ম', এই ধর্ম্মেরই মন্ত্র।

ইহুদী ধর্ম্ম ঃ—বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় ইহুদী ধর্ম্মও বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। কিন্তু এই উভয় ধর্ম্মে প্রভেদ বিস্তর। বৈদিক ধর্ম্মানুসারে মানুষ স্বীয় কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী এবং পরম পাপীও কর্ম্মপন্থার পরিবর্ত্তন করিয়া নিরন্তর পুণ্য কর্ম্ম করিতে করিতে একদা স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে ; কিন্তু ইহুদী ধর্ম্মের ঈশ্বর অত্যন্ত নির্ম্মম, শত অনুতাপেও তিনি পাপীকে ক্ষমা করেন না,—মানুষ তাঁহার নির্দ্দেশ প্রতিপালন না করিলে, তিনি বিনা দ্বিধায় তাহাদের চূর্ণ করেন। ইহুদিগণ জন্মান্তরবাদেও বিশ্বাস করে না এবং সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী। ইহুদীদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'Old Testament' বা পুরাতন নিয়ম।

খৃষ্টধর্ম্ম ঃ—ইহুদী ধর্ম্মের আধুনিক ও উন্নততর রূপই হইল খৃষ্টধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যীশু খৃষ্ট মধ্য এশিয়ার বেৎলেহেম্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল ক্ষমা। ইহুদী ধর্ম্মের প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বর যীশুর প্রচারের ফলে পরম কারুণিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। যীশু নিজের জীবনেও এই ক্ষমার আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রচারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কায় তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যের কর্ণধারগণ তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল ; কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও ক্ষমার অবতার খৃষ্ট ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন : "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা করিও,—ইহারা যে কি করিতেছে, তাহা নিজেরাই জানে না।"

মানবজাতির সমস্ত পাপের বোঝা স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করিবার প্রতিশ্রুতি যীশু দিয়া গিয়াছেন। খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থের নাম হইতেছে 'New Testament' বা নূতন নিয়ম; ইহাতে যীশুর জীবনী ও উপদেশাবলী নিবদ্ধ আছে। নূতন নিয়ম ও পুরাতন নিয়ম একত্রে বাইবেলের প্রধান অংশ।

ইসলাম ধর্ম্ম ঃ—ইসলাম ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মুহম্মদ আনুমানিক ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে 'আল্লাহ্' বা ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। ইস্‌লাম ধর্ম্ম পৌত্তলিকতাবিরোধী এবং ইহুদী ধর্ম্মের ন্যায় এই ধর্ম্মেও ঈশ্বর পাপীদের প্রতি বিমুখ বলিয়া বর্ণিত। পাপ করিলে শাস্তি পাইতেই হইবে, ইহাই এই ধর্ম্মের নীতি। এই ধর্ম্ম জন্মান্তরবাদ স্বীকার করে না। ইস্‌লাম ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'কোরান।'

শিখধর্ম্ম ঃ—শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের অন্তর্গত তালবন্দী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু ও ইস্‌লাম সমন্বয় করিয়া তিনি এক নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। এই ধর্ম্মই উত্তরকালে 'শিখধর্ম্ম' নামে আখ্যাত হয়। 'নাম', 'দান' ও 'স্নান'-ই হইতেছে এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র; ক্রমাগত ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন করিয়া জীবসেবা করিতে করিতে পুণ্যসরোবরে স্নানের দ্বারা মানুষকে মুক্তির অধিকারী হইতে হইবে। শিখগণ জাতিভেদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'গ্রন্থ্ সাহেব।'

ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা

	সমগ্র ভারত	বৃটিশ প্রদেশসমূহ	দেশীয় রাজ্য-সমূহ
হিন্দু	২৫,৪৯,৩০,০০০	১৯,০৮,১১,০০০	৬,৪১,১৯,০০০
মুসলমান	৯,২০,৫৮,০০০	৭,৯৩,৯৮,০০০	১,২৬,৬০,০০০
খৃষ্টান	৬৩,১৬,০০০	৩৪,৮৩,০০০	২৮,৩৩,০০০
শিখ	৫৬,৯১,০০০	৪১,৬৫,০০০	১৫,২৬,০০০
জৈন	১৪,৪৯,০০০	৫,৭৮,০০০	৮,৭১,০০০
বৌদ্ধ	২,৩২,০০০	১,৬৭,০০০	৬৫,০০০
পার্শী	১,১৫,০০০	১,০২,০০০	১৩,০০০
ইহুদী	২২,০০০	১৯,০০০	৩,০০০
উপজাতি	২ ৫৪,৪১,০০০	১,৬৭,১৩,০০০	৮৭,২৮,০০০
অন্যান্য	৪,১০,০০০	৩,৭২,০০০	৩৮,০০০

বঙ্গদেশে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা

হিন্দু—২.৫০,৫৯,০২৪

মুসলমান—৩,৩০,০৫,৪৩৪

খৃষ্টান—১,৬৬,৫০৯

অন্যান্য—২০,৭৫,৫৫৮

বাংলাদেশের মেয়েদের দীর্ঘ বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত কেশরাশি অন্যান্য প্রদেশের স্বল্পকেশী ভগ্নীদের প্রশংসার বস্তু। স্বভাবতই বাঙ্গালী মেয়েদের কেশ-বিন্যাসে বিভিন্ন মৌলিক পদ্ধতি দেখা যায়। আজ আর পুরাণো ধরণে কবরী-বন্ধনের প্রচলন নেই।

কেশের এই সৌন্দর্য্য বজায় রাখতে কেশতৈল বাঙ্গালী মহিলাদের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য প্রসাধন-সামগ্রী। কেশের বৃদ্ধি ও সজীবতা যদি অক্ষুন্ন রাখতে হয় রূপচর্চ্চায় কেশের স্থানই যদি সর্ব্বোচ্চ হয়, তা হলে কেশমূল যাতে সতেজ থাকে, তার জন্য বিশিষ্ট কেশতৈল দ্বারা তা নিয়মিত ঘর্ষণ করতে হবে। **বাথগেটের** পরিস্কৃত ও স্নিগ্ধ গন্ধযুক্ত **ক্যাষ্টর অয়েল একশো পঁয়ত্রিশ বৎসর** ধরে কেশচর্চ্চায় সুনাম অর্জ্জন করে আসছে। আপনার নিকট এর দাবী সেই সুনামের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্বমৈত্রী

পৃথিবীর সকল অনর্থের মূলে আছে মানুষের স্বার্থবুদ্ধি। এই স্বার্থ-বুদ্ধি প্রতি মানুষের মজ্জাগত। স্বার্থবুদ্ধির কুহেলিতে অন্ধ হইয়া মানুষ অপরের সুখদুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন হয়, কেবল আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সচেষ্ট হইয়া উঠে; এমন কি, স্বীয় স্বার্থের জন্য যদি সমগ্র বিশ্বেরও ক্ষতি হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। এই স্বার্থান্বেষণ মানব সমাজে ভেদবুদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং ভেদবুদ্ধিই জগতে আনিয়াছে অপরিসীম নিগ্রহ; পৃথিবীর সকল রক্তপাতের মূল কারণ এই ভেদবুদ্ধি। তবু আশার কথা এই যে, আত্মসাধন মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের মধ্যেও যুগে যুগে কতিপয় নিঃস্বার্থ মহাত্মার আবির্ভাব হইতেছে। ইঁহাদের প্রাণপণ সাধনার ফলে আজ মানুষ মানিয়া লইয়াছে যে বিশ্বমৈত্রী ব্যতীত চিরশান্তি স্থাপিত হইতে পারে না। অবশ্য, কতিপয় স্বার্থপ্রণোদিত দুষ্টের প্ররোচনায় এই শান্তিপ্রচার, এই মৈত্রীপ্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে; কিন্তু আজ আশা জাগিয়াছে যে একদা এই পৃথিবীর মানুষ ভেদাভেদ ভুলিয়া এক হইয়া যাইবে এবং সেই দিন চিরশান্তির আলোকধারায় সমগ্র ধরণী অবগাহন করিবে।

ধর্ম্মনৈতিক ও দার্শনিক চেষ্টা

পৃথিবীর শৈশবে মানুষে মানুষে হানাহানি করিয়া যখন ধরণীর ধূলিকণা শোণিতে রঞ্জিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন কয়েকজন মহাপুরুষ মানুষের আত্মকলহে ব্যথিত হইয়া নিষ্কৃতির উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। ইহার ফলে ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। সকল ধর্ম্মেই অন্যায়কে পরিহার করিবার জন্য এবং ভেদবুদ্ধি ভুলিয়া সকল

মানুষকে একত্রে মিলিত হইবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে ; এই নির্দ্দেশ পালন না করিলে ঈশ্বর-প্রদত্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবেই, এমন ভয়ও দেখানো হইয়াছে।

উপনিষদ—প্রাচীনতম আর্য্যধর্ম্ম—ব্রহ্মণ্য ও বৈদিক ধর্ম্মেও উপরোক্ত প্রচেষ্টা পরিস্ফুট। এই প্রচেষ্টা চরম পরিণতি লাভ করে উপনিষদে। ধর্ম্মের সহিত দর্শনের মিলন প্রথম ঘটে এই উপনিষদেই। ইহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক গ্রন্থ। ইহাতে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজমান, এবং সৃষ্টি ঈশ্বরের অংশমাত্র ; আমরা মানুষও সেই বিরাট দেহের অণু-পরমাণু বিশেষ। অতএব, মানুষের একটি অঙ্গ যেমন অপর অঙ্গের সহিত বিবাদ করে না, তেমনি মানুষে মানুষে দ্বন্দ্বও কাম্য নহে কারণ এই দ্বন্দ্বের ফলে ঈশ্বরের এক অঙ্গ অপর অঙ্গকে আহত করিয়া সেই বিরাট শক্তিকে আহত করিবে, এবং দ্বন্দ্বশীল মানুষ ভগবানের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

গৌতম বুদ্ধ—উপনিষদের উপরোক্ত নির্দ্দেশের সারবত্তা অন্তরে মানুষ যতই স্বীকার করুক না কেন, তাহাদের কার্য্যকলাপ এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলিল না। পরলোকে ঐশ্বরিক শাস্তির কথা আপাততঃ বিস্মৃত হইয়া তাহারা স্বার্থসিদ্ধির মানসে নানা অপকর্ম্ম, নানা অন্যায় করিতে লাগিল। ফলে, পৃথিবীর দুঃখদুর্দ্দশা চরমে উঠিল। এই সময়ে হইল গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব। তিনি দেখিলেন যে, অদৃষ্ট পরলোকের দোহাই পাড়িয়া মানবজাতিকে পাপকর্ম্ম হইতে নিরস্ত করানো যাইবে না। সুতরাং তিনি প্রচার করিলেন যে মানুষ স্বীয় কর্ম্মের ফলে জন্মান্তরে উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট জীবনের অধিকারী হয়, এবং প্রতি জন্মে অবিরত শুভকর্ম্মের দ্বারা মানুষ ক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীবনের অধিকারী হইতে অবশেষে মুক্তি অথবা 'নির্ব্বাণ' লাভ করে। অতএব,

পার্থিব জ্বালাযন্ত্রণার হাত হইতে চিরমুক্তি পাইতে হইলে মানুষকে পুণ্যকর্ম্মে রত হইতে হইবে এবং পাপকে পরিহার করিয়া চলিতে হইবে। বুদ্ধ পুণ্যকর্ম্মের যে ক্ষুদ্র তালিকা প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বের বীজমন্ত্র নিহিত আছে।

'অহিংসা পরমো ধর্ম্ম' ইত্যাদি নীতি যদি সমস্ত মানুষ মানিয়া চলে তাহা হইলে পৃথিবী হইতে ভেদনীতি বিদূরিত হইয়া যাইবে; অন্য কথায়, মানুষে মানুষে সৌভ্রাত্র না থাকিলে এই সকল নীতি প্রতিপালন করা অসম্ভব।

যীশু খ্রীষ্ট—দূরদর্শী তথাগত গৌতমের পরম কল্যাণকর নীতি একদা বহু বিস্তার লাভ করিলেও, মানবসমাজ পুনরায় আত্মকলহে মাতিয়া উঠিল। তখন এশিয়া ভূখণ্ডে যীশুর আবির্ভাব ঘটিল। তাঁহার প্রচারিত খৃষ্টধর্ম্মের মূলমন্ত্র হইতেছে ক্ষমা। প্রতিবেশী যত অপরাধই করুক না কেন এবং যত বারই করুক না কেন, তাহাকে ক্ষমা করিতেই হইবে, ইহা তিনি দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। এমন কি, যে দুষ্কৃতকারী মানুষ তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহাদিগকেও ক্ষমা করিবার জন্য তিনি মুমূর্ষু অবস্থাতে ঈশ্বরের নিকট আবেদন জানান। ক্ষমা কলহের প্রতিষেধক। সুতরাং বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে যীশুর চেষ্টা চিরদিন মহিমান্বিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীচৈতন্য—যীশু খৃষ্টের পর বহু ধর্ম্মপ্রচারক বিশ্বমৈত্রীর জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু 'চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী'। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কলহও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে বিশ্বমৈত্রীর মহৎ সঙ্কল্প লইয়া অপর একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন। তিনি হইলেন শ্রীচৈতন্য। আচণ্ডাল মানুষকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার করিয়া লইবার জন্য তিনি নির্দ্দেশ দেন। প্রেমের বন্যায় তিনি

সমগ্র ভারতে বান্ বহাইয়াছিলেন। তাঁহার পরেও অনেক ধর্ম্মপ্রচারক এই মৈত্রী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! পৃথিবী তথা মানব সমাজ এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে!

রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক চেষ্টা

ফরাসী বিপ্লব—যাঁহাদের প্রচারের ফলে ফরাসী বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক বৈষম্য দূর না হইলে, কেবল ধর্ম্মানুশাসনের দ্বারা পৃথিবীতে চিরশান্তি, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হইতে পারে না। তাই তাঁহারা সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের দাবী করিয়া ফ্রান্সের রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করিলেন এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিন্তু এই প্রজাতন্ত্রও বিভেদ ও কলহ দূর করিতে সক্ষম হইল না। সাময়িক দৃষ্টিতে যাহা পৃথিবীর অপ্রিয় অবস্থার নিরসন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা কেবল নিরর্থক রূপ-পরিবর্ত্তনেই সক্ষম হইল। বিশ্বের ভেদনীতি ও কলহ ক্রমেই দুর্ব্বার জাল বিস্তার করিয়া চলিল।

মার্ক্স—এই সময়ে আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মার্ক্সের অভ্যুদয় ঘটিল। তিনি দেখিলেন যে, মানুষ প্রধানতঃ স্বচ্ছন্দে জীবনধারণেরই কামনা করে এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী পৃথিবীর অধিকাংশ ঐশ্বর্য্য পুঞ্জীভূত করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতেছে; ফলে বেশীর ভাগ মানুষই দরিদ্র, দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পর্য্যন্ত পায় না। এই অর্থ নৈতিক অত্যাচার তথা বৈষম্য দূর না হইলে, মানুষের মন ধর্ম্মানুশাসনে ভুলিবে না, রাজনৈতিক সমানাধিকার প্রাপ্তিতে শান্ত হইবে না। ইহা চিন্তা করিয়া মার্ক্স

তাঁহার সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করিলেন। সাম্যবাদী গণতন্ত্র বা communism মানবসমাজের রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়াসী। এই মতানুযায়ী সমস্ত মানুষ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে; এবং প্রজাপুঞ্জকে আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি যোগাইবার দায়িত্ব থাকিবে রাষ্ট্রের। আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যেককে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। মার্ক্স উত্তরাধিকার স্বত্ব, মালিকানা স্বত্ব এবং ব্যক্তিগত ধনসঞ্চয়কে সমর্থন করিতেন না; তাঁহার মতে এইগুলি হইল ধনীর অস্ত্র দরিদ্রশোষণের জন্য।

সোভিয়েট—মার্ক্সের মতবাদ যিনি আন্তরিকভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন, তিনি হইলেন লেলিন। লেলিন এবং তাঁহার সুযোগ্য সহকারী যোশেফ্ ষ্ট্যালিনের প্রাণপণ সাধনার ফলে রুশিয়ায় গণতান্ত্রিক সোভিয়েট সাম্যবাদী ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন, ইহা যে বিশ্বমৈত্রী স্থাপনে সক্ষম, এমন সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যাইতেছে। তবে এখনই নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না; কেবল সোভিয়েটের মূল উদ্দেশ্য সফল হউক, ইহাই আজ জগদ্বাসীর কামনা।

উড্রো উইলসন—এই প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সভাপতি উড্রো উইলসনের নামও উল্লেখযোগ্য। তিনি মানুষের জন্য মানুষ কর্তৃক নির্ব্বাচিত সভ্যগণের দ্বারা শাসিত (A state of the people, by the people, for the people) রাষ্ট্রের কল্পনা করিয়াছিলেন, এই কল্পনা ফরাসী বিপ্লবীদের কামনারই উন্নততর রূপ।

সাম্প্রতিক চেষ্টা

চণ্ডীদাস—বাঙ্গালার ভক্তকবি চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও বিশ্বমৈত্রীর আভাষ পাওয়া যায়। তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' স্বীয় জীবনে তিনি ভেদনীতি পরিবর্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্রহ্মণ্যবর্ণের মোহ ত্যাগ করিয়া তিনি নিম্নকুলোদ্ভবা রামীকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন।

রূমী—ষোড়শ শতাব্দীতে পারস্যের দার্শনিক গীতিকবি রূমীও মানুষের আত্মঘাতী কলহে মর্ম্মাহত হইয়া প্রতিকার করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। তিনি দেখিলেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশ ব্যর্থ হইয়াছে ; ব্যর্থ হইবার প্রধান কারণ হইতেছে যে ধর্ম্মশাস্ত্রের সারপদার্থ অবাস্তর কল্পনার স্তূপে নিমজ্জিত হইয়া আছে। ফলে, মানুষ সার-বস্তুকে অবজ্ঞা করিয়া অবাস্তর অলীক কল্পনা লইয়া মাতামাতি করিতেছে। এই তথ্য প্রত্যক্ষ করিবার পর রূমীর অগ্নিলেখনী হইতে নিঃসৃত হইল :—

কোরাণ থেকে নিয়েছি শুষে যেটুকু ছিল শাঁস,—
ছোব্‌রা নিয়ে কুকুরগুলো করুক কাড়াকাড়ি।

টমাস্ মুর—ইনি ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর গ্রেট বৃটেনের অধিবাসী। ইনি 'ইউটোপিয়া' নামক উপন্যাসে এক শান্তিরাজ্যের চিত্রাঙ্কণ করিয়া গিয়াছেন। উত্তরকালে এই ইউটোপীয় নক্সা বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে বহু নব নব চিন্তাধারার উৎস হইয়া উঠিয়াছিল।

আলফ্রেড নোবেল—ডিনামাইট আবিষ্কর্ত্তা আলফ্রেড্ নোবেল দ্বন্দ্বলিপ্সু মানুষের দুষ্কর্ম্মে ব্যথিত হইয়া নিজ সম্পত্তি হইতে ১,৭০০,০০০ পাউণ্ড (আড়াই কোটি টাকারও অধিক) পৃথিবীকে দান করিয়া যান।

এই অর্থের সুদ হইতে প্রতি বৎসর বিবিধ বিষয়ে পাঁচটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে বিশ্বশান্তির চেষ্টার জন্য একটি। (নোবেল পুরস্কারের বিশদ বিবরণী পৃথক অধ্যায়ে নিবদ্ধ হইল।)

রবীন্দ্রনাথ—বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথও বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় সাহিত্যসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বমৈত্রীর ধ্যান করিতে করিতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ শতকোটি কর হানিছে।

* * *

পর ভাবি যারে তারা বারে বারে সবাই আমারে টানিছে।"

মহাত্মা গান্ধী—বুদ্ধের অহিংসা, খৃষ্টের ক্ষমা, চৈতন্যের 'আচণ্ডালে আলিঙ্গন' এবং টলষ্টয়ের চির মঙ্গলময় ঈশ্বর, এই চারিটি নীতির সমন্বয় হইয়াছে আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে। ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে তাঁহার প্রচারকার্য্য বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার সহায়ক। নির্ভীকভাবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে ক্ষমা করিতে হইবে, 'ভাই' বলিয়া ডাকিতে হইবে, ইহাই তাঁহার নির্দ্দেশ।

ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি—যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা ভ্রমণকারী ও লেখক ওয়েণ্ডেল উইল্‌কি একতাবদ্ধ সমগ্র বিশ্বের এক মহান পরিকল্পনা করিয়া 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড্' (One world) নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হন।

সম্মিলিত চেষ্টা

জেনেভার জাতিসঙ্ঘ—১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি উড্রো উইলসনের পরিকল্পনানুযায়ী এই সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘে যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা, আক্রমণমূলক যুদ্ধ প্রতিহত করা এবং সভ্যতালিকাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শালিসী করাই এই জাতিসঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল। সঙ্ঘে যোগদানকারী কোনও রাষ্ট্র সঙ্ঘের নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ আরম্ভ করিতে উদ্যত হইলে, সঙ্ঘ উক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে। নিরস্ত্রীকরণ-কার্য্য ছিল সঙ্ঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিকসঙ্ঘ, আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়, অর্থনৈতিক বিভাগ, প্রভৃতি বিবিধ বিশ্বজনীন্ সমিতি এই জাতিসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই সঙ্ঘের একটি সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে সভ্যতালিকাভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ একে একে যুদ্ধ সুরু করিল এবং সঙ্ঘ হইতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে গেল জাপান চীনকে কবলিত করিবার উদ্দেশ্যে। নাৎসী সরকার প্রতিষ্ঠা হইলে জার্ম্মাণীও সভ্যপদ ত্যাগ করিল। ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করিবার ফলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রাশিয়া সঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হইল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করিলে, জাতিসঙ্ঘের প্রকৃত সভ্য হইবার উপযুক্ত রাষ্ট্র একটিও অবশিষ্ট রহিল না। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে জেনেভার জাতি-সঙ্ঘের মৃত্যু ঘটিয়াছে।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ—১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল হইতে

২৬শে জুন পর্য্যন্ত সান্ ফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের যে বৈঠক বসে, তাহার ফলেই জেনেভার জাতিসঙ্ঘের অবসান ঘটিল এবং এই নূতন সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। ভবিষ্যতে যুদ্ধবিগ্রহ হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করা, মানুষের আন্তর্জ্জাতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা, এবং বিচার, সন্ধি প্রভৃতি আন্তর্জ্জাতিক আইন কার্য্যকরী করা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর শান্তি ও নিরপত্তা রক্ষা এবং সম্মিলিত জাতিবর্গের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতিবিধান করার ব্রত এই সঙ্ঘের। সঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিয়া না লইলে যে কোনও জাতিকে সভ্য-পদ হইতে সাময়িকভাবে অথবা চিরকালের জন্য অপহৃত করিবার অধিকার এই সঙ্ঘের আছে। উনবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত নিয়মাবলীতে এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য, ক্ষমতা, ইত্যাদি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর হইতে এই নিয়মাবলী কার্য্যকরী করা হইয়াছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয় যে, ইতিমধ্যেই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্যাহত করিবার চক্রান্ত পরিলক্ষিত হইতেছে।

আন্তরেশিয়া সম্মেলন—পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে দিল্লীস্থ পুরান কেল্লায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়ার সকল রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন; কেবল ভারতের মুস্লীম লীগই এই সম্মেলন বয়কট করে। শ্রীযুক্তা সরোজনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

এই সম্মেলনে ধার্য্য হয় যে প্রতি বৎসর ইহার একটি করিয়া অধিবেশন বসিবে, এবং এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র, জাতি ও সম্প্রদায়কে সংহত করিয়া, মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া বিশ্বশান্তি প্রচারই এই সম্মেলনের লক্ষ্য হইবে।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় আদমসুমারী

বিভিন্ন প্রদেশের আয়তন, জনসংখ্যা ও প্রতি বর্গ মাইলে বসতি

প্রদেশ	আয়তন (বর্গ মাইল)	জনসংখ্যা	প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা
বাঙ্গালা	৭৭,৪৪২	৬,০৩,০৬,৫২৫	৭৭৯
যুক্তপ্রদেশ	১,০৬,২৪৭	৫,৫০,২০,৬১৭	৫১৮
মাদ্রাজ	১,২৬,১৬৬	৪,৯৩,৪১,৮১০	৩৯১
বিহার	৬৯,৭৪৫	৩,৬৩,৪০,১৫১	৫২১
পঞ্জাব	৯৯,৮৮৯	২,৮৪,১৮,৮১৯	২৮৬
বোম্বাই	৭৬৪৪৩	২,০৮,৪৯,৮৪০	২৭২
মধ্যপ্রদেশ	৯৮,৫৭৫	১,৬৮,১৩,৫৮৪	১৭০
আসাম	৫৪,৯৫১	১,০২,০৪,৭৩৩	১৮৬
ওড়িষ্যা	৩২,১৯৮	৮৭,২৮,৫৪৪	২৭১
	৪৮,১৩৬	৪৫,৩৫,০০৮	৯৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১৪,২৬৩	৩০,৩৮,০৬৭	২১৩
দিল্লী	৫৭৩	৬,৬৩,২৪৫	১,৫৯৯
বেলুচিস্তান	৫৪,২২৮	৪,৬৩,৫০৮	৯
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	২,৭১১	৫,৬০,৩০০	২৪৩
কুর্গ	১,৫৯৩	১,৬৮,৭২৬	১০৬
দেশীয় রাজ্যসমূহ	৭,১৮,৫০৮	৯,২৯,৭৩,০০০	১৩০

স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা

প্রদেশ	স্ত্রীলোক শতকরা	পুরুষ (শতকরা)
ওড়িষ্যা	৫৩'৪	৪৬'৬
মাদ্রাজ	৫০'৪	৪৯'৬
বিহার	৪৯'৭	৫০'৩
মধ্যপ্রদেশ	৪৯'৭	৫০'৩
বোম্বাই	৪৬'৩	৫৩'৭
যুক্তপ্রদেশ	৪৫'৩	৫৪'৭
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	৪৫	৫৫
বাঙ্গালা	৪৪'৯	৫৫'১
আসাম	৪৪'৮	৫৫'২
পঞ্জাব	৪২'৩	৫৭'৭
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৪২	৫৮
কুর্গ	৪১'৩	৫৮'৭
সিন্ধু	৫০'৯	৪৯'১
দিল্লী	৩৫'৭	৬৪'৩
বেলুচিস্তান	৩৫'১	৬৪'৯
আন্দামান ও নিকোবর	২৮'৭	৭১'৩
দেশীয় রাজ্যসমূহ	৪৭	৫৩
মোট ভারতবর্ষ	৪৬'৭	৫৩'৩

গ্রাম ও সহরের অধিবাসিগণের সংখ্যা

প্রদেশ	সহরবাসিগণের শতকরা হার	গ্রামবাসিগণের শতকরা হার
মাদ্রাজ	১৫'৯	৮৪'১
বোম্বাই	২৬	৭৪
বাঙ্গালা	৯'৯	৯০'১
যুক্তপ্রদেশ	১২'৫	৮৭'৫
পঞ্জাব	১৫'৩	৮৪'৭
বিহার	৫'৪	৯৪'৬
মধ্যপ্রদেশ	১২'৪	৮৭'৬
আসাম	২'৮	৯৭'২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১৮'২	৮১'৮
ওড়িষ্যা	৩'৭	৯৬'৩
সিন্ধু	১৯'৭	৮০'৩
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	৩৬'৭	৬৩'৩
দিল্লী	৭৫'৮	২৪'২
দেশীয় রাজ্যসমূহ	১৩	৮৭
মোট ভারতবর্ষ	১২'৮	৮৭'২

বিভিন্ন পেশা অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা *

পেশা	মোট কর্ম্মাভিলাষিগণের সংখ্যা	কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা
কৃষি	১০,৩৪,০০,০০০	৯,৭০,০০,০০০
খনি	৪,০০,০০০	৩,৫০,০০০
কল-কারখানা	১,৭৫,০০,০০০	১,৫৪,০০,০০০
যানবাহন	২৮,০০,০০০	২৩,৭০,০০০
ব্যবসা	৯৩,০০,০০০	৭৯,০০,০০০
সৈন্যবাহিনী	৯,৪০,০০০	৮,৪০,০০০
সরকারী চাকুরী	১২,০০,০০০	১০,০০,০০০
চারুকলা ও স্বাধীন বৃত্তি	২৭,০০,০০০	২৩,০০,০০০
গৃহপরিচারক ইত্যাদি	১,২৭,০০,০০০	১,০৯,০০,০০০
ভিক্ষুক, যাযাবর "	১৫,০০,০০০	১৪,০০,০০০

জন্ম-মৃত্যুর হার (১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের হিসাব অনুযায়ী)

প্রদেশ	জন্ম (প্রতি দশ সহস্রে)	মৃত্যু (প্রতি দশ সহস্রে)
দিল্লী	৪৩৬	২৩১
বাঙ্গালা	৩০৩	২০৭
যুক্তপ্রদেশ	৩২৭	২০৯
পঞ্জাব	৪১০	২২২
মধ্যপ্রদেশ	৩৭৯	৩০৭
আসাম	২৮৩	১৯২

* ১৯০১ খৃষ্টাব্দের হিসাব।

প্রদেশ	জন্ম (প্রতি দশ সহস্রে)	মৃত্যু (প্রতি দশ সহস্রে)
বিহার	৩০৪	২১০
ওড়িষ্যা	৩৩৯	২৭৩
মাদ্রাজ	৩৪৯	২২৯
বোম্বাই	৩৯১	২৫০
সিন্ধু	১৮৮	১০৪
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	২৮০	১৭৩
কুর্গ	২৩০	২২৮
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	৩৪৪	২৩৪
মোট বৃটিশ ভারত	৩৩৬	২২২

ভারতের গৃহ ও গৃহবাসীর সংখ্যা

প্রদেশ	প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে মোট গৃহের সংখ্যা	প্রতি ১০০ গৃহে মোট অধিবাসীদিগের সংখ্যা
মাদ্রাজ	... ৭,৬৩৮	... ৫,১২০
বোম্বাই	... ৫,৮৩০	... ৪,৬৭৮
বাঙ্গালা	... ১৪,৩৮৭	... ৫,৪১৩
যুক্তপ্রদেশ	... ১০,২৮৩	... ৫,০৩৬
পঞ্জাব	... ৫,৪৪৭	... ৫,২৬৫
বিহার	... ৯,৯৮২	... ৫,২২০
মধ্যপ্রদেশ	... ৩,৫২৫	... ৪,৮৩৯
আসাম	... ৩,৬৫২	... ৫,০৮৫
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	... ৩,৮৫৫	... ৫,৫৩৯

প্রদেশ		প্রতি ১০০ বর্গ মাইলে মোট গৃহের সংখ্যা		প্রতি ১০০ গৃহে মোট অধিবাসীদিগের সংখ্যা
ওড়িষ্যা	...	৫,৮৪৬	...	৪,৬৩৭
সিন্ধু	...	১,৬৯২	...	৫,৫৬৯
আজমীঢ়-মাড়ওয়াড়	...	৩,৭৭৯	...	৬,৪৩৬
আন্দামান-নিকোবর	...	১৭৯	...	৫,৯৯০
বেলুচিস্তান	...	১৭০	...	৫,৪২৬
কুর্গ	...	২,০৬৮	...	৫,১২১
দিল্লী	...	৩২,৫১১	...	৪,৯১৯
দেশীয় রাজ্যসমূহ	...	২,৫৬৭	...	৫,০৭০
মোট ভারতবর্ষ	...	৪,৮০৮	...	৫,১১৬

ভারতের গবাদি পশুর সংখ্যা

বলদ ও ষণ্ড	গোরু	মহিষ
৪,৬৮,৫৫,০০০	৩,৬৪,৪৫,০০০	১,৮৯,৯৫,০০০
মেষ		ছাগল
২,৮৫,২০,০০০		৩,৯২,৫৪,০০০

ভারতীয় জমির বিবরণ

আবাদী জমি	...	২১,৩৪,৯৩,৩৯০ একর
আবাদযোগ্য পতিত জমি	...	৯,১৯,৬৮,৭৫৯ একর
কর্ষিত পতিত জমি	...	৪,৫৩,৯৩,৬৩৬ একর
কর্ষণ নিষিদ্ধ জমি	...	৯,২৪,৪১,৬০৬ একর
বন	...	৬,৮০,০১,৩৯৭ একর

বাঙ্গালার আদমসুমারী সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য

বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গালার স্থান :—

(১) আয়তনে পঞ্চম ;

(২) জনসংখ্যা ও ঘনবসতিতে প্রথম (তাই বুঝি এত হানাহানি!) ;

(৩) দুনিয়ায় যে পরিমাণ পাট লাগে, তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ বঙ্গদেশে উৎপন্ন হয় ;

(৪) ভারতে উৎপন্ন চা-এর শতকরা ৬০ ভাগ ও চাউলের শতকরা ৩৭ ভাগ এই প্রদেশে উৎপন্ন হয় ;

(৫) মৎস্যশিকারে বাঙ্গালী ধীবরগণের তুলনা নাই ;

(৬) কয়লা, মাইকা, এলমুনিয়াম শীট্ মেটাল বাঙ্গালার মতো ভারতের অন্য কোথাও উৎপন্ন হয় না ;

(৭) এত কল-কারখানা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অন্য কোনও প্রদেশে নাই ;

—তবুও বাঙ্গালী দুইবেলা পেট পুরিয়া খাইতে পায় না !

দেশীয় রাজ্যসমূহ

স্বাধীন মিত্ররাজ্য

বর্ত্তমান ভারতে প্রকৃত স্বাধীন রাজ্য মাত্র দুইটি—নেপাল ও ভুটান। তিব্বত ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য হইলেও, ইহার সহিত বৃটিশ ভারতের বিশেষ সম্বন্ধ নাই। আফগানিস্থানও প্রতিবেশী রাজ্য। বৃটিশ সরকার এই রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব রাখিতে সতত সচেষ্ট, কারণ আফগানিস্থানকে ভারতের সীমান্তরক্ষীরূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

নিম্নে নেপাল ও ভুটানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

নেপাল :—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। আয়তন ৫৪ হাজার বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৫৬ লক্ষ, রাজস্ব দশ লক্ষ পাউণ্ড বা এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। অধিবাসিগণ প্রধানতঃ হিন্দু, কৃষি ও পশুপালন প্রধান বৃত্তি। ধান্য, গম ও ভুট্টা প্রধান শস্য। বিস্তীর্ণ অরণ্যসমূহ মূল্যবান বৃক্ষে পরিপূর্ণ। দুইটি রেলপথের দ্বারা এই রাজ্য বৃটিশ ভারতের সহিত সংযুক্ত। সার্ব্বভৌম প্রণালীতে রাজ্যশাসনকার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রধান মন্ত্রীই প্রকৃত শাসক, নৃপতি কেবল ভক্তি ও সম্মানের অধিকারী। সৈন্যসংখ্যা ৪৫ হাজার। কতিপয় মনোরম হিন্দু ও বৌদ্ধ তীর্থ এই রাজ্যে অবস্থিত।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীরবিক্রম জঙ্ বাহাদুর শাহ্ বাহাদুর শমশের জঙ্ দেব। প্রধান মন্ত্রী—মহারাজা জুদ্ধ শমশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা। রাজধানী—কাটমণ্ডু। বৃটিশ ভারতে সম্মান—২১টি তোপধ্বনি।

ভুটান :—হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। আয়তন ১৮ হাজার বর্গ মাইল, জনসংখ্যা তিন লক্ষ, রাজস্ব সোয়া চার লক্ষ টাকা।

অধিবাসিগণ প্রধানতঃ বৌদ্ধ। ভুট্টা প্রধান শস্য। রাজা ও ধর্ম্মগুরু একযোগে রাজ্যশাসন করেন। কোনও উল্লেখযোগ্য সৈন্যবাহিনী নাই। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে এই রাজ্য প্রতি বৎসর ৬,৬৬৭ পাউণ্ডের একটি ভাতা পায়।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজা পঞ্চশ্রীযুক্ত স্যর জিগ্‌মী ওয়াংচুক্। রাজধানী—পুনাকা। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

করদ রাজ্যসমূহ

ভারতের করদ রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক। কোনও কোনও রাজ্য ভারতের যে কোনও প্রদেশ অপেক্ষা আয়তনে বড়, আবার কোনও কোনটি আকারে একখানি বৃহৎ গ্রামমাত্র। দেশীয় রাজ্যগুলির মোট আয়তন ৭,১২,৫০৮ বর্গ মাইল অর্থাৎ সমগ্র ভারতের প্রায় আড়াই ভাগের এক ভাগ, এবং মোট জনসংখ্যা ৯,২৯,৭৩,০০০ অর্থাৎ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ।

করদ রাজ্যগুলি স্ব স্ব নৃপতি কর্ত্তৃক শাসিত হয় বটে, কিন্তু এই নৃপতিগণ বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য। অধিকাংশ রাজ্যসমূহে স্বৈরতন্ত্র বহাল থাকিলেও, কয়েকটি রাজ্য গণতান্ত্রিক শাসনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

বিভিন্ন সন্ধিপত্র ও সনন্দের দ্বারা রাজ্যসমূহের সহিত বৃটিশ সরকারের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়াছে। সকল রাজ্যই স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। প্রত্যেক বৃহদায়তন রাজ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে এক একজন 'রেসিডেণ্ট' বাস করেন। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একত্র করিয়া এক একটি এজেন্সী গঠিত হইয়াছে; বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরূপে এক একজন 'এজেণ্ট' প্রত্যেক এজেন্সীর শাসনকার্য্য পরিদর্শন করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সার্ব্বভৌম বৃটিশ সরকারের উপদেষ্টারূপে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার্থে একটি 'চেম্বার অব প্রিন্সেস্' বা রাজন্য-পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদে একজন চ্যান্সেলর, একজন প্রো-চ্যান্সেলর ও একটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আছে। প্রতি বৎসর একবার করিয়া এই পরিষদের অধিবেশন হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনে সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে একটি 'ফেডারেশান্' বা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন করিবার প্রস্তাব ছিল; কিন্তু রাজ্যগুলির মধ্যে মতানৈক্য ও বিশ্বযুদ্ধের ফলে এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। ক্রিপ্‌স্-দৌত্যের সময় সন্ধিপত্র ও সনন্দানুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থ ও অধিকার বজায় রাখিবার দাবী জানাইয়া রাজন্য-পদিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সন্ধিপত্র-পরিবর্ত্তন-প্রস্তাবের ফলে রাজন্য-পরিষদের সভ্যগণ একযোগে পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে বৃহত্তর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাবও তাঁহারা সমর্থন করেন না। ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হয়, তাহা ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে দূরীভূত হইয়াছে।

বৃটিশ ভারতে বিভিন্ন রাজ্য মর্য্যাদানুযায়ী তোপধ্বনির দ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকে। প্রধান প্রধান রাজ্যসমূহের কোন্‌টি কয়টি তোপধ্বনির অধিকারী তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

২১টি তোপধ্বনি—বরোদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর।

১৯টি তোপধ্বনি—ভূপাল, ইন্দোর, কালাত, কোহ্লাপুর, ত্রিবাঙ্কুর, ইন্দোর।

১৭টি তোপধ্বনি—ভাওয়ালপুর, ভরতপুর, বিকানীর, বুন্দি, কোচিন, কচ্ছ, কেরাউলি, জয়পুর, যোধপুর, কোটা, পাতিয়ালা, রেওয়া, টঙ্ক।

১৫টি তোপধ্বনি—আলোয়ার, বংশ্‌ওয়ারা, দাতিয়া, দেওয়াস, ধর, ঢোলপুর, ডুঙ্গারপুর, ইদর, জয়শল্মীর, খয়েরপুর, কিষেণগড়, অর্চ্ছা, প্রতাপগড়, রামপুর, সিকিম, শিরোহী।

১৩টি তোপধ্বনি—বারাণসী, ভবনগর, কুচবিহার, ধ্রাঙ্গধ্র, জাওরা, ঝালোয়ার, ঝিন্দ্, জুনাগড়, কপূর্রতলা, নাভা, নবনগর, পালনপুর, পোরবন্দর, রাজপিপলা, রৎলম, ত্রিপুরা।

১১টি তোপধ্বনি—অজয়গড়, আলীরাজপুর, বাওনী, বারোয়ানী, বিলাসপুর, ক্যাম্বে, চম্বা, চরখারি, ছত্রপুর, চিত্রল, ফরিদকোট, গণ্ডাল, জাঞ্জিরা, ঝাভ্‌না, মালেরকোট্‌লা, মণ্ডি, মণিপুর, মর্ভি, নরসিংগড়, পন্না, পুদুকোটাল, রাধনপুর, রায়গড়, শৈলানা, সমথপুর, সিমুর, সীতামৌ, সুকেৎ, টিহ্‌রী, ওয়াঙ্কেনের।

৯টি তোপধ্বনি—বালাসিনোর, বঙ্গনাপালী, বাঁশদা, বরুন্ধ, বরিয়া, ভোর, ছোট উদয়পুর, দন্ত, ধরমপুর, ধোরী, হাইপ, জওহর, কালাহাণ্ডি, কেংটুং, খিল্‌চিপুর, লিম্বদি, লোহারু, লিম্বদা, মাইহর, ময়ূরভঞ্জ, মঙ্গ্‌নাই, মুধল, নগোদ, পলিতানা, পাটনা, রাজকোট, সচিন, সাঙ্গ্‌লি, সন্ত্‌, সবন্তাদি, সাপুরা, শোনপুর, ওয়াধোয়ান, ইয়াঙ্গু।

প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যসমূহের বিস্তৃত তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলওয়ার :—শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজপুতানার এই রাজ্যটির আয়তন ৩,১৫৮ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ, রাজস্ব ৩৮ লক্ষ টাকা।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—শ্রীস্বাহী তেজসিংজী বাহাদুর। রাজধানী—আলোয়ার। প্রধান ভাষা—হিন্দী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

ইন্দোরঃ—রাজপুতানা ও মধ্যপ্রদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। আয়তন ৯,৯৩৪ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১৫,১৩,৯৬৬, রাজস্ব এক কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ছয়জন মন্ত্রীসম্বলিত একটি পরিষদের সাহায্যে মহারাজা শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপক সভার ৫৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩৭ জন নির্ব্বাচিত। সরকারী সেভিংস ব্যাঙ্ক, হরিজন-উন্নয়ন, জীবন-বীমা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা, বাল্যবিবাহ-নিরোধ, প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার ফলে এই রাজ্যের সম্প্রতি বহু উন্নতি হইয়াছে। রাজ্যে ২টি কলেজ, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি সংস্কৃত কলেজ, ৭৫০টি মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৭৪টি সরকারী চিকিৎসা-বিদ্যালয় আছে। প্রতি বৎসর ২০টি করিয়া নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। তুলা-চাষের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক চেষ্টা চলিতেছে। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ আছে। বর্ত্তমান শাসকের নাম মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর স্বাহী শ্রীযশোবন্ত রাও হোঁলকার বাহাদুর। রাজধানী—ইন্দোর। প্রধান ভাষা—হিন্দী ও মারাঠী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি।

উদয়পুর (মেওয়ার)ঃ—রাজপুতগণের শৌর্য্য ও বীর্য্যের প্রধান কেন্দ্র মেওয়ারের অতীত ইতিহাস ভারতের গর্ব্বের বস্তু। এই রাজ্যের আয়তন ১২,৭৫৩ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার, রাজস্ব ৮০ লক্ষ টাকা। প্রধান মন্ত্রী ও তিনজন সহকারীর সাহায্যে মহারাণা শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। রাজধানী উদয়পুরে একটি অপ্রশস্ত গিরীশীর্ষে রাজপ্রাসাদ অবস্থিত; প্রাসাদের পার্শ্বে মনোরম 'পিচোলা' হ্রদ, হ্রদের মধ্যভাগে অপর দুইটি প্রাসাদ দ্বীপের ন্যায় শোভিত।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজাধিরাজ মহারাণা ভূপাল সিং

বাহাদুর। রাজধানী—উদয়পুর। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি; স্বরাজ্যে সম্মান—২১ তোপধ্বনি।

কপূর্রতলাঃ—পঞ্জাবের এই রাজপুত রাজ্যটির আয়তন ৬৫২ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৩,১৬,৭৫৭, রাজস্ব ৪০ লক্ষ টাকা। গম, ভুট্টা, ছোলা, তুলা ও ইক্ষু প্রধান শস্যসম্পদ। বস্ত্ররঞ্জন, চিনির কল, চাষের যন্ত্রপাতি ও বাসনকোষণ নির্ম্মাণই উল্লেখযোগ্য শিল্প। ফাগওয়ারা প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। সৈন্য সংখ্যা দুই সহস্র। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। রাজ্যে একটি শাসনপরিষদ ও একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে।

বর্ত্তমান শাসক—ফরজন্দ্-ই-দিলবন্দ্ রসিখ্-উল-ইতিকাদ্ দৌলত-ই-ইংলিশিয়া রাজা-ই-রাজাগন্ মহারাজা জগৎজিৎ সিং বাহাদুর। শাসকবংশ রাজপুতবংশসম্ভূত হইলেও শিখধর্ম্মাবলম্বী। রাজধানী—কপূর্রতলা। প্রধান ভাষা—পঞ্জাবী ও উর্দ্দু। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি, শাসকের ব্যক্তিগত সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

কালাতঃ—বেলুচিস্তানের এই মুসলমান রাজ্যটির আয়তন ৫৪,৭০০ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৩,১৮,৭০০, রাজস্ব ১৫,২০,০০০৲ টাকা। অধিবাসিগণ প্রধানতঃ সুন্নী মুসলমান। এই রাজ্যের অধীনে কতিপয় আংশিকভাবে স্বাধীন রাজ্যও আছে। রাজকার্য্য-পরিচালনায় উজীর-ই-আজম রাজ্যের অধিপতিকে সাহায্য করেন।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—বেগ্‌লার বেগী মীর আহ্‌মদ ইয়ার খান্। প্রধান ভাষা—ব্রাহুই ও পারসীক্। রাজধানী—কালাত। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি; বর্ত্তমান শাসকের ব্যক্তিগত সম্মান—২১টি তোপধ্বনি।

কাশ্মীর ও জম্মু :—ভারতের উত্তরপ্রান্তস্থিত ভূস্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য চিরসবুজের লীলাভূমি। আয়তন ৮৪,৪৭১ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ৪০,২১,৬১৬, রাজস্ব ৪॥ কোটি টাকা। ধান, গম ভুট্টা, তৈলবীজ, যব, তূলা, তামাক, বিবিধ বাদাম ও ফল প্রধান শস্য; বিস্তৃত অরণ্যসকল মূল্যবান বৃক্ষে সমাকীর্ণ; নানাপ্রকার খনিজ সম্পদ এই রাজ্যের গর্ব্বের বস্তু। রেশম, পশমী শাল, গালিচা, বিচিত্র কারুকার্য্যময় দারুশিল্পের জন্য এই রাজ্য প্রসিদ্ধ। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিমানঘাঁটি প্রভৃতি আধুনিক জীবনযাত্রার সকল উপকরণ এই রাজ্যে আছে। বালকদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে! রাজ্যে মোট ২,০৭৮টি শিক্ষায়তন আছে; ইহার মধ্যে তিনটি কলেজ। রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভায় (প্রজাসভা) নির্ব্বাচিত সংখ্যাই অধিক; ইঁহাদের মধ্যে চার-জনকে মন্ত্রীত্ব দান করা হয়। এই রাজ্যের নিজস্ব হাইকোর্ট ও রেলপথ এবং বিদেশী পর্য্যটকদের সাহায্যের জন্য একটি 'ভিজিটর্স ব্যুরো' বা অতিথি সঙ্ঘ আছে।

বর্ত্তমান শাসক—হরি সিং বাহাদুর। রাজধানী—শ্রীনগর। প্রধান ভাষা—পঞ্জাবী ও উর্দ্দু। বৃটিশ ভারতে সম্মান—২১টি তোপধ্বনি।

কুচবিহার :—বঙ্গদেশে অবস্থিত। আয়তন ১,৩১৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৬,৩৯,৮৯৮। রাজস্ব এক কোটি টাকা। শাসকগণ ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভূত। শাসনপন্থা প্রগতিমূলক। শাসনপরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাই অধিক—একজন মন্ত্রীও নির্ব্বাচিত। রাজ্যে ১টি কলেজ, ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ আছে।

বর্ত্তমান শাসক—মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর

সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়। রাজধানী কুচবিহার। প্রধান ভাষা—বাঙ্গালা। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি। বর্ত্তমান শাসকের ব্যক্তিগত সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি।

কোচিন :—অবস্থিতি—দক্ষিণপূর্ব্ব সমুদ্রোপকূল। আয়তন ১,৪৮০ বর্গ-মাইল। জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার। রাজস্ব ২ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ মূল্যবান বৃক্ষশোভিত অরণ্য ও জলা-ভূমি। ধান্য ও নারিকেল প্রধান শস্য। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ আছে। অরণ্যানীর উন্নতির জন্য কয়লাচালিত ট্রামের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই রাজ্যে একটি প্রথম শ্রেণীর আধুনিক বন্দর আছে। আর্থিক অবস্থা অতীব উত্তম। ব্যবস্থাপরিষদের ৫৮ জন সভ্যের মধ্যে ৩৮ জন নির্ব্বাচিত; পরিষদ আইন প্রণয়নে সক্ষম। দেওয়ানের সাহায্যে মহারাজা রাজ্যশাসন করেন। রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ও রেলপথ আছে। মোট ৩টি সরকারী কলেজ ও ১৮০টি অন্যান্য সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। ৪টি কলেজ ও ৪৫টি উচ্চ বিদ্যালয় লইয়া মোট ৫২২টি বেসরকারী শিক্ষায়তন আছে।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—শ্রীকেরলা বর্ম্মা। রাজধানী—এর্ণাকুলম। প্রধান ভাষা— মলয়ালম। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি।

কোহ্লাপুর :—মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র দাক্ষিণাত্যের এই রাজ্যটির আয়তন ৩,২২৯ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা প্রায় বারো লক্ষ। নিজস্ব সৈন্যবাহিনী আছে। ৩টি কলেজ, ১২টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১টি বস্ত্র-বয়ন বিদ্যালয় আছে। গুড়, চিনি, জোয়ার ও তামাক প্রধান সম্পদ। ১টি চিনির কল, ১টি কাপড়ের কল ও ২টি তেলের কল আছে। শাসকবংশ বিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর বংশ সম্ভূত। উত্তর কাশীর মহালক্ষ্মী মন্দির কারুকার্য্যের জন্য বিখ্যাত।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—শ্রীষষ্ঠ শিবাজী। রাজধানী—উত্তর কাশী বা কোহ্লাপুর। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি।

গণ্ডাল—কাথিওয়াড়। আয়তন ১০২৪ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা—২,০৫,৮৪৬। রাজস্ব—৬০ লক্ষ টাকা। বিবিধ খাদ্যশস্য, তুলা, পশম ও স্বর্ণসূত্রের সূচীশিল্প রাজ্যের গর্ব্বের বস্তু। আমদানী-রপ্তানীর উপর কোনও শুল্ক নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। রাজ্যে বোর্ডিং সম্বলিত একটি বৃহৎ কলেজ আছে। কাথিওয়াড় প্রদেশের মধ্যে এই রাজ্যেই প্রথম বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষে এই রাজ্যেই প্রথম বালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা হয়। অকর্ম্মণ্য প্রজাপুঞ্জের জন্য সরকারী আশ্রয়শালা আছে। পর্দ্দাপ্রথার উচ্ছেদ হইয়াছে। রেলপথ স্থাপনেও এই রাজ্যটি দেশীয় রাজ্যগুলির অগ্রণী।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজাসাহেব শ্রীভোজরাজজী সুশিক্ষিত ও সুশাসক। ইনি নানা হিতকর কার্য্যে ৬০ লক্ষাধিক টাকা দান করিয়াছেন। সমাজসংস্কারে ইনি দেশীয় নৃপতিগণের আদর্শস্থানীয়। রাজধানী গণ্ডাল সুরক্ষিত সহর। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১১টি তোপধ্বনি।

গোয়ালিয়র—মধ্যভারত। আয়তন ২৬,৩৬৭ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৩৯,৯২,০০০। রাজস্ব দুই কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সিন্ধিয়া বংশধরগণ এই রাজ্য শাসন করেন। আটজন মন্ত্রী ও ও একজন হুজুর-সচিব শাসনকার্য্য পরিচালনায় মহারাজকে সাহায্য করেন। রাজ্যে দুইটি আইনসভা আছে—প্রজাসভা (Lower house) ও সামন্তসভা (Upper house)। রাজ্যের নিজস্ব ডাকবিভাগ ও সৈন্যবাহিনী আছে। কাপড়ের কল, চামড়ার কারখানা, বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র প্রভৃতি এই রাজ্যের সম্পদ।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজা জর্জ্জ জিবাজী রাও সিন্ধিয়া একজন সুদক্ষ শিকারী ও ক্রিকেট খেলোয়াড়। রাজধানী—লস্কর। প্রধান ভাষা—মালোই ও বুন্দালি। বৃটিশ ভারতে সম্মান—২১টি তোপধ্বনি।

জয়পুর—রাজপুতানা। ২৬,৬৮২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা—৩০,৪০,০০০। রাজস্ব দুই কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান রাজবংশ এই রাজ্য শাসন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজার চারিজন মন্ত্রী আছে।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজাধিরাজ সিংজী বাহাদুর। রাজধানী—জয়পুর। প্রধান ভাষা—হিন্দী ও উর্দ্দু। বৃটিশ সরকারকে দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ—৪,০০,০০০৲ টাকা। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি।

ত্রিপুরা—পূর্ব্ববঙ্গ। আয়তন—৪,১১৬ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা—৫,১৩,৯৫২। রাজস্ব ৩৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বর্ত্তমান রাজবংশ পৃথিবীর প্রাচীনতম শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম। ইহারা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয়। "রাজমালা" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থে এই বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কোনও সন্ধিপত্র বা সনন্দের দ্বারা এই রাজ্যটির সহিত বৃটিশ সরকারের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যটিকে মিত্ররাজ্যরূপে গণ্য করা যাইতে পারে। পঞ্চমন্ত্রী সম্বলিত একটি পরিষদের দ্বারা এই রাজ্য শাসিত হয়। আধুনিক শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যে রাজ্যটি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। ধান্য, পাট, তুলা, তৈলবীজ, ইক্ষু ও চা প্রধান সম্পদ। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। ত্রিপুরার চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দির অতি প্রসিদ্ধ।

বর্ত্তমান শাসকের নাম মহারাজা বীর বিক্রমকিশোর দেববর্ম্মণ*

একজন পণ্ডিত নরপতি। দেশীয় রাজগণের মধ্যে একমাত্র ত্রিপুরাধিপতিই পূর্ব্বাহ্নে অনুমতি না লইয়া বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন এবং তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে আমন্ত্রণ করিতে পারেন। রাজধানী আগরতলার "উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ" একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। গিরিশীর্ষে অবস্থিত "মালঞ্চ আবাস" মহারাজার গ্রীষ্মকালীন বাসগৃহ। প্রধান ভাষা—বাঙ্গালা। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি।

ত্রিবাঙ্কুর — আয়তন ৭৬৬১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা — ৬০,৭০,০১৮। রাজস্ব ৫ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। বহু প্রাচীন মন্দির ও প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রে পরিপূর্ণ ত্রিবাঙ্কুর পুরাতন ও নূতন ঐতিহ্যের মিলনকেন্দ্র। শিক্ষা, শাসন ও শিল্পবাণিজ্যে ত্রিবাঙ্কুর দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; এই রাজ্যেই প্রথম ব্যবস্থা-পরিষদ ও অধিকসংখ্যক বেসরকারী সদস্য লইয়া উর্দ্ধ ও নিম্ন আইন সভা গঠিত হয়। ব্যবস্থা-পরিষদকে যথেষ্ট ক্ষমতাদান করা হইয়াছে। সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার দান, অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছে। অধিবাসিগণের শতকরা ৪৭'১ জন শিক্ষিত এবং ৫৫ জনের অক্ষর-পরিচয় আছে। নারীশিক্ষার অবস্থাও সন্তোষজনক। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অতুলনীয় কাষ্ঠসম্পদ, বিবিধ ধাতু, যন্ত্র, কুটিরশিল্প ও খাদ্যশস্য রাজ্যটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রাজ্যে তিনটি বন্দর আছে। *

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজ বলরাম বর্ম্মা। রাজধানী—ত্রিবেন্দ্রাম। প্রধান ভাষা—মলয়ালম ও তামিল। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি।

* বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে এই নৃপতি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ধ্রাঙ্গধ্র—আয়তন ১,১৬৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা—৯৪,৪১৭। রাজস্ব ২৫ লক্ষ টাকা। বিবিধ খাদ্যশস্য ও খনিজ পদার্থ রাজ্যের প্রধান সম্পদ। সোডা, সোডি বাই কার্ব্ব ও ম্যাগ্নেশিয়াম ক্লোরাইড্ প্রস্তুতকারী কারখানার মধ্যে ধ্রাঙ্গধ্র কেমিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড্ সমগ্র এশিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম।

বর্ত্তমান শাসক—মহারাজাধিরাজ মহারাণা শ্রীময়ূরধ্বজ মহারাজা রাজাসাহেব। রাজধানী—ধ্রাঙ্গধ্র। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি।

নবনগর—পশ্চিম ভারত। আয়তন ৩,৭৯১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা—৫,০৪,০০৬। রাজস্ব ৯৪ লক্ষ টাকা। খাদ্যশস্য, তুলা ও তৈলবীজ প্রধান কৃষি। এই রাজ্যে প্রবাল সংগৃহীত হয়। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ ও সৈন্যবাহিনী আছে। একজন দেওয়ান, তিনজন সচিব ও একজন সহকারীর সাহায্যে অধিপতি শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। বর্ত্তমান রাজবংশ ভারতীয় ক্রিকেট খেলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজ জামশ্রীদিগ্বিজয়সিংজী রণজিৎ-সিংজী জাদেজা। রাজধানী—জামনগর। প্রধান ভাষা—গুজরাটি। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি। বর্ত্তমান শাসকের ব্যক্তিগত সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

পাটনা—আয়তন ২,৫১১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৬,৩২,২২১। এই রাজ্যটি পুরাতন ভারতীয় সভ্যতার যাদুঘর। কোশল সাম্রাজ্যের সময় ঐরা বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। শিক্ষা, শিল্প, জাতি-গঠন ও চিকিৎসা ব্যবস্থায় পাটনা শ্রেষ্ঠ দেশীয় রাজ্যগুলির অন্যতম।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—রাজেন্দ্রনারায়ণ সিং দেও। বৃটিশ ভারতের সম্মান—৯টি তোপধ্বনি।

পাতিয়ালা—পঞ্জাব। আয়তন ৫,৯৩২ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা —১৯,৩৬,২৫৯। রাজস্ব প্রায় আড়াই কোটি টাকা। যব, গম, ইক্ষু, তুলা ও তামাক প্রধান কৃষি। মূল্যবান বৃক্ষপূর্ণ বিস্তৃত অরণ্য রাজ্যের সম্পদ। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংজী একজন নিপুন খেলোয়াড়। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি।

বরোদা—আয়তন ৮,১৭৬ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২৮,৫৫,০১০। রাজস্ব ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। দেওয়ান ও তিনজন নায়েব দেওয়ানের সাহায্যে অধিপতি শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাই অধিক। নির্ব্বাচিত সভ্যগণের দুইজনকে মন্ত্রীত্ব দান করা হয়। বিবিধ শস্য, ১১টি কৃষি সমিতি, ১,৪৮৭টি সমবায় সমিতি ও ১৪৮টি কারখানা এই রাজ্যের সমৃদ্ধির কারণ। শিক্ষা ও সমাজসংস্কারে বরোদা দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। বিবিধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা প্রায় তিন সহস্র। শতকরা ২২ জন অধিবাসীর অক্ষর পরিচয় আছে। উনবিংশ শতাব্দীতেই এই রাজ্যে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়; ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ব্যায়ামশিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা হয়। রাজ্যে কতিপয় ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার আছে। নিজস্ব রেলপথও আছে।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজা প্রতাপসিং গাইকোয়াড় একজন সুদক্ষ শিকারী এবং শিক্ষা ও চারুকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। রাজধানী—বরোদা। প্রধান ভাষা—গুজরাটি ও মারাঠী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—২১টি তোপধ্বনি।

বিকানীর:—আয়তন ২৩,৩১৭ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা

১২,৯২,৯৩৮। রাজস্ব ২ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। শাসকগণ রাঠোর বংশীয় রাজপুত। ব্যবস্থাপরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যের সংখ্যাই অধিক। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ আছে।

বর্ত্তমান শাসক—মহারাজ সাদুল সিংজী বাহাদুর। রাজধানী—বিকানীর। প্রধান ভাষা—মাড়োয়ারী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি; বর্ত্তমান শাসকের ব্যক্তিগত সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি।

বারাণসী :—আয়তন ৮,৭৫ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৪,৫১,৪২৮। রাজস্ব প্রায় ২২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মাত্র ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার বারাণসীকে দেশীয় রাজ্যের মর্য্যাদা দেয়; ডাক, তার, আবগারী প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের কর্ত্তৃত্ব এখনও বৃটিশ সরকারের হাতে। রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান শাসক—মহারাজা বিভূতিনারায়ণ সিংহবাহাদুর। রাজধানী—রামনগর। প্রধান ভাষা—হিন্দী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি; বর্ত্তমান শাসকেয় ব্যক্তিগত সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

ভূপাল :—আয়তন ৬,৯২৪ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৭,৮৪,৫৬০। রাজস্ব ৮০ লক্ষ টাকা। ভূপাল ভারতের প্রধান মুস্লিম রাজ্য। তূলা গম, ইক্ষু ও তামাক প্রধান কৃষি। সরকারী সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত অরণ্যরাজি আছে। বিবিধ ধাতুর খনি রাজ্যের প্রধান সম্পদ।

বর্ত্তমান শাসক নবাব মুহম্মদ হামিদুল্লা খান বাহাদুর রাজন্যপরিষদ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার; ইনি প্রথম ও দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। রাজধানী—ভূপাল। প্রধান ভাষা—উর্দ্দু। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৯টি তোপধ্বনি।

মণিপুর :—আসাম। আয়তন ৮,৬৩৮ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৫,১২,১২৭। রাজস্ব ২৯ লক্ষ ১৯ হাজার ৬৭ টাকা। মহাভারতেও

এই রাজ্যটির উল্লেখ আছে। ধান্য প্রধান কৃষি; বিস্তৃত অরণ্যও আছে। শিক্ষার জন্য মণিপুরীদিগকে রাজ্যের বাহিরে যাইতে হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বৃটিশ সরকারকে দেয় কর বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা মকুব করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান শাসক—মহারাজা বোধচন্দ্র সিং। রাজধানী ইম্ফল। প্রধান ভাষা—মণিপুরী। বৃটিশ ভারতের সম্মান ১১টি তোপধ্বনি।

মহীশূর:— আয়তন ২৯,৩২৬ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৭৩,২৮,৮৯৬। রাজস্ব ১০ কোটি ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম; আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর। ২,৫০১ টি সমবায় সমিতি আছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ১০ টি কলেজ, একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, একটি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৭,৪৫২টি অপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। বিচার ব্যবস্থা উত্তম; ১টি হাইকোর্ট, ৭২টি ফৌজদারী ও ৪৫টি দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জগদ্বিখ্যাত কোলার স্বর্ণখনি ও সরকারী সম্পত্তিভুক্ত বনভূমির জন্য মহীশূর বিখ্যাত।

বর্ত্তমান শাসক—শ্রীজয় চামরাজা ওয়াদিয়র। রাজধানী মহীশূর। প্রধান ভাষা—কান্নাড়া, তেলেগু ও তামিল। বৃটিশ ভারতে সম্মান—২১ টি তোপধ্বনি।

ময়ুরভঞ্জ:— আয়তন ৪,২৪৩ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৯,৯০,৯৭৭। রাজস্ব ৩৪ লক্ষ টাকা। শাসকগণ ভঞ্জবংশীয় ক্ষত্রিয়। যন্ত্র ও কুটিরশিল্পে এই রাজ্য দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। টাটা কোম্পানীর প্রয়োজনীয় লৌহের অধিকাংশই এই রাজ্য সরবরাহ করে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে; নিরক্ষরতা দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। জনকল্যাণ ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা উত্তম! শাসনকার্য্যে বৃটিশ ভারতের আদর্শ অনুসৃত হইতেছে।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজা প্রতাপচন্দ্র ভঞ্জ দেও ললিতকলা, স্থাপত্য, শিল্প ও বিমান-চালনা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল এবং উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলর। রাজধানী—বারিপদ। প্রধান ভাষা—ওড়িয়া। বৃটিশ ভারতে সম্মান—৯টি তোপধ্বনি।

যোধপুর ঃ— রাজপুতনার বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য। আয়তন ৩৬,০৭১ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২৫,৫৫,৯০৪। রাজস্ব ২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। আবহাওয়া ও জমির উৎপাদনী শক্তি বৈচিত্র্যময়। কৃষি ও পশুপালন অধিবাসিগণের প্রধান উপজীবিকা। এই রাজ্যে প্রায় ২৩ লক্ষ গবাদি পশু আছে; তন্মধ্যে নগৌরী জাতীয় ষণ্ড এবং কঙ্করাজ ও থরপাক শ্রেণীর গাভী ভারতবিখ্যাত। যোধপুর হইতে পশম, তূলা, বিবিধ পশুচর্ম্ম ও অস্থি, তৈলবীজ এবং ঘৃত রপ্তানী করা হয়। রাজ্যের নিজস্ব রেলপথ ও আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত রেলওয়ে কারখানা আছে। ১টি বৃহৎ কাপড়ের কল, বিবিধ কুটির-শিল্প, মাড়োয়ারের বিবিধ খনি, মূল্যবান বৃক্ষপূর্ণ বিস্তৃত অরণ্য এবং অরণ্য হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠ, ঘাস, বংশ ও মৌচাকের জন্য যোধপুর প্রসিদ্ধ। উপদেষ্টা ব্যবস্থা-পরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যই অধিক; ছয়জন মন্ত্রী আছে। ম্যুনিসিপ্যাল বোর্ডের সভ্যগণ সকলেই নির্ব্বাচিত। প্রতি দুই সহস্র অধিবাসী সম্বলিত গ্রামে একটি করিয়া বিদ্যালয় আছে। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতি সন্তোষজনক।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—মহারাজাধিরাজ শ্রীউমেদ্ সিংজী। রাজধানী—যোধপুর। প্রধান ভাষা—মাড়োয়ারী। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৭টি তোপধ্বনি।

রাজপিপলা ঃ—গুজরাটের প্রাচীনতম রাজ্য। আয়তন ১,৫১৭ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ২,৪৯,০৩২। রাজস্ব ২৫ লক্ষ টাকা।

রাজ্যের আড়াই ভাগের এক ভাগ অংশ বহুমূল্য বৃক্ষশোভিত অরণ্যময়। তুলা, জোয়ার, ধান্য, বজরা ও তিল প্রধান শস্য। বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলে এই রাজ্যের তুলার বিশেষ চাহিদা আছে। রাজপিপ্‌লার খনিজ সম্পদও উল্লেখযোগ্য। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

বর্ত্তমান শাসক মহারাজা শ্রীবিজয় সিংজী একজন প্রসিদ্ধ খেলোয়াড়। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৩টি তোপধ্বনি।

রামপুর :—যুক্তপ্রদেশ। আয়তন ৮৯৩ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৪,৭৬,৯১২। রাজস্ব ৮০ লক্ষ টাকা। চারুকলা ও শিক্ষা সম্বন্ধে রামপুর সরকার বিশেষ মনোযোগী। রামপুর ওরিয়েণ্টাল লাইব্রেরীর সুদূরপ্রসারী খ্যাতি আছে। রাজ্যে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। বস্ত্র, চিনি ও দেশলাই প্রস্তুতের জন্য সরকারী কারখানা খোলা হইয়াছে। আইন সভার অর্দ্ধেক সদস্য নির্ব্বাচিত।

বর্ত্তমান শাসক নবাব সৈয়দ রেজা আলী খান্ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রো-চ্যান্সেলর। রাজধানী—রামপুর। প্রধান ভাষা—উর্দ্দু। বৃটিশ ভারতে সম্মান—১৫টি তোপধ্বনি।

সিকিম :—কাঞ্চনজঙ্ঘার পদপ্রান্তে অবস্থিত ভুটিয়া, লেপ্‌চা ও নেপালীদের বাসভূমি এই রাজ্যের আয়তন ২,৮১৮ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১,২২,০০০, রাজস্ব ৫,২০,৪২২, টাকা। প্রধান ধর্ম্ম হিন্দু ও বৌদ্ধ। ধান্য ও ভুট্টা প্রধান শস্য। ভারত হইতে তিব্বতে যাইবার পথ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—তাসি নামগল। রাজধানী—গ্যাঙ্‌টক্। বৃটিশ ভারতে সম্মন—১৫টি তোপধ্বনি।

হায়দ্রাবাদ ও বেরারঃ—বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য। আয়তন ১,০০,৪৬৫ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা (বেরার প্রদেশ বাদে)—১,৬১,৯৪,৩১৩। রাজস্ব ১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। ব্যবস্থাপক সভায় সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যই অধিক। রাজ্যের নিজস্ব বাহিনীতে ১২,৬০০ সৈন্য আছে। নিজস্ব ডাকবিভাগ রেলপথ এবং মুদ্রাও আছে। কলেজবাদে মোট ৫,৭৯৬টি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এই রাজ্যে অবস্থিত। বিবিধ খাদ্যশস্য, তুলা, বাদাম, ইক্ষু, কয়লার খনি এবং চর্ম্ম, সিমেণ্ট ও কাগজের কারখানা এই রাজ্যের সমৃদ্ধির কারণ। গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরকের খনিও এই রাজ্যের এলাকাভুক্ত। কাহারও মতে হায়দ্রাবাদের অধিপতি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান ব্যক্তি। হায়দ্রাবাদের যুবরাজকে “প্রিন্স অব্ বেরার” বলা হয়।

বর্ত্তমান শাসকের নাম—নবাব মীর ওসমান আলী খান্। রাজধানী হায়দ্রাবাদ। প্রধান ভাষা—হিন্দী ও তেলেগু। বৃটিশ ভারতে সম্মান ২১ টি তোপধ্বনি।

কতিপয় দেশীয় নৃপতির বিশেষ উপাধি

রাজ্যের নাম	শাসকের উপাধি	রাজ্যের নাম	শাসকের উপাধি
ইন্দোর ...	হোলকার।	নবনগর ...	জামসাহেব।
উদয়পুর ...	মহারাণা।	বরোদা ...	গাইকোয়াড়।
কালাত ...	খান্।	রাজকোট ...	ঠাকুরসাহেব।
গোয়ালিয়র ...	সিন্ধিয়া।	হায়দ্রাবাদ ...	নিজাম।

ভারতে বৃটিশ শাসন

(১৯৩৯-৪৫ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)

প্রারম্ভিক অবস্থা

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন :—১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ-প্রদত্ত সনন্দের বলে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার বাণিজ্য, স্বীয়কর্ম্মচারিগণকে শাসন এবং প্রয়োজনানুসারে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সনন্দের বলে কোম্পানী ভারতবর্ষে দুর্গনির্ম্মাণ এবং স্বীয় এলাকার ভারতীয় ও য়ুরোপীয় অধিবাসিগণকে শাসন করার অধিকার পায়। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দের সনন্দের বলে কোম্পানী স্ব-নামে মুদ্রা প্রচারে সক্ষম হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট এক আইনের দ্বারা কোম্পানীকে নিজ সৈন্যদলের শাসন ও শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে।

কলিকাতার ইজারা :—১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মুঘল সম্রাটের নিকট হইতে কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি নামক তিনখানি গ্রামের ইজারা লইয়া জব চার্ণক বর্ত্তমান কলিকাতার ভিত্তি স্থাপন করেন ও একটি বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে একটি প্রেসিডেন্সী (Presidency) গঠিত হয় এবং স্থানীয় গভর্ণর ও কাউন্সিলরগণ বিচারক্ষমতা লাভ করেন।

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

পলাশীর যুদ্ধ ও দেওয়ানী লাভ:—১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করায় বাঙ্গলার শাসনভার কোম্পানীর হস্তগত হয়। বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয়ের (১৭৬৪ খৃষ্টাব্দ) পর বাঙ্গালার পরবর্ত্তী নবাবগণ ইংরেজের হাতে পুতুল হইয়া পড়েন।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ কোম্পানীর গভর্ণর-পদে নিযুক্ত হইয়া সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও ওড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্বসংগ্রহের ভারগ্রহণ করেন; নিজামৎ বা শাসনবিভাগ বাঙ্গালার নবাবের হাতেই রহিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর:—উপরোক্ত দ্বৈতশাসনের ফলে বঙ্গদেশে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটিল। রাজস্বসংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারী মুহম্মদ রেজা খাঁ সীতাব রায়ের সহযোগে প্রজাপুঞ্জকে অবর্ণনীয়ভাবে শোষণ করিতে লাগিল; ফলে, দেশব্যাপী এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়; এই দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে আখ্যাত। ইহার দুই বৎসর পরে নবনিযুক্ত গভর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস মুহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া কোম্পানীর নিজস্ব কর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

পঞ্চসালা বন্দোবস্ত:—রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য হেষ্টিংস ভূ-সম্পত্তিসমূহ নীলামে চড়াইয়া সর্ব্বোচ্চ মূল্যদানে সক্ষম জমিদারগণকে পাঁচ বৎসরের জন্য ইজারা দিতে লাগিলেন। ইজারাপ্রাপ্ত জমিদারগণ তাহাদের পঞ্চসালা অধিকারের মধ্যে যথাসাধ্য জমি ও কৃষকগণকে শোষণ করিতে লাগিল; ফলে, জমির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস পাইল এবং কৃষকগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল।

সদর আদালত স্থাপন :—হেষ্টিংস কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ (ফৌজদারী) আদালতদ্বয় স্থাপন করেন এবং হিন্দু ও মুসলমান আইন-গ্রন্থ অনুবাদের ব্যবস্থা করেন।

অন্যায় অর্থসংগ্রহ :—শূন্য কোষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস বহু অন্যায় পন্থাবলম্বন করেন ; তন্মধ্যে মুঘল সম্রাটকে দেয় বৃত্তি বন্ধ, কোরা ও এলাহাবাদ জেলার পরিবর্ত্তে নবাব-উজীরের নিকট হইতে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা গ্রহণ এবং অকারণে রোহিল-খণ্ডের স্বাধীনতাহরণে উদ্যত অযোধ্যার নবাবকে সৈন্য-সাহায্যের পরিবর্ত্তে অর্থগ্রহণ উল্লেখযোগ্য।

নর্থের রেগুলেটিং আইন :—১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থের প্রস্তাবানুসারে এই আইন বিধিবদ্ধ হইয়া স্থির হয় যে, (১) অতঃপর কোম্পানী ভারতশাসনসম্পর্কীয় কাগজপত্র বৃটিশ মন্ত্রীদের নিকট প্রেরণ করিবে, (২) বাংলার গভর্ণর "গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা গ্রহণ করিয়া তিন জন উপদেষ্টার সাহায্যে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন—উপদেষ্টাগণের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে তিনি কোনও কার্য্য করিতে পারিবেন না, (৩) মাদ্রাজ ও বোম্বাইর গভর্ণরদ্বয় অর্থনৈতিক ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাঙ্গালার গভর্ণরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিবেন, এবং (৪) কলিকাতায় একটি "সুপ্রীম কোর্ট" বা সর্ব্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হইবে। ওয়ারেণ হেষ্টিংস প্রথম গভর্ণর জেনারেল ও স্যর এলাইজা ইম্পে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন।

নন্দকুমারের ফাঁসী :—১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নন্দকুমার নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে মীরজাফর-পত্নী মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণের মোকর্দ্দমা দায়ের করিলে, এই মোকর্দ্দমা বিচারের পূর্ব্বেই হেষ্টিংসের প্ররোচনায় মোহনপ্রসাদ নন্দকুমারের

বিরুদ্ধে এক মিথ্যা জালিয়াতীর মামলা রুজু করে এবং নন্দকুমারের ফাঁসী হয়।

চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার :—মিথ্যা ওজুহাতে বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করিয়া আদায়ের জন্য হেষ্টিংস সসৈন্যে বারাণসী গমন করিলে, রাজার সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া হেষ্টিংসের সৈন্যগণকে বধ করে; হেষ্টিংস কোনও ক্রমে পলায়ন করেন। পরে চৈৎসিংহকে পরাজিত করিয়া হেষ্টিংস বার্ষিক ৪০ লক্ষ টাকা করদানে স্বীকৃত রাজার এক আত্মীয়কে বারাণসী দান করেন।

অযোধ্যার বেগমদের উপর জুলুম :—অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলার নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায়ের জন্য হেষ্টিংসের নির্দ্দেশে একদল বৃটিশ সৈন্য নবাবের মাতা ও পিতামহীকে বর্ব্বরোচিতভাবে উৎপীড়ন করিয়া ৭৬ লক্ষ টাকা আদায় করে।

পিটের ভারত আইন :—১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রণীত এই আইনানুসারে ছয় জন সদস্যসম্বলিত এক পরিষদের উপর ভারতশাসনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। বৃটিশ মন্ত্রিগণের একজনকে এই পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরদ্বয়ের উপর বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেল ব্যাপক কর্ত্তৃত্ব লাভ করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত : পঞ্চসালা বন্দোবস্তের ত্রুটিমোচনের উদ্দেশ্যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) দ্বারা স্থির হয় যে, যথাসময় ধার্য্য কর প্রদান করিলে জমিদারগণ পুরুষানুক্রমে জমিদারী ভোগ করিতে পারিবেন;—দেয় করের পরিমাণও চিরদিনের নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

বিবিধ বিচার ও শাসনসংস্কার : জেলা ও থানার সৃষ্টি :— কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশগুলিকে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করিয়া প্রতি জেলায় বিচারালয় স্থাপিত করেন। জেলা-আদালতের বিচারককে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ও পুলিশবিভাগ পরিচালনার ভার দেওয়া হয়; ফলে, কলেক্টরগণের বিচার-ক্ষমতা লোপ হয়। দেওয়ানী আদালতে বৃটিশ বিচারপতির সাহায্যের জন্য একজন মুসলমান কাজী ও একজন হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করা হয়। ফৌজদারী বিচারকার্য্য মুসলমান আইনানুসারেই চলিত, কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি নির্ম্মম শাস্তিবিধির উচ্ছেদ করা হয়। চারিটি প্রাদেশিক বিচারালয়ও স্থাপিত হয়; ইহাদের বিচারকগণ বিভিন্ন জেলায় ভ্রমণ করিয়া ফৌজদারী মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ একখানি বিরাট আইনগ্রন্থ (Cornwallis Code) সঙ্কলিত করান।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ প্রত্যেক জেলাকে কতিপয় থানায় বিভক্ত করিয়া প্রতি থানায় এক একজন দারোগা নিযুক্ত করেন।

ঘুষগ্রহণ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কর্ণওয়ালিস্ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া সর্ব্বপ্রকার অবৈধ উপার্জ্জন নিষিদ্ধ করেন।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি :—১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলস্‌লী-প্রবর্ত্তিত এই নীতি অনুসারে স্থির হয় যে, ভারতের মিত্ররাজ্যগুলিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রতি রাজ্যে একদল বৃটিশ সৈন্য থাকিবে; বিনিময়ে, দেশীয় রাজ্যগুলি ফ্রান্স প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দিবে, বৃটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত কোনও সন্ধিস্থাপন বা যুদ্ধঘোষণা করিতে পারিবে না, এবং বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়বহনের জন্য কোম্পানীকে অর্থ অথবা রাজ্যের কোনও অংশ প্রদান করিবে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে নিজাম, ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজীরাও এবং কিছু পরে বৃটিশের চক্রান্তে সিন্ধিয়া ও ভোসলে এই নীতির শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া স্বাধীনতা হারান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ:—সিভিলিয়নদের শিক্ষার জন্য ওয়েলসলী এই কলেজ স্থাপন করেন।

ত্রিবাঙ্কুর ও মাদ্রাজে বিদ্রোহ:—লর্ড মিণ্টোর সময়ে ১৮০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর, মাদ্রাজ ও বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ সৃষ্টি হইলে, তাহা সহজেই প্রশমিত হয়।

পিণ্ডারী দমন:—মহারাষ্ট্রীয় গৃহবিবাদ ও অরাজকতার সুযোগে অভ্যুদিত ভয়ঙ্কর পিণ্ডারী দস্যুদল ১৮১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের চেষ্টায় দমিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রপাত:—১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদানুযায়ী লর্ড হেষ্টিংসের সময় হইতে জনশিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতে থাকে। এই সময়ে কেরী ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন ও 'সমাচার-চন্দ্রিকা' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 'হিন্দু কলেজ' স্থাপিত হয়।

ব্যারাকপুরে সিপাহীবিদ্রোহ:—১৮২৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টের সময়ে সমুদ্রযাত্রা ও ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সিপাহিগণ প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্রোহ করিলে, তাহাদিগকে কঠোরভাবে দমন করা হয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ:—লর্ড বেণ্টিক প্রজা-কল্যাণের ওজুহাতে কাছাড় এবং কু-শাসনের ওজুহাতে মহীশূর (১৮৩১) ও কুর্গ (১৮৩৪) দখল করেন।

বিচার ও শাসনসংস্কার :—প্রাদেশিক আদালতগুলির উচ্ছেদ, জেলা-কলেক্টরগণের উপর কোনও কোনও ফৌজদারী মোকর্দ্দমার ভারার্পণ, বিচারবিভাগে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ, আদালতে ফার্সীর পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন, ভারতীয় সৈন্যগণকে বেত্র-দণ্ডদানের প্রথা রদ, আফিম কর ধার্য্য প্রভৃতি লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়ের ঘটনা।

শিক্ষা সংস্কার :—লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়েই কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন, ভারতে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান প্রচার, আদালতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার এবং কেবল পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জন্য সরকারী অর্থসাহায্য ব্যয় করার সিদ্ধান্ত হয়।

সতীদাহনিবারণ :—স্বামীর শবের সহিত অগ্নিদগ্ধ হইয়া হিন্দু বিধবাগণ যে নির্ম্মম 'সতীদাহ' প্রথা পালন করিতেন, বেণ্টিঙ্ক নিজ দায়িত্বে এক আইন জারী করিয়া তাহা রহিত করেন।

ঠগীদমন :—বেণ্টিঙ্কের উদ্যোগেই উইলিয়ম্ স্লীম্যানের নেতৃত্বে ভীষণ ঠগী দস্যুগণ দমিত হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের সনন্দ :—এই সনন্দের দ্বারা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন বাণিজ্যবিস্তারের ক্ষমতালোপ, উপযুক্ত ভারতীয়-দিগের জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উচ্চ সরকারী পদলাভের অধিকার, বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেলকে সমগ্র "ভারতের গভর্ণর জেনারেল" আখ্যা দান, বোম্বাই ও মাদ্রাজের গভর্ণরের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা লোপ এবং বড়লাটের মন্ত্রণাপরিষদে একজন আইনসচিব নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। লর্ড মেকলে প্রথম আইনসচিবের পদ লাভ করেন।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা :—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল স্যর চার্লস্ মেটকাফ সাময়িক পত্রিকাগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেন।

উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ :—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় উত্তর ভারতে এক দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণত্যাগ করে।

সিন্ধুর স্বাধীনতাহরণ :—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে লর্ড এলেনবোরোর সময়ে স্যর চার্লস্ নেপিয়ার নামক এক ইংরেজ সেনাপতি সিন্ধুপ্রদেশে প্রেরিত হন। তিনি তত্রত্য আমীরদের নিজ নামে মুদ্রা করিবার ক্ষমতা হরণ করিয়া তাহাদের রাজ্যের কিয়দংশ দখল করেন। নেপিয়ারের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে প্রজাগণ বিদ্রোহ করিলে আমীরদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৃটিশ সরকার সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করে।

শাসন সংস্কার :—এলেনবোরোর সময়েই 'ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট' পদের সৃষ্টি ও সরকারী লটারী খেলার উচ্ছেদ হয়।

দেশীয় রাজ্যে সংস্কার :—১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে শিশুহত্যা, সতীদাহ এবং খোন্দজাতির মধ্যে প্রচলিত নরবলি প্রথার উচ্ছেদ করেন।

স্বত্বলোপ নীতি :—কোম্পানীর একটি নীতি ছিল যে, কোনও আশ্রিত রাজ্যের অপুত্রক অধিপতি বৃটিশ সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোনও দত্তক গ্রহণ করিয়া তাহাকে রাজ্যের অধিকারী করিয়া যাইতে পারিবেন না এবং উক্ত নৃপতির মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সরকারের অধিকারভুক্ত হইয়া যাইবে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসী ভারতে আসিয়াই কঠোরভাবে এই নীতি প্রয়োগ করিয়া সাতারা, ঝাঁসী, সম্বলপুর ও নাগপুর রাজ্যের স্বাধীনতাহরণ করেন।

বিভিন্ন রাজ্যাধিকার :—নানা মিথ্যা ওজুহাতে ডালহাউসী সিকিমের কিয়দংশ (১৮৫০), নিজামের অধিকারভুক্ত বেরার প্রদেশ (১৮৫৩) ও অযোধ্যা (১৮৫৬) দখল করেন।

বিবিধ সংস্কার :—ভারতে পাব্লিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেন্টের

প্রতিষ্ঠা, গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড্ ও রেলপথ নির্ম্মাণ, অল্প মাশুলে পত্রপ্রেরণ, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবাবিবাহকে আইনসিদ্ধকরণ এবং ধর্ম্মান্তরিতগণকে পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না করার আইন ডালহাউসীর সময়েই হয়।

এডুকেশানাল ডেস্‌প্যাচ্ :—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস্ উড্ কর্তৃক প্রেরিত ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাপূর্ণ এক শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র (Educational Despatch) পাইয়া লর্ড ডালহাউসী অবিলম্বে জনশিক্ষাবিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন করিয়া শিক্ষাসংস্কারে উদ্যোগী হন।

কোম্পানীর শেষ সনন্দ :—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সনন্দে বঙ্গ ও বিহারের শাসনভার একজন ছোট লাটের (Lieutenant Governor) উপর অর্পিত হয়, সরকারী উচ্চপদের (Civil Service) জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্ত্তন এবং আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সাত জন সরকারী কর্ম্মচারী মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন :—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

সিপাহী-বিদ্রোহ

সতীদাহনিবারণ প্রভৃতি সমাজ-সংস্কার, দেশীয়রাজ্যের স্বাধীনতাহরণ, পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ, ভারতীয় সিপাহিগণকে পশুচর্ব্বিতে প্রস্তুত টোটা ব্যবহারে বাধ্য করানো, ইত্যাদি কারণের জন্য ভারতব্যাপী অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতে-

ছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারত হইতে অধিকাংশ বৃটিশ সৈন্যাপসারণের সুযোগে প্রথমে ব্যারাকপুর, বহরমপুর ও অম্বালায় সিপাহী-বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে মীরটে বিদ্রোহ প্রবল আকার ধারণ করে। নামশেষ মুঘল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাটরূপে ঘোষণা করিয়া নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তান্তিয়া তোপীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ শতদ্রু হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত দখল করেন। কিন্তু একতা, শৃঙ্খলা ও পরিচালনার অভাবে এবং অধিকাংশ ভারতবাসীর সহযোগিতা না পাওয়ায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই সিপাহীবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ভারতে বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং শাসনভার কোম্পানীর হস্তচ্যুত হইয়া যায়।

সিপাহীবিদ্রোহের পরে

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন:—এই আইনানুসারে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং গভর্ণর জেনারেল রাজ্ঞীর প্রতিনিধি (Viceroy) হন; একজন বৃটিশ মন্ত্রীকে ভারতসচিবের (Secretary of State for India) পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট এক পরিষদ গঠনের বিধানও এই আইনে থাকে। লর্ড ক্যানিং ভারতের প্রথম ভাইসরয় হন।

মহারাণীর ঘোষণাপত্র:—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদে আহূত এক দরবারে লর্ড ক্যানিং রাণীর ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ইহাতে বলা হয় যে, রাণী স্বয়ং ভারতশাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন; ন্যায় বিচার, ধর্ম্ম ও সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা,
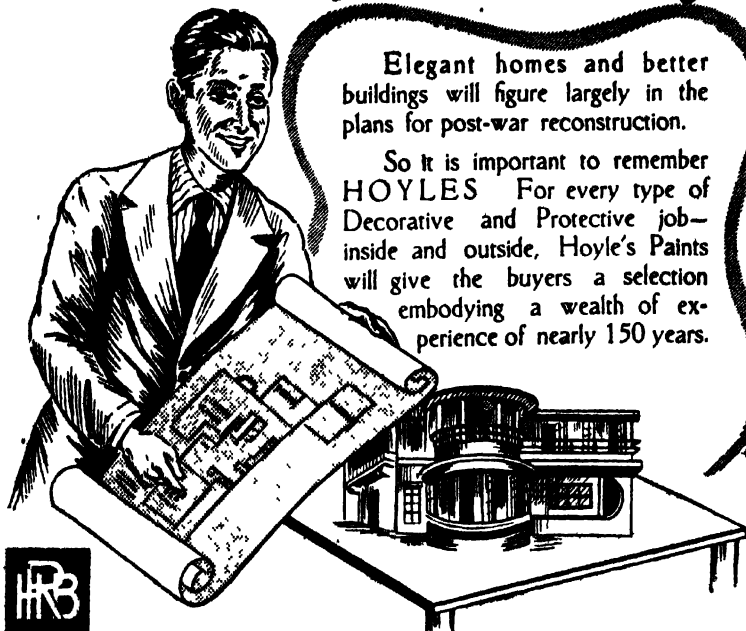
যোগ্য ভারতীয়দিগকে উচ্চ সরকারী কর্মে নিয়োগ, সামন্তরাজ্যহরণ-নীতি পরিত্যাগ এবং বিদ্রোহীদের ক্ষমার প্রতিশ্রুতিও এই ঘোষণায় থাকে।

ভারতীয়দিগকে সৈন্যদলে নিয়োগ নিষিদ্ধ :—ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের আশঙ্কা পরিহারের জন্য লর্ড ক্যানিং দেশীয় সৈন্যের অনুপাতে য়ুরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং ভারতীয় নৌবাহিনী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

বিবিধ সংস্কার :—১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের খাজনা আইনের ফলে বাঙ্গালা, আগ্রা ও মধ্যপ্রদেশের জমিদারদের অত্যাচার হ্রাস পাইলেও, নীলকরদের দুর্ব্ব্যবহার পূর্ব্ববৎ থাকে। আয়কর ও কাগজের মুদ্রার (Paper Currency) সৃষ্টিও এই সময়ে হয়। ১৮৫৯-৬১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেকলের রচিত খসড়া অনুসারে "ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন" (Indian Penal Code) বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের "ইণ্ডিয়ান্ কাউন্সিল্স্ য়্যাক্ট"-এ স্থির হয় যে, গভর্ণর জেনারেল তাঁহার পরিষদের জন্য ৬ হইতে ১২ জন অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত করিবেন; অর্দ্ধেক সভ্য বে-সরকারী হইবে। এই আইনের দ্বারা প্রাদেশিক সরকারগুলিও গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদনসাপেক্ষে আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা পায়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট ও সদর আদালতগুলি উঠিয়া গিয়া তদ্‌স্থলে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই "ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্ য়্যাক্ট"-এর দ্বারা বিভিন্ন সরকারী উচ্চপদ ভারতীয় সার্ভিসের সভ্যগণের জন্য সংরক্ষিত হয়।

বিবিধ বিপ্লব :—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষের

ফলে বহু লোক প্রাণত্যাগ করে। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওহাবী মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগকে সহজেই দমন করা হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে স্যর জন লরেন্সের সময়ে ওড়িষ্যা, বুন্দেলখন্দ ও রাজপুতানায় এক ভীষণ দুর্ভিক্ষে যথাসময়ে সরকারী সাহায্যের অভাবে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আদমসুমারীর প্রবর্ত্তন:—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর সময়ে ভারতে সর্ব্বপ্রথম লোকগণনা হয়।

মল্‌হর রাওয়ের অপসারণ:—১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে অপ্রমাণিত অপবাধের ওজুহাতে বরোদার গাইকোয়াড় মল্‌হর্ রাওকে অপহৃত করিয়া তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়কে সিংহাসন দান করা হয়।

সপ্তম এডোয়ার্ডের ভারতে আগমন:—১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে সপ্তম এডোয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় সপত্নীক ভারতে আগমন করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার:—বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষার জন্য নর্থব্রুক অবাধ বাণিজ্যের (Free Trade) প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটনের সময়ে প্রণীত "টাইটেল্‌স্ য়্যাক্ট" অনুসারে রাণী ভিক্টোরিয়া "ভারত-সাম্রাজ্ঞী" উপাধি গ্রহণ করেন এবং পর বৎসর দিল্লীতে এক দরবার ডাকিয়া ইহা ঘোষিত হয়; ভারতীয় মিত্ররাজ্যগুলি অতঃপর অধীন রাজ্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয়।

দক্ষিণ ভারতে দুর্ভিক্ষ:—দিল্লীতে যখন দরবার-সমারোহ চলিতেছিল, তখন দক্ষিণ ভারতে এক দুর্ভিক্ষে সরকারী শৈথিল্যের ফলে পঞ্চাশ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করে। দুর্ভিক্ষের কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতিকারকল্পে "ফেমিন কমিশন" নিযুক্ত হয়।

দেশীয় সংবাদপত্র আইন :—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এই আইনের দ্বারা লর্ড লিটন দেশীয় সংবাদপত্রগুলির মতামত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করিবার স্বাধীনতা লোপ করেন।

অস্ত্র আইন :—এই সময়েই সরকারী অনুমতি ব্যতীত অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ হয়।

মহীশূর প্রত্যর্পণ :—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন মহীশূর রাজ্য আদি হিন্দু শাসকবংশকে প্রত্যর্পণ করেন।

বিবিধ আইন ও সংস্কার :—দেশীয় সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার; "বেঙ্গল ম্যুনিসিপ্যাল য়্যাক্ট" (১৮৮৪); জেলা ও লোকাল বোর্ডের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫); শিক্ষা—বিশেষতঃ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের পন্থা অনুসন্ধানের জন্য "হাণ্টার কমিশন" গঠন, ভারতীয় বিচারকগণকে ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় শ্বেতাঙ্গ আসামীদের বিচার করিবার ক্ষমতা দানের জন্য "ইলবর্ট বিল" প্রণয়ন; প্রভৃতির জন্য লর্ড রিপনের শাসনকাল স্মরণীয়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা :—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ও বোম্বাই সহরে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়।

দেশীয় রাজ্যসমূহে গোলযোগ :—আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগে লর্ড ল্যান্সডাউন মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে ফাঁসী দিয়া এক নাবালক রাজকুমারকে সিংহাসন দান করেন। এই সময়ে কালাতের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকেও পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ য়্যাক্ট :—এই আইনে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি,

আইন সভায় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সভ্যগ্রহণ এবং সভ্যগণকে শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন ও মন্তব্য করার বিধান থাকে।

ফাক্টরী আইন :—ল্যান্সডাউনের সময়ে এই আইন দ্বারা নারী-শ্রমিকদের দৈনিক কার্য্যকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ :—লর্ড এলগিনের সময়ে ভূমিকম্প, প্লেগ ও দুর্ভিক্ষে ভারতের বিশেষ অনিষ্ট হয়।

সামরিক সংস্কার :—এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন সেনাপতির অধীনে তিন ভাগে বিভক্ত ছিল; এলগিন সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া একজন প্রধান সেনাপতির অধীনে স্থাপন করেন।

কার্জ্জনের সংস্কার :—কৃষি, ব্যাঙ্ক্ ও সমবায় ঋণদান সমিতি (Co-operative Credit Societies) স্থাপন, "ইণ্ডিয়ান্ য়ুনিভার্সিটি য়্যাক্টে"র (১৮৯৪) দ্বারা ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব বৃদ্ধি, প্রত্নতত্ত্ববিভাগ গঠন ও ইম্পীরিয়ল লাইব্রেরী"র প্রতিষ্ঠা লর্ড কার্জ্জনের সময়ের ঘটনা।

বঙ্গবিভাগ :—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কার্জ্জন বাঙ্গালাকে দ্বিধাবিভক্ত করিলে দেশব্যাপী আন্দোলন সৃষ্টি হয়। বিপ্লবিগণ নানা গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের হত্যা করিতে থাকে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচারের ফলে ভারতবাসী বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন করে। পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড মিণ্টো কঠোর ভাবে বিপ্লবিগণকে দমন করেন এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ বঙ্গনেতাগণকে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করেন।

মর্লে-মিণ্টো সংস্কার :—ইহার দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি, নির্ব্বাচন ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার

প্রবর্ত্তন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনপরিষদে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দানের ব্যবস্থা করা হয়।

দিল্লী দরবার :—১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড দ্বিতীয় হার্ডিঞ্জের শাসনকালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের সস্ত্রীক ভারতে আগমনোপলক্ষে দিল্লীতে এক বিরাট দরবার আহূত হয়; এই দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদ ও ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা হয়।

মহাযুদ্ধ ও তাহার পরে

মহাযুদ্ধ :—১৯১৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে মহাযুদ্ধ বাঁধে। বৃটিশ সরকারের লোভনীয় প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বৃটেনকে যথাশক্তি সাহায্য করে।

স্যাডলার কমিশন :—লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সময়ে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কারকল্পে এই কমিশন নিযুক্ত হয়।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার :—১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব লর্ড মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের যুক্ত অনুমোদনের ফলে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন প্রণীত হইয়া ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কার্য্যকরী করা হয়। এই আইনে ভারতসচিবের পরিষদের সভ্যসংখ্যা হ্রাস, বৃটেনে ভারতের হাই কমিশনার পদের সৃষ্টি ও উক্ত পদে ভারতীয় নিয়োগ, বড়লাটের শাসনপরিষদে তিনজন ভারতীয় গ্রহণ, ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Assembly) ও রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) নামক যুগল কক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার সৃষ্টি এবং তাহাতে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাধিক্য, গভর্ণর জেনারেলের অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষমতা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে।

জাতীয় আন্দোলন ও রাউলাট আইন :- মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তুরস্ক-সুলতানের প্রতি বৃটেন ও মিত্রশক্তির দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কংগ্রেসের সহযোগিতায় ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলে তাহা দমনের জন্য চেম্‌স্‌ফোর্ড-প্রবর্ত্তিত রাউলাট আইনের বলে জেনারেল ডায়ার জালিওয়ানাবাগের নিরস্ত্র নরনারীদের উপর গুলি বর্ষণ ও বর্ব্বরোচিত অত্যাচার করে। পরবর্ত্তী বড়লাট লর্ড রেডিং এই আইন প্রত্যাহার করেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী স্থাপন :—রেডিং পুনরায় ভারতীয় নৌবাহিনী স্থাপন করেন।

সাইমন কমিশন, আইন-অমান্য আন্দোলন, গোলটেবিল বৈঠক ও প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব

সাইমন কমিশন :—ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডের প্রস্তাবানুসারে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতশাসন প্রণালীর ধার্য্য দশ বৎসরের মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বেই স্যর জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতের শাসনসংস্কার সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৩০খৃষ্টাব্দে কমিশন যে রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে কেন্দ্রে দায়িত্বমূলক শাসনের কোনও উল্লেখ ছিল না, মিত্র ও করদ রাজ্যগুলির সমর্থনে একটি নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা ছিল, আইন সভায় সরকারী সভ্যগণের থাকিবার আবশ্যক নাই বলিয়া মন্তব্য ছিল, প্রদেশগুলিকে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং পুলিশ ও বিচার বিভাগ মন্ত্রীদের হাতে তুলিয়া দিবার পরামর্শ ছিল।

জাতীয় আন্দোলন :—সাইমন কমিশনে একজনও ভারতীয় সদস্য না থাকায় ইহার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং ইহা অসহযোগ আন্দোলন নামে আখ্যাত। সাইমন রিপোর্ট যাহাতে কার্য্যকরী না হয় তাহার জন্য গান্ধীজী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। গান্ধীপ্রমুখ বহু নেতা ও সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হন। অবশেষে লর্ড আরউইন মহাত্মাকে মুক্তি দিয়া "গান্ধী আরউইন চুক্তি" সম্পাদন করেন এবং সাইমন রিপোর্ট কার্য্যকরী করা হয় না।

গোলটেবিল বৈঠক :—জনমতের বিরুদ্ধে ভারতে শাসন-সংস্কার অসম্ভব বুঝিয়া বৃটিশ ক্যাবিনেট ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। ইহাতে যোগদানের জন্য সকল সম্প্রদায় ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি বৃটিশ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হন। কংগ্রেস বৈঠক বর্জ্জন করে। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ স্যর তেজবাহাদুর সপ্রুর নেতৃত্বে এই বৈঠকে নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন প্রস্তাব করেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তির বলে গান্ধীজী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে আহূত দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। কংগ্রেসের তরফ হইতে নিখিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রে দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব পেশ করা হয়। বৃটিশ সরকার গান্ধীজীর দাবীসমূহ গ্রহণ না করায় ভারতে পুনরায় গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক বসে। গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করা মাত্র কারারুদ্ধ হন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন :—তৃতীয় গোলটেবিল

বৈঠকে মিঃ জিন্নার চৌদ্দ দফা দাবীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু মুসলমানে নিদারুণ মতান্তর উপস্থিত হয়। এই মতান্তরের ছিদ্র দিয়া তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে (Communal Award) উপস্থিত করান। পার্লিয়ামেণ্টের উভয় পরিষদের এক মিলিত কমিটি (Joint Select Committee) আলোচনা করিয়া যে রিপোর্ট পেশ করে, তদনুসারে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের খসড়া প্রস্তুত হয়। ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে এই খসড়া আইনে পরিণত হইলেও, কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলিও ফেডারেশনে যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

এই আইনের মূল সূত্র হইতেছে চারিটি—(১) নিখিল ভারতে এক কেন্দ্রীয় ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন, (২) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ব শাসনের প্রবর্ত্তন, (৩) কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক দেশীয় রাজ্যগুলির অধিকারের কিয়দংশ গ্রহণ, এবং (৪) ভারতশাসন সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের দায়িত্ব সংরক্ষণ।

প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন কেন্দ্রে গৃহীত না হইলেও, ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল প্রদেশগুলিতে প্রবর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এক একটি গণ-নির্ব্বাচিত আইন-সভা গঠিত হয়; কেবল বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও বোম্বাইতে যুগল আইন-সভা গঠিত হয়। এই আইনের বলে ব্রহ্মদেশ ও সিংহল ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়।

ভারতে বৃটিশ শাসন

(১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত)

যুদ্ধকালীন অবস্থা

বিশ্বযুদ্ধ ও ৯৩ ধারার প্রয়োগ:—প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রবর্ত্তিত হইলে বৃটিশ-ভারতের এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী সরকার এবং আরও দুইটি প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে সর্ব্ব-দলীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের মতামত গ্রহণ না করিয়া বড়লাট ভারতের পক্ষে জর্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, কংগ্রেসের নির্দ্দেশে কংগ্রেসী প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়া এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেন। ফলে, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনের ৯৩ ধারার বলে প্রাদেশিক লাটগণ নিজ নিজ হস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন।

বড়লাটের পরিষদের সম্প্রসারণ:—জর্ম্মাণীর উল্কাবেগে অগ্রগতিতে ভীত হইয়া, ভারতবাসীর সহযোগিতা পাইবার আশায় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো তাঁহার শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করিয়া অধিকসংখ্যক ভারতীয় সভ্য গ্রহণ করেন। সম্প্রসারিত পরিষদে ৪ জন বৃটিশ (বড়লাট ও জঙ্গীলাট সহ), ৪ জন হিন্দু, ৪ জন মুসলমান, ১ জন তপশিলী ও ১ জন শিখ সভ্য গ্রহণ করা হয়।

ক্রিপ্‌স্‌-দৌত্য:—১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে জাপান ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলে সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার ভারতের সম্প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌কে এদেশে প্রেরণ করে। দেশরক্ষা ও সৈন্যবিভাগ

ব্যতীত অপর সকল শাসনবিভাগ ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতিসহ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অনুরূপ এক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের মতলব স্যর ষ্ট্যাফোর্ডের ছিল। কংগ্রেস দেশরক্ষা ও সৈন্যপরিচালনার কর্তৃত্বও দাবী করার ফলে প্রস্তাব কার্য্যকরী হয় না। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে পরিবর্ত্তনের অবকাশ নাই, এই ওজুহাতে মুস্লীম লীগ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং ভারতবিভাগের প্রচ্ছন্ন সর্ত্ত থাকায় হিন্দু মহাসভাও প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

অগাষ্ট বিপ্লব ও সরকারী চণ্ড নীতি:—ক্রিপস্-দৌত্য ব্যর্থ হইলে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই অগাষ্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ইহার বোম্বাই অধিবেশনে বৃটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগের নির্দ্দেশ দেয়। এই নির্দ্দেশ "ভারত ছাড়" প্রস্তাব নামে আখ্যাত। অতঃপর কংগ্রেস যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্য আরম্ভ করে। গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেসনেতা ও কর্ম্মীবৃন্দ কারারুদ্ধ হইলে, জনসাধারণ উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে কলিকাতায় গণবিপ্লব আরম্ভ হইয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৃটিশ সরকারের নির্দ্দেশে অসংখ্য নরনারীকে পশুর ন্যায় গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

পঞ্চাশের মন্বন্তর—যুদ্ধের ফলে ও মুনাফাখোরদের ষড়যন্ত্রের দরুণ বাঙ্গালা ১৩৫০ সালে খাদ্যশস্যের মূল্য এমন বৃদ্ধি পাইল যে, জনসাধারণ ক্রয় করিতে অক্ষম হইল। ফলে, সমগ্র ভারতে এবং প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এক ব্যাপক মন্বন্তর দেখা দেয়। এক কলিকাতা সহরেই এত লোকের মৃত্যু হয় যে, ইহা যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই ভয়াবহ। সরকারী শৈথিল্যের ফলে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায় এবং চাউলের মূল্য প্রতিমণ ১০৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। পরে সরকারী নিয়ন্ত্রণপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও ঘুষখোর সরকারী কর্ম্মচারী ও

মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের একত্র ষড়যন্ত্রের ফলে অবস্থা ভালো না হইয়া ক্রমেই খারাপ হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় দুর্ভিক্ষ বোধ হয় আর কখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। পীপ্‌লস্ রিলিফ কমিটির হিসাবানুযায়ী এই দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩৫ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ভিখারী হয় প্রায় ১৫ লক্ষ। সরকারী তদন্ত কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশব্যাপী যখন অন্নাভাবে হাহাকার পড়িয়াছিল, তখন মজুতদাররা অন্যায়ভাবে কেবল চাউল মজুত করিয়াই ১৫০ কোটি টাকা আয় করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মাত্র ৩০০৲ টাকা আয়বৃদ্ধির লোভে এক একটি অমূল্য প্রাণ দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীকে সঁপিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করিবার জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্র ও ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে এই উদ্যম সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়।

শ্রমিক আন্দোলন ঃ—যুদ্ধবিরতিব পর যুদ্ধোপলক্ষে নিযুক্ত সরকাবী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের বরখাস্ত করা সুরু হইলে, ইহার প্রতিবাদে সমগ্র ভারতে শ্রমিক-আন্দোলন ও ধর্ম্মঘট ব্যাপক হইয়া উঠে। ডাক-কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের ফলে প্রায় ৬ সপ্তাহকাল ডাকবিলি বন্ধ থাকে এবং ৪ মাস যাবত ডাকবিলি অত্যন্ত অনিয়মিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া উঠে। কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকগণও কর্ত্তৃপক্ষেব অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বারবার ধর্ম্মঘট করে। বৎসরের শেষ দুইমাস ইহারা অব্যাহতভাবে ধর্ম্মঘট চালায়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন কারখানা-শ্রমিক, অফিস-কর্ম্মচারী, শিক্ষক ও পুলিশগণের ধর্ম্মঘটের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়ে। আলোচ্য বৎসরের শেষ দুই মাস পোর্ট-শ্রমিকদের

ধর্ম্মঘটের জন্য জলপথে কলিকাতার বহির্বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া পড়ে।

বঙ্গবিপ্লব :—উপরোক্ত ধর্ম্মঘট ও নানা রাজনৈতিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশে গণবিপ্লব আরম্ভ হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া কলিকাতার রাজপথে নিত্য শোভাযাত্রা বাহির হইতে থাকে এবং পুলিশ ও সৈন্যগণ নির্দ্দয়ভাবে লাঠি ও গুলী চালাইতে থাকে। শত শত নিরস্ত্র বিক্ষোভকারী পুলিশ ও সৈন্যের হাতে প্রাণ দেয়। বিপ্লব ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়া পড়ে। এই সময়ে আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর কতিপয় সেনানায়কগণকে শাস্তিদানের ফলে অগ্নিতে হবিঃ পড়ে।

নৌ ও পুলিশবাহিনীর বিদ্রোহ :—বঙ্গবিপ্লবের ঢেউ বোম্বাই ও বিহারে লাগিলে, বোম্বাইস্থ নৌবাহিনীর ধর্ম্মঘট শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশ্য বিদ্রোহে পরিণত হয়। ভারতীয় নাবিকগণ একখানি রণতরী দখল করিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত রীতিমত যুদ্ধ চালায়। অবশেষে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় তাহারা আত্মসমর্পণ করে।

বিহারের ধর্ম্মঘটী পুলিশগণ সরকারের রুদ্র ব্যবহারে শেষ অবধি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হয়। তাহারা বিভিন্ন অস্ত্রাগার পর্য্যন্ত অধিকার করে। অবশেষে সৈন্যদলের সাহায্যে তাহাদিগকে দমন করা হয়।

ওয়াভেলের প্রচেষ্টা :—শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা দূর করা এবং দেশের অবস্থা স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড ওয়াভেল দেশের নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করিয়া সিমলায় একটি বৈঠক আহ্বান করেন। কেন্দ্রে প্রজারঞ্জক সরকার প্রতিষ্ঠা করাই ঐ বৈঠকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বিভিন্ন দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল

মতানৈক্যে এই বৈঠক ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতায় নিরুৎসাহ না হইয়া লর্ড ওয়াভেল বিলাতে যান এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে অচিরেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্বশাসন দান করা হইবে এবং আসন্ন প্রাদেশিক আইনসভার নির্ব্বাচন শেষ হইলেই ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে একটি মন্ত্রণাসভা গঠিত হইবে।

প্রাদেশিক আইনসভার নির্ব্বাচন :—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের বিধানানুযায়ী ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নূতন নির্ব্বাচন হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু যুদ্ধের জন্য তাহা সম্ভবপর হয় নাই, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে এই নির্ব্বাচন কার্য্য সমাধা হয়; ভোট গ্রহণের ফলে সিন্ধু ও বাঙ্গালা ব্যতীত সর্ব্বত্র, এমন কি কেন্দ্রেও কংগ্রেসের প্রাধান্য নিঃসন্দেহভাবে সাব্যস্ত হয়; সিন্ধু ও বাঙ্গালাতে মুস্লীম লীগ প্রাধান্য বজায় রাখিতে সক্ষম হয়।

মন্ত্রীমিশন ও পরবর্ত্তী ঘটনা

মন্ত্রীমিশন :—যুদ্ধের ফলে অন্নহীন, গৃহহীন বৃটেন ক্রমবর্দ্ধমান রুশ-মার্কিণ প্রাধান্যে ভীত হইয়া ভারতবর্ষের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বৃটেনে শ্রমিকদল মন্ত্রীত্ব লাভ করিলে, প্রধান মন্ত্রী এট্‌লী ও বড়লাট ওয়াভেলের উদ্যোগে ভারতীয় সমস্যার মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভারতসচিব লর্ড পেথিক-লরেন্স, স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ও এ. ভি. আলেকজাণ্ডার, এই তিনজন বৃটিশ মন্ত্রী ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ ভারতবর্ষে আসেন। এ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন নেতাদের সহিত আলোচনার পর মন্ত্রীত্রয় বড়লাট ওয়াভেলের সহিত একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া জানান যে, ভারতের বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া তাহারা

বিফল হইয়াছেন; অতএব তাঁহারা প্রস্তাব করিতেছেন যে, ভারতকে দ্রুত স্বাধীনতালাভের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের প্রণীত পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্য্যকরী করা হউক। পরিকল্পনাটির সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(১) বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র একত্রে গঠিত হইবে, এই যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা ও আদান-প্রদানের ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব পাইবে এবং এই সকল কার্য্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য অর্থসংগ্রহও করিতে পারিবে।

(২) যুক্তরাষ্ট্রের একটি শাসনপরিষদ (Executive) ও একটি আইনপরিষদ (Legislature) থাকিবে। গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে অধিকাংশ সভ্যের এবং প্রধান সম্প্রদায়দ্বয়ের সমর্থনের প্রয়োজন হইবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয় প্রাদেশিক সরকারসমূহ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় ব্যতীত রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবে।

(৫) প্রতিবেশী প্রদেশগুলি ইচ্ছা করিলে মিলিতভাবে এক একটি গ্রুপ গঠন করিয়া কোনও কোনও শাসনব্যাপার মিলিতভাবে পরিচালিত করিতে পারে।

(৬) যে কোনও প্রদেশ প্রতি ১০ বৎসর অন্তর স্বীয় আইনসভার ভোটাধিক্যের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্র বা গ্রুপের গঠনতন্ত্রের পুনর্ব্বিবেচনার দাবী করিতে পারে।

(৭) প্রতি দশ লক্ষ লোকে একজন হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য হইতে প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া ভারতের উপযুক্ত শাসনতন্ত্র

রচনার জন্য একটি গণপরিষদ গঠিত হইবে; মুসলমান ও শিখগণের জন্য সভ্যপদ সংরক্ষিত থাকিবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী ভারতীয় প্রদেশগুলিকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতিনিধিসংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়:—

"ক" বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ সভ্য	মুসলমান সভ্য	মোট সভ্য
মাদ্রাজ	৪৫	৪	৪৯
বোম্বাই	১৯	২	২১
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৮	৫৫
বিহার	৩১	৫	৩৬
মধ্যপ্রদেশ	১৬	১	১৭
ওড়িষ্যা	৯	০	৯
মোট	১৬৭	২০	১৮৭

"খ" বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ সভ্য	মুসলমান সভ্য	শিখ সভ্য	মোট সভ্য
পঞ্জাব	৮	১৬	৪	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	০	৩	০	৩
সিন্ধু	১	৩	০	৪
মোট	৯	২২	৪	৩৫

"গ" বিভাগ

প্রদেশ	সাধারণ সভ্য	মুসলমান সভ্য	মোট সভ্য
বাঙ্গালা	২৭	৩৩	৬০
আসাম	৭	৩	১০
মোট	৩৪	৩৬	৭০

চীফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশগুলির মধ্যে দিল্লী, আজমীঢ়-মাড়ওয়ার ও কুর্গ হইতে এক একজন সভ্য 'ক' বিভাগে এবং বৃটিশ বেলুচিস্তান হইতে একজন সভ্য 'খ' বিভাগে গ্রহণ করা হইবে।

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার:—বহু বিতর্কের পর মিশনের পরিকল্পনা ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলি কর্ত্তৃক গৃহীত হইলে পরিকল্পনার বিধানানুযায়ী বড়লাটের শাসনপরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়া তদ্‌স্থলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রুর নেতৃত্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হয়। প্রথমে মুস্লীম লীগ এই সরকারে যোগদান না করায় সকল সদস্যই কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত হন। পরে মুস্লীম্ লীগও অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিলে, নেহ্‌রুর নেতৃত্বেই অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার পুনর্গঠিত হয়। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সচিবপদে মনোনীত হন:—

১। পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু (কংগ্রেস: সহ-সভাপতি এবং পররাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য রাজ্যের সহিত সম্পর্কবিভাগের ভারপ্রাপ্ত)।

২। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল (কংগ্রেস: স্বরাষ্ট্র, সংবাদসরবরাহ ও বেতার)।

৩। ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ (কংগ্রেস: খাদ্য ও কৃষি)।

৪। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (কংগ্রেস: শিক্ষা ও চারুকলা)।

৫। সর্দ্দার বলদেব সিং (কংগ্রেস মনোনীত শিখ: দেশরক্ষা)।

৬। শ্রীজগজীবনরাম (কংগ্রেস-তপশিলী: শ্রমিক)।

৭। শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী (কংগ্রেস: শিল্প ও পণ্য-সরবরাহ)।

৮। ডক্টর জন মাথাই (কংগ্রেস মনোনীত ভারতীয় খৃষ্টান: যানবাহন)।

৯। শ্রীকুবেরজী হরমুসজী ভাবা (কংগ্রেস মনোনীত পার্শি: শিল্প ও খনি)।

১০। মিঃ লিয়াকৎ আলী খান্ (মুস্লীম লীগ: রাজস্ব)।

১১। মিঃ আই. আই. চুন্দ্রিগড় (মুস্লীম লীগ: বাণিজ্য)।

১২। মিঃ আব্দুর রব নিস্তার (মুস্লীম লীগ: ডাক ও বিমান)।

১৩। মিঃ গজ্‌নফর্ আলী খান্ (মুস্লীম লীগ: স্বাস্থ্য)।

১৪। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (লীগ সমর্থক তপশিলী: আইন)।

গণপরিষদ:—১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর দিল্লীতে ডক্টর সচ্চিদানন্দ সিংহের সভাপতিত্বে মিশন-পরিকল্পিত গণপরিষদের বৈঠক আরম্ভ হয়। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের স্থায়ী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন। এই বৎসর পরিষদ ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই।

৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি:— ইতিমধ্যে মন্ত্রিমিশনের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং মুস্লিম লীগ গণপরিষদ বর্জ্জন করায় এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। ফলে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি কংগ্রেস, মুস্লীম লীগ ও শিখ নেতাগণকে লণ্ডনে আলোচনার্থ আমন্ত্রণ করেন। অতঃপর তিনি ৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৬) এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলেন যে বৃটিশ ১৯৪৮ সালের ১লা জুন তারিখের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিবে। ইতিমধ্যে যদি ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতের মিল না হয় তবে বৃটিশ সরকার কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে একাধিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার কথা বিবেচনা

করিবে। এই বিবৃতি মারফৎ তিনি আরও জানান যে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট নিয়োগ করা হইল। অতঃপর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ২২শে মার্চ (১৯৪৭) তারিখে দিল্লীতে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন এবং লর্ড ওয়াভেল ভারত ত্যাগ করেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাঃ—মুস্লীম লীগের রাজনৈতিক লক্ষ্য "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন" বলিয়া ঘোষিত হইলে, কলিকাতায় ঐ দিনেই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শবদেহ আর নররক্তে রাজপথগুলি পূর্ণ হইয়া যায়। সরকারী শৈথিল্যের ফলে দাঙ্গার অবস্থা ক্রমেই অবনতি লাভ করে এবং বোম্বাইতেও হাঙ্গামা আরম্ভ হয়। লীগের অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদানের পরদিবসে (১৪ই অক্টোবর, ১৯৪৬) নোয়াখালি জেলায়ও দাঙ্গার তাণ্ডব আরম্ভ হয়। দেখিতে দেখিতে বিহার ও পঞ্জাবেও এই হিংসা-দাবানল ছড়াইয়া পড়ে। দাঙ্গা নিবারণার্থ মহাত্মা গান্ধী যেভাবে স্বীয় জীবন উপেক্ষা করিয়া প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে শান্তিবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এই দাঙ্গার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার বন্ধই আছে।

ভারতের শাসনবিভাগের কর্ণধারগণ

সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের নাম

১৮৫৮—ভিক্টোরিয়া।

১৯০১—সপ্তম এডোয়ার্ড।

১৯১০—পঞ্চম জর্জ

১৯৩৬—অষ্টম এডোয়ার্ড (স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেন)।

১৯৩৬—ষষ্ঠ জর্জ।

ভারত-সচিবদের নাম

সচিবগণের নাম		কার্য্যভার গ্রহণের তারিখ
লর্ড ষ্ট্যান্‌লী	...	২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮।
স্যর চার্লস্ উড্	...	১৮ই জুন, ১৮৫৯।
ভায়কাউণ্ট ক্র্যানবোর্ণ	...	৬ই জুলাই, ১৮৬৬।
স্যর ষ্ট্যাফোর্ড নর্থকোট	...	৮ই মার্চ্চ, ১৮৬৭।
ডিউক অব্ আর্জ্জাইল	...	৯ই ডিসেম্বর, ১৮৬৮।
আর্ল অব্ গ্রে য়্যাণ্ড্ রিপন	...	১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬৯।
মার্কুইস্ অব্ স্যালিস্‌বরি	...	২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৪।
ভায়কাউণ্ট ক্র্যানব্রুক	...	২রা এপ্রিল, ১৮৭৮।
মার্কুইস্ অব্ হ্যারিংটন্	...	২৮শে এপ্রিল, ১৮৮০।
আর্ল অব্ কিম্বর্লি	...	১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮২।
লর্ড র‍্যাণ্ডোল্‌ফ্ চার্চ্চহিল		২৪শে জুন, ১৮৮৫।

আর্ল অব্ কিম্বর্‌লি ... ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬।
ভায়কাউণ্ট ক্রস্ ... ৩রা অগাষ্ট, ১৮৮৬।
আর্ল অব্ কিম্বর্‌লি ... ১৮ই অগাষ্ট, ১৮৯২।
দি রাইট্ অনারেব্‌ল হেনরী ফাউলার ১০ই মার্চ্চ, ১৮৯৪।
লর্ড জর্জ্জ হ্যামিল্‌টন্ ... ৪ঠা জুলাই, ১৮৯৫।
রাইট অনারেব্‌ল সেণ্ট জন ব্রডিক ৯ই অক্টোবর; ১৯০৫।
ভায়কাউণ্ট মর্লি ... ১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৫।
আর্ল অব্ ক্রিউই ... ৭ই নভেম্বর, ১৯১০।
ভায়কাউণ্ট মর্লি ... ৭ই মার্চ্চ, ১৯১১।
আর্ল অব্ ক্রিউই ... ২৫শে মে, ১৯১১।
রাইট অনারেব্‌ল অষ্টিন চেম্বারলেন ২৬শে মে, ১৯১৫।
রাইট অনারেব্‌ল ই. এস্. মণ্টেগু ২০শে জুলাই, ১৯১৭।
ভায়কাউণ্ট পীল ... ২১শে মার্চ্চ, ১৯২২।
লর্ড অলিভর্ ... ২৩শে জুলাই, ১৯২৪।
আর্ল অব্ বার্কেনহেড্ ... ৭ই নভেম্বর, ১৯২৪।
ভায়কাউণ্ট পীল্ ... ১৮ই অক্টোবর ১৯২৮।
রাইট্ অনারেব্‌ল ডব্লিউ ওয়েজউড বেন
... ৮ই জুন, ১৯২৯।
স্তর স্তামুয়েল হোর ... ২৫শে অগাষ্ট, ১৯৩১।
মার্কুইস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড ... ৮ই জুন, ১৯৩৫।
রাইট্ অনারেবল এল্. এস্ আমেরি ১৩ই মে, ১৯৪০।
লর্ড পেথিক-লরেন্স ... জুলাই, ১৯৪৫।
লর্ড লিষ্টোয়েল ... [illegible]

বড়লাটদের নাম

(১) বাঙ্গালার গভর্ণরগণ

লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৫-৬৭)।
ভেরেলষ্ট (১৭৬৭-৬৯)।
কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২)
ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ (১৭৭২-৭৪)

(২) বাঙ্গালার গভর্ণর জেনারেলগণ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ (১৭৭৪-৮৫)।
স্যর জন ম্যাক্ফার্সন* (১৭৮৫-৮৬)
লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩)।
স্যর জন শোর (১৭৯৩-৯৮)।
স্যর এ ক্লার্ক* (১৭৯৮)।
লর্ড ওয়েলস্‌লী (১৭৯৮-১৮০৫)।
লর্ড কর্ণওয়ালিস্ (১৮০৫)।
স্যর জর্জ্জ বার্লো* (১৮০৫-০৭)
প্রথম লর্ড মিণ্টো (১৮০৭-১৩)।
লর্ড ময়রা (হেষ্টিংস) (১৮১৩-২৩)।
জন য়্যাডাম্* (১৮২৩)।
লর্ড আম্‌হার্ষ্ট (১৮২৩-২৮)।
উইলিয়ম বাটার্‌ওয়ার্থ বেইলি (১৮২৮)।
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৩)।

(৩) ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলগণ।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক (১৮৩৩-৩৫)।
স্যর চার্লস মেট্‌কাফ* (১৮৩৫-৩৬)।
লর্ড অকল্যাণ্ড (১৮৩৬-৪২)।
লর্ড এলেনবোরো (১৮৪২-৪৪)।
উইলিয়ম বার্ড (১৮৪৪)।
১ম লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮)।
লর্ড ডালহাউসী (১৮৪৮-৫৬)।
লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-৫৮)।

---

* অস্থায়ী।

(৪) ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়গণ।

লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-৬২)।
১ম লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৬২-৬৩)।
লর্ড নেপিয়ার* (১৮৬৩)।
স্যর উইলিয়ম ডেনিসন্* (১৮৬৩)।
লর্ড লরেন্স (১৮৬৪-৬৯)।
লর্ড মেয়ো (১৮৬৯-৭২)।
লর্ড নর্থব্রুক্ (১৮৭২-৭৬)।
লর্ড লিটন্ (১৮৭৬-৮০)।
লর্ড রিপন্ (১৮৮০-৮৪)।
লর্ড ডফ্‌রিন্ (১৮৮৪-৮৮)।
লর্ড ল্যান্স্‌ডাউন্ (১৮৮৮-৯৪)।
২য় লর্ড এল্‌গিন্ (১৮৯৪-৯৯)।
লর্ড কার্জ্জন্ (১৮৯৯-১৯০৫)।
লর্ড এম্পট্‌হিল্* (১৯০৪)।
২য় লর্ড মিণ্টো (১৯০৫-১০)।
২য় লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬)।
লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১)।
লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬)।
লর্ড লিটন্* (১৯২৫)।
লর্ড আরউইন্ (১৯২৬-৩১)।
লর্ড গোসেন* (১৯২৯)।
লর্ড উইলিংডন্ (১৯৩১-৩৬)।
স্যর জর্জ্জ ষ্টান্‌লী (১৯৩৪)।
লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (১৯৩৬-৪৩)।
লর্ড ব্রাবোর্ণ* (১৯৩৮)।
লর্ড ওয়াভেল্ (১৯৪৩-৪৭)।
লর্ড ম্যাউণ্টব্যাটেন্ (১৯৪৭—)।

---

* অস্থায়ী।

পররাষ্ট্রে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদের নাম
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	আসফ্ আলী	রাষ্ট্রদূত
রাশিয়া	বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	ঐ
চীন	কে. পি. এস্. মেনন	ঐ
গ্রেট বৃটেন	স্যর স্যামুয়েল রঙ্গনাদন	হাই কমিশনার
দক্ষিণ আফ্রিকা	আর্. এম্. দেশমুখ	ঐ
অষ্ট্রেলিয়া	ডক্টর স্যর আর্. পি. পরাঞ্জপে	ঐ
ক্যানাডা	এন্. আর্. আহুজা	ট্রেড্ কমিশনার
ন্যু ইয়র্ক	এস্. কে. কৃপালনী	ঐ
পারস্য	মেজর হাসান	ঐ
অষ্ট্রেলিয়া	আর্. আর্. শকসেনা	ঐ
সাউদ্ আমেরিকা	জে. আর্. কে. মোদী	ঐ
আলেকজান্দ্রিয়া	জে. এ. রহিম্	ঐ
ব্রহ্ম	জে. এম্. মেহ্তা	প্রতিনিধি
সিংহল	এম্. এস্. আনে	ঐ

*প্রাদেশিক গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রীদের নাম

প্রদেশ	গভর্ণরের নাম	প্রধান মন্ত্রীর নাম
মাদ্রাজ	স্যর আর্চিবল্ড্ এডোয়ার্ড নী	কে. কোটি রেড্ডি
বোম্বাই	ডেভিড্ জন্ কোল্ভিল্	বি. জে. খের
বাঙ্গালা	স্যর ফ্রেডারিক জন বারোজ	হুসেন্ শহীদ্ সুরাবর্দ্দী
যুক্তপ্রদেশ	স্যর ফ্রান্সিস্ ভার্ণার উইলি	পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ
বিহার	স্যর হিউ ডফ্	শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
পঞ্জাব	স্যর ইভান্ জেঙ্কিন্স্	বর্ত্তমানে ৯৩ ধারানুসারে শাসিত
মধ্যপ্রদেশ	স্যর হেনরী টোয়াইনাম	পণ্ডিত আর্. এস্. শুক্ল
ওড়িষ্যা	স্যর সি. ত্রিবেদী	হরেকৃষ্ণ মহাতাব্
সিন্ধু	স্যর ফ্রান্সিস্ মুডী	স্যর গুলাম হুসেন হিদায়েতুল্লা
আসাম	ফ্রেডারিক চামার বুর্ণ	গোপীনাথ বরদলৈ
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	স্যর ওলাফ ক্যারো	ডাক্তার খান্ সাহেব

---

* ১৩৫৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ (ইং ১৫।৮।৪৭) তারিখের পর বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণর ও বঙ্গের আইনসভার আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ১৩৫৩ সাল বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বৎসর হওয়ায় উপরোক্ত তথ্য পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল; পরবর্ত্তী সংবাদ গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে দেওয়া হইল।

বাঙ্গালার আইনসভার বিস্তৃত বিবরণী

স্যর ফ্রেডারিক জন বারোজ—গভর্ণর।

হুসেন শহীদ্ সুরাবর্দী—প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রবিভাগের ভারপ্রাপ্ত।

খান্ বাহাদুর মহম্মদ আলী—অর্থ, জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্বশাসন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

খান্ বাহাদুর সৈয়দ মুয়াজ্জমুদ্দীন হোসেন—শিক্ষামন্ত্রী।

আহ্‌মেদ্ হোসেন—কৃষি, বন ও মৎস্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

নগেন্দ্রনাথ রায়—বিচার ও আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

খান্ বাহাদুর আবদুল গফ্‌রান্—সরবরাহ মন্ত্রী।

খান্ বাহাদুর আবুল ফজল মুহম্মদ আবদুল রহমান— সমবায়, ঋণ ও আর্ত্তত্রাণবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

শামসুদ্দীন আহ্‌মেদ—বাণিজ্য, শ্রমিক ও শিল্পবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—সেচ ও নদনদী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ফজলুর রহমান—ভূমি, রাজস্ব ও কারাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

দ্বারকানাথ বারুরী—স্থাপত্যবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

স্যর বিজয়প্রসাদ সিংহরায়—ব্যবস্থাপক পরিষদের সভাপতি।

খান্ বাহাদুর নুরুল আমিন—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি।
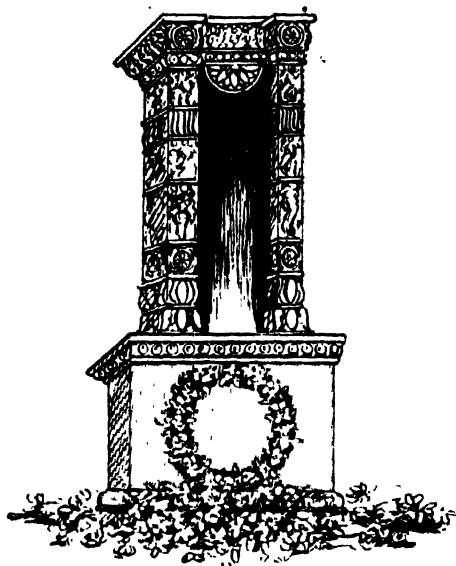
ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন

ভূমিকা:—বৃটিশ অধিকারে ভারতবর্ষ যতই উন্নতি লাভ করুক না কেন, বৃটিশ সরকারের প্রতারণাময় কূটনৈতিক চাল্ ভারতবাসী কখনও বরদাস্ত করিতে পারে নাই। এমন কি, যে মীরজাফর ও তাহার সহকর্ম্মীবৃন্দ খাল কাটিয়া ইংরেজ-কুমীরকে স্ব-গৃহে প্রবেশ করাইয়াছিল, তাহারা পর্য্যন্ত কোম্পানীর ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই এবং এই অসন্তোষ প্রকট হইয়া পড়িবার ফলেই মীরজাফরের পদচ্যুতি ঘটে।

মীরকাশিম—ভারতে প্রথম অপরোক্ষভাবে বিদ্রোহের বীজ বপন করেন নবাব মীরকাশিম। ইংরেজের সহিত দ্বন্দ্বে ধ্বংস নিশ্চিত জানিয়াও এই আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন স্বাধীনচেতা নরপতি কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে দ্বিধা করেন নাই।

উনবিংশ শতাব্দী

সামন্ত রাজ্যসমূহের বিদ্রোহ:—মীরকাশিমের যুদ্ধঘোষণাকে ঠিক বিদ্রোহ বলা যায় না, কারণ কাগজে-পত্রে মীরকাশিমই ছিলেন বাঙ্গালার শাসক এবং কোম্পানী ছিল অধীন কর্ম্মচারী মাত্র; পরোক্ষ-ভাবে মীরকাশিম অন্যায় স্পর্দ্ধাসম্পন্ন অধীন কর্ম্মচারীকে শাসনের চেষ্টাই করিয়াছিল। প্রকৃত বিদ্রোহ আরম্ভ করে ১৮০৮-০৯ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ, ত্রিবাঙ্কুর ও বুন্দেলখণ্ডের সামন্তরাজ্যত্রয় সার্ব্বভৌম কোম্পানী সরকারের বিরুদ্ধে।

ব্যারাকপুরের সিপাহীবিদ্রোহ—ভারতের গণবিদ্রোহের সূত্রপাত হয় ব্যারাকপুরে। সমুদ্রযাত্রা ও ব্রহ্মগমনের বিরুদ্ধে কু-সংস্কারের জন্য প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধে যোগদানে অসম্মত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্যারাকপুরস্থ দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে, অতি সহজেই এবং কঠোরভাবেই তাদের দমন করা হয়।

সিপাহী বিদ্রোহঃ—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহকে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের স্বাভাবিক পরিণতি বলা যাইতে পারে। দেশীয় সৈন্যগণকে নিষিদ্ধ জান্তব চর্বিপূর্ণ টোটা ব্যবহার, সমুদ্রযাত্রা ও ব্রহ্ম-গমনে বাধ্যকরণ, ডালহাউসীর রাজ্যহরণ নীতি এবং জনমতের বিরুদ্ধে বেন্টিঙ্কের সমাজ-সংস্কারের ফলে ভারতে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। বৃত্তি বন্ধের জন্য অসন্তুষ্ট পেশবাপুত্র নানাসাহেব, হৃতরাজ্য ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই এবং মহারাষ্ট্রীয় বীর তান্তিয়া তোপীর নেতৃত্বে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে ব্যারাকপুরে সিপাহীবিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মীরটে ও কানপুরে বিদ্রোহিগণ য়ুরোপীয় অধিবাসীদিগকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বৃটিশ সেনাপতিদ্বয় হ্যাভলক্ ও নেল্ সসৈন্যে কানপুরে পৌছিলে, নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন; তাঁহার পরিণাম অজ্ঞাত।

স্যর হেন্‌রী লরেন্স নিহত হইলে এবং সেনাপতি ইংলিশ, হ্যাভলক ও আউট্‌রাম পরাজিত হইলে, স্যর কলিন্ ক্যাম্প্‌বেল শিখ ও নেপালী সৈন্যদের সাহায্যে বিদ্রোহীদের কবল হইতে লক্ষ্ণৌ পুনরাধিকার করেন।

তান্তিয়া তোপী সৈন্যাধ্যক্ষ উইণ্ড্‌হামকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেন; পরে ক্যাম্প্‌বেল কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের সহিত মিলিত হন। বেতোয়ার যুদ্ধে স্যর হিউ রোজ্, তাঁহাদের সম্মিলিত

সৈন্যদলকে পরাভূত করেন; লক্ষ্মীবাই রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দেন এবং বন্দী তান্তিয়া তোপীকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই শান্তি ঘোষিত হয়।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, ব্যক্তিগত বীরত্ব ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও, একতা, সুপরিচালনা এবং একযোগে কাজ করিবার প্রবৃত্তির অভাবে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ব্যাপক গণবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া যায়।

ওহাবী বিদ্রোহ :—১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওহাবী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণ বিদ্রোহী হইলে তাহাদিগকে সহজেই পরাভূত করা হয়।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা :—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই নগরে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম অধিবেশন বসে। ভারতীয় জনসাধারণের উন্নতি বিধান ও পাশ্চাত্য আদর্শে গণতন্ত্রমূলক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনই কংগ্রেসের তখন লক্ষ্য ছিল।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন :—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শাসনের সুবিধার ওজুহাতে লর্ড কার্জ্জন বঙ্গদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করিলে, অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে গণ-আন্দোলন আরম্ভ হয়; ক্রমে এই আন্দোলন ভারতব্যাপী হইয়া পড়ে এবং লর্ড মিণ্টো বাঙ্গালার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য নির্ব্বাসিত করেন।

বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলন :—বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালায় সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত হয়। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আগ্নেয়াস্ত্রের আমানত, হাত বোমা প্রস্তুত, উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারীদের হত্যা, এমন কি, বড়লাট লর্ড কার্জ্জনকে

হত্যার চেষ্টা, প্রভৃতি বৈপ্লবিক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। অবশেষে বিপ্লবিগণ ধরা পড়ে; প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে, ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়, এবং উল্লাসকর, অরবিন্দ ও বারীন্দ্রপ্রমুখ সন্ত্রাসবাদিগণ দ্বীপান্তরিত অথবা নির্ব্বাসিত হন।

অসহযোগ আন্দোলন :—মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কারের প্রতিবাদে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের এই প্রথম ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ফলে দ্বৈতশাসনের শৃঙ্খল কিছু আল্‌গা হইয়া পড়ে। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। বাঙ্গালী ছাত্রবৃন্দ স্কুল-কলেজ বর্জ্জন করিয়া আন্দোলনে যোগ দেয়। বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টও এই আন্দোলনের গুরুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং কংগ্রেস অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খিলাফৎ আন্দোলন :—বিজয়গর্ব্বোন্মত্ত মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক তুরস্ক-সুলতানের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পূর্ণ সহযোগিতায় ভারতীয় মুসলমানগণ খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করে। আন্দোলন দমনকল্পে লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড রাউলাট আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের বলে মাইকেল ডায়ার পঞ্জাবের অন্তর্গত জালিওয়ানাবাগে আন্দোলনকারীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে; নিরস্ত্র নরনারী-দিগকে প্রকাশ্য রাজপথে গুলী করিয়া এবং বজ্জুবদ্ধ করিয়া উন্মত্তভাবে বেত্রাঘাতের দ্বারা হত্যা করা হয়; সভ্যতা ও শালীনতাগর্ব্বী বৃটিশ উন্মুক্ত দিবালোকে জনসাধারণের সম্মুখে রমণীগণকে পর্য্যন্ত অর্দ্ধোলঙ্গ করিয়া বেত্রাঘাত করিতে দ্বিধা করে নাই।

বিভিন্ন আন্দোলন :—১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উপেক্ষা করিয়া বৃটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির সাহায্যে ভারতসাম্রাজ্যের আয়ুবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাইমন কমিশন প্রেরণ করিলে,

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস আইন-অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে। গান্ধীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং বাঙ্গালায় পুনরায় সন্ত্রাসবাদ আরম্ভ হয়। সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, বীণা দাস কর্ত্তৃক বাঙ্গালার লাট হত্যার চেষ্টা, বার্জ্জহত্যা প্রভৃতি এই সময়েই ঘটে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের মামলা; রাজগুরু, শুকদেব, ভগৎ সিং ও দীনেশ গুপ্তর ফাঁসী; কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিবাদে দুই-মাসব্যাপী অনশন ব্রত পালন করিয়া যতীন্দ্র দাসের আত্মদান প্রভৃতিও এই সময়ের ঘটনা।

অগাষ্ট বিপ্লব :—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে তিন তিনটি গোলটেবিল বৈঠক বসিবার পর প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলে, কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে। অবস্থা কিছু আশাপ্রদ হইয়া উঠে, এমন কি, কম্যুনিষ্ট পার্টির উপর হইতেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দেশনেতাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া মিত্রপক্ষের সাহায্যের জন্য ভারতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইলে, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়া এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি করেন। যুদ্ধবিরোধী প্রচার কার্য্যের জন্য কংগ্রেসী নেতাগণকে কারারুদ্ধ করা হয়। একেই ত' সুভাষচন্দ্রের চক্রশক্তিতে যোগদানের ফলে, তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া জনসাধারণ বৃটিশের পরাজয় নিত্য কামনা করিতেছিল; তাহার উপর দমননীতির ইন্ধন পাইয়া এই গোপন বাসনা প্রকট হইয়া পড়িল। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অগাষ্ট মাসে কলিকাতায় বিপ্লব বাঁধিয়া গেল এবং এই বিপ্লবের আগুন অতি দ্রুত সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। সৈন্য ও পুলিশের গুলিতে অসংখ্য প্রাণহানি হইলেও, বিপ্লবিগণ সাধ্যমত বৃটিশ সরকারের

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

জাতীয় কংগ্রেস

ইতিহাস :—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ন এ. ও. হিউমের উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই নগরীতে প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৩০ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয়দের জাতীয় চেতনা ও গ্রেট বৃটেনের বন্ধুত্বই তখন কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশবিদ্বেষের সূত্রপাত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী "স্বরাজ" বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট অধিবেশনে কংগ্রেস চরমপন্থী ও নরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে নরমপন্থিগণ কংগ্রেস ত্যাগ করে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ গান্ধীজীর কংগ্রেসে যোগদান, আইন-অমান্য আন্দোলন ও কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহের জন্য স্মরণীয়। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে চারি আনা চাঁদার বিনিময়ে সদস্যগ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। এই বৎসরেই চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করেন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা হয়। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারীকে 'স্বাধীনতা দিবস' বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আইন-
ান্য আন্দোলন হয়। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা
ছে গান্ধী-আরউইন চুক্তি, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং কংগ্রেসকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া সরকারী ঘোষণা।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব প্রবর্ত্তিত হইলে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে দেশবাসীর মত না লইয়া ভারতের পক্ষ হইতে চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইলে, কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিয়া দেশব্যাপী এক শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা সৃষ্টি করেন। কংগ্রেস বৃটিশকে অবিলম্বে ভারতত্যাগের নির্দ্দেশ দেয় এবং কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ যুদ্ধবিরোধী প্রচারকার্য্যের জন্য কারারুদ্ধ হন (১৯৪২)। ইতি-পূর্ব্বেই সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় পলায়ন করিয়া চক্রশক্তিতে যোগদান করিয়াছিলেন (১৯৪১)। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস স্যর ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে নেতৃবৃন্দ কারামুক্ত হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করে এবং ভারত-বিভাগ ও পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব মানিয়া লয়।

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিগণের নাম

১৮৮৫—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বোম্বাই)।

১৮৮৬—দাদাভাই নৌরজী (কলিকাতা)।

১৮৮৭—বদরুদ্দিন তায়েবজী (মাদ্রাজ)।

১৮৮৮—জর্জ্জ ইউল (এলাহাবাদ)।

১৮৮৯—স্যর উইলিয়ম ওয়েডরবর্ণ (বোম্বাই)।

১৮৯০—স্যর পি. মেহ্‌তা (কলিকাতা)।

১৮৯১—পি. আনন্দচার্লু (নাগপুর)।

১৮৯২—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (এলাহাবাদ)।

১৮৯৩—দাদাভাই নৌরজী (লাহোর)।

১৮৯৪—এ. ওয়েব (মাদ্রাজ)।

১৮৯৫—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পুণা)।

১৮৯৬—আর. এম. সিয়ানী (কলিকাতা)।

১৮৯৭—সি. শঙ্করন্ নায়ার (অমরাবতী)।

১৮৯৮—আনন্দমোহন বসু (মাদ্রাজ)।

১৮৯৯—রমেশচন্দ্র দত্ত (লক্ষ্ণৌ)।

১৯০০—এন্. জি. চন্দ্রভারকর (লাহোর)।

১৯০১—দিনশা ওয়াচা (কলিকাতা)।

১৯০২—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্মেদাবাদ)।

১৯০৩—লালমোহন ঘোষ (মাদ্রাজ)।

১৯০৪—হেনরী কটন (বোম্বাই)।

১৯০৫—গোপালকৃষ্ণ গোখ্লে (বারাণসী)।

১৯০৬—দাদাভাই নৌরজী (কলিকাতা)।

১৯০৭—রাসবিহারী ঘোষ (সুরাট)।

১৯০৮—রাসবিহারী ঘোষ (মাদ্রাজ)।

১৯০৯—মদনমোহন মালব্য (লাহোর)।

১৯১০—স্যর ডব্লিউ ওয়েডর্বার্ণ (এলাহাবাদ)।

১৯১১—বিষেণনাথ ধর (কলিকাতা)।

১৯১২—আর্. এম্. মুধলকর (পাটনা)।

১৯১৩—নবাব সৈয়দ মহম্মদ (মাদ্রাজ)।

১৯১৪—ভুপেন্দ্রনাথ বসু (করাচী)।

১৯১৫—সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (বোম্বাই)।

১৯১৬—অম্বিকাচরণ মজুমদার (লক্ষ্ণৌ)।

১৯১৭—আনি বেশান্ত্ (কলিকাতা)।

১৯১৮— হাসান ইমাম (দিল্লী)।

১৯১৮ (অতিরিক্ত)—মদনমোহন মালব্য (বোম্বাই)।

১৯১৯—মতিলাল নেহ্রু (অমৃতসর)।

১৯২০—সি. বিজয়রাঘবাচারিয়ার (নাগপুর)।

১৯২০ (অতিরিক্ত)—লালা লাজপত রায় (কলিকাতা)।

১৯২১—হাকিম আজমল খান্ (আহ্মেদাবাদ)।

১৯২২—চিত্তরঞ্জন দাস (গয়া)।

১৯২৩—মহম্মদ আলী (কোকোনাদা)।

১৯২৩ (অতিরিক্ত)—আবুল কালাম আজাদ (দিল্লী)।

১৯২৪—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (বেলগাঁও)।

১৯২৫—সরোজিনী নাইডু (কাণপুর)।

১৯২৬—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (গৌহাটি)।

১৯২৭—এম. এ. আন্সারী (মাদ্রাজ)।

১৯২৮—মতিলাল নেহ্রু (কলিকাতা)।

১৯২৯—জওহরলাল নেহ্রু (লাহোর)।

১৯৩০—কোনও অধিবেশন হয় নাই।

১৯৩১—বল্লভভাই প্যাটেল (করাচী)।

১৯৩২—শেঠ রণছোড়লাল (দিল্লী)।

১৯৩৩—নেলী সেনগুপ্তা (কলিকাতা)।

১৯৩৪—রাজেন্দ্রপ্রসাদ (বোম্বাই)।

১৯৩৫—জওহরলাল নেহ্রু (লক্ষ্ণৌ)।

১৯৩৬—কোনও অধিবেশন হয় নাই।

১৯৩৭—জওহরলাল নেহ্রু (ফৈজপুর)।

১৯৩৮—সুভাষচন্দ্র বসু (হরিপুরা)।

১৯৩৯—সুভাষচন্দ্র বসু (ত্রিপুরী)।

১৯৩৯—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ফলে)।

১৯৪০—আবুল কালাম আজাদ (রামগড়)।

১৯৪১-৪৫—কোনও অধিবেশন হয় নাই।

১৯৪৬—জওহরলাল নেহ্‌রু

১৯৪৬—জে. বি. কৃপালনী (মীরাট)।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ণধারগণ

সভাপতি :—আচার্য্য জে. বি. কৃপালনী।

সাধারণ সম্পাদকদ্বয় :—শঙ্করাও দেও ও আচার্য্য যুগলকিশোর।

কোষাধ্যক্ষ :—সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্যগণ :—জওহরলাল নেহ্‌রু, আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, খান্ আবদুল গফুর খান্, সরোজিনী নাইডু, আচার্য্য যুগলকিশোর, সি. রাজাগোপালাচারী, রফি আহমেদ কিদোয়াই, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কমলা ী, জয়প্রকাশ নারায়ণ,* সর্দ্দার প্রতাপ সিং, শঙ্কররাও দেও।

মুস্লীম লীগ

ইতিহাস :—১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মুস্লীম লীগ ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের স্বার্থ-সংরক্ষিত স্বাধীন ভারতের সঙ্কল্প গ্রহণ করে ও কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে যোগ দেয়।

* ইনি পরে মতভেদের জন্য সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ্চ লাহোর অধিবেশনে "পাকিস্তান" প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই, এই ওজুহাতে ক্রিপস্-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং মোমিন সম্প্রদায় লীগ ত্যাগ করে। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে লীগ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করে, এবং এই বৎসরই ২৯শে জুলাই লীগ পরিষদ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৬ই অগাষ্ট হইতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করে ; ১৬ই অগাষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ঐ দিবসেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। লীগ মন্ত্রীমিশন পরিকল্পিত গণপরিষদ বর্জ্জন করে। লীগের বর্ত্তমান সভাপতি মহম্মদ আলী জিন্না লীগভক্তগণের নিকট 'কায়েদে আজম' নামে পরিচিত।

হিন্দু মহাসভা

ইতিহাস :—এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স প্রায় ৩০ বৎসর হইলেও, বীর দামোদর সাভারকরের যোগদানের (১৯৩৯) পূর্ব্বে মহাসভার তেমন প্রাধান্য ছিল না। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনে অখণ্ড ভারতবর্ষের সর্ত্তে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী গৃহীত হয়। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে বিহার সরকারের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া অধিবেশনের আয়োজন করিবার দায়ে সাভারকর, ডাক্তার মুঞ্জে, নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার ষড়যন্ত্র আছে, এই অভিযোগে মহাসভা ক্রিপস্-প্রস্তাব গ্রহণ করে না। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরের অধিবেশনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান ও পাকিস্তান প্রস্তাব বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প গৃহীত হয়।

অন্যান্য দলসমূহ

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী :—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বামপন্থীদল। কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গান্ধীবাদের বিরোধী।

র‍্যাডিক্যাল ডিমোক্রাটিক্ পার্টি :—মানবেন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কংগ্রেস ও ফ্যাসীবাদের বিরোধী।

কমুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া :—১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত। অগাষ্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধতা ও জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ সমর্থনের ফলে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন।

ফরওয়ার্ড ব্লক :—ত্রিপুরী অধিবেশনে মতভেদের ফলে কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার পর সুভাষচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম প্রধান বিপ্লবী বামপন্থী দল।

নিখিল ভারত আজাদ মুস্লীম :—কংগ্রেসপন্থী মুস্লীম প্রতিষ্ঠান।

আঞ্জুমান ওয়াতান :—কংগ্রেসসমর্থক বেলুচিস্তানের জাতীয় দল।

নিখিল ভারত মুস্লীম মজলিস্ :—প্রগতিবাদী মুস্লীম প্রতিষ্ঠান। পাকিস্তানবিরোধী ও কংগ্রেস-সমর্থক।

জমিয়ৎ-উল্-উলেমা হিন্দ্ :—মুসলমান আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্মগুরুগণ কর্তৃক গঠিত। কংগ্রেস সমর্থক।

খুদা-ই-খিদ্‌মৎগার :—১৯২৯ খৃষ্টাব্দে খান্ আব্দুল গফুর খান্ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জনমঙ্গলই প্রধান লক্ষ্য। কংগ্রেস-সমর্থক। সদস্যগণ 'লাল কুর্ত্তা' নামে অভিহিত।

শিয়া :—শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুস্লীম প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস-সমর্থক।

মোমিন আন্সার :—লীগবিরোধী মুস্লীম প্রতিষ্ঠান।

খাকসার :—আল্লামা মাশরুকী পরিচালিত অর্দ্ধ-সামরিক মুস্লীম প্রতিষ্ঠান। ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে তৎপর।

আকালী :—কংগ্রেসপন্থী শিখগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

অহ্‌রর :—পঞ্জাবের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও সঙ্গতিপন্ন মুসলমান কৃষক-গনের প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেস-সমর্থক।

কিষাণ :—কংগ্রেস-অনুগামী কৃষকসঙ্ঘ।

নিখিল ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেস :—১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনে কম্যুনিষ্টগণ য়ুনিয়নে প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে য়ুনিয়নের অন্তর্গত বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেসকে সমর্থন ও লীগ-কংগ্রেস মৈত্রীর জন্য আবেদন করা স্থির হয়। যুদ্ধা-বসানের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের পর ধর্ম্মঘট চালাইয়া য়ুনিয়ন শ্রমিকগণের আর্থিক অবস্থার বহু উন্নতিবিধানে সমর্থ হইয়াছে; য়ুনিয়নও অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ ও সরকার

ইতিহাস :—ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া রাসবিহারী বসু জাপানে বসবাস করিতেছিলেন। তাঁহার উদ্যোগে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ্ প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাসমর বাঁধিলে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে এবং ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের সহযোগিতায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ্ কর্ত্তৃক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল আর্ম্মি বা আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গঠিত হয়। কিন্তু কয়েক মাস পরেই এই বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিতে হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বন্দী অবস্থায় পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দিয়া ভারত হইতে বের্লিনে যান এবং হিট্‌লার ও রিবেনট্রপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি জাপানে উপস্থিত হইলে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ্ নবোদ্যমে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজকে পুনর্গঠিত করে (১৯৪৩)।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের কিয়দংশ জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে তত্রত্য সর্ব্বজাতীয় প্রজাপুঞ্জ, বিশেষতঃ ভারতীয়গণ স্বেচ্ছায় উক্ত ফৌজে যোগদান করে; জাপানীদের হস্তে বন্দী হইয়া বৃটিশপক্ষীয় ভারতীয় সৈন্যগণও যোগ দেয়। ক্রমে এই সৈন্যদল প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জ্জি ও সহকারী প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল শা নেওয়াজের অধিনায়কত্বে এক কুশলী বাহিনীতে পরিণত হয়। জাপ-অধিকৃত বৃটিশ সাম্রাজ্যাংশের অধিবাসিগণ সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হইয়া আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে অকাতরে অর্থ-সাহায্য

করেন; ফলে, আর্থিক অবস্থা, সামরিক শিক্ষা ও কর্ম্মদক্ষতায় এই বাহিনী যে কোনও রাষ্ট্রের সরকারী বাহিনীর সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে তাহারা 'জয় হিন্দ্' ও 'দিল্লী চলো' ধ্বনি করিতে করিতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নির্দ্দেশানুযায়ী কোহিমা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু পরে জাপানী সরকারের সহিত মতদ্বৈধ হওয়ার ফলে তাহাদের ভারতবিজয়ের আশা নষ্ট হইয়া যায় এবং বাহিনীটিকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে স্বাধীন ভারতের বাহিনী। অস্পৃশ্যতা, অনৈক্য, দলাদলি প্রভৃতি এই সৈন্যদলে ছিল না। নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য এবং ভারতের স্বাধীনতা আহরণের লক্ষ্য প্রতিটি সৈনিককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল।

ইণ্ডিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগের উদ্যোগে আজাদ্ হিন্দ্ সরকার নামে স্বাধীন ভারতের জন্য একটি সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়। জর্ম্মানী, ইটলী, জাপান, ফিলিপাইন, মাঞ্চুকুয়ো, শ্যাম, ব্রহ্ম, প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি এই সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই সরকারের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রথম সভাপতি।

কতিপয় বিশিষ্ট আজাদ্ হিন্দ্ বীরের পরিচয়

এ. **ইয়েলাপ্পা**:—সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত জনসভার আহ্বায়ক; আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর প্রধান সংগঠক; ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে আহতাবস্থায় ব্রহ্মপ্রান্তরে ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সঙ্গী; পরবর্ত্তী সংবাদ অজ্ঞাত।

মোহন সিং :—আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর অন্যতম প্রধান সংগঠক; দেশপ্রেম, কর্ম্মনিষ্ঠা, বাগ্মীতা, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বে সুভাষচন্দ্রের পরেই স্থান।

এ. সি. চ্যাটার্জ্জি :—বৃটিশ বাহিনীর লেফ্‌ট্যানাণ্ট কর্ণেল। জাপানিগণ কর্ত্তৃক বন্দী হওয়ার পর আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীতে যোগদান করেন এবং মেজর জেনারেলের পদে উন্নীত হইয়া উক্ত বাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন।

শা নেওয়াজ :—বৃটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন; আজাদ্ হিন্দের মেজর জেনারেল ও সহকারী প্রধান সেনাপতি; কর্ত্তব্যবোধ ও অধীন সৈন্যদের প্রতি মমতার জন্য সর্ব্বজনপ্রিয়; নেতাজীর প্রিয়তমপাত্র; স্বভাবতঃ অমায়িক অথচ তেজস্বী; জাপ-সরকারের সহিত মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে, স্বাধীন ভারতের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে এতটুকু দ্বিধা করেন নাই।

লোগনন্দন :—বৃটিশ বাহিনীর লেফট্যানাণ্ট কর্ণেল; আজাদ্ হিন্দের মেজর জেনারেল; চরিত্র-মাধুর্য্যে প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র; 'লোগনন্দন খুড়ো' নামে সুপরিচিত।

বীরেন্দ্র রায় ঃ—আন্তরিক কর্ম্মী ও মেধাবী পুরুষ; মনে প্রাণে বিপ্লবী, লোকচরিত্রপাঠ ও ব্যূহরচনায় অপূর্ব্ব দক্ষতা; অত্যন্ত স্পষ্টবক্তা —প্রয়োজন হইলে নেতাজীকেও কঠোরভাবে প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ্ হইতেন না।

এম্. জেড. কিয়ানী ঃ—বৃটিশ বাহিনীর ক্যাপ্টেন; আজাদ্ হিন্দের মেজর জেনারেল; অধীন সৈন্যদের প্রতি অতুলনীয় মমত্ববোধ; প্রথম শ্রেণীর সৈনিক।

কে. পি. সাহাগল ঃ—আজাদ্ হিন্দের ক্যাপ্টেন; প্রশংসনীয়

সময়কুশলতা, একনিষ্ঠা ও আন্তরিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। সকল বিষয় ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন—হঠকারিতা একেবারে অপছন্দ করিতেন।

ডি. এস্. গিল্ :—আজাদ্ হিন্দের কর্ণেল; বিচক্ষণতার জন্য বিখ্যাত।

লক্ষ্মী স্বামীনাথন :—ক্যাপ্টেন; আজাদ হিন্দের 'ঝাঁসীর রাণী' নামক নারীবাহিনীর অধিনায়িকা; বীরত্ব, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব ও নেতাজীর প্রতি আনুগত্যের জন্য বিখ্যাত।

আর্সাদ :—কৃতী সেনাপতি।

হুসেন জাহিরুদ্দীন, মালিক ও হবিবুর রহমান :—প্রত্যেকেই লেফট্যানেণ্ট কর্ণেল ও কুশলী সেনাপতি; সম্পূর্ণ নির্লোভী এবং সর্ব্বদা সন্তুষ্ট হুসেন, বুদ্ধিমান মালিক ও নেতাজীর শেষ সঙ্গী হবিবুর রহমান আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর গর্ব্ব।

সেবক-ই-হিন্দ্ হবিব :—ইনি ইঁহার লক্ষাধিক টাকা মূল্যের সমস্ত সম্পত্তি আজাদ্ হিন্দ্‌কে দান করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও গঠনতন্ত্র :—কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই শহরের ম্যুনিসিপ্যালিটিত্রয়ই ভারতীয় স্বায়ত্ত শাসনের আদি প্রতিষ্ঠান। প্রথমে প্রত্যেক ম্যুনিসিপ্যালিটি সরকার-মনোনীত এক একজন কমিশনার কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ১৮৬৫ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে এই ম্যুনিসিপ্যালিটিত্রয় নূতনভাবে গঠিত হয়। পুনর্গঠনকার্য্যে প্রথম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন লর্ড মেয়ো। তাহার পর ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপন বিভিন্ন শহরে ম্যুনিসিপ্যালিটি এবং মফঃস্বলের জন্য জেলা ও লোকাল বোর্ড স্থাপন করেন। তাঁহার ঘোষণানুসারে প্রাদেশিক সরকারগুলি স্বায়ত্তশাসন বিস্তারকল্পে আইন প্রণয়ন করে এবং নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী কর্ত্তৃত্ব হ্রাস হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে ম্যুনিসিপ্যালিটি সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটই ম্যুনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডগুলির সভাপতি হইতেন।

সকল প্রদেশের ম্যুনিসিপ্যালিটির গঠন একরূপ নহে। বাঙ্গালার মুনিসিপ্যালিটিগুলির শতকরা ৭৫ জন সভ্য নির্ব্বাচিত, বাকী ২৫ জন সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত। বর্ত্তমানে সরকারী কর্ম্মচারিগণ সভাপতি হন না—সভ্যগণই সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। জনস্বাস্থ্যরক্ষা, শিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নতি, রাজপথে আলোর ব্যবস্থা, আবর্জ্জনা নিষ্কাশন, পথ-নির্ম্মাণ ও সংস্কার, জন্মমৃত্যুর হিসাব রাখা, প্রভৃতি ম্যুনিসিপ্যালিটির কর্ত্তব্য।

জেলাবোর্ডের সভ্যসংখ্যা ন্যূনপক্ষে ৯ জন হইবে। নির্ব্বাচিত

সভ্যই অধিক ; মন্ত্রিগণ অ-নির্ব্বাচিত সভ্য মনোনয়ন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে বোর্ড-গুলি প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও করিতেছে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে জেলাবোর্ড-গুলি লোক্যাল বোর্ডগুলিকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা লাভ করে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের Village Self Government Act. বা পল্লী-স্বায়ত্তশাসন আইনানুসারে গ্রাম্য য়ুনিয়ন বোর্ডগুলির সৃষ্টি হয়। য়ুনিয়নের এক তৃতীয়াংশ সভ্যপদ সরকার-মনোনীত ব্যক্তিগণের জন্য সংরক্ষিত। বিবিধ জনহিতকর দায়িত্ব য়ুনিয়ন বোর্ডের থাকিলেও, আয়ের স্বল্পতার জন্য গ্রামের শান্তিরক্ষা ব্যতীত অন্য কোন কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয় না।

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট্ :—সরকার, কর্পোরেশন ও কমার্শিয়াল চেম্বারসমূহের মনোনীত সভ্য লইয়া প্রধান প্রধান শহরগুলির উন্নতিকল্পে এই ট্রাষ্টগুলি গঠিত হইয়াছে। শহরের প্রসার এবং পথঘাট নির্ম্মাণ ও উন্নতিবিধান ইহাদের প্রধান কর্ত্তব্য।

পোর্ট ট্রাষ্ট্ :—ভারতের প্রধান প্রধান বন্দরগুলির উন্নতির উদ্দেশ্যে পোর্ট ট্রাষ্টগুলি গঠিত হইয়াছে। সভ্যগণের অধিকাংশই নির্ব্বাচিত। সভাপতি ও সহকারী সভাপতি সাধারণতঃ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হন এবং বেতন ভোগ করেন।

বিভিন্ন কর্পোরেশনের আয়-ব্যয়

কর্পোরেশন	আয়	ব্যয়
কলিকাতা	৩,৯৬,৬০,০০০৲ টা	৩,৯০,৯০,০০০৲ টা
মাদ্রাজ	১,২৭,৩০,০০০৲	১.৩৮.৩০.০০০৲
বোম্বাই	২৩,৭৫,৭০,০০০৲	২৩,৫৮,৭০,০০০৲

বিভিন্ন প্রদেশের ম্যুনিসিপ্যালিটি, জেলা ও লোকাল-বোর্ডের সংখ্যা এবং তাহার আয়-ব্যয়

প্রদেশ	ম্যুনিসিপ্যালিটির সংখ্যা	জেলা ও লোকাল-বোর্ডের সংখ্যা	মোট আয়	মোট ব্যয়
বাঙ্গালা	১১৯	১১০	৬,৭৫,৩০,০০০৲ টাকা	৬,৮৪,৬০,০০০৲ টাকা
মাদ্রাজ	৮২	৩৭৭	৯,১৫,৮০,০০০৲ "	৯,২৭,৮০,০০০৲ "
বোম্বাই	১৩০	২০	২৯,৫১,০০,০০০৲ "	২৯,৩০,০০,০০০৲ "
সিন্ধু	২৬	৮	১,৪৮,১০,০০০৲ "	১,৫৬,৬০,০০০৲ "
যুক্তপ্রদেশ	৮৫	৪৮	৩,৯৮,৩০,০০০৲ "	৪,০৫,৭০,০০০৲ "
পঞ্জাব	১২২	২৯	৪,০৯,৭০,০০০৲ "	৪,২৫,৬০,০০০৲ "
বিহার	৫৭	১৫	১,৮০,৮০,০০০৲ "	১,৭৫,৬০,০০০৲ "
ওড়িষ্যা	৮	১৯	৩৮,১০,০০০৲ "	৩৮,১০,০০০৲ "
মধ্যপ্রদেশ	৮২	১০৮	১,৭২,৬০,০০০৲ "	১,৬৮,৪০,০০০৲ "
আসাম	২৮	১৯	৫০,২০,০০০৲ "	৫০,৪০,০০০৲ "
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	৭	৬	৩৪,১০,০০০৲ "	১৮,৪০,০০০৲ "
আজমীঢ়-মাড়ওয়ার	৪	১	৮,৯০,০০০৲ "	৯,৩০,০০০৲ "
কুর্গ	২	১	১,৪০,০০০৲ "	১,৪০,০০০৲ "
দিল্লী	১	১	৭৭,৪০,০০০৲ "	৮৩,৯০,০০০৲ "

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশনকে নূতন রূপদান করেন মন্ত্রী স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; তাঁহার উদ্যোগেই ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব বেসরকারী নাগরিকগণের হস্তে আসে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের আইনানুযায়ী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন তথা কলিকাতা কর্পোরেশনকে Transferred Subjects বা হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত করা হয়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কর্পোরেশন আইন সংশোধিত করিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা রহিত করা হয় এবং সরকারী কর্ত্তৃত্ব হ্রাস করা হয়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার মন্ত্রীসভা উক্ত আইন পুনরায় সংশোধিত করেন এবং ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনের অনুসরণে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত হয়। বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনে ৯৮টি সভ্যের আসন আছে। তন্মধ্যে ২২টি মুসলমানের জন্য, ২টি য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের জন্য, বেঙ্গল চেম্বার্সের প্রতিনিধিদের জন্য ৪টি, ট্রেডস্ য়্যাসোসিয়েশনের জন্য ৪টি, পোর্ট ট্রষ্টের প্রতিনিধিদের জন্য ২টি, শ্রমিক-প্রতিনিধিদের জন্য ২টি এবং সরকার মনোনীত সভ্যদের জন্য (ইহাদের মধ্যে তিনটি আসন তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্যদের জন্য) আসন সংরক্ষিত। ৪৭ জন সভ্য সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন এবং সকল সভ্য মিলিয়া ৫জন "অল্ডারম্যান" মনোনয়ন করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়রদের নাম

১৯২৪—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
১৯২৫-২৭—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৮—বি. কে. বসু
১৯২৯-৩০—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯৩০—সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩১-৩২—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৩৩—সন্তোষকুমার বসু
১৯৩৪—নলিনীরঞ্জন সরকার
১৯৩৫—এ. কে. ফজলুল হক্
১৯৩৬—স্যর হরিশঙ্কর পাল
১৯৩৭—সনৎকুমার রায়চৌধুরী
১৯৩৮—এ. কে. এম্. জ্যাকেরিয়া
১৯৩৯—নিশীথচন্দ্র সেন
১৯৪০—আব্দুর রহমান সিদ্দিকী
১৯৪১—হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৪২—ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৪৩—সৈয়দ বদরুজ্জা
১৯৪৪—আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৪৫—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৪৬—আদম ওসমান
১৯৪৭—সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী

বিভিন্ন পোর্ট ট্রাষ্টের বিবরণী

পোর্ট	সভ্যগণের বিবরণী					মোট আয় লক্ষটাকা	মোট ব্যয় লক্ষটাকা	মোট দেনা লক্ষটাকা
	মোট সভ্য	মনোনীত	নির্ব্বাচিত	শ্বেতাঙ্গ সভ্য	ভারতীয় সভ্য			
কলিকাতা	১৯	৭	১২	১৪	৫	৩০৮	৩০৭	২,১১২
বোম্বাই	২২	৯	১৩	১২	১০	২৯৫	২৫৯	১,৭০৭
মাদ্রাজ	১৫	৫	১০	৯	৬	৩৪	৩২	১৪০
করাচী	১৫	৬	৯	৮	৭	৬৮	১৮	৩১৬
চট্টগ্রাম	১২	৫	৭	৮	৪	৭	৯	৫৩

ভারতীয় বিচার-বিভাগ

বর্ত্তমান বিচারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস :—কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করিয়াই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রজাপুঞ্জের বিচার-কার্য্যের ভার-গ্রহণ করে। এই প্রকার বিচারে কোম্পানীর অধিকার ছিল না, এবং আপন সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া শ্বেতাঙ্গ বিচারক ভারতীয় আসামীর পক্ষে বা বিপক্ষে রায়দান করিতেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থের "রেগুলেটিং য়্যাক্টে"র ফলে কলিকাতায় 'সুপ্রীম কোর্ট' বা সর্ব্বোচ্চ আদালত স্থাপিত হয়। ইহার পর মফঃস্বলের জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের উদ্দেশ্যে যথাক্রমে সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই ভারতীয় আদালতে বৃটিশ বিচার-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সুপ্রীম কোর্ট এবং সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামৎ আদালত লোপ পায়। ক্রমে ক্রমে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ এবং নাগপুরে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

বর্ত্তমানে বিচারালয়সমূহের অবস্থা :—বর্ত্তমানে আদালত-গুলি দুই ভাগে বিভক্ত—ফৌজদারী ও দেওয়ানী।

দেওয়ানী মামলার সর্ব্বনিম্ন বিচারালয় হইতেছে. য়ুনিয়ন কোর্ট। য়ুনিয়ন কোর্টের উপর আছে ক্রমান্বয়ে মুন্সেফ কোর্ট (প্রেসিডেন্সী, শহরগুলির জন্য স্মল্ কজেজ্ কোর্ট), সবজজ কোর্ট, জজ কোর্ট, হাই কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল। প্রেসিডেন্সী শহরগুলিতে মোকর্দ্দমা স্মল্ কজেজ্ কোর্ট হইতে একেবারে হাইকোর্টে যায়—অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও আদালত নাই।

অনুরূপভাবে ফৌজদারী মোকর্দ্দমা বিচারের সর্ব্বনিম্ন আদালত হইতেছে য়ুনিয়ন বেঞ্চ্। য়ুনিয়ন বেঞ্চের উপর ক্রমান্বয়ে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্ট, সেসন কোর্ট, হাইকোর্ট এবং প্রিভি কাউন্সিল আছে। প্রেসিডেন্সী শহরগুলির জন্য আছে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট, হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল। পরপৃষ্ঠায় বিভিন্ন আদালতের ক্রম নির্দ্দেশ করাইয়া একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

দেওয়ানী আদালত সমূহ
য়ুনিয়ন কোর্ট
মুন্সেফ কোর্ট
স্মল্ কজেজ্ কোর্ট (কেবল প্রেসিডেন্সী শহরগুলির জন্য)
সব-অর্ডিনেট জজেস্ কোর্ট
ডিষ্ট্রিক্ট জজেস্ কোর্ট
হাইকোর্ট
প্রিভি কাউন্সিল
ফৌজদারী আদালত সমূহ
য়ুনিয়ন বেঞ্চ
তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট
অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট (কেবল প্রেসিডেন্সী শহর-গুলির জন্য)
দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট
প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট
ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজেস্ কোর্ট
হাইকোর্ট
প্রিভি কাউন্সিল

কয়েকটি প্রদেশে হাইকোর্ট না থাকিলেও, সেখানের সর্ব্বোচ্চ আদালতগুলি হাইকোর্টের অনুরূপ মর্য্যাদার অধিকারী—যেমন, লক্ষ্ণৌয়ের চীফ্‌ কোর্ট, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের জুডিশিয়াল কমিশনারের আদালত।

প্রতি হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি এবং কুড়িজনের অনধিক অন্যান্য বিচারপতি থাকেন।

বিভিন্ন হাইকোর্ট ও চীফ্‌ কোর্টের বিচারপতিগণের নাম ও ভাতা

প্রধান বিচারপতি	বাৎসরিক ভাতা
কলিকাতা—স্যর আর্থার ট্রেভর হ্যারিস্‌—	৭২,০০০৲ টাকা।
বোম্বাই—স্যর লেওনার্ড ষ্টোন্‌	৬০,০০০৲ টাকা।
মাদ্রাজ—মিঃ জেণ্টল	৬০,০০০৲ "
পাটনা—স্যার সৈয়দ ফজল আলী	৬০,০০০৲ "
এলাহাবাদ—শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বর্ম্মা	৬০,০০০৲ "
পঞ্জাব—স্যর আব্দুল রশীদ্‌	৬০,০০০৲ "
নাগপুর—স্যর এফ্‌ লুই	৫০,০০০৲ "
লক্ষ্ণৌ ও অযোধ্যার চীফ্‌ কোর্ট—মিঃ গোলাম হুসেন	৪৮,০০০৲

প্রিভি কাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণের নাম

রাইট অনারেবল্ আমীর আলী।
স্যর বি. সি. মিত্র।
১৯২১—ভি. এস্. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী।
১৯২৬—লর্ড এস্. পি. সিংহ।
১৯৩০—ডি. এফ্. মোল্লা।
১৯৩৪—স্যর ছেদীলাল।
১৯৩৫—স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু।
১৯৩৪—হিজ হাইনেস্ দি আগা খান।
১৯৩৬—স্যর আকবর হায়দরী।
১৯৩৯—ডক্টর এম. আর. জয়াকর।
১৯৪২—স্যর সি. মাধবন্ নায়ার।

ফেডারেল কোর্ট ঃ—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনানুযায়ী এই আদালত স্থাপিত হইয়াছে। এই আদালতের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ—(১) ভারতশাসন আইন লইয়া মতানৈক্য উপস্থিত হইলে মীমাংসা করা, (২) কোনও কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনকে ব্যাহত করিল কিনা, তদ্প্রতি লক্ষ্য রাখা, এবং (৩) কোনও কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইন তত্রত্য আইনসভার অধিকার বহির্ভূত হইল কিনা তাহা নির্দ্ধারণ করা।

ফেডারেল আদালতের বর্ত্তমান বিচারপতিগণ *

(ভারতের) প্রধান বিচারপতি—স্যর উইলিয়ম প্যাট্রিক স্পেন্স্
(ভাতা : মাসিক ৭,০০০৲ টাকা)।

অন্যান্য বিচারপতিগণ—স্যর হরিলাল জে কাণিয়া।
স্যর মুহম্মদ জাফরুল্লা খান্।
(ভাতা : মাসিক ৫,০০০৲ টাকা)।

* এই বিচারপতিগণ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরে পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	শাসনতন্ত্র	শাসন পরিষদের নাম	বর্ত্তমান কর্ণধার
অষ্ট্রেলিয়া	ক্যানবেরা	বৃটিশ সাম্রাজ্যাধিন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন	ফেডারেল পার্লিয়ামেণ্ট	-
আর্জেনটাইনা	বুনোস এরিস	গণতন্ত্র		সভাপতি কর্ণেল জুয়ান পেরো
আফগানিস্তান	কাবুল	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	সেনেট	রাজা জাহির শাহ্
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র	কংগ্রেস	সভাপতি এইচ. ট্রুম্যান
আরব	মক্কা	যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজতন্ত্র		রাজা আবদুল আজিজ
আয়ার	ডাব্লিন	সাধারণতন্ত্র	ডেল আয়ারিয়ান্	সভাপতি সীয়ান কেলী
ইটালী	রোম	গণতন্ত্র	পার্লিয়ামেণ্ট	সভাপতি এপরিকো ডি নিকোলা

রাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	শাসনতন্ত্র	শাসন পরিষদের নাম	বর্ত্তমান কর্ণধার
ইরাক	বোগদাদ্	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	ঐ	রাজা দ্বিতীয় ফৈজাল
ইরাণ	তেহ্রাণ	ঐ	মজলিস্	শা মহম্মদ রেজা পহ্লবী
ক্যানাডা	ওটাওয়া	বৃটিশ সাম্রাজ্যাধিন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন	পার্লিয়ামেণ্ট	
গ্রীস	এথেন্স	নিয়মতান্ত্রিক		রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জিয়স্
গ্রেট বৃটেন	লণ্ডন	ঐ	পার্লিয়ামেণ্ট	রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ
চীন	চুংকিং	গণতন্ত্র		সভাপতি মার্শাল চিয়াং কাইশেক
জাপান	টোকিয়ো	সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র	ইম্পেরীয়াল ডায়েট	সম্রাট হিরোহিটো
ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	রাইখ্স্ডাগ্	রাজা দশম খৃষ্টিয়ান
তুরস্ক (তুরাণ)	আন্কারা	সোভিয়েট প্রভাবিত গণতন্ত্র	গ্র্যাণ্ড ন্যাশানাল অ্যাসেম্ব্লী	সভাপতি ইস্মেৎ ইনোন্যু

রাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	শাসনতন্ত্র	শাসন পরিষদের নাম	বর্ত্তমান কর্ণধার
নেদারল্যাণ্ডস্	আমষ্টারডাম	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	ষ্টেটস্ জেনারেল	রাণী উইলহেলমিনা
নেপাল	কাটামণ্ডু	সামরিক		রাজা ত্রিভুবন বীর-বিক্রম জঙ্গ বাহাদুর শা বাহাদুর জঙ্গ
নু্যু জিলাণ্ড	ওয়েলিংটন	বৃটিশ সাম্রাজ্যাধিন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন	জেনারেল য্যাসেম্ব-লী	
পোর্ত্তুগাল	লিসবন্	গণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন		সভাপতি এ. ও. ডি এফ. কারমোনা
স্পেন	মাদ্রিদ্	সাধারণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন	কোর্টিস্	কডিলো ও রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ফ্রাঙ্কো
ফিনল্যাণ্ড	হেইলসিঙ্কি	গণতন্ত্র		সভাপতি জে. পসিকেভী
ফ্রান্স	প্যারী	ঐ	চেম্বার	সভাপতি ম সিয়ে ভুঁই
বুলগেরিয়া	সোফিয়া	ঐ	সোব্রানজী	কর্ণেল কে থিওরঘিয়েফ

রাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	শাসনতন্ত্র	শাসন পরিষদের নাম	বর্ত্তমান কর্ণধার
ব্রেজিল	রিও-ডি-জেনিরো	যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র		জেনারেল পি. ডুট্রা
বেলজিয়ম	ব্রুসেল্‌স্	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র		প্রিন্স চার্লস্ রিজেন্ট
ভাটিকান		ধর্ম্মতন্ত্র		পোপ দ্বাদশ পায়াস
ভারতবর্ষ	দিল্লী	বৃটিশ সাম্রাজ্যাধিন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার	সেণ্ট্রাল লেজিস্‌লেচর	লর্ড মাউণ্টব্যাটেন
মিশর	কায়রো	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	পার্লামান	রাজা ফারুক
মেক্সিকো	মেক্সিকো	যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র		সভাপতি এমিগুয়েল আলেমান
রুমানিয়া	বুখারেষ্ট	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র		রাজা মিখায়েল
শ্যাম	ব্যাঙ্কক	ঐ		রাজা ফুমিফন আদুলদেৎ

রাষ্ট্রের নাম	রাজধানী	শাসনতন্ত্র	শাসন পরিষদের নাম	বর্তমান কর্ণধার
সুইজরল্যাণ্ড	বার্ণ	যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র	ফেডারেল য়্যাসেম্ব্লী	সভাপতি ডক্টর এন্তেরর্ট
সুইডেন	ষ্টক্হল্ম্	নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র	ডায়েট	রাজা পঞ্চম গুষ্টভ
সোভিয়েট রাশিয়ার যুক্তরাষ্ট্র	মস্কৌ	কম্যুনিষ্ট গণতন্ত্র	সুপ্রীম কাউন্সেল	সর্ব্বোচ্চ সোভিয়েট সভাপতি নিকোলাই শভেরনিক।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের প্রধান মন্ত্রিগণের নাম

ইটালী—সিগ্‌নিয়র গ্যাস্‌পারী।

ইরাক—নুরী সৈয়দ পাশা।

ইরাণ—এম. সাল্‌তানা।

গ্রেট বৃটেন—সি. আর. এট্‌লী।

চীন—ডক্টর টি. ভি. শুঙ্‌।

জাপান—শিগেরু যোশিদা।

ডেনমার্ক—সভাপতি এম. বুহ্‌ল্‌।

পোর্ত্তুগাল—ডক্টর ও. সালাজার।

ভারতবর্ষ—পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু।

মিশর—নকরাসী পাশা।

যুগোশ্লোভিয়া—মার্শাল টিটো।

ভারতীয় সমরবাহিনী

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:—শ্বেতাঙ্গ সৈনিকগণই বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষাকবচ। তাই চিরকালই ভারতের সরকারী বাহিনীতে বৃটিশ সৈনিকগণকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সুশিক্ষিত বৃটিশ সেনাপতিগণের অধীনে ভারতীয় সৈনিকদের নিযুক্ত করা হইত; লিখিত কোনও বাধা না থাকা সত্বেও, ভারতীয়দের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করা হইত না। ভারতীয় সৈন্যগণ সাধারণতঃ "তৈলঙ্গী" এবং শ্বেতাঙ্গ সৈনিকরা "গোরা" নামে পরিচিত ছিল। কোম্পানীর সময় হইতেই পাশ্চাত্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়া পাশ্চাত্য রণকৌশল প্রবর্ত্তিত করা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত অপরাধী ভারতীয় সৈন্যদিগকে বেত্রদণ্ডদানের প্রথা প্রচলিত ছিল; বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্ক এই প্রথার উচ্ছেদসাধন করেন।

সিপাহীবিদ্রোহের পর ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে দেশীয় সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়গণের নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়; ভারতীয় নৌ-বাহিনী উঠাইয়া দেওয়া হয়।

লর্ড কার্জ্জনের সময় ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য "ইম্পেরিয়াল ক্যাডেট কোর্" (Imperial Cadet Corps) নামে এক সৈন্যদল গঠিত হয়।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বৃটিশ সরকার দায়ে ঠেকিয়া ভারতবাসীদিগকে পুনরায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে সৈন্যদলে গ্রহণ করে।

ভারতীয় সৈন্যগণ সর্ব্ব বিভাগেই অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। না দিলে নয়, তাই কতিপয় ভারতবাসীকে ছোট ছোট সেনাপতির পদও দেওয়া হয়।

মহাযুদ্ধের অবসানে অধিকাংশ ভারতীয় সৈনিকদিগকেই পুনরায় বরখাস্ত করা হয়। কিছুদিন পরে, কতিপয় ভারতবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের চেষ্টায় "য়ুনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর" ও "ইম্পেরিয়াল টেরিটোরিয়াল ফোর্স" নামে দুইটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠিত হয়।

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের বিশ্বযুদ্ধে বিপন্ন হইয়া বৃটিশ সরকার পুনরায় ভারতবাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এইবারও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীতে যোগদান করিয়া প্রশংসনীয় শৌর্য্য ও বীর্য্যের পরিচয় দেয়। ব্রহ্ম, মধ্য ও পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের কৃতিত্বের ফলেই বৃটিশ তথা মিত্রপক্ষ জয়লাভে সক্ষম হইয়াছে। এই যুদ্ধে ভারতবাসিগণ স্বীয় কৃতিত্বের বলে বহু উচ্চ পদলাভ করে এবং কয়েকজন দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ সেনাপতির পদেও নিযুক্ত হন।

যুদ্ধাবসানের পরে স্বেচ্ছাব্রতী ভারতীয় সৈন্যগণের অধিকাংশকেই বরখাস্ত করা হইলেও, এখনও বহু ভারতবাসী সৈন্যবাহিনীতে আছে।

বহু দিন ধরিয়াই সৈন্যবাহিনীকে ভারতীয়করণের একটা ফাঁকা প্রস্তাব চলিয়া আসিতেছিল। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের পর সরকারী মহলে এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিবার আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

গঠনতন্ত্র:—বর্ত্তমানে ভারতীয় বাহিনী নিম্নোক্ত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত:—(১) বৃটিশ রেগুলার্স, (২) ইণ্ডিয়ান্ রেগুলার্স, (৩) ইণ্ডিয়ান্ অক্সিলিয়ারীজ্, (৪) টেরিটোরিয়াল ফোর্সেস, (৫) ইণ্ডিয়ান্ আর্ম্মি রিজার্ভ, (৬) ইণ্ডিয়ান্ ফোর্সেস্।

বৃটিশ রেগুলার্স দলগুলি সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা গঠিত। ইহারা যতদিন ভারতবর্ষে থাকে, ততদিনই ভারতরক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং সাধারণতঃ পাঁচ-সাত বৎসরের বেশী ভারতবর্ষে থাকে না।

ইণ্ডিয়ান রেগুলার্স দলগুলি শ্বেতাঙ্গ সৈন্যাধ্যক্ষদের অধীনে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক গঠিত। ভারতবর্ষরক্ষা ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশরক্ষার কার্য্যেও ইহারা নিয়োজিত হয়।

ইণ্ডিয়ান অক্সিলিয়ারিজ দলগুলিকে স্থানীয় বাহিনী বলা যাইতে পারে। অবশ্য, যুদ্ধের সময় ইহারা দেশান্তরেও গমন করিতে বাধ্য হয়। ইহারা প্রধানতঃ পথনির্ম্মাণ, যানবাহন পরিচালনা ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই সকল সৈন্যদলও বৃটিশ সেনাপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

টেরিটোরিয়াল ফোর্সেস দলগুলি স্থানীয় দল। শান্তির সময় ইহারা প্রতি বৎসর কয়েক মাস করিয়া সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে এবং যুদ্ধের সময় সম্পূর্ণরূপে সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয় ও উপকূলরক্ষা, প্রহরা, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই জাতীয় সৈন্যদলও বৃটিশ সেনাপতি কর্ত্তৃক শাসিত।

ইণ্ডিয়ান্ আর্ম্মি রিজার্ভ দলগুলি নির্দ্ধারিত সময়ের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণ কর্ত্তৃক গঠিত। ইহারা সাধারণতঃ টেলিফোন, প্রহরা, ইত্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই দলগুলির কর্ত্তৃত্বও বৃটিশ সেনাপতিদের হাতে।

ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ফোর্সগুলি সামন্তরাজ্যসমূহের বাহিনী। এই দলগুলিরও পরিচালক শ্বেতাঙ্গ সেনাপতি।

শাসনতন্ত্র :—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্য্যন্ত ভারতীয় বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল এবং এক এক বাহিনী বিভিন্ন প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইত। লর্ড এল্‌গিন্ এই ব্যবস্থার

পরিবর্ত্তন করিয়া সমগ্র বাহিনী একজন প্রধান সেনাপতির অধীনস্থ করেন। প্রধান সেনাপতি সমগ্র ভারতীয় বাহিনী এবং ভারতে অবস্থিত অন্যান্য সাম্রাজ্যবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। ইনি বড়লাটের শাসনপরিষদেরও সদস্য এবং দেশরক্ষাসচিব। ভারতবাসিগণের নিকট ইনি 'জঙ্গী লাট' নামে পরিচিত।

সর্ব্বোচ্চ সামরিক দপ্তরের নাম **জেনারেল হেড্ কোয়াটার্স**। এই দপ্তর দিল্লীতে অবস্থিত। ইহার চারটি প্রধান বিভাগ আছে—(১) জেনারেল ষ্টাফ্ ব্রাঞ্চ্,—যুদ্ধকৌশল, রণশিক্ষা, সৈনিকগণের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি বিষয় এই বিভাগের দায়িত্ব; (২) এ্যাড্জুট্যান্ট্ জেনারেল্‌স্ ব্রাঞ্চ,—সৈন্যনিয়োগ, তাহাদের বেতন, ভাতা, পুরস্কার, মঙ্গলামঙ্গল প্রভৃতি এই বিভাগের দায়িত্ব; (৩) কোয়ার্টারমাষ্টার জেনারেল্‌স্ ব্রাঞ্চ,—অস্ত্র-খাদ্য-যানবাহন ইত্যাদি সরবরাহ ও বসতি-নির্ম্মাণাদি এই বিভাগের কার্য্য; এবং (৪) মিলিটারী সেক্রেটারীস্ ব্রাঞ্চ,—এই বিভাগ সেনাপতিদের ব্যক্তিগত ইতিহাস, বেতন, পুরস্কার, প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত থাকে।

সামরিক শাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ড, নদার্ন কম্যাণ্ড, নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ কম্যাণ্ড, সাদার্ণ কম্যাণ্ড ও সেণ্ট্র্যাল কম্যাণ্ড। প্রত্যেক কম্যাণ্ডের অধীনে কতিপয় ডিষ্ট্রিক্ট, প্রতি ডিষ্ট্রিক্টের অধীনে কতিপয় এরিয়া, এরিয়ার অধীনে ষ্টেশন এবং ষ্টেশনের অধীনে য়ুনিট্ বা সৈন্যদল আছে।

ভারতীয় নৌ ও বিমানবাহিনীর শাসনতন্ত্র পৃথক। কিন্তু তাহারা যখন যে স্থানে থাকে, তখন সেই স্থানের কর্ত্তৃত্বপ্রাপ্ত স্থলবাহিনীর নির্দ্দেশ মানিয়া চলে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ সামরিক মর্য্যাদা "ভিক্টোরিয়া ক্রস্"-প্রাপ্ত ভারতীয় সৈনিকদের নাম

(ক) মহাযুদ্ধ ১৯১৪—১৮

১৯১৪—নায়েক খুদাদাদ্ খান্ (পঞ্জাব)।

১৯১৫—সুবেদার মীর দোস্ত্ (সীমান্ত)।

রাইফল্‌ম্যান কুলবীর থাপ্পা (নেপাল)।

" গোবর সিং নেগী (গাঢ়োয়াল)।

১৯১৬—নায়েক সাহ্‌মাদ্ খান্ (পঞ্জাব)

সিপাহী ছত্তা সিং (ভূপাল)।

লান্সনায়েক লালা (ডোগ্‌রা)।

১৯১৮—নায়েক দরোয়ান সিং নেগী (নেপাল)।

নায়েক কর্ণবাহাদুর রাণা (নেপাল)।

লান্সদফাদার গোবিন্দ সিং।

রিসলদার বাদ্‌লু সিং।

১৯২১—নায়েক ঈশ্বর সিং (পঞ্জাব)।

(খ) বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৮—৪৫

১৯৪১—সেকেণ্ড-লেফট্যানান্ট প্রেমিন্দ্র সিং ভগৎ।

* সুবেদার রিচপল রাম (রাজপুতানা)।

১৯৪৩—হাবিলদার প্রকাশ সিং * (পঞ্জাব)।

* হাবিলদার মেজর চেলুরাম (রাজপুতানা)

---

১ অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রতিষ্ঠার পর বেসামরিক ভারতীয় দেশ-রক্ষা-সচিবের পদলাভে সমর্থ হয়। সর্দ্দার বলদেব সিং প্রথম ভারতীয় ও বেসামরিক দেশ রক্ষা সচিব।

* নিহত হইবার পরে ঘোষিত।

হাবিলদার গজী ঘেল
(নেপাল)।
সুবেদার লালবাহাদুর
থাপ্পা (নেপাল)।
১৯৪৪—* জমাদার আবদুল
হাফিজ (জাঠ)।
সিপাহী কমলরাম
(পঞ্জাব)।
নায়েক নন্দ সিং
(পঞ্জাব)।
রাইফল্‌ম্যান গাঁজু লামা
(নেপাল)।
নায়েক আগন সিং রায়
(নেপাল)।
* সুবেদার নেত্রবাহাদুর
থাপ্পা (নেপাল)।
রাইফল্‌ম্যান্ তুলবাহাদুর
পুন (নেপাল)।
* শেরবাহাদুর থাপ্পা
(নেপাল)।
১৯৪৫—রাইফলম্যান ভাজ ভোগ্‌তা
গুরুং (নেপাল)।
সিপাহী হায়দর আলী
(সীমান্ত)।

অন্যান্য—* লেফট্যান্যান্ট
করমজিৎ সিং (পঞ্জাব)।
* নায়েক যশোবন্ত ঘেজ
(মহারাষ্ট্র)।
* জমাদার রামস্বরূপ সিং
(পঞ্জাব)।
* রাইফল্‌ম্যান থামান্
গুরুং (নেপাল)।
* জমাদার প্রকাশ সিং
(সীমান্ত)।
* লান্সনায়েক শের শাহ্
(পঞ্জাব)।
* নায়েক ফজল দীন্
(বেলুচিস্তান)।
রাইফল্‌ম্যান লছমন গুরুং
(নেপাল)।
সিপাহী নামদেও যাদব
(মহারাষ্ট্র)।
" ভাণ্ডারী রাম
(বেলুচিস্তান)।
নায়েক জ্ঞান সিং
(পঞ্জাব)।
হাবিলদার উমরাও সিং।

* নিহত হইবার পরে ঘোষিত।

ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

ইংরেজ আধিপত্যের প্রথম যুগ :—ভারতের শিক্ষাসংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত বিপদে পড়ে। মুসলমান যুগে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত অবনতি লাভ করে। ইংরেজ যখন এ দেশে আসে, তখন প্রাচীন হিন্দু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপভ্রংশ আদিম যুগীয় পাঠশালা ও টোল এবং ইস্‌লামী শিক্ষার জন্য অব্যবস্থিত মাদ্রাসা ও মক্তব ব্যতীত অপর কিছু ছিল না। এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রধানতঃ লগুড়সহযোগেই হইত। বৃটিশ শাসক প্রথম হইতেই ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং তাহার জন্য সচেষ্ট হয়; কিন্তু দেশীয় পণ্ডিতগণ এই "ম্লেচ্ছ" শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং যথাসাধ্য ইহার বিরোধিতা করিতে থাকেন। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না।

কলিকাতা মাদ্রাসা ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা :—আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষার সুবিধার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রাচ্য শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্যর উইলিয়ম্ জোন্‌স্ এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। ইহা এখন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল নামে পরিচিত। ইহার সভ্যগণের উদ্যোগে ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টির বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয়।

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও হিন্দু কলেজ স্থাপন :—১৮১৩ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য ভাষাসমূহ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সরকারী

তহবিল হইতে প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা হয়। কেরী ও মার্শম্যান নামক দুইজন খৃষ্টধর্ম প্রচারক ভারতীয়গণকে শিক্ষা-দানের জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপন করেন। লর্ড মেকলে, রাজা রামমোহন, ডেভিড্ হেয়ার প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "হিন্দু কলেজ" স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময় কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। এবং এই সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে কোন্‌টি ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা লইয়া মণীষিগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ও বিতর্ক উপস্থিত হয়। উইল্‌সন্ প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। কিন্তু মেকলে, রামমোহন প্রভৃতির সমর্থনের ফলে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্থির করা হয় যে ইংরেজী শিক্ষাপ্রচারের নিমিত্ত সরকারী অর্থসাহায্য করা হইবে।

এডুকেশানাল ডেস্‌প্যাচ্ প্রেরণ ও ডিপার্টমেণ্ট্ অব্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রাকশন্ গঠন :—১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের বোর্ড অব্ কণ্ট্রোলের সভাপতি স্যর চার্লস্ উড্ ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল প্রভৃতি স্থাপনের পরিকল্পনাসহ একটি এডুকেশানাল্ ডেস্‌প্যাচ্ বা শিক্ষাবিষয়ক আজ্ঞাপত্র প্রেরণ করেন। তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহাউসী অবিলম্বে জনশিক্ষা-বিভাগ (Department of Public Instruction) গঠন করিয়া শিক্ষা-সংস্কারে মনোনিবেশ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন :—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

হাণ্টার কমিশন, য়ুনিভার্সিটি কমিশন ও স্যাডলার কমিশন :—লর্ড রিপনের সময় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের পন্থা বিবেচনা করিবার জন্য হাণ্টার কমিশন নিযুক্ত হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের উদ্যোগে য়ুনিভার্সিটি কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের নির্দ্দেশানুযায়ী ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গঠনতন্ত্রে বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অধ্যাপক নিয়োগ, এবং পুস্তকাগার, গবেষণাগার ও যাদুঘর স্থাপনের অধিকার লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এলাকাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং এলাকাধীন স্কুল-কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয় সার্ব্বভৌম কর্ত্তৃত্ব লাভ করে। এই কমিশনের অনুমোদনের ফলে প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ রক্ষা করিয়া গবেষণার পথও সুগম হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকারের প্রস্তাবানুযায়ী প্রত্যেক প্রধান প্রদেশগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে স্যর মাইকেল স্যাড্‌লারের সভাপতিত্বে স্যাড্‌লার কমিশন বসে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। এই কমিশন প্রস্তাব করে যে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি কেবল উচ্চশিক্ষাপ্রচারের দায়িত্বই গ্রহণ করিবে—অন্যান্য শিক্ষার জন্য মাথা ঘামাইবে না, এবং ছাত্রগণকে শিক্ষাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসেই বসবাস করিতে হইবে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ বা আংশিকরূপে গৃহীত হইলেও, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহা প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই, অথচ,

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্যই এই কমিশন আহুত হইয়াছিল!

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব শ্বেতাঙ্গদের হস্ত হইতে দেশবাসীর হস্তে আসে এবং অন্যতম প্রাদেশিক মন্ত্রীর হস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত করা হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনেও এই ব্যবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে।

যুদ্ধোত্তর ব্যবস্থা: সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা:—ভারত সরকারের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা স্যার জন সার্জ্জেণ্ট কর্ত্তৃক রচিত এক শিক্ষাসংস্কারের খসড়া কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এই ব্যবস্থানুযায়ী ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কেহ উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হইলে ছাত্রবৃন্দকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি Employment Bureau বা কর্ম্মানুসন্ধান প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে।

শিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে স্থাপিত কতিপয় প্রতিষ্ঠানের বিবরণ

(১) **ডিপার্টমেণ্ট্ অব্ এডুকেশান্, হেল্থ্ এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড্স্:**—১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। বড়লাটের শাসন-পরিষদের একজন সভ্য এই বিভাগের কর্ত্তা। শিক্ষা সম্বন্ধে একজন উপদেষ্টা ও একজন সেক্রেটারী এই বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

(২) **ডিরেক্টরেট্ অব্ পাব্লিক্ ইন্‌ষ্ট্রক্‌শান্:**—বড়লাট লর্ড ডালহাউসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য পৃথক পৃথক

ডিরেক্টরেট আছে। দেশের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার কর্তৃত্ব এই ডিরেক্টরেটের হাতে।

(৩) **সেণ্ট্রাল য়্যাড্‌ভাইসরী বোর্ড অব এডুকেশান**:—সরকারী ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই বিভাগকে উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার বিভাগটিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সকল প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী অথবা জনশিক্ষাবিভাগের পরিচালক, এবং আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্ঘ, আইন সভা ও শাসন পরিষদসমূহের প্রতিনিধিগণ ও ভারত সরকারের মনোনীত ব্যক্তিগণ এই বোর্ডের সদস্য। শিক্ষা সম্বন্ধে নব নব পরিকল্পনা আবিষ্কার ও তাহা কার্য্যকরী করা এবং তথ্যাদি সরবরাহ করাই এই বোর্ডের লক্ষ্য।

(৪) **অল্ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল্ ফর্ টেক্‌নিক্যাল এডুকেশান**:—উচ্চতর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ব্যাপারে ভারতের অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে এই কাউন্সিল ভারত সরকার কর্তৃক স্থাপিত হয়।

(৫) **আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড**:—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রস্তাবানুসারে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে সিমলায় বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি বৈঠক বসে। এই বৈঠকে ধার্য্য হয় যে তথ্য সরবরাহ, অধ্যাপক বিনিময়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মপন্থা সংহত করা, এক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃতকরণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের জন্য কর্ম্মীনিয়োগ-কেন্দ্র-স্থাপন, প্রভৃতির জন্য একটি আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড স্থাপিত হইবে।

ভারতে শিক্ষাপ্রদানের দায়িত্ব

প্রাথমিক শিক্ষা :—নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে এই শিক্ষাদান করা হয়। বড় বড় সহরগুলিতে কর্পোরেশন ও ম্যুনিসিপালিটিগুলি অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছে ; কিন্তু অর্থাভাবে এই ব্যবস্থা আশানুরূপ হইয়া উঠে নাই। পল্লী অঞ্চলে জেলা ও লোকাল বোর্ডের তরফ হইতে যৎকিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য মেলে বটে। মোটের উপর, ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাদানের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বৃটিশ ভারত অপেক্ষা দেশীয় রাজ্যসমূহের অবস্থা বরং ভালো।

মাধ্যমিক শিক্ষা :—তুলনামূলক বিচারে প্রাথমিক শিক্ষা অপেক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার অবস্থা কিছু উন্নত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিই এই শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। সরকারী অর্থসাহায্যও বিদ্যালয়গুলি সামান্য কিছু পায়। কতগুলি সরকারী বিদ্যালয়ও আছে।

কলেজী শিক্ষা :—সাধারণতঃ, বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত কলেজসমূহে প্রবেশিকার পর হইতে ডিগ্রী (অর্থাৎ বি, এ., বি. এস্. সি., বি. কম্. ইত্যাদি) পর্য্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। কোনও কোনও প্রদেশে আই. এ., আই. এস. সি., আই. কম্. ইত্যাদি শিক্ষাদানের দায়িত্ব "বোর্ড অব্ ষ্টাডিজ ফর্ ইণ্টারমিডিয়েট য়্যাণ্ড্ সেকেণ্ডারী এডুকেশানের।"

উচ্চতম শিক্ষা :—ডিগ্রীপ্রাপ্তির পরবর্ত্তী শিক্ষাদানের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির।

বিশ্বভারতী

বিশ্বভারতী কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শান্তিনিকেতনে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর হইল, এই প্রতিষ্ঠান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। কাগজে-কলমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হইলেও, বিশ্বভারতী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতুল্য মর্য্যাদা ইহার আছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়াছে বিশ্বভারতীতে। দেশবিদেশ হইতে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্বভারতীতে অধ্যয়নের নিমিত্ত আসে; পৃথিবী-বিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দের এখানে সমাবেশ হইয়াছে। ভারতীয় চিত্রাঙ্কণ ও নৃত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র এই বিশ্বভারতী।

বিশ্বভারতীর শিক্ষা-প্রণালী অভিনব। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্থার সমন্বয় করিয়া এক নূতন উপায়ে এইস্থানে শিক্ষাদান করা হয়। বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিদ্যাভবন, শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, পাঠভবন, শ্রীনিকেতন, শিল্পভবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রকর অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান পরিচালক।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণী

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রতিষ্ঠার বৎসর	অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অনমুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা	বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলারগণের নাম
* কলিকাতা	১৮৫৭	১,৮২১	৩৭,৪৩৫	৪১,৩২,০০০	প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
* বোম্বাই	১৮৫৭	২১৩	২৬,৫৯১	২২,৪০,০০০	বি. জে. ওয়াদিয়া
* মাদ্রাজ	১৮৫৭	৬,২৬৪	১৩,০৩৫	১৬,০৬,০০০	দেওয়ান বাহাদুর স্তর লক্ষণস্বামী মুদালিয়র
* পঞ্জাব	১৮৮২	১,৯১৯	২৪,৩৫২	৩০,৯১,০০০	স্তর মহম্মদ আব্দুল রহমান
* এলাহাবাদ	১৮৮৭	২,৪৯৫	...	১০,৪৫,০০০	অমরনাথ ঝা
* হিন্দু	১৯১৬	৩,৯৩৭	১১৬	৩,৯৩,০০০	স্তর এস্. রাধাকৃষ্ণণ
* মহীশূর	১৯১৬	৫,১০৯	...	৪,৬৫,০০০	রাজধর্মপ্রসক্ত টি. সিঙ্গরাভেলু মুদালিয়র
* পাটনা	১৯১৭	....	৮,১৬৯	৫,৮০,০০০	চন্দ্রেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিং
* ওসমানিয়া	১৯১৮	২,০৪৪	১,০৭৬	১,৮১,০০০	নবাব আলী ইয়ার জঙ্, বাহাদুর

* ইঁহারা চ্যান্সেলর—ভাইস-চ্যান্সেলর নহেন।

বিশ্ববিদ্যালয়	প্রতিষ্ঠার বৎসর	অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	অননুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা	বর্ত্তমান ভাইস চ্যান্সেলারগণের নাম
মুস্লীম	১৯২০	২,২৮৫	...	৩,৫৪,০০০	হায়দ্রাবাদের নিজাম *
লক্ষ্ণৌ	১৯২০	২,৪৩২	১৪৯	৫,০১,০০০	রাজা বিশ্বেশ্বর দয়াল শেঠ
ঢাকা	১৯২১	১,৫২৪	...	২,৭৯,০০০	খান বাহাদুর ডঃ এম্. হাসান্
দিল্লী	১৯২২	২,১৭১	...	৩,৪২,০০০	স্যর মরিস্ গয়ার
নাগপুর	১৯২৩	৩৬৫	৪,২৫১	৪,৭০,০০০	স্যর হেনরী যোশেফ চৌয়াইনাম *
অন্ধ্র	১৯২৬	৪৮১	৫,১০৩	৪,৪৭,০০০	ডঃ স্যর সি. রামলিঙ্গ রেড্ডি
আগ্রা	১৯২৭	...	৬,০:০	১১,৪৭,০০০	স্যর ফ্রান্সিস্ ভার্ণার উইলি *
আন্নামালাই	১৯২৯	১,০০৪	...	১,৩৬,০০০	এম্. রত্নস্বামী
ত্রিবাঙ্কুর	১৯৩৭	২,২৮৬	১,৫৭৩	৩,৬০,০০০	স্যর সি. পি. রামস্বামী আয়ার
উৎকল	১৯৪৩	...	...	...	স্যর চান্দুলাল ত্রিবেদী *

* ইহারা চ্যান্সেলর—ভাইস-চ্যান্সেলর নহেন।

ভারতের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্য (বৃটিশ ভারত)

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	...	...	২,১৯,৩৪২
বিদ্যার্থীর সংখ্যা	...	...	১,৫৩,৭৩,৭২৭
শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী ব্যয়	...	...	৩১,৬১,৪২,০৮০৲
বিদ্যার্থীদের মাথা পিছু বাৎসরিক ব্যয়	...	...	১৯৷৵৬ টাকা

বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	পুরুষদের জন্য		মেয়েদের জন্য	
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রের সংখ্যা	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	ছাত্রীর সংখ্যা
বিশ্ববিদ্যালয়	১৫		১	
আর্ট্‌স্ কলেজ	৩০৪	১,১২,০৩৬	৫০	১১ ৯৫
ব্যবহারিক শিক্ষার কলেজ	৮৫	২২,৮০৬	৭৬	১,৯৩৪
উচ্চ বিদ্যালয়	৩,৬৩২	১১,৬৯,২৬৫	৫৩২১,	৭০,৫৮১
মধ্য বিদ্যালয়	৯,৯০৪	১১,৫০,৩৫৩	১,৫২৩	২,৪২,৫৭৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	১,৫৩,৩৮০	৮৫,৬৬,৯৩৮	২২,৬৫৪	৩০,২৭,৪২০
বিশেষশিক্ষারবিদ্যালয়	১১,০১৭	৪,৩৭,৫৩৯	৭৬৩	৪০,১৮৭

বৃটিশ ভারতে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের হার

বৎসর	মোট কতজনের অক্ষর পরিচয় আছে	প্রতি দশ সহস্রে কতজনের অক্ষরপরিচয় আছে		
		পুরুষ	স্ত্রী	একত্রে মোট
১৯২১	১,৪৯,৯৪,০৭০	১,২৭৫	১৫৪	৬৪২
১৯৩১	১,৮০,৭২,০০০	১,৪০৩	২১৪	৭০৪
১৯৪১	৩,৭০,১৬,০০০	সংগ্রহ করা	যায় নাই	১,২৫১

*এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনও কোনটিতে ছাত্রীরাও অধ্যয়ন করেন।

বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার জন্য ব্যয়

প্রদেশ	সরকারী তহবিল হইতে ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)	পল্লীশিক্ষার জন্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)
মাদ্রাজ	২৯২·৫	৫৯৩·৩	২৯৮
বোম্বাই	১৯৭	৪৩৮·৮	১২৫·৬
সিন্ধু	৩১·১	৭১·৩	২৪২
বাঙ্গালা	১৮০·১	৫২৭·২	২০৪·৬
যুক্তপ্রদেশ	২১৮·৭	৪২৫·৫	১০৫·৮
পঞ্জাব	১৬৯·৯	৩৪৬·৪	১১৬·৮
বিহার	৫১·২	১৭৩·৮	৮৩·২
ওড়িষ্যা	২৭·১	৪২·৪	২৪·৬
মধ্যপ্রদেশ	৫৩·২	১১৯·৫	৩৭·১

আসাম	৩৫	৬৪	২৭'৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	২২'১	৩৩'৮	১৭'১
বেলুচিস্থান	২'৬	৪'৭	০'৮
আজমীঢ়-মাড়ুয়ার	৪'৪	১০'৯	১'৬
কুর্গ	১'২	২'৪	০'৭
দিল্লী	১০'৭	৩০'৩	২'১

ভারতীয় শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের বিবিধ উপায়

সরকারী তহবিল	১৩,৮৮,৩০,০০০৲ টাকা
বোর্ড তহবিল	২,৮৬,৩০,০০০৲ "
ম্যুনিসিপ্যাল তহবিল ...	২,০১,৪০,০০০৲ "
ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্য বেতন	৮,৪৬,০০,০০০৲ "
অন্যান্য উপায়	৪,৩৯,৩০,০০০৲ "
মোট	৩১,৬১,৩০,০০০৲ টাকা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরগণ

(১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে)

১৮৯০—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮৯৩—জোন্‌স্ কোয়েল পিগট।
" —স্যর আলফ্রেড্ ক্রফট্।
১৮৯৭—ই. জে. ট্রেভেলিয়ন।
১৮৯৮—স্যর ফ্রান্সিস্ ডব্লিউ ম্যাক্লীন্।
১৯০০—স্যর টমাস র‍্যালে।
১৯০৪—স্যর আলেকজাণ্ডার পেডলার।

১৯০৬—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।
১৯১৪—স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
১৯১৮—স্যর ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন্।
১৯১৯—স্যর নীলরতন সরকার।
১৯২১—স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯২৩—ভূপেন্দ্রনাথ বসু।
১৯২৪—স্যর ডব্লিউ. ই. গ্রীভস্।
১৯২৬—স্যর যদুনাথ সরকার।
১৯২৮—ডঃ ডব্লিউ. এস্. আকুহার্ট।
১৯৩০—স্যর হাসান্ সুরাবর্দী।
১৯৩৪—ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
১৯৩৮—স্যর মহম্মদ আজিজুল হক।
১৯৪২—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।
১৯৪৪—ডঃ রাধাবিনোদ পাল।
১৯৪৬—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদেশের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অবস্থা

	শিক্ষক		শিক্ষয়িত্রী
ট্রেণিংপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট—	২,০১৩	—	৩০৪
„ ম্যাট্রিক বা ফাইনাল পাস—	৭,৭৭১	—	৮৫১
„ অন্যান্য—	৩৬,৯১৯	—	৭৬৭
মোট ট্রেণিংপ্রাপ্ত—	৪৬,৭০৩	—	১,৯২২
ট্রেণিংহীন গ্রাজুয়েট—	৭,৩৭৬	—	৪১৯
„ অন্যান্য—	৬৮,২৮২	—	৩,৮৯৬
মোট ট্রেণিংহীন—	৭৫,৬৫৮	—	৪,৩১৫
মোট —	১,২২,৩৬১	—	৬,২৩৭

ভারতীয় বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের লক্ষ্য ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ—বিজ্ঞানালোচনার কাল-ব্যবধান আছে, যুগ-ধর্ম আছে। প্রকৃতির সত্য এবং তথ্য উদ্‌ঘাটনই হইল বিজ্ঞান-ধর্ম ; উদ্‌ঘাটিত সত্য বা তথ্যের সামাজিক কল্যাণে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ বিজ্ঞানালোচনার প্রধান লক্ষ্য। বর্ত্তমান কালে যে সকল আবিষ্কার বা তথ্য মানব-সমাজের দৈনন্দিন জীবনে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কাঠামো প্রস্তুত হইয়াছিল যে সময়ে সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানালোচনার যুগ বলিয়া অভিহিত। তথাপি, আধুনিক বিজ্ঞানকে প্রাচীন কাল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে চিন্তা করা কষ্টসাধ্য। যেমন, বর্ত্তমান কালেও ব্যবহৃত সংখ্যা-বিজ্ঞান প্রাচীন যুগেরই আবিষ্কার। সুতরাং, আধুনিক বিজ্ঞানালোচনাকে আরও একটু স্পষ্টতর রেখা দ্বারা পৃথক করিয়া লওয়া দরকার।

যে সকল প্রাচীন সূত্র পৃথিবীময় বিস্তৃত হইয়া আজও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে সেইগুলিকে মৌলিক সূত্র বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মৌলিক সূত্রগুলি পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তাহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নাই। মৌলিক সূত্র বাদ দিয়া দেখিলে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট লক্ষণ চোখে পড়ে ; তাহাতে য়ুরোপীয় চিন্তাধারার স্পষ্টতর প্রভাব রহিয়াছে, এবং বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানালোচনা সমগ্রভাবে এই প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানালোচনা। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম নিউটনের যুগে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে।

নিউটনের সময়ে প্রবর্ত্তিত বস্তুতন্ত্র এবং পরমাণুবাদ হইতে আধুনিক বিজ্ঞান-আলোচনা প্রেরণা পাইয়া শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়াছে এবং ক্রম-বিকাশ লাভ করিয়াছে।

বিজ্ঞানে প্রাচীন ভারতের দান :—আধুনিক বিজ্ঞানালোচনাব অনুপ্রেরণা ভারতবর্ষে পৌছিয়াছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। সাংস্কৃতিক যুগের প্রাচীনতম কাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান-চিন্তায় ভাবতবর্ষের দান আধুনিক বিজ্ঞানালোচনায়ও এক বিশেষ স্থান অধিকার করিযা আছে; এবং সভ্যতাব সহিত ইহা সম্ভবতঃ চিবকাল জড়িত থাকিয়া যাইবে।

সংখ্যা-বিজ্ঞানের অঙ্ক ভারতবর্ষের আবিষ্কার এবং তাহাই পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল দশটি অঙ্ক দ্বাবা সমগ্র সংখ্যা প্রকাশেব গৌরব ভারতবর্ষের। এই আবিষ্কাব সমগ্র জগতে স্বীকৃত এবং গৃহীত হইযাছে।

কেবল ইহাই নহে। সেই যুগে জ্যোতির্বিদ্যায়ও ভারতবর্ষ যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। উত্তর-ভারতীয় মানমন্দিরগুলি তাহার প্রমাণ। আধুনিক মতসম্মত প্রথায় সজ্জিত এবং উন্নত না হইলেও ঐগুলি তৎকালীন জ্ঞান-সমৃদ্ধির অবিসম্বাদিত নিদর্শন। রসায়নে তথা আয়ুর্বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষ যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর পরে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান-চর্চ্চা বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানালোচনা ব্যাহত হইযা পড়ে। ইহার জন্য দায়ী রাষ্ট্রিক অনিশ্চয়তা। বহিরাগতদের আক্রমণ এবং সেই হেতু রাষ্ট্র-নীতিক পরিবর্ত্তন ও সামাজিক অব্যবস্থা বা অপব্যবস্থার ফলে ভারতীয় জ্ঞান-চর্চ্চায় যে বিপুল বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার প্রতিক্রিয়া খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতীয়গণকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছিল।

ভারতকে স্বপ্নবিলাসী দার্শনিক বলিয়া পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের দেওয়া অপবাদ যে নিতান্ত ভিত্তিহীন তাহা প্রমাণ করিতে আধুনিক বিজ্ঞানে ভারতের উপরোক্ত মৌলিক দানই যথেষ্ট। তাহার পরে রাষ্ট্রিক স্থিরতা আসার সঙ্গে সঙ্গে গত সত্তর বৎসরে আধুনিক বিজ্ঞানের আন্তর্জ্জাগতিক আসরে ভারতবর্ষ যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে তাহাতে ভারতীয়দের ধীশক্তি এবং আলোচনা-দক্ষতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্ত্তনে এবং আদর্শের অভাবে ভারতীয় শিক্ষা এবং জ্ঞান-চর্চার কেন্দ্রগুলি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ; অথচ আলোচনা-কেন্দ্র ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের অগ্রগতি অসম্ভব। গত দুই শতাব্দীতে বিভিন্ন সংসদের প্রতিষ্ঠা এবং সরকারী বিজ্ঞান-বিভাগগুলি স্থাপনের ফলে ভারতে আবার বিজ্ঞানালোচনার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে। ইহার মধ্যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এর প্রতিষ্ঠাই সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বাধিক প্রেরণা দান করিয়াছিল।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল :—কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্সের চেষ্টা ও যত্নে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানই বর্ত্তমানে 'রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' (১৯৩৬ খৃঃ) নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠাতা জোন্সের ভাষায় বলিতে গেলে 'মানুষ আর প্রকৃতির অনুসন্ধান করা' ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। পরিণতি লাভ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত হইলেও, ইহাই ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত।

প্রথমতঃ ইংরেজ সুধীবৃন্দের চেষ্টা ও যত্নেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য অগ্রসর হইতে থাকে ; অতঃপর ভারতীয়গণ ইহাতে যোগদান করিয়া

বিজ্ঞানালোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। সোসাইটির বিজ্ঞানালোচনার ফলাফল প্রকাশের জন্য "জর্নল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি" প্রকাশ করা হয়। আলোচনার ফলাফল এই 'জর্নেলে' নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হইত। সোসাইটির ইতিহাসে ১৮৮০-১৯০০ খৃষ্টাব্দ বিশেষ কর্মতৎপরতার যুগ। এই সময়ে ভারতীয় সুধীদিগের বহু বিজ্ঞানালোচনা সোসাইটির জর্নেলে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব), আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (গণিতবিজ্ঞান), জগদীশচন্দ্র বসু (পদার্থবিজ্ঞান) প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন), পি. এন্. বসু (ভূতত্ত্ব) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সরকারী বিভাগ ও বিজ্ঞানালোচনা—এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রতিষ্ঠাও আধুনিক বিজ্ঞানালোচনায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশের মেডিক্যাল সার্ভিসেস্-এর প্রতিষ্ঠা হয়; ইহাই পরবর্তীকালে 'ইণ্ডিয়ান্ সার্ভিসেস্' আখ্যা লাভ করে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে শরীরতত্ত্ব ও ব্যাধিবিজ্ঞান বা নিদানের গবেষণার পত্তন হইয়াছিল। কলেরা, ম্যালেরিয়া, বেরি-বেরি, কালাজ্বর, ইত্যাদি বহু বিষয়ে গবেষণা চলিতে থাকে। 'ট্রিগনমেট্রিকেল সার্ভে অব্ দি 'পেনিন্সুলা অব ইণ্ডিয়া'-র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দে; ইহাই বর্ত্তমানে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'; ভূগোলতত্ত্বানুসন্ধান এই বিভাগের মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' বা ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রতিষ্ঠার ফলে ভূতাত্ত্বিক ও ভারতীয় খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। বন ও বনজ সম্পদের অনুসন্ধানের সূত্রপাত হয় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে 'বটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' স্থাপিত হওয়ার ফলে।

এশিয়াটিক সোসাইটির যাদুঘরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড ব্লাইথ কিউরেটর নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে জীব-বিজ্ঞানের গবেষণার প্রবর্ত্তন করেন। ব্লাইথের পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে জন এণ্ডারসন্ কর্ম্মভার গ্রহণ করেন; অতঃপর সরকারের অধীনে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' বা ভারতীয় যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হইলে এণ্ডারসন্ সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট নিয়োজিত হন। ইঁহার পরিচালনায় জীববিদ্যার গবেষণা চলিতে থাকে। উড্-মেসন্ য্যাল্কক্ এবং য়্যানান্ডেল্ প্রভৃতি মনীষিগণও যাদুঘরের অধীনে জীববিদ্যা, নৃতত্ত্ব ও জীববিজ্ঞানের গবেষণায় ইহাকে এক নূতন প্রেরণা ও সুযোগ দান করেন। এশিয়াটিক সোসাইটির সুপারিশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার 'ইণ্ডিয়ান কোষ্টাল সার্ভে' বিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ফলে সামুদ্রিক জীব ও অন্যান্য সমুদ্রসংক্রান্ত তত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'ইন্স্পেকটর জেনারেল অব দি ফিসারিজ ইন্ ইণ্ডিয়া য়্যাণ্ড বার্ম্মা'-র প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এই সময় হইতে মৎস্য সম্বন্ধে ভারতীয় গবেষণা অগ্রগতি লাভ করে। স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 'আর্কিও-লজিকাল ডিপার্টমেণ্টে' প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী ব্যয়সংক্ষেপের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়; অতঃপর আবার ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার বিভিন্ন শাখায় প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা নবোদ্যমে চলিতে থাকে। মাদ্রাজস্থিত মানমন্দিরে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে আবহতত্ত্বের গবেষণা আরম্ভ হয়; কিন্তু ধারাবাহিক এবং সুনিয়ন্ত্রিত আলোচনা কখনও সম্ভব হয় নাই। অতঃপর এশিয়াটিক সোসাইটির চেষ্টা ও সুপারিশে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সুপরিচালিত গবেষণার উদ্বোধন হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন প্রদেশে রাজস্ব ও

কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়; ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কৃষিবিভাগ-গুলিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া পুসাতে 'ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট' স্থাপিত হইলে কৃষিতত্ত্বের ধারাবাহিক গবেষণার সূচনা হয়। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্লেগের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় বোম্বাইতে; ইহাই 'হাফ্‌কিনস্ ইন্‌ষ্টিটিউট'; উত্তরকালে আয়ুর্ব্বেদ-রসায়ন, জীবাত্মিক রসায়ন ও অন্যান্য প্রতিষেধক ঔষধের গবেষণায় এই একটি ইন্‌ষ্টিটিউট বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেসরকারী গবেষণা-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়—আধুনিক বিজ্ঞানালোচনায় প্রখর দূরদৃষ্টি ও অনুরাগ দেখিতে পাওয়া যায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যম ও চেষ্টায়। ইনি স্বীয় জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ও উদ্যম লইয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে' গবেষণাকালেই স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা রামন বিখ্যাত 'রমন এফেক্‌ট্' আবিষ্কার করিয়া নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অদ্যাবধি এই এসোসিয়েশন পদার্থ-বিদ্যার গবেষণায় সমগ্র ভারতে অগ্রগণ্য।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হইতে ভারতবর্ষ আধুনিক বিজ্ঞানা-লোচনায় দ্রুত তালে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এতদ্বিষয়ে পথ-প্রদর্শক। এবং তারকনাথ পালিত, রাসবিহারী ঘোষ ও খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহ বাহাদুরের বিপুল দান অবলম্বন করিয়া আশুতোষের অদম্য উৎসাহে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও উন্নত গবেষণার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়; আধুনিকতম সর্ব্বপ্রকার আয়োজনে ইহার গবেষণা-শাখাগুলি সুসজ্জিত করিয়া তোলা হয়। বর্ত্তমানে এখানে আধুনিক

বিজ্ঞানের সকল শাখায় শিক্ষাদান ও গবেষণা চলিতেছে। অতঃপর ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞানালোচনার ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্মধ্যে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে বহু উল্লেখযোগ্য মৌলিক গবেষণা হইয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ডঃ মেঘনাদ সাহার প্রাপ্য। তিনিই তথায় পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নততর গবেষণা প্রবর্ত্তন ও পরিচালনা করেন।

এতদ্ব্যতীত আরও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও গবেষণার কেন্দ্র আধুনিক বিজ্ঞানালোচনায় ভারতের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করিতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রের কয়েকটি নিম্নোক্ত তালিকায় উল্লিখিত হইল :—

১। ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্স, বাঙ্গালোর :—স্যর জে. এন্. টাটার দানে এবং ভারত-সরকার ও মহীশূর রাজের অর্থানুকূল্যে ও সহায়তায় ১৯১১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত।

২। বোস রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট (বা বসু বিজ্ঞানমন্দির)—জগদীশচন্দ্র বসুর অর্থে ও পরিচালনায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত।

৩। সেন্‌ট্রাল ইন্‌ষ্টিটিউট ফর মেডিকেল রিসার্চ্চ (সরকারী)।

৪। ইম্পেরিয়েল ডেয়ারী ইন্‌ষ্টিটিউট (সরকার)—স্থাপিত ১৯২০ খৃঃ।

৫। অল্ ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব পাব্লিক হেল্‌থ্ য়্যাণ্ড হাইজিন, কলিকাতা—রক্‌ফেলার ফণ্ডের অর্থানুকূলতায় ১৯৩৪ খৃঃ স্থাপিত; সরকার-পরিচালিত।

৬। স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন (সরকারী), কলিকাতা।

৭। ইণ্ডিয়ান ল্যাক্ রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট (সরকারী), রাঁচি :—স্থাপিত ১৯২৫ খৃঃ।

৮। ইম্পেরিয়েল কাউন্‌সিল অব এগ্রিকালচার্যাল রিসার্চ (সরকারী), দিল্লী :—স্থাপিত ১৯২৯ খৃঃ।

৯। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, কলিকাতা—স্থাপিত ১৯৩১ খৃঃ।

১০। ইউনাইটেড্‌ প্রভিন্সেস্‌ একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌, এলাহাবাদ—স্থাপিত ১৯৩০ খৃঃ; পরে 'ন্যাশনাল একাডেমি অব ইণ্ডিয়া' (১৯৩৬ খৃঃ)।

১১। ইণ্ডিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেস্‌ বাঙ্গালোর—স্থাপিত ১৯৩৪ খৃঃ।

১২। ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্‌ অব ইণ্ডিয়া (রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের আদর্শে গঠিত), কলিকাতা—স্থাপিত ১৯৩৫ খৃঃ।

ইহা ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান-শাখায় বিশিষ্ট কর্ম্মীদের বহু সংঘ, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি আপন আপন বিষয়-সীমার মধ্যে বিজ্ঞানা-লোচনায় সহায়তা করিতেছে।

ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস্‌ :—ভারতের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বহু গবেষণাকেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রেই শিক্ষাব্রতী এবং গবেষকগণ নিজ নিজ বিষয়ে মূল্যবান গবেষণায় কৃতকার্য্য হইতেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানের শাখাগুলি পরস্পরের সহিত জড়িত; এমন কি, একে অপরের উপর নির্ভরশীল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না; কিন্তু শাখা-প্রশাখার সংখ্যা এত বেশি যে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া একেবারে আত্মনির্ভরশীল হইয়া চলিতে হইলে গবেষণার কার্য্য ব্যাহত হয়। সুতরাং বিভিন্ন অংশে গবেষণালব্ধ ফলাফল ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে গবেষকদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। এই জন্য বিজ্ঞানের দৈনন্দিন অগ্রগতি ও নবাবিষ্কৃত তথ্যাদি সম্বন্ধে

প্রবন্ধ, পুস্তক, প্রভৃতি প্রকাশ ও পাঠ, এবং বৈজ্ঞানিকগণের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনা একান্ত অপরিহার্য্য। বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসুদের এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভানেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটির গৃহে নিখিল ভারতীয় বিজ্ঞান সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। এই সম্মেলনই পরবর্ত্তীকালে 'ইণ্ডিয়ান্ সায়েন্স কংগ্রেস এসোসিয়েশন' নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্য্য হইল বৎসারান্তে ভারতের বিজ্ঞানসেবিগণ সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান করিতে এবং চিন্তা ও কর্ম্মধারার বিনিময় করিতে পারেন তাহারই আয়োজন করা। এক এক বৎসর ভারতের এক এক অংশে এই মহাসম্মেলনের অধিবেশন হয়।

রাষ্ট্রিক ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সংযোগ:—নবলব্ধ রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনে সম্প্রতি কয়েকটি জাতীয় বিজ্ঞান-গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, যথা—'ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, দিল্লী'; 'ন্যাশন্যাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী, পুণা'; 'সেণ্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব গ্লাস য়্যাণ্ড এণ্ড সিলিকেট রিসার্চ্চ, যাদবপুর'; সেণ্ট্রাল ড্রাগ্‌স্ ল্যাবরেটরী, কলিকাতা'; 'ফার্‌মাকগ্‌নোসি ল্যাবরেটরী, কলিকাতা'; 'ফ্যুয়েল রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিটিউট, ডিগ্‌ওয়াদি (ধানবাদ, বিহার)'; 'ন্যাশন্যাল মেটালর্জিকেল ল্যাবরেটরী, জামশেদপুর'। এইগুলি সমস্তই সরকারী অর্থে বা পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত। আশা করা যায়, এই প্রতিষ্ঠান-গুলিতে অনুষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাদ্বারা প্রভূত জাতীয় উন্নতিসাধনের পথ উন্মোচিত হইবে।

ভারতীয় বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ:—উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশক হইতেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভারতীয়গণের মনোযোগ আকৃষ্ট

হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাদের কর্ম্মপন্থা ছিল বিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ সাময়িক এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা। তাঁহারা ভবিষ্যৎ কর্ম্মিগণের জন্য কোন নির্দিষ্ট পথরেখার নির্দ্দেশ দিতে সমর্থ হন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যত্নে এবং উৎসাহে ভারতে ধারাবাহিক গবেষণা আরম্ভ হয় এবং তাঁহারাই বর্ত্তমান ভারতের খ্যাতনামা গবেষকদের অধিকাংশকে তৈয়ারী করিয়া যান। তাঁহারা যে উদ্দীপনা এবং প্রেরণা দান করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ভারত আধুনিক বিজ্ঞানালোচনায় ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং জগৎ-সভায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে। যে সকল আধুনিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কার্ভে, (শ্রীযুক্তা) ইরাবতী :—জন্ম ১৯০৫ খৃঃ। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ.। ১৯২৮ খৃঃ বের্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'কাইজার উইলহেল্ম্ ইন্স্টিটিউট ফর এন্থ্রপলজি' শাখায় অধ্যাপক অয়গেন ফিসারের অধীনে নৃতত্ত্বে গবেষণা করিয়া ১৯৩০ খৃঃ ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন। জর্ম্মাণীতে থাকাকালে হুমবোল্ট্ বৃত্তি পান। ১৯৩১-৩৭ খৃঃ 'ইণ্ডিয়ান উইমেন্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের' রেজিষ্ট্রার ; ১৯৩৯ খৃঃ হইতে 'ডেকান কালেজ রিসার্চ্চ ইন্স্টিটিউটে' সমাজ-বিজ্ঞানের অধ্যাপিকা। নৃতত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানে মৌলিক গবেষণা করিয়া বিখ্যাত।

কৃষ্ণান, কে. এস. :—স্যর সি. ভি. রামনের শিষ্য ; ১৯২৩-২৮ খৃঃ রামনের সহযোগী ; ১৯২৮ খৃঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার ; ১৯৩৩ খৃঃ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক ; স্যর সি.

ভি. রামনের দক্ষিণহস্তরূপে "রমন এফেক্‌ট্" আবিষ্কারে অন্যতম সহায়ক; ১৯৪০ খৃঃ রয়েল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত; পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণা দ্বারা বিখ্যাত; বর্ত্তমানে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

কোঠারি, ডি. এস্.—উদয়পুর (রাজপুতানা) ও ইন্দোরে শিক্ষালাভ; এলাহাবাদে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার নিকট গবেষক; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ লইয়া কেম্‌ব্রিজে যান; তথায় ক্যাভেন্‌ডিশ্ ল্যাবরেটরীতে লর্ড রাদারফোর্ড ও অধ্যাপক আর. এইচ. ফাউলারের অধীনে গবেষণা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন; ১৯৩৪ খৃঃ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার; বর্ত্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। পদার্থবিজ্ঞানে বহু প্রামাণ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে; ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

গুহ, বিরাজশঙ্কর—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এ; হার্‌ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের—এ. এম্. ও পি. এচ-ডি; জুলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার নৃতত্ত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত এসিস্‌টেণ্ট-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্; বর্ত্তমানে এনথ্রপলজিকেল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্‌টর; ১৯৩১ খৃঃ সমগ্র ভারতের জাতিতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করেন, ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট্ অব সয়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

ঘোষ, স্যর জ্ঞানচন্দ্র—১৮৯৪ খৃঃ জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি; ১৯১৬ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের লেক্‌চারার; ১৯২১ খৃঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যলেয়ে রসায়নের অধ্যাপক; বর্ত্তমানে বাঙ্গালোরস্থ ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট্ অব সায়েন্স'-এর ডিরেকটর; রসায়নে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়া বিখ্যাত; ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

চন্দ্রশেখর, এস্.—জন্ম ১৯১০ খৃঃ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কেম্‌ব্রিজ, কোপেন্‌হেগেন প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত; কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো; ১৯৩৭ খৃঃ সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কিস্ মানমন্দিরে গবেষক, পরে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৪৩ খৃঃ এস্‌ট্রোফিজিক্‌স্‌এর অধ্যাপক নিযুক্ত; ১৯৪২ খৃঃ কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এস্-সি. ডি; ১৯৪৪ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত।

চ্যাটার্জ্জী, এস্. পি—১৯২৬ খৃঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি; ভূতাত্ত্বিক; হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক; ১৯২৮ খৃঃ রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক; ভূতত্ত্ব ও ভূগোলতত্ত্বে মৌলিক গবেষণা করিয়া বিখ্যাত; ১৯৩৩ খৃঃ শিক্ষাবিজ্ঞান অধ্যয়নের নিমিত্ত লণ্ডনে গমন করেন; তথায় শিক্ষাবিজ্ঞানে পি. এচ্-ডি উপাধিতে ভূষিত হন সেখান হইতে প্যারি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইন্‌স্টিটিউট ডি জিওগ্রাফি'-তে যোগ দেন; মৌলিক গবেষণা দ্বারা 'সোসাইটি অব ইকনমিক য়্যাণ্ড কমার্শিয়েল জিওগ্রাফি (প্যারি)' হইতে ১৯৩৭ খৃঃ 'গাউডি' পদক লাভ করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোলতত্ত্ব বিভাগে নিযুক্ত আছেন।

প্রুথি, এইচ. এস্.—পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জীবতত্ত্ব-বিজ্ঞানে এম্. এস্-সি; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কীট-পতঙ্গ-বিজ্ঞানে গবেষণায় পি. এচ-ডি. উপাধি এবং ১৮৫১ একজিবিশন বৃত্তি লাভ করেন; ১৯২৫-২৬ খৃঃ রকফেলার ইন্‌টারন্যাশনাল এডুকেশন বোর্ডের ফেলো নিযুক্ত হন; কীট-পতঙ্গ-বিজ্ঞানে বহু মৌলিক গবেষণা করিয়া ফলাফল প্রকাশের নিমিত্ত 'রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন' হইতে অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হন। ১৯২৫-৩৪ খৃঃ জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এসিস্ট্যান্ট

সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ; ১৯৩৫ খৃঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ইম্পেরিয়েল এণ্টমোলজিষ্ট পদে নিযুক্ত হন।

বসু, সত্যেন্দ্রনাথঃ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি. (১৯১৬ খৃঃ) ; নিস্পৃহ নীরব বিজ্ঞান-সাধক ; নাম-যশের প্রতি কোনরূপ আসক্তি নাই ; প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সহিত ইঁহার নাম জড়িত (বোস-আইনষ্টাইন ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্) ; ১৯১৬ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের লেক্‌চারার ; ১৯২১ খৃঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার এবং ১৯২৭ খৃঃ পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ; বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা প্রোফেসর অব ফিজিক্‌স্ ; ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

ব্যানার্জ্জী কেদারেশ্বরঃ—জন্ম ১৯০০ খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম্. এস্-সি ; পালিত-গবেষণা-বৃত্তি এবং ১৯২৬ খৃঃ গ্রিফিথ্ মেমোরিয়েল পুরস্কার লাভ করেন ; ১৯১৯ খৃঃ ডি এস্-সি ; ১৯৩১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ্ লইয়া ইংলণ্ডের বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্রসমূহে যান ; বর্ত্তমানে ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স মহেন্দ্রলাল সরকার প্রোফেসর ; ন্যাশন্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

ভাটনগর, স্যার শান্তিস্বরূপঃ—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। ১৯১৯ খৃঃ পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্. এস্-সি ; দয়াল সিং-বৃত্তি লইয়া লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক ই. জি. ডোনানের নিকট অধ্যয়ন ও গবেষণা করিয়া ১৯২১ খৃঃ রসায়নে ডি. এস্-সি উপাধি লাভ করেন ; বের্লিনস্থ কাইজার উইল্‌হেল্‌ম্ ইন্‌ষ্টিটিউট্ এবং প্যারির সারবোনে গবেষণা করিয়া প্রশংসিত হন ; বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক ;

পরে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক; ১৯৪০ খৃঃ বোর্ড অব্ সায়েন্টিফিক্ ইণ্ডাষ্ট্রিয়্যাল রিসার্চ বিভাগের ডিরেক্টর; ১৯৪৩ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন; রসায়নে বহু মৌলিক গবেষণায় গৌরব লাভ করিয়াছেন।

ভাবা, হোমি জে.:—জন্ম ১৯০৯ খৃঃ। বোম্বাই ও কেম্‌ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত; গণিত-বিজ্ঞানে ট্রাইপস্; ১৯৩২ খৃঃ রোজ-বল ট্র্যাভেলিং ষ্টুডেণ্টশিপ্ পান; রোমে অধ্যাপক ই. ফের্মির অধীনে ১৯৩৩-৩৪ খৃঃ গবেষণা করেন; পর পর তিন বৎসর আইজাক্ নিউটন ষ্টুডেণ্টশিপ্ বৃত্তি পাইয়াছিলেন; বর্ত্তমানে বোম্বাইতে ফাণ্ডামেণ্টাল্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান অধ্যাপক; ১৯৪১ খৃঃ রয়েল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম্. এস্-সি; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া ১৯৩০ খৃঃ জর্ম্মানীতে যান; জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্ল জাইস্ ফেলোরূপে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন; মিউনিকে অধ্যাপক এ. জমারফিল্ড্, জেনায় অধ্যাপক ফোগট্ এবং লাইপজিগে অধ্যাপক ডব্লিউ, হাইজেনবার্গ প্রভৃতি মনীষীর অধীনে গবেষণা করিয়া জর্ম্মাণীর উচ্চতম ডক্টরেট্ উপাধি লাভ করেন; কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পর পর দুই বৎসর তাঁহাকে ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ বৃত্তি দেওয়া হয়; পদার্থ বিজ্ঞানে বহু প্রামাণিক গবেষণা দ্বারা যশস্বী হইয়াছেন; বর্ত্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

মহালানবিশ, প্রশান্তকুমার—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্. এ; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপজ ও এম্. এ (১৯১৮ খৃঃ) স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের স্থাপয়িতা ও

সম্পাদক; ১৯৪১ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা-বিজ্ঞানের (Statistics) অধ্যাপক; কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক; ১৯৪৫ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত।

মুখার্জ্জী, বি.—জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। ১৯২৭ খৃঃ স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের কর্ণেল আর. এন্. চোপরার অধীনে ভারতীয় ভেষজের গবেষণায় নিয়োজিত; ১৯৩০ খৃঃ ভারত সরকারের অধীনে ড্রাগস্ এন্‌কোয়ারি কমিটির এসিস্‌ট্যাণ্ট্ সেক্রেটারী; ১৯৩৩ খৃঃ রকফেলার ফাউণ্ডেশন ফেলোশিপ বৃত্তি পাইয়া চীন, জাপান, আমেরিকা, গ্রেট্ ব্রিটেন, ফরাসী, বেলজিয়ম্ এবং জর্ম্মাণীর বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রগুলিতে গবেষণা করেন; ১৯৩৭ খৃঃ বাওকেমিকেল স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন ল্যাবরেটরীতে ডিরেক্টর নিযুক্ত হন; সম্প্রতি নব-প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট্রাল ড্রাগস্ ল্যাবরেটরীর ডিরেকটর পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। ভারতীয় ভেষজ এবং পাশ্চাত্য ভেষজ ও জীবাত্মিক নানাবিধ ঔষধসম্পর্কে উন্নত শ্রেণীর গবেষণা দ্বারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস্ অব ইণ্ডিয়ার ফেলো।

মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্.এস্-সি., লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্-সি; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক; বর্ত্তমানে ইম্পেরিয়ল কাউন্‌সিল্ অব এগ্রিকালচার্‌ল্ রিসার্চ্চ-এর ডিরেকটর; বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট রসায়নবিদ্।

রামন, স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত; ১৯০৭ খৃঃ ভারত সরকারের ফাইনান্স বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন; ১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ

বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন; ১৯২৮ খৃঃ বিখ্যাত 'রমন এফেক্‌ট্' আবিষ্কার করিয়া ১৯৩০ খৃঃ পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন; ১৯৩০ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন। ১৯৪১ খৃঃ আমেরিকার ফ্র্যাঙ্কলিন্ পদক লাভ করেন।

সাহা, মেঘনাদ—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানে এম্, এস্-সি ও ডি, এস্-সি; লণ্ডনের ইম্পেরিয়ল কলেজ অব্ সায়েন্সে ও বের্লিনে মৌলিক গবেষণা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন; ১৯২২-২৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক; ১৯২৩-৩৮ খৃঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক; ১৯৩৫-৩৬ কার্নেগী রিসার্চ বৃত্তি পান; রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো; বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক।

সাহানী, বীরবল—জন্ম ১৮৯১ খৃঃ। লাহোরে শিক্ষাপ্রাপ্ত; লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস্-সি; কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় এস্-সি. ডি; ১৯৩৬ খৃঃ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্কলে পদক লাভ করেন; লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ডীন্ অব্ দি ফ্যাকাল্‌টি অব্ সায়েন্স; ভারতীয় উদ্ভিদাশ্ম-তত্ত্বের (palaeobotany) গবেষণা করেন, ১৯৩৬ খৃঃ রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত।

সেওারকর, ডি, ডি,—জন্ম ১৯০১ খৃঃ। রসায়নে উপাধি লাভ করিয়া হায়দরাবাদের নিজাম কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হন; ১৯২৭ খৃঃ ঢাকা হইতে বি. টি. পাশ করিয়া লণ্ডন যান; ১৯২৮ খৃঃ লণ্ডন হইতে টিচার্‌স্ ডিপ্লোমা এবং ১৯৩০ খৃঃ শিক্ষাবিজ্ঞানে পি. এচ্-ডি উপাধি লাভ করেন।

রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডন ও ভারতীয় ফেলো

প্রতিষ্ঠা ও উদ্দেশ্য :—রয়্যাল সোসাইটি অব্ লণ্ডন গ্রেট ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী-সংসদ ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের তদানীন্তন সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ রাজকীয় স্বীকৃতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য দান করিয়া প্রতিষ্ঠানটিকে স্থায়ীরূপ দান করেন। মৌলিক গবেষণাপ্রসূত প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক নিবন্ধাদি সমিতির 'ফিলসফিক্যাল ট্র্যান্‌জেক্‌শন্স'-এ প্রকাশিত হয়। বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার, সমিতির বিভিন্ন কর্মতৎপরতার বিবরণ এবং নিবন্ধাদি 'প্রোসিডিংস্'-এ প্রকাশিত হইয়া থাকে। কোপ্‌লে, ডেভি, হিউজেস্ প্রভৃতি পদক এবং দুইটি রাজকীয় পদক গুণগ্রাহিতার চিহ্নস্বরূপ বিশিষ্ট বিজ্ঞানকর্মীকে প্রতি বৎসর সমিতি হইতে প্রদত্ত হয়; দ্বৈবার্ষিক পুরস্কাররূপে রাম্‌ফোর্ড ও ডারউইন পদক বিখ্যাত। বলা বাহুল্য, উৎকৃষ্টতম গবেষকদিগকেই এই পদকগুলি পুরস্কার দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত আইজাক্ নিউটন্ প্রভৃতি কতিপয় বৃত্তিও বিশিষ্ট শিক্ষার্থী ও গবেষককে দেওয়া হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর বৃটিশ রাষ্ট্রের পনেরো জন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকে এই সমিতিতে ফেলো মনোনয়ন করা হয়। মনোনয়নকালে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে বৈজ্ঞানিক মৌলিকতা প্রধান বিচার্য্য। ফেলো মনোনয়নে প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য ছয়জন প্রাক্তন ফেলোর সুপারিশ প্রয়োজন; কাউন্সিল এইরূপে সুপারিশ-প্রাপ্ত প্রার্থীর মধ্য হইতে পনেরো জনকে নির্ব্বাচন করিয়া সাধারণ সভায় পাঠান; অবশেষে সাধারণ সভা ব্যালট দ্বারা চূড়ান্তভাবে ফেলো মনোনীত করেন।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, গবেষণা, অনুশীলন প্রভৃতি বিজ্ঞানের অগ্রগতির উদ্দেশ্যে পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বার্ষিক যে অর্থ মঞ্জুর করা হয় তাহার বিলি-ব্যবস্থার ভার সোসাইটির। এতদতিরিক্ত ১৮৯৬ খৃঃ হইতে সোসাইটির প্রকাশনার নিমিত্ত প্রভূত অর্থ (প্রায় ১০০০ পাউণ্ড) রাজকোষ হইতে সমিতির হাতে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ:—এ, কারসেতজি (১৮৪১ খৃঃ); শ্রীনিবাস রামানুজম (১৯১৮ খৃঃ); স্যর জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০ খৃঃ); স্যর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটা রামন (১৯৩০ খৃঃ); অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা (১৯৩১ খৃঃ); অধ্যাপক বীরবল সাহানী (১৯৩৬ খৃঃ); অধ্যাপক কে, এস্, কৃষ্ণান (১৯৪০ খৃঃ); ডক্টর হোমি জে. ভাবা (১৯৪১ খৃঃ): স্যর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩ খৃঃ); অধ্যাপক এস্. চন্দ্রশেখর (১৯৪৪ খৃঃ); অধ্যাপক প্রশান্তকুমার মহলানবিশ (১৯৪৫ খৃঃ)।

কয়েকটি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

আলোকচিত্র (ফোটোগ্রাফি):—আলোকচিত্রের আদিম পরিকল্পনার জন্ম হয় ১৫৫৩ খৃঃ ব্যাপটিস্টা পোর্টা কর্তৃক প্রস্তুত ক্যামেরা লুসিডা হইতে। অতঃপর ডি. বারবারো (১৫৬৮ খৃঃ), ই. দান্তি (১৫৭৩ খৃঃ), এফ. রাইজনার. কেপ্‌লার (১৬০৪-১১ খৃঃ), জে. জান (১৬৬৫ খৃঃ) প্রভৃতি মনীষীদের চেষ্টায় ইহা ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু যান্ত্রিক পরিকল্পনাই ইহার সব কিছু নহে; রাসায়নিক পদার্থেরও ইহাতে প্রয়োজন। ১৮০২ খৃঃ টম্ ওয়েজ্‌উড্‌ ও হাম্‌ফ্রে ডেভি ছায়াচিত্রের পূর্ণাঙ্গ আবিষ্কারের পথে এক ধাপ অগ্রসর

হন বটে ; কিন্তু স্থায়ী চিত্র গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ১৮২২ খৃঃ নীপ্‌সি প্রথম স্থায়ী আলোকচিত্র গ্রহণে সমর্থ হন।

উড়ো জাহাজ (বা এরোপ্লেন) :—১৭০৬ খৃষ্টাব্দে স্যর জর্জ কেলি প্রথম উড়ো জাহাজের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৮৪২ খৃঃ স্ট্রিংফেলো যে পরিকল্পনা এবং নমুনা প্রস্তুত করিলেন তাহা হইতে আকাশে উড়িবার কল্পনার বাস্তবতা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিত হন। ১৯০০ খৃঃ উইল্‌বর্ রাইট্ ও আর্‌ভিল রাইট্ (রাইট ব্রাদার্স) গ্লাইডারের সাহায্যে যুগান্তকারী পরীক্ষা আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খৃঃ সার্তো ডুমো একটি উড়ো যন্ত্রে একুশ সেকেণ্ডে ২৫০ গজ চলিতে সমর্থ হন। ১৯০৮ খৃঃ উইল্‌বর্ রাইট্ নিজ পরিকল্পিত জাহাজে ১ ঘণ্টা ৩১ মিনিট ২৫ সেকেণ্ডে ৫৬ মাইল উড়িয়া যান। ইহাই অধুনা পরিকল্পিত উন্নততর উড়ো জাহাজের সূচনা।

এক্‌স্-রে :—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বেভেরিয়াস্থ উর্তস্‌বার্গ পরীক্ষাগারে অধ্যাপক রোএণ্ট্‌গেন ইহা আবিষ্কার করেন। ইহা রোএণ্ট্‌গেন রে বা রঞ্জন রশ্মি নামেও খ্যাত।

য়্যাটম্ বম্ :—মাত্র ১৯৪৪ খৃঃ অটো হান্ আবিষ্কার করিলেও য়্যাটম্ বোমা সম্বন্ধে মূলতাত্ত্বিক গবেষণা বহু পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। ভবিষ্যতে সমাজ-কল্যাণকর কার্য্যে ইহা অনেক প্রয়োজনে আসিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

কলের গান (গ্রামোফোন) :—১৮৫৭ খৃঃ লিঁও স্কট 'ফনেটোগ্রাফ্' নামে শব্দগ্রাহী যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। ইহাই আধুনিক কলের গানের ইঙ্গিত দান করে। ১৮৭৭ খৃঃ টমাস্ আল্‌ভা এডিসন্ প্রথম শব্দ-গ্রহণ এবং মানবকণ্ঠের হুবহু ধ্বনি প্রচারের বিখ্যাত যন্ত্র কলের গানের আবিষ্কার করেন।

চলচ্চিত্র (বা মোশন পিক্‌চার) :—আধুনিক চলচ্চিত্রের আদিমতম কল্পনার সৃষ্টি ১৮৯৪ খৃঃ টমাস্ আল্‌ভা এডিসনের কিনেটো-স্কোপ হইতে। কিনেটোস্কপিক ফিল্মের সাহায্যে ১৮৯৫ খৃঃ ভার্জ্জি-নিয়ায় 'উড্‌ভিল লেথাম' চিত্র প্রক্ষেপ করিয়া দেখানো হয়। ঐ বৎসরই লুই লুমিয়ার ও আগাষ্টে লুমিয়ার 'সিনেমেটোগ্রাফ্' নামে এক উন্নততর যন্ত্রের উদ্ভাবনে কৃতকার্য্য হন। অতঃপর ১৯০৩ খৃঃ এড্‌উইন এস. পোর্টার সর্বাঙ্গসুন্দর চলচ্চিত্র গ্রহণ ও প্রক্ষেপনে সাফল্যলাভ করেন। সর্ব্বশেষে, ১৯২৮ খৃঃ বাণী ও চিত্রের একত্র সন্নিবেশ সম্ভব হয়।

চলমান যন্ত্র (বা লোকোমোটিভস্ বা ইঞ্জিন) :—ইঞ্জিনের প্রথম কল্পনার গৌরব সেভ্‌রী, পেপিন্ ও নিও কোমেনের প্রাপ্য, যদিও তাহার অবস্থা অনুন্নত ছিল। অতঃপর ১৭৬৯ খৃঃ জেম্‌স্ ওয়াট্ এক ইঞ্জিনের আবিষ্কার করেন। ইহাই বর্ত্তমান উন্নততর ইঞ্জিনসমূহের আদিম পরিকল্পনা।

টেলিগ্রাফ :—১৫৫৮ খৃঃ পোর্টা প্রথম টেলিগ্রাফের আশা পোষণ করেন। ১৬৫০ খৃঃ ফন্ গুএরিক সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার পরে এই বিষয়ে বহু গবেষণা চলিতে থাকে। ১৮৩২-১৮৩৮ খৃঃ মধ্যে মোর্‌স্ (আমেরিকা) কার্য্যকরীভাবে সংবাদ আদান-প্রদানে সমর্থ হন।

টেলিফোন :—১৮৭৬ খৃঃ আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (বোস্‌টন্, আমেরিকা) আবিষ্কার করেন।

ডিনামাইট্ :—সুইডেনের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার অ্যাল্‌ফ্রেড্ নোবেল ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ডিনামাইট্ আবিষ্কার করেন।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র (টেলিস্‌কোপ) :—১৬০৮ খৃঃ হল্যাণ্ডে এই যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। ১৬১২ খৃঃ গ্যালিলিও ইহার এই নামকরণ করিয়া যন্ত্রের বহু উন্নতিসাধন করেন।

বিজলী (ইলেক্‌ট্রিসিটি) :—বোলোনের লুইগি গ্যাল্‌ভেনি ১৭৮০ খৃঃ বিজলীর আবিষ্কার করেন। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎতত্ত্বের গবেষণা ও নানা মতবাদ প্রচারের ফলে ১৮৭৬ খৃঃ জেব্‌লোকভ্‌ ও সি. এফ্‌. ব্রুশ্‌ বিজলী বাতির প্রচলন করেন।

বেতারবার্ত্তা (ওয়্যারলেস্‌) :—ম্যাক্‌স্‌ওয়েলের পরে হের্ত্‌স্‌, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ও মার্‌কনী এতদ্বিষয়ে বহু মৌলিক গবেষণা করেন। অতঃপর জি. মার্‌কনী ১৮৯৬ খৃঃ বেতারে সংবাদ আদান-প্রদানের উপায় আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হন। ১৯০৭ খৃঃ লী ডি. ফরেষ্ট এক নূতন উদ্ভাবন দ্বারা (thermoionic amplifier) বহু দূর হইতে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা উন্নততর করিয়া তুলিতে সমর্থ হন।

মুদ্রণযন্ত্র (প্রিণ্টিং প্রেস্‌) :—সাধারণতঃ আধুনিক মুদ্রণ-যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে জর্ম্মাণীর জন গুটেনবের্গের নাম পরিচিত; তিনি ১৪৫৪ খৃঃ মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের নিদর্শন পাওয়া যায়। হার্‌লেম্‌বাসী লরেন্স-জান্‌ৎসুন্‌ কোস্টার গুটেন্‌বের্গেরও পূর্ব্বে ১৪২০-১৪৩০ খৃঃ মধ্যে এক প্রকার মুদ্রণ-যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহারও বহু পূর্ব্বেকার মুদ্রিত পুস্তক চীন দেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং মুদ্রণ-যন্ত্র প্রথম আবিষ্কারের গৌরব চীন দেশেরই প্রাপ্য; কিন্তু তাহাদের আবিষ্কারের কোন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই।

মোটর গাড়ী :—মোটরকার ইঞ্জিনের প্রথম আবিষ্কর্তা গট্‌লিএব ডেইম্‌লার। তিনি ১৮৮৬ খৃঃ প্রথম এই ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়া সাফল্য লাভ করেন। ইহা লঞ্চ-চালনায় প্রথমে ব্যবহৃত হয়। ইহারও পূর্বে ১৮৮৫ খৃঃ বাট্‌লার ইংলণ্ডে প্রথম মোটর সাইকেল আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

রেডিয়ম্ :—১৮৯৮ খৃঃ প্যারীতে অধ্যাপক পিয়েরে ক্যুরী ও তদীয় পত্নী ম্যাদাম ক্যুরী এবং জি বেমো রেডিয়ম্ আবিষ্কার করেন। ইহারও দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৮৯৬ খৃঃ এ. এইচ. বেকেরেল (ফরাসী) ইউরেনিয়ম লবণ হইতে এক অত্যুজ্জ্বল আলোককণার স্ফুরণ দেখিতে পান। মুখ্যতঃ, এই ঘটনাই প্রথম রেডিয়মের সন্ধান দেয়। তবে সমগ্র সংস্পর্শ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক ধাতু হিসাবে রেডিয়ম আবিষ্কারের কৃতিত্ব ও গৌরব অধ্যাপক ও ম্যাডাম ক্যুরীর। এক টন ইউরেনিয়ম হইতে খুব বেশি হইলে মাত্র ০·৩২ গ্রাম রেডিয়ম্ পাওয়া যাইতে পারে।

রেলগাড়ী :—চলমান যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ১৮১৪ খৃঃ জর্জ্জ স্টিফেন্‌সন রেল ইঞ্জিনের পরিকল্পনা করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮২৫ খৃঃ প্রথম যাত্রীবাহী রেল-চলাচলের সূত্রপাত হয় (২৭শে সেপ্টেম্বর)।

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ-বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ-বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯০১	ডব্লিউ. সি. রোএণ্ট্গেন (জর্ম্মাণী)	জে. এইচ্. হফ্ (হল্যাণ্ড)	ই. এডল্ফ্ ফন্ বেরিং (জর্ম্মাণী)
১৯০২	এইচ্. এ. লরেন্স (ডেনমার্ক) এবং পি. জীমেন (ডেনমার্ক)	এমিল ফিশার (জর্ম্মাণী)	স্তর রোণাল্ড্ রস্ (ইংলণ্ড)
১৯০৩	এ. এইচ্. বেকেরেল (ফরাসী) এবং পিয়েরে ক্যুরী ও মারী ক্যুরী (ফরাসী)	এস্. আইনিয়স্ (সুইডেন)	এন্. আর. ফিন্সেন্ (ডেনমার্ক)
১৯০৪	লর্ড র‍্যালে (ইংলণ্ড)	স্তর উইলিয়ম্ র‍্যাম্জে (ইংলণ্ড)	আই. পি. পাভল্ভ্ (রাশিয়া)
১৯০৫	ফিলিপ্ লেনার্ড (জর্ম্মাণী)	এ. ফন্ বেয়ার (জর্ম্মাণী)	আর. কোখ্ (জর্ম্মাণী)
১৯০৬	জে. জে. টম্সন্ (ইংলণ্ড)	এইচ.. মোইজ্ঁা (ফরাসী)	র‍্যামনি ক্যাজল (স্পেন) এবং ক্যামিলো গলগি (ইটালি)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ-বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ-বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯০৭	এ. এ. মাইকেল্‌সন্ (আমেরিকা)	ই. রুখনার (জর্ম্মাণী)	সি. এল্. এ, ল্যাভেরে (ফরাসী)
১৯০৮	জি. লিপ্‌ম্যান্ (ফরাসী)	আর্‌নেস্ট রাদারফোর্ড (ইংলণ্ড)	পল্. এর্‌লিশ্ (জর্ম্মাণী) এবং ই. ম্যাচ্‌নিকফ্ (ফরাসী)
১৯০৯	জি. মার্‌কনি (ইটালি) এবং এফ্. ব্রাউন (জর্ম্মাণী)	ডব্লিউ. আস্‌ওয়াল্ড (জর্ম্মাণী)	টমাস্ কোখের (সুইজরলণ্ড)
১৯১০	জে. ডি. ভ্যানডার্‌ওয়াল্ (জর্ম্মাণী)	অটো ওয়ালাখ্ (জর্ম্মাণী)	এ. কোজেল (জর্ম্মাণী)
১৯১১	ডব্লিউ. বায়েন্ (জর্ম্মাণী)	মারী এস্, ক্যুরী (ফরাসী)	এ. গুল্‌স্ট্রাণ্ড (সুইডেন)
১৯১২	গুস্তাফা ডালেন (সুইডেন)	অধ্যাপক গ্রিগ্‌নার্ড (ফরাসী) এবং পি. সাবেটিয়ার (ফরাসী)	এ. ক্যারেল (আমেরিকা)
১৯১৩	এইচ্, ক্যামের্‌লিং-ওন্‌স্ (ডেনমার্ক)	য়্যাল্‌ফ্রেড, বার্‌নার্ (সুইজারলণ্ড)	সি, রিকেট (ফরাসী)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ-বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ-বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯১৪	এম্. ফন্ লাউএ (জর্ম্মাণী)	টি. ডব্লিউ. রিচার্ডস্ (আমেরিকা)	আর. বেরেনী (অস্ট্রিয়া)
১৯১৫	ডব্লিউ. এইচ্. ব্র্যাগ্ এবং ডব্লিউ. এল্. ব্র্যাগ্ (ইংলণ্ড)	আর. উইল্‌স্টাটার (আমেরিকা)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৬	প্রদত্ত হয় নাই	প্রদত্ত হয় নাই	ঐ
১৯১৭	সি. জি. বার্ক্‌লা (ইংলণ্ড)	ঐ	ঐ
১৯১৮	ম্যাকস্ প্লাঙ্ক্ (জর্ম্মাণী)	ফ্রিৎস্ হাব্‌বার্ (জর্ম্মাণী)	ঐ
১৯১৯	জে. স্টার্ক (জর্ম্মাণী)	প্রদত্ত হয় নাই	জে. বোর্ডে (বেলজিয়ম্)
১৯২০	সি. ই. গুইলোম্ (সুইজরলণ্ড)	ওয়াল্‌টার নের্ন্‌স্ট্ (জর্ম্মাণী)	এ. ক্রঘ্. (ডেনমার্ক)
১৯২১	আলবার্ট আইন্‌ষ্টাইন্ (জর্ম্মাণী)	এফ.. সডি (ইংলণ্ড)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯২২	নি এল্ বর্ (ডেনমার্ক)	এফ্. উব্লিউ. এস্‌টন্ (ইংলণ্ড)	এ. হিল্ ইংলণ্ড এবং অধ্যাপক মেয়ারহফ্ (জর্ম্মাণী)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ-বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ-বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯২৩	আর. এ. মিলিকান (আমেরিকা)	ফ্রিৎস্ প্রেগ্‌ল্ (অস্ট্রিয়া)	এফ্. জি. ব্যাণ্টিং এবং জে. জে. আর. ম্যাক্‌লিয়ড্ (কানাডা)
১৯২৪	কে. এম্. জি. সিগ্‌বান্ (সুইডেন)	প্রদত্ত হয় নাই	ডব্লিউ আইন্‌থোভেন (হল্যাণ্ড)
১৯২৫	জেম্‌স্ ফ্রাঙ্ক্ (জর্ম্মাণী) এবং গুস্তভ্ হের্ত্‌স্ (জর্ম্মাণী)	আর. জিগ্‌মণ্ডি (জর্ম্মাণী)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৬	জীন্ বি, পেরিন্ (ফরাসী)	টি. স্ভেড বার্গ্ (সুইডেন)	জে. ফাইবিগার্ (ডেনমার্ক)
১৯২৭	আর্থার কম্পটন্ (আমেরিকা) এবং সি. টি. রীজ্ উইল্‌সন্ (ইংলণ্ড)	এইচ্. উইন্‌ডস্ (জর্ম্মাণী)	জুলিয়স্ ডব্লিউজোরেগ্ (অস্ট্রিয়া)
১৯:৮	ও. ডব্লিউ. রিচার্ডসন (ইংলণ্ড)	এ. উইন্‌ডস্ (জর্ম্মাণী)	চার্লস্ নিকল্ (ফরাসী)
১৯২৯	ডুস্ এল্. ভি. ড ব্রগ্‌লী (ফরাসী)	এ. হার্ডেন্ (ইংলণ্ড) এবং এইচ., ফন্ সুলের কেপ্‌লিন সুইডেন)	এফ.. জে. হপ্‌কিন্‌স্ (ইংলণ্ড) এবং ই, আইজেক্‌মান (হল্যাণ্ড)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ-বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ-বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯৩০	স্তর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কাটা রামন (ভারতবর্ষ)	হান্‌স্ ফিশার (জর্ম্মাণী)	কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার (আমেরিকা)
১৯৩১	প্রদত্ত হয় নাই	কার্ল বশ্ এবং এফ্. বের্জিয়স্ (জর্ম্মাণী)	অটো এইচ. ওয়ারবুর্ক্ (জর্ম্মাণী)
১৯৩২	ডব্লিউ. হাইজেন্‌বের্গ (জর্ম্মাণী)	আই. ল্যাংমুইএর (আমেরিকা)	স্তর চার্লস্ শেরিংটন এবং ই. ডি য়্যাড্রিয়ান্ (ইংলণ্ড)
১৯৩৩	পি. এ. এম্. ডিরাক্ (ইংলণ্ড) এবং এর্‌উইন শ্রডিংগার্ (অস্ট্রিয়া)	প্রদত্ত হয় নাই	টি. এইচ.. মর্‌গান্ (আমেরিকা)
১৯৩৪	প্রদত্ত হয় নাই	এইচ. সি. ইউরে (আমেরিকা)	জি. মিনো. ডব্লিউ. পি. মর্‌ফি এবং জি. এইচ্. হুইপ্ল্ (আমেরিকা)
১৯৩৫	জে. চ্যাড্‌উইক্ (ইংলণ্ড)	এফ্. জোলিয়ট্ ও ম্যাডাম্ ক্যুরী জোলিয়ট্ (ফরাসী)	এইচ.. স্পীমান (জর্ম্মাণী)
১৯৩৬	ভি. জি. হেস্ (অস্ট্রিয়া) এবং সি. ডি. হেণ্ডার্‌সন্ (আমেরিকা)	পেব্‌টার ডেবয় (জর্ম্মাণী)	স্তর হেন্‌রি ডেইল্ (ইংলণ্ড) এবং অটো লোই (অস্ট্রিয়া)

বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

বর্ষ	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন	ভেষজ বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব
১৯৩৭	সি. জে. ডেভিসন্ (আমেরিকা) এবং জি. পি. টম্‌সন্ (ইংলণ্ড)	ডব্লিউ. এন্. হাওয়ার্থ (ইংলণ্ড) এবং পল্ কেরার (সুইজরলণ্ড)	আল্‌বার্ট ফন্ সেণ্টগিয়র্গি (হাঙ্গারি)
১৯৩৮	এন্‌রিকো ফের্মি (ইটালি)	আর. কুন্ * (জর্ম্মাণী)	সি. হেমান্‌স্ (বেল্‌জিয়ম্)
১৯৩৯	ই. ও. লরেন্স্ (আমেরিকা)	এ. এফ. জে. বুটেনট্* (জর্ম্মাণী) এবং এল্. রুৎসিকা (সুইজরলণ্ড)	জি. ডোমাগ্ (জর্ম্মাণী)
১৯৪০-১৯৪২	প্রদত্ত হয় নাই	প্রদত্ত হয় নাই	প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩	অটো স্টার্ন্ (আমেরিকা)	জর্জ্জ ফন্. হেভেসি (সুইডেন)	কেন্‌রিক্ ডাম্ (কোপেন্-হোগেন্) এবং ই. য়্যাড্রেলবার্ট ডয়জি (আমেরিকা)
১৯৪৪	ইসিডর আইজাক্ রাবি (আমেরিকা)	অটো হান্ (জর্ম্মাণী)	জোসেফ আর্লেঙ্গার এবং এইচ. গেসার (আমেরিকা)
১৯৪৫	অধ্যাপক পাউলি (সুইজরলণ্ড)	আর্‌থুরি বির্‌তানেন্ (ফিন্‌ল্যাণ্ড)	স্যর এ. ফ্লেমিং, স্যর হাওয়ার্ড্ ফ্লোরি এবং ই. চাইন্‌স্ (ইংলণ্ড)
১৯৪৬	পি. ডব্লিউ ব্রিজ্‌ম্যান্ (আমেরিকা)	জে. বি. সুমনের + (কর্নেল) এবং জে. এইচ.. নর্‌থ্‌প্ ও ডব্লিউ. এস্. স্ট্যান্‌লি (প্রিন্‌স্‌টন)	এইচ. জে মুলার (আমেরিকা)

* গ্রহণ করেন নাই। + অর্দ্ধেক, অপর অর্দ্ধেক অন্য দুই জন।

ভারতের সাহিত্য

ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের চুম্বক ও বৈশিষ্ট্য :—

ভারতীয় সাহিত্য চিরদিনই অন্তর্মুখীন ও আত্মকেন্দ্রিক। ভারতের প্রাচীন কবি ও নাট্যকারগণ প্রধানতঃ স্ব স্ব আবেগ ভাষায় স্ফুর্ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন; প্রকৃতি ও মানুষের বাহ্যিক বিকাশ অপেক্ষা আন্তরিক, বিশেষতঃ স্বীয় হৃদয়ের পটভূমিতে ভাবানুশীলনই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। এই অন্তর্মুখীন আত্মকেন্দ্রিক ভাবের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছিল আধ্যাত্মিকতা। ভারতীয় সাহিত্যের আধ্যাত্মিকতারও একটি বিশেষ রূপ আছে। এই রূপকে সংবৃত আখ্যা দেওয়া চলে। বিশেষতঃ, বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণ ভগবানকে স্বর্গের দুর্গম দুর্গ হইতে মর্ত্ত্যের মাটিতে নামাইয়া আনিয়াছেন; অথবা, বলা চলে যে, আপনাদিগকে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করিয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের ঈশ্বরের সহিত এই অভিসারে অহেতুক উচ্ছ্বাস নাই, অসাধ্যসাধনের গর্ব্ব নাই; এই অভিসার নিতান্তই যেন স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতার সহিত এক অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত ভাব মিশিয়া যে মধুর রসের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই ছিল মধ্যযুগীয় (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত) ভারতীয় কাব্যের বৈশিষ্ট্য। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতীয় সাহিত্যে কিছু অবনতি পরিলক্ষিত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবের সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্যের মৃতপ্রায় স্রোতস্বিনী এক নূতন প্রাণের রসে উচ্ছল হইয়া উঠে। বাঙ্গালা ছন্দ ও অলঙ্কার ভারতচন্দ্রের শিল্পী-মনের স্পর্শ লাভ করিয়া অভূতপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করে এবং এক উজ্জ্বল আগামীর পথ

খুলিয়া দেয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের এ হেন উন্নতি হইলেও, ভারতের অন্যান্য সাহিত্য যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই থাকিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের নবজীবনের যুগ। কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, কি রাজনীতি, সাহিত্য, ব্যবসায়, সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ অভাবিত উন্নতি লাভ করে। এই উন্নতি এত দ্রুত হইয়াছিল যে, এক শতাব্দীতে ভারতবর্ষ তিন শতাব্দীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। জীবনের এই বহুমুখী অগ্রধাবনের প্রভাব ভারতীয়

সাহিত্যের উপরও পড়ে। কিন্তু, এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই অগ্রগতিতে বঙ্গদেশ যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে তাহার সহিত অন্যান্য প্রদেশের উন্নতির কোনও তুলনা হয় না; বিশেষতঃ, সাহিত্যে বঙ্গদেশ যদি বিশ্ববিজয় করিয়া থাকে, তবে অন্যান্য প্রদেশ সামান্য একখানি গ্রামও দখল করিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ! উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য ও উপন্যাস সদ্য জন্মলাভ করিয়া বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টায় একেবারে বিশ্বদরবারে আসন লাভ করে। মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের প্রতিভার ফলে বাঙ্গালা নাটকেরও সমূহ উন্নতি হয়। ত্রৈলোক্যমোহনের কৃতিত্বের ফলে বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসও বিশ্ববিজয়ে সক্ষম হইয়া উঠে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করে বাঙ্গালা কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির স্বর্ণলেখনীর স্পর্শে বাঙ্গালা কবিতা অতুলনীয় মূর্ত্তি ধারণ করে। সর্ব্বশেষে রবীন্দ্রনাথকে অনুগামী করিয়া আসরে প্রবেশ করিলেন বিহারীলাল। রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বিস্ময়কর প্রতিভার গুণে বাঙ্গালা কবিতা বিশ্ববিজয় করিল। ভারতের অন্যান্য সাহিত্যের কর্ণধারগণের মধ্যে ইক্‌বালের নাম এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। ইক্‌বাল যে বিশ্বের দরবারে প্রথম শ্রেণীর কবির আসন দাবী করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্য পৃথিবীতে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, বিংশ শতাব্দীতে তাহা সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির ফলে সমস্ত জগৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রমথ চৌধুরী সমালোচনা-সাহিত্যও বাঙ্গালা সাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করে।

রবীন্দ্রোত্তর যুগেও বাঙ্গালা সাহিত্যের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। এই যুগের লেখকদের অনেকেই রবীন্দ্র-প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যান। এই শ্রেণীর লেখকদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র অগ্রগণ্য। রবীন্দ্র-কনিষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, পরশুরাম, কাজী নজরুল ইস্‌লাম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, প্রভৃতি বহু প্রথম শ্রেণীর লেখকের অভ্যুদয় ঘটে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষ ভাগ হইতে বঙ্গসাহিত্যে একটি বামপন্থী সুর ফুর্ত্ত হইয়া উঠে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বিশ্বসমর আরম্ভ হইলে, এই সুর এক নূতন গঠনতান্ত্রিক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। যুদ্ধকালীন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্মুখগতির পথে বহু দূর অগ্রসর হইয়া যায়। এই যুগে যে সকল লেখক খ্যাতি অর্জ্জন করেন, তন্মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ ও সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক অচিন্ত্য সেনগুপ্তের রচনা এই সময়ে সৃষ্ট সকল সাহিত্যকে অতিক্রম করিয়া যায়।

যুদ্ধোত্তর বাঙ্গালা সাহিত্য কিছু মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, প্রকৃত যুদ্ধোত্তর সাহিত্য-রচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। ইহা বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতের পক্ষে বিশেষ লজ্জার কথা।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালা সাহিত্য পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইলেও, ভারতের অন্যান্য সাহিত্য এখনও তেমন উন্নতি লাভ করে নাই।

আলোচ্য বৎসরে নিম্নলিখিত দুইজন সাহিত্যিকের মৃত্যু হইয়াছে :—

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় :—ইনি পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী। তরুণ বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের মধ্যে ইনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। গল্পরচনায় ইঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। মৃত্যুকালে ইঁহার মাত্র ৩২ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

প্রমথনাথ চৌধুরী :—বাঙ্গালা সাহিত্যের সকল বিভাগেই ইঁহার অতুলনীয় দান, বিশেষত: 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করিয়া ইনি বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৭৮ বৎসর হইয়াছিল।

কয়েকজন বিশিষ্ট জীবিত বাঙ্গালী সাহিত্যিক

অচিন্ত্য সেনগুপ্ত :—সাহিত্যের সকল বিভাগে অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার যুদ্ধকালীন রচনা শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করিতে পারে।

অনুরূপা দেবী :—উপন্যাস-রচয়িত্রী। প্রধান গ্রন্থ—'মা', 'পোষ্যপুত্র', 'মহানিশা', 'কুমারিল ভট্ট' 'মন্ত্রশক্তি' ইত্যাদি।

অন্নদাশঙ্কর রায় :—সাহিত্যের সর্ব্ববিভাগে সমান হাত। অপূর্ব্ব প্রতিভাসম্পন্ন। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—'পথে-প্রবাসে' (ভ্রমণ-কাহিনী)।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৬৩ খৃঃ দক্ষিণেশ্বরে। বিদ্রূপপূর্ণ হাস্যরসাত্মক উপন্যাস রচনায় বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য রচনা—'কোষ্ঠির ফলাফল', 'আই হাজ', 'ভাদুড়ী মশাই' ইত্যাদি। বর্ত্তমানে পূর্ণিয়াবাসী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ বীরভূমের লাভপুর গ্রামে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প রচয়িতা।

বিখ্যাত রচনা—'ধাত্রীদেবতা', 'জলসা-ঘর', 'দুই পুরুষ', 'মধু মাষ্টার' 'তারিণী মাঝি', 'অগ্রদানী' 'কালিন্দী' ইত্যাদি। বামপন্থী লেখক।

(কাজী) নজরুল ইসলাম :—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। উদ্দীপনাময়ী কবিতা-রচনায় অদ্বিতীয়। জনপ্রিয় কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই ইঁহার স্থান। দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি ইঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় :—প্রকৃত নাম তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। বর্ত্তমান বঙ্গের উদীয়মান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইঁহার যুদ্ধ-কালীন রচনা অত্যন্ত মনোজ্ঞ।

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় :—বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ অনুবাদ-সাহিত্যিক।

প্রবোধকুমার সান্যাল :—জন্ম ১৯০৭ খৃঃ। প্রকৃত শিল্পী-জনোচিত মনোবৃত্তিসম্পন্ন লেখক। নরনারীর প্রেমই ইঁহার প্রধান বিষয়বস্তু—ইহাকে কেন্দ্র করিয়া ইনি বহু প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস ও গল্প রচনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে 'প্রিয় বান্ধবী', 'আঁকা বাঁকা', 'এই যুদ্ধ', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভ্রমণকাহিনী-রচনায়ও ইঁহার জুড়ি নাই। ইঁহার রচিত 'মহাপ্রস্থানের পথে' বাঙ্গালা সাহিত্যের অমর গ্রন্থ।

প্রেমেন্দ্রহরি মিত্র :—আধুনিক বাঙ্গালা কবিতা ও বামপন্থী সুরের স্রষ্টা। অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি। ছোট গল্প রচনাতেও পারদর্শী।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় :—ওরফে 'বনফুল'। জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পূর্ণিয়ার মণিহারী গ্রামে। সাহিত্যের সকল বিভাগে সমান পারদর্শী। অতি অল্প পরিসরে গল্প রচনায় ইঁহার ন্যায় অপর কেহ সক্ষম নহেন। প্রধান রচনা—'বৈতরণী তীরে', দ্বৈরথ', 'বনফুলের গল্প' ইত্যাদি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ যশোহর জেলার বারাকপুর গ্রামে। শিশু-মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনায় অদ্বিতীয়। উল্লেখযোগ্য রচনা—'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিতা' ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব বসু :—জন্ম ১৯০৮ খৃঃ, কুমিল্লা। সুকবি। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সাহিত্য-প্রবন্ধ-রচনায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। উপন্যাসও লেখেন। 'অসূর্য্যম্পর্শা', 'সাড়া', 'ঘরেতে ভ্রমর এলো', 'বন্দীর বন্দনা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

মোহিতলাল মজুমদার—রবীন্দ্রানুজ শ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ইঁহার কাব্যে একটি মনোরম দৃপ্ত ভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত :—রবীন্দ্রযুগেই রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়াছেন ইনি। বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। দুঃখবাদী কবি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী :—জন্ম ১৮৭৮ খৃঃ নদীয়ার জমশেরপুর। অন্যতম শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রানুগামী কবি।

রাজশেখর বসু :—ওরফে পরশুরাম। জন্ম ১৮৮০। বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক লেখক।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প রচয়িতা।

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য :—শ্রেষ্ঠ কম্যুনিষ্ট কবি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কবি-প্রতিভা। (মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে ১৩৫৪ সালের বৈশাখ মাসে মারা গিয়াছেন)।

নোবেল পুরস্কার

আল্‌ফ্রেড্‌ নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ খৃঃ) একজন সুইডেনবাসী খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। এই শ্রেণীর আরও বহু বিস্ফোরক ও দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নোবেল তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বৃহদংশ উইল দ্বারা ট্রস্ট্‌ করিয়া রাখিয়া যান। ট্রস্ট্‌-কৃত অর্থভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড বা প্রায় আড়াই কোটি টাকা; এই বিপুল সম্পত্তির বার্ষিক আয় প্রায় ৬,৫০০ পাউণ্ড। উইলে উল্লিখিত অভিলাষ অনুসারে এই আয় দ্বারা নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পাঁচজন মনীষীকে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) পদার্থবিজ্ঞান, (২) রসায়ন, এবং (৩) ভেষজবিজ্ঞান ও শরীর-তত্ত্ব বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার; (৪) আদর্শপূর্ণ সাহিত্য রচনা, এবং (৫) বিশ্বশান্তি বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপনের প্রকৃষ্টতম প্রচেষ্টা।

এই পুরস্কার দাতার নামানুসারে 'নোবেল পুরস্কার' নামে আখ্যাত। নোবেলের পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যু তিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়।

এখন পর্য্যন্ত দুইজন ভারতবাসী বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভে সমর্থ হইয়াছেন—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটারমণ পদার্থবিজ্ঞানে এই পুরস্কার পান।

সাহিত্য ও শান্তিপ্রচারে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম *

খৃষ্টাব্দ	সাহিত্য	শান্তি
১৯০১	আর. এফ. এ. সুলী-প্রুধোম (ফ্রান্স)	হেন্‌রী ডুনান্ত্ (সুইজর্‌লণ্ড) এবং ফ্রেডারিক পাসে (ফ্রান্স)
১৯০২	টি. মমসেন (জর্মাণী)	এলি ডুনিওমম্ এবং আলফ্রেড্ গোবা (সুইজর্‌লণ্ড)
১৯০৩	বি. ব্‌জর্ণসন্ (নরওয়ে)	ডব্লিউ. আর্. ক্রেমার (গ্রেট বৃটেন)
১৯০৪	এফ মিস্ত্রাল (ফ্রান্স) এবং যোশেফ এগিচারে (স্পেন)	'দি ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব্ ইণ্টারন্যাশানাল ল' (ঘেণ্ট, বেলজিয়ম)
১৯০৫	এইচ. সিয়েশ কিয়েচ্‌ৎস্ (পোলাণ্ড)	ব্যরনেস্ বি. ফন্. সুট্নের (অষ্ট্রিয়া)
১৯০৬	জি. কার্‌ডুশ্চি (ইটলী)	থিওডোর রুজভেল্ট (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯০৭	রাডিয়ার্ড কিপ্‌লিং (গ্রেট্ বৃটেন)	আর্ণেষ্টো টি. মোনেটা (ইটলী) এবং লুই রেণা (ফ্রান্স)
১৯০৮	রুডোল্‌ফ্ এউছ্‌কেন্ (জর্মাণী)	কে. পি. আর্ণল্ড্‌সন্ (সুইডেন) এবং এম্, এফ্, বাঁজের (ডেনমার্ক)
১৯০৯	সেল্‌মা লাগেরলফ্ (সুইডেন)	ব্যারণ দেস্তুয়রনেল দ্য কন্‌স্তাঁৎ (ফ্রান্স) এবং এম্. বিয়ারনায়েট (নেদারল্যাণ্ডস্)
১৯১০	পল জোহান্ লাডইগ্ হেইজে (জর্মাণী)	'ইণ্টারন্যাশানাল পার্মানেণ্ট পীস্ ব্যুরো' (সুইজর্‌লণ্ড)

* অন্যান্য বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের নামের তালিকার জন্য ২৩৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

খৃষ্টাব্দ	সাহিত্য	শান্তি
১৯১১	মরিস্ মেতারলিঙ্ক (বেলজিয়ম)	টি. এম, সি. আসের (নেদারল্যাণ্ড্স্) এবং আলফ্রেডো ফ্রিয়েড্ (অষ্ট্রিয়া)
১৯১২	জি, হাউপ্টমান (জর্ম্মাণী)	এলিহু রুট (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাঙ্গালা, ভারতবর্ষ)	এইচ., লাফঁতাইন (বেলজিয়ম)
১৯১৪	প্রদত্ত হয় নাই	প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৫	রোমাঁ রোলাঁ্যা (ফ্রান্স)	ঐ
১৯১৬	ভি. হেইডেনষ্টাম্প্ (সুইডেন)	ঐ
১৯১৭	কার্ল গজেল্লেরাপ এবং এম্. পণ্টপ্ পিদান (ডেনমার্ক)	'ইণ্টারন্যাশানাল রেড্ ক্রশ্,' (জেনেভা, সুইজরল্যাণ্ড)
১৯১৮	প্রদত্ত হয় নাই	প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯	সি. স্পিট্‌লার (সুইজরল্যাণ্ড)	উড্রো উইল্‌সন্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯২০	ন্যুট হামসুন (নরওয়ে)	লিওঁ বুর্জ্জোয়া (ফ্রান্স)
১৯২১	আনাতোল ফ্রান্স (ফ্রান্স)	এইচ্. ব্রাণ্টিং (সুইডেন) এবং খৃষ্টিয়ান্ এল্. ল্যাঙ্গে (নরওয়ে)
১৯২২	জে, বেনাভেন্তে (স্পেন)	ফ্রিৎজোফ্ নান্‌সেন্ (নরওয়ে)

খৃষ্টাব্দ	সাহিত্য	শান্তি
১৯২৩	ডব্লিউ, বি, ইয়েৎস্ (আয়র্লণ্ড)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৪	ব্লাদিস্ল রেমণ্ট (পোলাণ্ড)	ঐ
১৯২৫	জর্জ্জ বার্ণার্ড শ (গ্রেট বৃটেন)	চার্লস্ জি, ডাওয়েস্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র) এবং অষ্টিন চেম্বারলেন (গ্রেট বৃটেন)
১৯২৬	গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা (ইটলী)	আরিস্তাইদ্ ব্রিয়াঁদ (ফ্রান্স) এবং জি. ষ্ট্রেজেমান্ (জর্ম্মানী)।
১৯২৭	হেনরী বার্গসঁ (ফ্রান্স)	এফ্. বুইস (ফ্রান্স) এবং লুডউইগ্ কুাইডে (জর্ম্মাণী)
১৯২৮	এস্. উন্দসেৎ (নরওয়ে)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৯	টমাস্ মান্ (জর্ম্মাণী)	এফ্, বি, কেল্লগ্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯৩০	সিনক্লেয়ার লুইস্ (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)	নাদান্ সোদারব্লম (সুইডেন)
১৯৩১	ই. আক্সেল কার্লফেল্দৎ (সুইডেন)	জেন য়্যাডাম্স্ এবং এন্. এম্. বাটলার (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯৩২	জন্ গল্স্ওয়ার্দ্দি (গ্রেট বৃটেন)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৩	আইভান্ বুনিন্ (রাশিয়া)	নর্ম্যান য়্যাঞ্জেল (গ্রেট বৃটেন)
১৯৩৪	লুইগী পিরাণ্দেলো (ইটলী)	আর্থার হেণ্ডারসন্ (গ্রেট বৃটেন)

খৃষ্টাব্দ	সাহিত্য	শান্তি
১৯৩৫	প্রদত্ত হয় নাই	কার্ল ফন্ ওজিয়েটোস্কী (জর্মাণী)
১৯৩৬	ইউজেন ও'নীল (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)	সি, এস্, লামাস্ (আর্জেন্টিনা)
১৯৩৭	আর্ এম্ দুগাদ (ফ্রান্স)	ভায়কাউন্ট. সেসিল (গ্রেট বৃটেন)
১৯৩৮	পার্ল বাক (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)	'ন্যান্‌সেন্ ইণ্টারন্যাশানাল অফিস ফর রেফিউজিজ' (জেনেভা, সুইজরল্যাণ্ড)
১৯৩৯	পি, ই, সিল্লান্‌প্পা (ফিনল্যাণ্ড)	প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪০-৪৩	প্রদত্ত হয় নাই	ঐ
১৯৪৪	জে. ভি. জেন্‌সেন্ (ডেনমার্ক)	কর্ডেল হাল (আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র)
১৯৪৫	গ্রেবিয়েলো মেস্‌ত্রালি (চিলি)	'ইণ্টারন্যাশানাল রেড. ক্রশ কমিটি' (সুইজরল্যাণ্ড)

স্বরাজ

স্বরাজ

নির্ভীক নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী
দৈনিক বাংলা সংবাদ পত্র। প্রগতি-
পন্থী আধুনিক নর নারীর বিশ্বস্ত
মুখপত্র। প্রত্যহ প্রাতে কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত এবং বাঙ্গলা ও
বাঙ্গলার বাহিরে সকল প্রধান
কেন্দ্রে প্রচারিত হয়।

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ মজুমদার।

ভারতের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা

ভূমিকা :—ভারতীয় সংবাদ-সাহিত্য ও সাময়িক পত্রিকার সূত্রপাত বৃটিশ আমলেই হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীরামপুরে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ দেশীয়দের মধ্যে শিক্ষাপ্রচারের গৌণ উদ্দেশ্যে এবং বাইবেল ছাপানর মুখ্য উদ্দেশ্যে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রণযন্ত্রই উত্তরকালে ভারতীয় সংবাদপত্রের আগমন-পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

ভারতের প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় ইংরেজী ভাষায় খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের উদ্যোগে। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহারাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সূচনায়, সংবাদপত্র ও দৈনিকপত্র শব্দ দুইটি সমার্থবোধক ছিল না ; কোনও কোনও সংবাদ-পত্র সপ্তাহে একবার, কোনখানি বা দুই-তিনবার প্রকাশিত হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতির হাওয়া সংবাদপত্রেও আসিয়া লাগে। এই যুগেই ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত, পরিচালিত ও সম্পাদিত হইতে থাকে। এই সকল আদি সম্পাদকগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। বলিলে অন্যায় হইবে না যে, সংবাদ-সাহিত্যে প্রথম জাতীয়তাবোধ পরিবেশনের কৃতিত্ব ঈশ্বরচন্দ্রের ; তাঁহার 'সংবাদ-প্রভাকরে' লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রপ্রমুখ বহু বাঙ্গালী সাহিত্যরথী যশস্বী হন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িক পত্রিকার অভাবনীয় সম্ভাবনার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেন।

শিশিরকুমার ঘোষ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রকাশ করিলে, ভারতে প্রকৃত সাংবাদিকতার পত্তন হয়। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজী ভাষায় লিখিত 'বেঙ্গলী' নির্ভীক সরকারবিরোধী ভাষণের পথনির্দ্দেশ করে। ইহার পর ধীরে ধীরে বহু প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে 'ফরওয়ার্ড' (ইংরেজী), 'লিবার্টি' (ইংরেজী), 'দৈনিক বসুমতী' 'আনন্দবাজার পত্রিকা', প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গদর্শনের পরে সাহিত্য-পত্রিকার বিবর্দ্ধন ঘটে 'ভারতী', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'মাসিক বসুমতী', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল', 'পরিচয়' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার প্রকাশের ফলে। ইহাদের মধ্যে যুগস্রষ্টা হিসাবে 'প্রবাসী', 'সবুজপত্র', 'কল্লোল' ও 'পরিচয়'-এর দাবী সর্ব্বাগ্রগণ্য।

মাসিক পত্র ব্যতীত অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মধ্যে 'বাংলার কথা', 'বঙ্গবাণী', 'কবিতা', শনিবারের চিঠি', 'মুখপত্র' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্র ও সরকার :—জনশিক্ষার শোচনীয় অবস্থা ও দেশবাসীর আর্থিক দুর্গতির ফলে ভারতের সংবাদপত্র-পাঠকের সংখ্যা কোনদিনই আশানুরূপ হয় নাই; বিশেষতঃ, উনবিংশ শতাব্দীতে ইহাদের অবস্থা নিতান্ত মুষ্টিমেয় ছিল। উপরন্তু, এই যুগে বিজ্ঞাপন হইতেও তেমন আয় হইত না। ফলে, ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকাগুলিকে একান্তরূপে ধনবানদের বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। সুতরাং, সেই যুগে সংবাদসাহিত্যের অবস্থা ছিল শোচনীয় ও অনিশ্চিত। বর্ত্তমান শতাব্দীতে অবস্থা কিছু উন্নত হইলেও, আশার আলো ফুটিয়া উঠে নাই।

সংবাদপত্রের উপরোক্ত আর্থিক দুর্গতির সঙ্গে সরকারী দৌরাত্ম্য চিরকালই অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই

সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইনের সৃষ্টি হয়। প্রথমে কোনও লিখিত আইন না থাকিলেও, জেনারেল পোষ্ট অফিসের মারফৎ সংবাদপত্রের প্রচার বন্ধ করার প্রথা ছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলস্‌লী কর্তৃক প্রথম সংবাদপত্রনিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার আইন লিপিবদ্ধ হয় এবং পরে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রসমূহের উপরও এই আইন আরোপিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ নিয়ন্ত্রণ-আইন কিছু শিথিল করেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে অস্থায়ী বড়লাট য়্যাডাম্ সংবাদপত্রও প্রেসকে পুনরায় নিয়ন্ত্রণের কঠোর নাগপাশে বন্দী করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে স্তর চার্লস্ মেট্‌কাফ্ ভারতীয় সংবাদপত্রের উপর হইতে সকল বিধিনিষেধ অপসৃত করিয়া দেশবাসীর নিকট ধন্যবাদার্হ হন। সিপাহী-বিদ্রোহের ফলে লর্ড ক্যানিং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'প্রেস্ য়্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করিয়া এই স্বাধীনতা খর্ব্ব করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র বা পুস্তকাদিতে সরকারবিরোধী কোনও তথ্য বা মন্তব্য প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। তিন বৎসর পরে লর্ড রিপন এই আইন রদ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সন্ত্রাসবাদের সময় 'দি নিউজপেপার য়্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করিয়া সন্ত্রাসবাদের সমর্থক কোনও মন্তব্যাদি প্রকাশ নিষিদ্ধ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের 'প্রেস য়্যাক্ট'-এর ফলে, নূতন সংবাদপত্রাদি প্রকাশ কঠিন হইয়া উঠে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় ভারত-সরকার এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটির নির্দ্দেশানু-যায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী নিয়ন্ত্রণ-নিগড় শিথিল করিয়া ১৯২২ খৃষ্টাব্দের আইন লিপিবদ্ধ হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের দরুণ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের 'প্রেস্ অর্ডিন্যান্স্'-এ জামানত দাবী করার সূত্রপাত হয়; এই

অর্ডিন্যান্সই পরে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস (জরুরী ক্ষমতা) য়্যাক্ট, ১৯৩১' আখ্যা লাভ করে। এই আইন ক্রমেই কঠিন হইতে কঠিনতরো হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ, যুদ্ধের সময় কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার ওজুহাতে সংবাদপত্রের আকার যেভাবে হ্রাস করা হইয়াছিল এবং নূতন সংবাদপত্র প্রকাশে যে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই মর্ম্মান্তিক। আশার কথা, বর্ত্তমানে এই নিষেধাজ্ঞা কিছু শিথিল করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কতিপয় বিশিষ্ট ভারতীয় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার তালিকা

(ক) ইংরেজী দৈনিক

কলিকাতাঃ—ষ্টেটস্‌ম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া, মর্ণিং নিউজ।

বোম্বাইঃ—টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া, বম্বে ক্রনিক্‌ল্।

মাদ্রাজঃ—হিন্দু, দি মেইল।

এলাহাবাদঃ—লীডার।

পাটনাঃ—ইণ্ডিয়ান্ নেশন, সার্চ্চ লাইট।

লক্ষ্ণৌঃ—পাইওনিয়ার, ন্যাশানাল হেরাল্ড।

দিল্লীঃ—হিন্দুস্থান টাইম্‌স্, ডন্, ন্যাশানাল কল।

লাহোরঃ—সিভিল য়্যাণ্ড মিলিটারী গেজেট, ট্রিবিউন।

করাচীঃ—ডেইলী গেজেট, সিন্ধ অবজার্ভর।

(খ) ইংরেজী সাময়িক

সাপ্তাহিক :—লিংক, ফোরাম, ইলাষ্ট্রেটেড উইক্লী অব্ ইণ্ডিয়া, পিপল্‌স্ এণ্ড কমার্স (বোম্বাই); বিহার হেরাল্ড (পাটনা); হরিজন (আহমেদাবাদ); ইণ্ডিয়ান ফিন্যান্স, ক্যাপিটাল, ফরওয়ার্ড, ওরিয়েণ্ট ইলাষ্ট্রেটেড উইক্লী, স্পোর্টস্ য়্যাণ্ড্ স্ক্রীণ, ইলাষ্ট্রেটেড নিউজ, (কলিকাতা)।

মাসিক :—মডার্ণ রিভ্যু (কলিকাতা), ইণ্ডিয়ান রিভ্যু (মাদ্রাজ), ক্যারাভান্ (দিল্লী), প্রবুদ্ধ ভারত, উইমেন্‌স্ স্পোর্টস্ ওয়ার্ল্ড (কলিকাতা)।

কিশোর-পত্রিকা :—হেডে (দিল্লী)।

(গ) দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক

বাঙ্গালা :—আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী, আজাদ, কৃষক, দৈনিক ভারত, নবযুগ, স্বাধীনতা, স্বরাজ, হিন্দুস্থান (সব কয়খানিই কলিকাতা হইতে প্রকাশিত)।

হিন্দী :—প্রতাপ (কানপুর); হিন্দুস্থান (দিল্লী); ভারত (এলাহাবাদ); বিশ্বামিত্র, লোকমান্য, বিশ্ববন্ধু (কলিকাতা); হিন্দী মিলাপ (লাহোর); লোকশক্তি (পুণা); সংসার, আজ (বারাণসী)।

উর্দ্দু :—মিলাপ, প্রতাপ (লাহোর); তেজ (দিল্লী)।

সিন্ধী :—সংসার সমাচার, করাচী (করাচী)।

গুরমুখী :—দৈনিক আকালী (লাহোর)।

গুজরাটী :—বোম্বাই বর্ত্তমান, জন্মভূমি (বোম্বাই)।

মারাঠী :—নবকাল, নবশক্তি, সংগ্রাম, লোকমান্য।
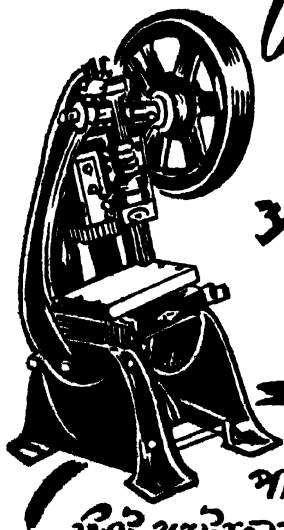
তামিল :—দিনমণি (মাদ্রাজ)।

তেলেগু :—অন্ধ্র পত্রিকা (মাদ্রাজ)।

(খ) বাঙ্গালা সাময়িক

মাসিক :—প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক-বসুমতী, পরিচয়, শনিবারের চিঠি, মন্দিরা, মোহম্মদী, বঙ্গশ্রী (কলিকাতা); প্রভাতী (পাটনা); উত্তরা (বারাণসী)।

সাপ্তাহিক :—দেশ, সচিত্র ভারত, অরণি, মুখপত্র (কলিকাতা); সোণার বাংলা (ঢাকা)।

ত্রৈমাসিক :—কবিতা, চতুরঙ্গ (কলিকাতা)।

কিশোর-পত্রিকা :—মৌচাক, শিশুসাথী, রংমশাল (কলিকাতা)।

ভারতের বিশিষ্ট সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান

রয়টার	এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া	য়ুনাইটেড্ প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া।

ভারতের আর্থিক অবস্থা

ভারতসরকারের আর্থিক অবস্থা :—যে কারণেই হউক না কেন, গত ১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতসরকারের আর্থিক অবস্থা উত্তরোত্তর অবনতিলাভ করিতেছে। বর্ত্তমানে ঋণের পরিমাণ এত অধিক হইয়া পড়িয়াছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই ঋণমুক্ত হওয়ার আশা ভারতসরকারের আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে এই ঋণভার বিভীষিকাময় আকার ধারণ করিয়াছে। নিম্নে ভূতপূর্ব্ব ভারতসরকারের ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের যে বাজেট প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে এই বক্তব্যের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হইবে। এহেন আর্থিক দুর্গতির মধ্যে শাসনভার গ্রহণ করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে যে নিদারুণ দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বহু বিবেচনার পর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার যে বাজেট রচনা করিয়াছেন, তাহাতে সম্ভাব্য ঘাটতির পরিমাণ অনেক কম দেখানো হইলেও, আশান্বিত হইয়া উঠিবার অবস্থা এখনও আসে নাই।

ভারতসরকারের আয় ও ব্যয় :—কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান আয়ের উৎস হইতেছে, শুল্ক, কর্পোরেশন ট্যাক্স ও অন্যান্য কর, রেলওয়ে, ডাক ও তারবিভাগ, কারেন্সী ও টাকশাল, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাভ এবং লবণ কর। ব্যয়ের প্রধান নিমিত্ত হইতেছে দেশরক্ষা, আভ্যন্তরীণ শাসনও শৃঙ্খলা, ঋণপ্রত্যার্পণ, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য, ইত্যাদি।

ভারতসরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব (বাজেট)

খৃষ্টাব্দ	আয় (কোটি টাকা)	ব্যয় (কোটি টাকা)	ঘাটতি (কোটি টাকা)
১৯৪৫-৪৬	৩৬২'৩৪	৫১৭'৬৩	১৫৫'২৯
„ (সংশোধিত)	৩৬০'৬৬	৫০৫'৬১	১৪৪'৯৫
১৯৪৬-৪৭	৩০৭'০০	৩৫৫'৭১	৪৮'৭১

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের আয় ব্যয়ের হিসাব (বাজেট)

খৃষ্টাব্দ	আয়	ব্যয়	ঘাটতি
১৯৪৬-৪৭	৩৩৬'১৯	৩৮১'৪৭	৪৫'২৮
১৯৪৭-৪৮	২৭৯'৪২	৩২৭'৮৮	৪৮'৪৬

দ্রষ্টব্য :—১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশসমূহকে ৩২ কোটি টাকা ঋণদান করিতে ও ৪৫ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। দামোদর পরিকল্পনা, কতিপয় বাঁধ ও রাজপথ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে লবণ কর উচ্ছেদের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ কোটি টাকারও অধিক ক্ষতি হইবে। ফলে, ১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দে মোট ক্ষতির পরিমাণ ৫৬ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। অবশ্য, লাভকর, আয়কর, অনুপার্জ্জিত টাকার উপর 'সুপার-ট্যাক্স', 'কর্পোরেশন ট্যাক্স, চা রপ্তানীর মাশুল ইত্যাদি বৰ্দ্ধিত করার ফলে ঘাটতির পরিমাণ অনেক হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। কিন্তু যতই আশা করা হউক না কেন, এ কথা অস্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই যে, ভারতসরকার নিতান্তই আর্থিক চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়া আছে এবং যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ দুর্য্যোগের তরঙ্গ আসিলে নিদারুণ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইবে।

প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় ব্যয়ঃ—ভূমি-রাজস্ব আবগারীশুল্ক, ষ্ট্যাম্প, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য, সেচ, ইত্যাদি হইতেছে প্রাদেশিক সরকারগুলির আয়ের উৎস এবং শাসন, শান্তিরক্ষা, শিক্ষা, বিচার, চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, প্রভৃতি খাতে এই আয় ব্যয়িত হয়। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধারম্ভের পর প্রদেশগুলির আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘাটতির পরিবর্ত্তে উদ্বৃত্তই হইতেছে। কেবল বাঙ্গালা, যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও ওড়িষ্যার বাজেটেই ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালা ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের ঘাটতির অঙ্ক নিতান্তই নগণ্য, বিশেষতঃ ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দের বাজেটেই যুক্তপ্রদেশে ঘাটতি দেখা দিয়াছে—ইতিপূর্ব্বে কয়েক বৎসর যাবৎ উদ্বৃত্তই ছিল। কিন্তু বাঙ্গালার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ঋণভার ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, তৃতীয়পক্ষের উস্কানী, রাজনৈতিক দলাদলি বা ষড়যন্ত্র, যে কোনও কারণেই হউক, বাঙ্গালা সরকারের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা সরকারের বিস্তৃত বাজেট

১৯৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দের আনুমানিক হিসাব

বাবদ	আয়	ব্যয়
রাজস্ব—	৩১,২৫,৮৮,০০০৲	২,৬১,২৭,০০০৲
রেলপথ—	৯২,০০০৲	
সেচ ও নৌ-বিভাগ এবং বাঁধ, খাল, ইত্যাদি—	—২,৭৪,০০০৲	২,২৩,৬৩,০০০৲
ঋণের সুদ—	৩৭,৭৯,০০০৲	৪৫,৪৮,০০০৲
অসামরিক শাসন—	২,৪৮,২৮,০০০৲	২৪,৭৮,৭০,০০০৲
„ গৃহ ও পথ নির্ম্মাণ—	৪৯,২০,০০০৲	৬,৪৭,৬১,০০০৲
বিবিধ—	৫১,৯২,০০০৲	৮,৪০,২৩,০০০৲
কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য—	... ...	
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে আদান প্রদান—	১৭,০০০৲	
অ-সাধারণ (Extra-ordinary) আয়—	১২,৫৬,৪৭,০০০৲	৮,৯১,১১,০০০৲
মোট—	৪৭,৬৭,৮৯,০০০৲	৫৩,৮৮,০৩০০০৲

বিভিন্ন প্রদেশের বাজেট (কোটি টাকার হিসাব)

প্রদেশ	১৯৪৫-৪৬ খৃঃ (সংশোধিত)		১৯৪৬-৪৭	
	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
মাদ্রাজ	৪৫'৬৩	৪৫'৬৩	৪১'৪৪	৪০'৮২
বোম্বাই	৩২'৫০	৩২'১৯	৩০ ২০	৩০'১৫
বাঙ্গালা	৩৫'৮২	৪৩ ২৭	৪১'১৯	৫০'৬৫
যুক্তপ্রদেশ	২৮'৫৩	২৮'৪৫	২৭'০৭	২৭'৬৩
পাঞ্জাব	২২'৬৩	২১'৭৩	২১'৩০	২০'৮৩
বিহার	১৩'২৭	১২'০২	১৩ ৮৯	১৩'৩৯
মধ্যপ্রদেশ	১০'৩৫	১০ ৩৩	৯'০৫	৯'০৪
আসাম	৫'৮৩	৫'৪০	৫'১৫	৫'০৫
উঃ-পঃ-সীমান্ত	২'৯০	২'৯০	২'৬৩	২'৭৯
উড়িষ্যা	৩'৪৫	৩'৫২	৩'৫৮	৩'৯২
সিন্ধু	৮'২৮	৮'২৬	৮'০৩	৮'০০
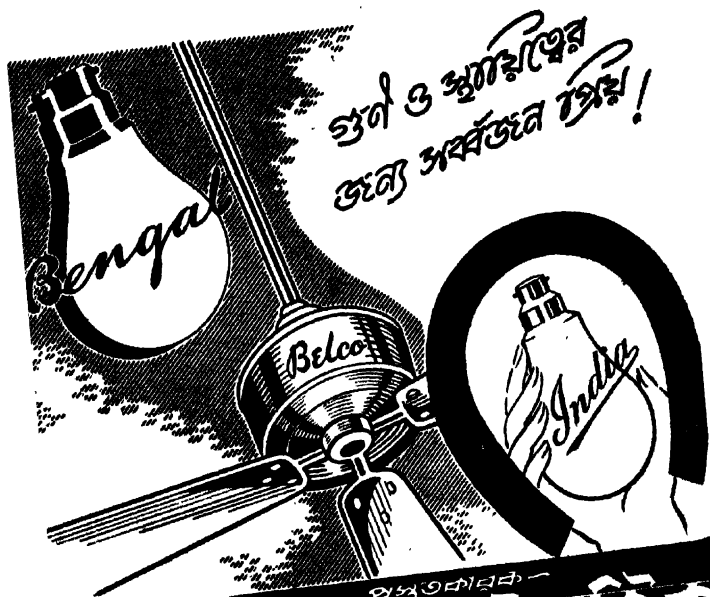
ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা

ভারতের বর্ত্তমান দৈন্তের অন্ততম প্রধান কারণ হইতেছে বৃটেন কর্ত্তৃক তাহার ষ্টার্লিং পাওনা ফাঁকি দিবার চেষ্টা। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ খাদ্য ও বিবিধ উপকরণ সরবরাহ করিয়া বৃটেনকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিয়াছে। সরবরাহকৃত দ্রব্যাদির মূল্য নিতান্ত কম হইলেও ২১,৩৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে বৃটেনের নিকট ভারত-বর্ষের যুদ্ধপূর্ব্ব সময়ের ঋণবাবদ ৪০০ কোটি টাকা কাটা গিয়াছে; বাকী ১৭৩৬ কোটি টাকার মধ্যে বিবিধ দ্রব্যসম্ভারের বিনিময়ে মাত্র ১১২ কোটি টাকা শোধ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ বৃটেনের নিকট ভারতের বর্ত্তমান পাওনা ১৬,২৪ কোটি টাকা।

বৃটেনকে যুদ্ধজয়ে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ রণসম্ভার যোগান দিতে গিয়া ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার নিঃস্ব হইয়া গিয়াছে। রাক্ষসীর প্রকোপে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অথচ, যুদ্ধজয়ী বৃটেন কাজ ফুরাইতেই ভারতের পাওনা ফাঁকি দিবার জন্ম নানা টাল-বাহানা করিতেছে। যুদ্ধকালে বিবিধ দ্রব্যের সরবরাহের বিনিময়ে ভারতবর্ষ বৃটেনের নিকট হইতে কোনও নগদ মূল্য পায় নাই। মূল্যের বাবদ বৃটিশ সরকার প্রতি টাকায় ১ শিলিং ৬১/৬ পেন্স হিসাবে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের নিকট প্রতিশ্রুতিপত্র বা সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখিয়াছে। এই প্রতিশ্রুতিপত্রে স্বীকৃত ভারতের প্রাপ্যই ষ্টার্লিং পাওনা নামে অভিহিত। আমে-রিকাকে রণসম্ভারাদি সরবরাহের বাবদ ভারত সরকারের যে পাওনা ছিল, তাহা বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যিক কোষাগারে (Empire's Pool) জমা করিয়া লইয়া তদ্বিনিময়ে ভারতবর্ষকে ষ্টার্লিং প্রতিশ্রুতি লিখিয়া দিয়াছে। ফলে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া

বৃটেন ও আমেরিকাকে যুদ্ধজয়ের জন্য যে সাহায্য করা হইয়াছিল তাহা মিথ্যা হইতে বসিয়াছে; বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মার্কিণ স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতবর্ষ বৃথাই শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। বৃটিশ সরকারের নিকট ভারতের ১৬২৪ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা মাঠে মারা যাইতে বসিয়াছে অথচ ভারত সরকার মাত্র ৪৯ কোটি টাকার দেনার ভারে বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে! অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার অবশ্য এই ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বৃটেন যেভাবে আপোষ-মীমাংসার চেষ্টা এড়াইয়া যাইতেছে, তাহাতে পরম আশাবাদীর মনেও আশঙ্কার সঞ্চার হইবে।

ভারতীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা:—বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে, কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির উন্নতি হইয়াছে। জনসাধারণের বেলায় ইহার বিপরীত অবস্থা ঘটিয়াছে, অর্থাৎ ধনবানেরা অর্থসম্পদে আরও স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায় একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বে-আইনী মজুদ, কালাবাজার প্রভৃতির মাহাত্ম্যে দেশের অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া কতিপয় অর্থগৃধ্নু ধনীর সিন্দুকে ঢুকিয়াছে। ফলে, দেশ আজ এক অবর্ণনীয় আর্থিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন। ইহা সত্য যে, যুদ্ধের সময় সামরিক সরবরাহ ইত্যাদি ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়া কতিপয় উচ্চ-মধ্যবিত্ত ব্যক্তি ধনবানের শ্রেণীতে উন্নীত হইবার প্রায় উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহারাও আজ অর্থনৈতিক সঙ্কটে মারা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, কারণ যুদ্ধবিরতির ফলে তাহাদের অনেকেরই আয়ের কোঠায় শূন্য পড়িয়াছে অথচ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ফলে ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছে; একটু চিন্তা করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উপরোক্ত কারণে

আলোচ্য উচ্চ মধ্যবিত্তদের যুদ্ধকালীন সঞ্চয় ধীরে ধীরে তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া ধনবানদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স স্ফীত করিয়া তুলিতেছে।

প্রাণধারণের জন্য নিম্নতম প্রয়োজন :—

(ক) বোম্বাইয়ের জন্য—১১৮৲

(খ) কলিকাতার জন্য—২২৭৲

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবাসীর জনপ্রতি বার্ষিক আয়

(সর্ব্বশেষ হিসাব অনুসারে)

দেশের নাম		আয়
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	—	১,৩৭১।৶৩ পাই
গ্রেট বৃটেন	—	১,০৪৯।৵৫ „
অষ্ট্রেলিয়া	—	৭৯২৲
জাপান	—	২১৮৲
ভারতবর্ষ	—	৬২৶৩ পাই

ভারতের বহির্বাণিজ্য :—

বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ চিরদিনই অধমর্ণ দেশ ছিল, অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে মূল্যের দ্রব্যাদি রপ্তানী করিত তদপেক্ষা অধিক মূল্যের বস্তু আমদানী করিত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ভারতের এই অবস্থা আশাতীত রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ অন্যতম বিশিষ্ট উত্তমর্ণ দেশ, অবশ্য অন্যান্য উত্তমর্ণ দেশের ন্যায় ভারতের অবস্থা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে নাই, কারণ বৃটেনের নিকট হইতে ষ্টার্লিং পাওনা ১৬,২৪ কোটি টাকা আদায়ের পথ প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক জলপথেই

হয়। ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কাঁচা মাল ও অর্দ্ধসমাপ্ত যন্ত্রশিল্পজ পণ্য রপ্তানী করে, এবং আমদানী করে পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রজাত পণ্য।

ভারতের আমদানী-রপ্তানীর হিসাব

(কোটি টাকার হিসাব)

বৎসর		রপ্তানী		আমদানী		পুনঃ রপ্তানী		নীট লাভ
১৯৩৮-৩৯ খৃঃ	—	১৮১	—	১৩৭	—	৯	—	৪৪
১৯৩৯-৪০ খৃঃ	—	২০৪	—	১৬৫	—	১০	—	৪৯
১৯৪০-৪১ খৃঃ	—	১৮৭	—	১৫৭	—	১২	—	৫৪
১৯৪১-৪২ খৃঃ	—	২৩৮	—	১৭৩	—	১৫	—	৮২
১৯৪২-৪৩ খৃঃ	—	১৮৮	—	১১০	—	৭	—	৮৫
১৯৪৩-৪৪ খৃঃ	—	১১৯	—	১১৯	—	১১	—	১১
১৯৪৪-৪৫ খৃঃ	—	২১০	—	২০১	—	১৭	—	২৬

প্রধান প্রধান দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)

(লক্ষ টাকার হিসাব)

দেশের নাম	আমদানী	রপ্তানী	লাভ বা লোকসান
গ্রেট বৃটেন—	২৯,৮০	৬০,১৯	৩০,৩৯ লাভ
সিংহল—	৩,৫১	১৪,৩৬	১০,৮৫ ,,
ব্রহ্ম—	২	—	২ লোকসান
অষ্ট্রেলিয়া	৫,৯২	১৩,৩১	৮,৫৯ লাভ
ক্যানাডা	২,৫২	৪,৯৩	২,৪১ ,,
সাউদ্ আফ্রিকা	২,৫৯	৯,৯০	৭,৩১ ,,
আমেরিকা	১৮,৩৯	৪০,২৮	২১,৮৯ ,,
ইজিপ্ট	১,১১৯	২,৯৮	৮,২১ লোকসান
ইরাণ	২৭,৬৬	১,৭২	২৫,৮৪ ,,

ভারতবর্ষ কি কি দ্রব্য এবং কত পরিমাণ আমদানী ও রপ্তানী করে (১৯৪৫ খৃঃ)

বস্তুর নাম	আমদানীর পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বস্তুর নাম	রপ্তানীর পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
খাদ্যশস্য, আটা ও ময়দা	৯,৫৫	চা —	৩৬,৫৯
তৈল —	৮৯,৯২	শস্যবীজ —	১৩,৭১
তূলা —	২৪,৪৯	তূলা (কাঁচা) —	১০,০৯
যন্ত্রপাতি —	১৯,৬৭	পাট —	১২,৬৫
সূতা ও বস্ত্র —	১,৪৬	চর্ম্ম —	২১,৪১
		সূতা (তন্তু) —	৩২,১৫
		পাটজাত বস্ত্র—	৫৬,১৮

ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির পরিমাণ (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)

বস্তুর নাম	পরিমাণ (সহস্র মণ)	বস্তুর নাম	পরিমাণ (সহস্র মণ)
গম —	২৪,৯৭৯	কয়লা —	৪৪০,৭৫৯
সিমেণ্ট —	২২,২৯০	লৌহ ও ইস্পাত —	২৮,৮১৩
তূলা ও বস্ত্র —	১১,০০৪		

ভারতের কৃষি, খনি ও বনজ সম্পদ

কৃষি

বর্ত্তমান অবস্থা :—ভারতবর্ষের তিন-চতুর্থাংশ অধিবাসীই কৃষি-জীবি। শস্যোৎপাদক জমিই ভারতবাসীর জীবনধারণের প্রধান নির্ভরস্থল। ভারতে মোট ৩৬ কোটি বর্গ একর আবাদী জমি আছে। আবাদের উপযুক্ত পতিত জমির পরিমাণও কম নহে,—তেরো কোটি বর্গ একরেরও অধিক হইবে।

ফসলের সময় :—ভারতবর্ষে দুইটি প্রধান ফসল জন্মে—আউষ বা আশু ও আমন। সাধারণতঃ, আউষ শস্যের বীজ বপন করা হয় বর্ষাঋতুর সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে এবং ফসল ফলে শরৎকালে; আমন শস্যের বীজ বপন করা হয় শরৎকালে এবং ফসল ফলে বসন্তে। গম, ধান্য, জোয়ার, বজ্‌রা, ভুট্টা, তূলা, প্রভৃতি আউস শস্যের মধ্যে প্রধান এবং প্রধান আমন শস্য হইতেছে গম, বার্লি, ছোলা, তৈলবীজ, সরিষা, ইত্যাদি। অবশ্য ধান্য দুই সময়েই প্রচুর জন্মে। দক্ষিণ ভারতে বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে কোনও বিশেষ পার্থক্য না থাকায়, আউষ ও আমন শস্যের মধ্যে তেমন তারতম্য নাই।

চাষের ত্রুটি ও কৃষকদের অবস্থা :—ভারতবাসীর বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা ও মন্বন্তর প্রভৃতির জন্য কৃষির উপর দেশবাসীর নির্ভরতাকে দায়ী করা হয়। এই অভিযোগ আদৌ সত্য নহে। পক্ষান্তরে, ভারতীয় কৃষির বর্ত্তমান অব্যবস্থিত অবস্থার ফলেই দেশবাসী ও কৃষকসম্প্রদায় দুর্গতি ভোগ করিতেছে। ভারতীয় কৃষির প্রধান ত্রুটিগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :—

(১) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চাষের উপকরণ ভারতের জমিতে ব্যবহৃত হয় না। ইহার জন্ম সরকারী ঔদাসীন্ম, জমিদারগণের উপেক্ষা এবং কৃষকসম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দায়ী; ফলে ভারতের জমি হইতে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না।

(২) প্রচলিত উত্তরাধিকার আইনের ফলে, ভারতীয় জমি ক্রমাগত বিভক্ত হইতে হইতে এমন এক পর্য্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকগণ তাহাদের ছয়মাসের খোরাকও জমি হইতে পায় না; ফলে চাষের কাজে তাহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছে।

(৩) কৃষকগণের কোনও মূলধন পাইবার উপায় নাই বলিলেই চলে। সরকারী সমবায় সমিতিগুলি সুপরিচালিত নহে। অন্যত্র ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে কৃষকগণকে এত উচ্চ হারে সুদ বহন করিতে হয় যে, লাভের গুড় পিঁপড়াই খাইয়া ফেলে।

(৪) উপযুক্ত সেচকার্য্যের জন্ম সরকারী ব্যবস্থা না থাকার ফলে, ভারতের অধিকাংশ জমি জলাভাবে ও জলপ্লাবনের জন্ম আশানুরূপ শস্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না।

(৫) ভারতের জমি কর্ষণে বিদ্যুতের ব্যবহার এখনও আরম্ভ হয় নাই—ষণ্ডই প্রধান অবলম্বন; কিন্তু ভারতীয় ষণ্ডের অবস্থা তেমন উন্নত নহে—না সংখ্যায়, না স্বাস্থ্যে।

(৬) ভারতীয় জমির সার হিসাবে গোময়ই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জ্বালানীর কার্য্যে প্রয়োজনীয় ঘুঁটে প্রস্তুতের জন্ম অধিকাংশ গোময় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে, জমিতে উপযুক্ত সারের অভাব ঘটিতেছে; ফলে উৎপাদনী শক্তি ভয়াবহরূপে হ্রাস পাইতেছে।

(৭) দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ উপযুক্ত চাষের অভাবে জমির উৎপাদনী শক্তি হ্রাস পাইতেছে; উপরন্তু রেলপথ, মিল,

প্রভৃতি স্থাপনার্থ বহু চাষযোগ্য জমি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু পতিত জমি আবাদ করিবার তেমন ব্যবস্থা হয় নাই ; ফলে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িতেছে।

(৮) জমিদারী প্রথার ফলে কৃষকগণের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতেছে, কারণ জমির আয়ের অধিকাংশই জমিদার ও তালুকদার-গণের হস্তে যায়, প্রকৃত চাষীর ভাগ্যে যাহা জোটে তাহা নিতান্তই শোচনীয়।

(৯) কণ্ট্রাক্টরী বা দালালীপ্রথাও জমি তথা কৃষকগণের সমৃদ্ধির অন্যতম অন্তরায়। জমিদার ও তালুকদারদের পাওনা মিটাইবার পর যে সামান্য অংশ কৃষকগণের থাকে, তাহারও উপযুক্ত মূল্য কৃষকগণ পায় না—দালালদের কুক্ষিগত হয়।

(১০) প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্যও জমির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইতেছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিপর্য্যয়ের উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা দেশে নাই।

প্রধান প্রধান সরকারী কৃষি-প্রতিষ্ঠানসমূহ

(১) **সেণ্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট অব. এগ্রিকালচার :**—১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ কমিশনের অনুমোদনক্রমে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে কেবল তথ্যাদি সংগ্রহই ইহার কার্য্য ছিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডঃ ভোয়েলোকরের সুপারিশক্রমে এই প্রতিষ্ঠান কৃষিকার্য্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োগের চেষ্টা আরম্ভ করে।

(২) **ইম্পেরীয়াল্ কাউন্সিল্ অব. এগ্রিকাল্চার্ :**—১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জনের উদ্যোগে পুসাতে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বিহার ভূমিকম্পের ফলে প্রতিষ্ঠানের অট্টালিকা বিধ্বস্ত হইলে, ১৯৩৪

খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়। গম ও ইক্ষু চাষের উন্নতিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কৃতিত্ব।

(৩) **অল্ ইণ্ডিয়া বোর্ড অব্ এগ্রিকাল্চার** :—বিভিন্ন প্রদেশের কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

(৪) **ইম্পেরীয়াল ডিপার্টমেণ্ট অব্ এগ্রিকাল্চার** :—ইহার উদ্যোগে বিভিন্ন কৃষি ও পশুপালন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) **ইম্পেরীয়াল্ কাউন্সিল্ অব্ এগ্রিকাল্চারাল্ রিসার্চ্চ** :—১৯২৬ খৃষ্টাব্দের রয়্যাল্ কমিশন্ অব এগ্রিকালচার্-এর সুপারিশে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন প্রদেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষজ্ঞগণকে মনোনীত করিয়া ইহার উপদেষ্টামণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিগণ ইহার পরিচালনা করেন।

(৬) **সেণ্ট্রাল্ এগ্রিকাল্চারাল্ মার্কেটিং ডিপার্টমেণ্ট** :—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। শস্যের শ্রেণী ও মূল্য নির্দ্ধারণ করা, উপযুক্ত বাজার স্থাপন করা, অবিক্রীত শস্যের সুরাহা করা এবং পল্লী অঞ্চল হইতে শস্য সরবরাহের জন্য যানবাহন ও পথঘাটের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রধান কার্য্য।

ভারতের শস্যসম্পদ

শস্যের নাম	ভারতে উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ	কোন্ দেশে সর্ব্বাধিক উৎপন্ন হয় ও উৎপাদনের পরিমাণ	উৎপাদক হিসাবে ভারতের স্থান
চাউল	২,০৮,২১,৮৭০ টন (১৯৪৩-৪৪ খৃ:)	চীন ২,৩৭,০৯,৫৭৫ টন	দ্বিতীয়
গম	৭৭,৮৯,০০০ টন "	সোভিয়েট রাশিয়া ১,৫৯,৮০,০০০ টন	চতুর্থ
যব	২২,৬০,০০০ টন (১৯৪০-৪১ খৃ:)	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ২৭,০৩,৬০০ টন	সপ্তম
জোয়ার	৪৫,১২,০০০ টন (১৯৩৯-৪০ খৃ:)		
বজরা	২০,২০,০০০ টন "		
ভুট্টা	২১,১৮,০০০ টন "	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	
ছোলা	৩০,৮৫,০০০ টন "	আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৩,৪৪,০৮,৭৫০ টন	
ইক্ষু	৪০,৩৫,০০০ টন } (১৯৪৩-৪৪ খৃ:)	ভারতবর্ষ	প্রথম
চা	২,২৪,৫০০ টন } (১৯৪৩-৪৪ খৃ:)	ভারতবর্ষ	প্রথম
কফি	৭,৭০০ টন (১৯৩৯-৪০ খৃ:)	ব্রেজিল ৩,২৫,৭০০ টন	

ভারতের শস্যসম্পদ

শস্যের নাম	ভারতে উৎপাদনের বাৎসরিক পরিমাণ	কোন্ দেশে সর্ব্বাধিক উৎপন্ন হয় ও উৎপাদনের পরিমাণ	উৎপাদক হিসাবে ভারতের স্থান
তিসি	৪,৪২,০০০ টন (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)	আর্জ্জেন্টিনা ৭,০২,০০০ টন	চতুর্থ
তিল	৩,৯৬,০০০ „ (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)	ভারতবর্ষ	প্রথম
সরিষা	৯,২৩,০০০ „ (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)	চীন ১০,৭৯,০০০ টন	দ্বিতীয়
বাদাম	৩২,১৯,০০০ „ (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)	ভারতবর্ষ	প্রথম
এরণ্ড	৪৪,০০০ টন (১৯৩৯-৪০ খৃঃ)		
পাট	৯৬,৪৮,০০০ বেল (১৯৩৯-৪০ খৃঃ)	ভারতবর্ষ	প্রথম
নীল	৫৫০ টন (১৯৪০-৪১ খৃঃ)		
তামাক	৪,৪৯,০০০ টন (১৯৩৯-৪০ খৃঃ)	যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা) ৬,৫০,০০০ টন	তৃতীয়
রবার	১,৬০০ টন (১৯৩৯-৪০ খৃঃ)	মালয় ৯৯,২০০ টন	
তুলা	৩৭,৮১,০০০ বেল (১৯৩৯-৪০ খৃঃ)	যুক্তরাষ্ট্র (আমেঃ) ১,০০,০০,০০০ বেল	দ্বিতীয়

বন

বিভিন্ন শ্রেণী

অরণ্য :—বৃটিশ ভারতের ⅕ অংশ অরণ্য (অর্থাৎ প্রায় ১,৭৬,০০০ বর্গ মাইল)। এই বিস্তৃত অরণ্য হইতে প্রতি বৎসর বহু টাকা আয় হয়। বিবিধ মূল্যবান বৃক্ষ, লাক্ষা, গঁদ, মোম, কাগজ তৈয়ারীর উপযুক্ত বাঁশপাতা, বংশ প্রভৃতি ভারতের বনে উৎপন্ন হয়। সমস্ত অরণ্যের স্বরূপ এক রকম নহে। রাজপুতানার উষর মরুভূমিতে কেবল বাবুল বৃক্ষই জন্মে, আবার হিমালয়ের প্রান্তস্থিত অরণ্যে সেগুন ও শালের ন্যায় মূল্যবান বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ; যে সকল অঞ্চলে অধিক বারিপাত হয়, সেই স্থানের অরণ্যানী চিরসবুজ এবং বাঁশ, তাল প্রভৃতি বৃক্ষে শোভিত; পার্ব্বত্যাঞ্চলের বনরাজিতে দেবদারু, ফার, প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর জন্মে; সমুদ্রোপকূলোস্থিত অরণ্যে বিবিধ মূল্যবান বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

অরণ্যের উন্নতির নিমিত্ত সরকারী চেষ্টা :—ভারতসরকার কর্ত্তৃক অরণ্যরাজি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—(১) রিজার্ভড ও (২) প্রটেক্‌টেড। রিজার্ভড অংশ সম্পূর্ণরূপে সরকারী শাসনের অধীন; প্রটেক্‌টেড অঞ্চল পল্লীবাসিগণ পশুচারণ ও জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে বটে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্য্য করিবার প্রথম সরকারী চেষ্টা হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে। এই সময়ে বনবিভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল, পরে প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। অবশ্য বর্ত্তমানেও ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল্ অব্ ফরেষ্ট্‌ নামক একজন কর্ম্মচারী

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন, দেরাদুনের সেণ্ট্রাল রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিট্যুটও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন।

বনোন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেরাদুনে ইণ্ডিয়ান্ ফরেষ্ট্ রেঞ্জার্ কলেজ ও ফরেষ্ট্ রিসার্চ্চ্ ইন্‌ষ্টিট্যুট্ নামক দুইটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে।

বৃটিশ ভারতের বনবিভাগের আয়তন, আয় ও ব্যয় (১৯৪১-৪২ খৃঃ)

আয়তন	৬৮৩,৩৬,০০ বর্গ একর
আয়	৩,৭১,০৫,০৫২৲ টাকা
ব্যয়	২,৩৭,৬৩,৬১৪৲ „

খনি

খনিজ সম্পদে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের খনিতে বিভিন্ন ধাতু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কেবল নিম্ন শ্রেণীর ধাতু, যেমন টিন, জিঙ্ক, শিসা, তামা প্রভৃতি উৎপাদনের পরিমাণ তেমন সন্তোষজনক নহে, বিশেষতঃ খনিজ তৈলে ভারতবর্ষ অত্যন্ত দরিদ্র।

খনির উন্নতিসাধক সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ :—জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াই প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান। ভারতের খনিজ সম্পদবৃদ্ধিই ইহার উদ্দেশ্য। বিবিধ তথ্যপূর্ণ বুলেটিন প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির খনিসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরও এই বিভাগ দিয়া থাকে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মিনারেল্ ইন্‌ফর্‌মেশান্ ব্যুরো অন্যতম বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ভারতের খনিজ সম্পদ

ধাতুর নাম	উৎপাদনের পরিমাণ	মূল্য
স্বর্ণ	১,৮৮,০০০ আউন্স (১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ)	প্রায় দেড় কোটি টাকা
লৌহ	২৬,৫৫,০০০ টন (১৯৪৩ „)	প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা
লবণ	১৯,২৭,০০০ „ („ „)	প্রায় ১,২০,০০,০০০ টাকা
মাইকা	৭,৯৭৫ „ („ „)	প্রায় সত্তর লক্ষ টাকা
পেট্রোলিয়ম	৯,৫৭,১৯,০০০ গ্যালন („ „)	প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা
রৌপ্য	১৬,২৮৫ আউন্স (১৯৪৪ „)	প্রায় ৪৮ হাজার টাকা
ম্যাঙ্গানিজ	৫,৯৫,০০০ টন (১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ)	প্রায় ছয় কোটি টাকা
কয়লা	২,৫৫,১১,৯০৯ „ (১৯৪৩ „)	প্রায় সতেরো কোটি টাকা
মোট আয়	....	৩৩,৬১,০০,০০০৲ টাকা (১৯৪৩ খৃঃ)

ভারতের যন্ত্রশিল্প

খাদ্যশস্য ও কাঁচা মালই ভারতের প্রধান উপজাত দ্রব্য। যন্ত্রজ পণ্যের অবস্থা এখনও তেমন আশাজনক নহে। ভারতীয় যন্ত্রশিল্প প্রধানতঃ আঞ্চলিক।

যন্ত্রশিল্পের উন্নতিবিধানার্থে স্থাপিত প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠান :—(১) ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্রাল্ কটন কমিটি—১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় তূলার ক্রমোৎকর্ষবিধান ও তূলার চাষের উন্নতি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(২) ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল সুগার্কেন্ কমিটি—১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ইক্ষু চাষের উন্নতিবিধানার্থে স্থাপিত।

(৩) ইক্ষু চাষের গবেষণার জন্য চারিটি সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে —ইম্পেরিয়াল সুগার্কেন্ ষ্টেশন (কইম্বাটুর), সুগারকেন সাব্-ষ্টেশন্ (কর্ণাল), এগ্রিকালচারাল্ সেক্সন্ : ইম্পেরিয়াল এগ্রি-কাল্চারাল্ রিসার্চ্চ ইন্ষ্টিট্যুট্ (দিল্লী)।

(৪) ইণ্ডিয়ান্ ল্যাক্ রিসার্চ্চ্ ইন্ষ্টিট্যুট—১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নামকুমে প্রতিষ্ঠিত। লাক্ষা-চাষের উন্নতিই ইহার লক্ষ্য।

(৫) ইণ্ডিয়ান্ সিমেণ্ট্ ম্যানুফ্যাক্চারার্স য়্যাসোশিয়েসন্—বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। সিমেণ্ট্-ব্যবসায়ীরা একমত হইয়া সিমেণ্টের সরবরাহ ও মূল্য এই প্রতিষ্ঠানের মারফত নিয়ন্ত্রিত করেন।

(৬) কংক্রীট্ য়্যাসোসিয়েশন্ অব্ ইণ্ডিয়া—জনসাধারণকে সিমেণ্ট্ ব্যবহারের প্রকৃত পন্থা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহাও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

(৭) ইণ্ডিয়ান জুট্ মিল্স্ য়্যাসোসিয়েশন—বিভিন্ন শিল্পপতিদের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান।

(৮) ইণ্ডিয়ান্ সেণ্ট্রাল জুট্ কমিটি—পাট শিল্পের সর্ব্ববিভাগের উন্নতিসাধনার্থে কলিকাতায় অবস্থিত সরকারী প্রতিষ্ঠান।

(৯) জুট্ এগ্রিকাল্চারাল ল্যাবরেটরীজ্—পাট-চাষের উন্নতি-বিধানার্থে ঢাকায় অবস্থিত সরকারী প্রতিষ্ঠান।

বিভিন্ন শিল্পের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৪৪—৪৫ খৃঃ)

শিল্পের নাম	প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	উৎপাদনের পরিমাণ
তূলা	৪০৭ (১৯৪৪ খৃঃ)	প্রায় ৫৭০ কোটি গজ বস্ত্র।
লৌহ ও ইস্পাত	৪	প্রায় দেড় লক্ষ টন পিগ্ আয়রণ এবং ৩ সহস্র টন লৌহ ও ইস্পাত সরবরাহ করা হইয়াছে।
চিনি	১৫০ (১৯৪৫—৪৬ খৃঃ)	১১,৮৫,০০০ টন।
কাগজ	১৪ (১৯৪১—৪২ খৃঃ)	৬৩,৬২৩ টন।
সিমেণ্ট	১৪	২০,৪৪,০০০ টন।
পাট	১১০ (১৯৪০—৪১ খৃঃ)	৯,৭৫,০০০ টন।
রবার	২৭	৩,১৩,৯০.৬৬৩ পাউণ্ড। (১৯৩৯ খৃঃ)

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা

ব্যাঙ্ক

বর্ত্তমান অবস্থা :—বর্ত্তমানে ভারতে ব্যাঙ্কিং-এর অবস্থা তেমন সন্তোষজনক না হইলেও, এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে ইহার অবস্থা দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য, ভারতে অবস্থিত বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির তুলনায় দেশীয় ব্যাঙ্কসমূহের অগ্রধাবন তেমন দ্রুত হইতেছে না। বিশেষতঃ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারত-ব্যবচ্ছেদের ফলে, ভারতীয় ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রেণী বিভাগ :—ভারতে প্রধানতঃ সাত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক আছে —(১) ইম্পেরীয়াল ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া, (২) এক্সচেঞ্জ্ ব্যাঙ্ক্, (৩) ইণ্ডিয়ান্ জয়েন্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্ক্, (৪) ইণ্ডিয়ান্ কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক্, (৫) রিজার্ভ্ ব্যাঙ্ক্ অব্ ইণ্ডিয়া, (৬) মহাজনী এবং (৭) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক।

(১) **ইম্পেরীয়াল্ ব্যাঙ্ক্ অফ্ ইণ্ডিয়া**—১৯২১ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত। ভারতের যে সব অঞ্চলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই অথচ ইম্পেরীয়াল ব্যাঙ্কের শাখা আছে, সে সব অঞ্চলে, ইম্পেরীয়াল ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধির কার্য্য করে। এই ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে বিদেশীয় বিনিময় কার্য্য এবং শিল্পোন্নতির জন্য টাকা খাটাইতে সমর্থ। অংশীদারী ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে এই ব্যাঙ্কই সর্ব্ববৃহৎ এবং ইহা যুগপৎভাবে ব্যাঙ্কারদের ব্যাঙ্ক ও সরকারী ব্যাঙ্কের কার্য্য করিয়া থাকে।

(২) **এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক**—ভারতের বহির্বাণিজ্য চালু রাখিবার

উদ্দেশ্যেই এই ব্যাঙ্কগুলি প্রধানতঃ কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্কিং কার্য্যও করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই বিদেশী প্রতিষ্ঠান।

(৩) **জয়েন্ট্ ষ্টক্ ব্যাঙ্ক**—মূলধন ও আমানতের পরিমাণ অনুসারে পাঁচ শ্রেণীর জয়েণ্ট্ ষ্টক্ ব্যাঙ্ক আছে। ইহারা প্রধানতঃ আভ্যন্তরীণ ব্যাঙ্কিং কার্য্যই সম্পাদিত করে। ভারতীয়গণ পরিচালিত বহু জয়েণ্ট্ ষ্টক্ ব্যাঙ্ক বর্ত্তমানে কার্য্য করিতেছে; ইহাদের মধ্যে কয়েকটি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছে।

(৪) **কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক**—১৯০৪ খৃষ্টাব্দের কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটিজ য়্যাক্ট অনুযায়ী এই ব্যাঙ্কগুলি গঠিত হইয়াছে। মহাজনদের নিকট হইতে মূলধন আহরণ করা, প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণদান, সমবায় সমিতিগুলির উদ্বৃত্ত গ্রহণ করা ও তাহা দিয়া ঋণগ্রস্ত সমবায় সমিতিগুলিকে সাহায্য করা এবং গোষ্ঠীভুক্ত সমবায় সমিতিগুলিকে পর্য্যবেক্ষণ করা প্রভৃতি কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কগুলির উদ্দেশ্য।

(৫) **রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া**—১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ইহা অংশাদারী ব্যাঙ্ক এবং পাঁচ কোটি টাকার বিক্রীত শেয়ার ইহার আছে। ইহা সরকারী ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য প্রতিপালন করে। বিদেশের সঙ্গে বিনিময় (১৲=১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে) ও নোট চালু করিবার অধিকার এক মাত্র এই ব্যাঙ্কেরই আছে। যে সকল জয়েণ্ট্ ষ্টক্ ব্যাঙ্ক সিডিউল্ পর্য্যায়ভুক্ত, তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আছে।

(৬) **মহাজনী**—ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএর প্রধান অংশই মহাজনদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কত টাকার লেনদেন করে, তাহা

অপেক্ষা অনেক কম টাকারই আমদানী ব্যাঙ্কে হয়। মহাজনদের মধ্যে মারোয়াড়ী ও ভাটিয়ারাই প্রধান; ইহারা 'শ্রফ' নামে পরিচিত। কৃষিকার্য্যের জন্য ঋণদান, হুণ্ডী ও বন্ধকী কারবার প্রভৃতি ইহাদের একচেটিয়া বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ইহাদের সুদের হার অত্যন্ত উচ্চ এবং এই সুদী কারবারের জন্য দেশের জনসাধারণ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

(৭) **জমীবন্ধকী ব্যাঙ্ক**—১৯২৮ খৃষ্টাব্দের রয়্যাল কমিশন অব এগ্রিকালচার এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ব্যাঙ্কিং এন্‌কোয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সমবায় নীতি অনুসারে বাঙ্গালা, আসাম, পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে কতিপয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের অবস্থা এখনও তেমন আশাজনক নহে।

বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা (১৯৪৫ খৃঃ)

(ক) ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক

পেইড্-আপ্
ক্যাপিটাল—৫,৬৩,০০,০০০ টাকা
রিজার্ভ——৬,০৭,০০,০০০ „
ডিপজিট—২,৫৯,৩৭,০০,০০০ „

ক্যাশ ব্যালান্স—
৪১,৬০,০০,০০০ টাকা
ইন্‌ভেস্টমেণ্ট—১,৫৪,১৮,০০,০০০
লোন ও
য়্যাডভান্স—৭২,৯৭,০০,০০০

(খ) এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কের সংখ্যা—১৫টি

ক্যাপিটাল ও
রিজার্ভ—১৪,৫১,৫৮,০০,০০০ টাকা

ভারতে ডিপজিট—
১,৭৯,০০,৩৯,০০,০০০ টাকা

ভারতে ক্যাশ ব্যালান্স—১৮,৫২,৩৩,০০,০০০ টাকা।

(গ) জয়েণ্ট ষ্টক্ ব্যাঙ্ক

(১১ 'এ' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—১৪৩ টি।

(ইহাদের প্রত্যেকটির পেইড-আপ, ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা)।

পেইড-আপ ক্যাপিটাল,	ক্যাশ, ব্যালান্স—
ও রিজার্ভ—৪৫,০৮,৫৪,০০০৲ টাকা	১,২৭,০১,০০,০০০৲ টাকা
ডিপজিট—৬,০১,১৭,১১,০০০৲ „	ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট ২,৯৭,৯৩,২০,০০০৲ „

(২) 'বি' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—১৭৪ টি।

(ইহাদের প্রত্যেকটির পেইড-আপ, ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে)।

পেইড-আপ, ক্যাপিটাল	ক্যাশ ব্যালান্স—
ও রিজার্ভ—৩,৬১,১০,০০০৲ টাকা	৯,৫০,৩২,০০০৲ টাকা
ডিপজিট—৩২,০৪,৬৯,০০০৲ „	ইন্‌ভেষ্টমেণ্ট—৮,২৫,১৪,০০০৲ „

(৩) 'সি' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—১১৪ টি।

(ইহাদের প্রত্যেকটির পেইড-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ৫০ হাজার ও ১ লক্ষ টাকার মধ্যে)।

পেইড-আপ ক্যাপিটাল	ক্যাশ, ব্যালান্স—
ও রিজার্ভ—৮০,২৯,০০০৲ টাকা	২,০৩,৭৭,০০০৲ টাকা
ডিপজিট—৭,৪৪,৬০,০০০৲ „	ইনভেষ্টমেণ্ট—১,৫৩,০৫,০০০৲

(৪) 'ডি' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—২৪৪টি।

(ইহাদের প্রত্যেকের পেইড-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার নিম্নে)।

পেইড্-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভ— ৪৯,১০,০০০৲ টাকা	ক্যাশ ব্যালান্স —১,২১,৭৬,০০০৲ টাকা
ডিপজিট—৫,১৯,৪২,০০০৲ "	ইনভেষ্টমেণ্ট—৪৯,৬৯,০০০৲ "

(ঘ) কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক

(১) 'এ' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—৫০টি।

(ইহাদের প্রত্যেকের পেইড্-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা)।

ক্যাপিটাল ও রিজার্ভ—৬,৯৫,২৭,০০,০০০৲ টাকা	ডিপজিট ও লোন—৩৪,৯০,৪৩,০০,০০০৲ টাকা

ক্যাশ ব্যালান্স—?,১৪,৬৯,০০,০০০৲ টাকা।

(২) 'বি' শ্রেণীর ব্যাঙ্ক—৩১৩ টি।

(ইহাদের প্রত্যেকের পেইড্-আপ ক্যাপিটাল ও রিজার্ভের পরিমাণ ১ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে)।

ক্যাপিটাল ও রিজার্ভ—৬,৬০,৫৮,০০,০০০৲ টাকা	ডিপজিট ও লোন—২৩,০১,৮৯,০০,০০০৲ টাকা

ক্যাশ ব্যালান্স—৩,৪২,১৮,০০,০০০ টাকা।

(ঙ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

ইস্যু বিভাগ

মোট লায়াবিলিটি বা য়্যাসেট—
১২,৫৪,০৮,০০,০০০ টাকা

মোট স্বর্ণমুদ্রা, বুলিয়ন ও
ষ্টার্লিং ডিপজিট—
১১,৭৯,৭৪,০০,০০০, টাকা

মুদ্রা (১৲ টাকার)
১৬,৫০,০০,০০০৲ „

গভর্ণমেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়া
সিকিউরিটিস্—
৫৭,৮৪,০০,০০০৲ „

মোট লায়াবিলিটির
অনুপাতে স্বর্ণমুদ্রা ও
ষ্টার্লিং সিকিউরিটির
হার — ৯৪'০৭২%
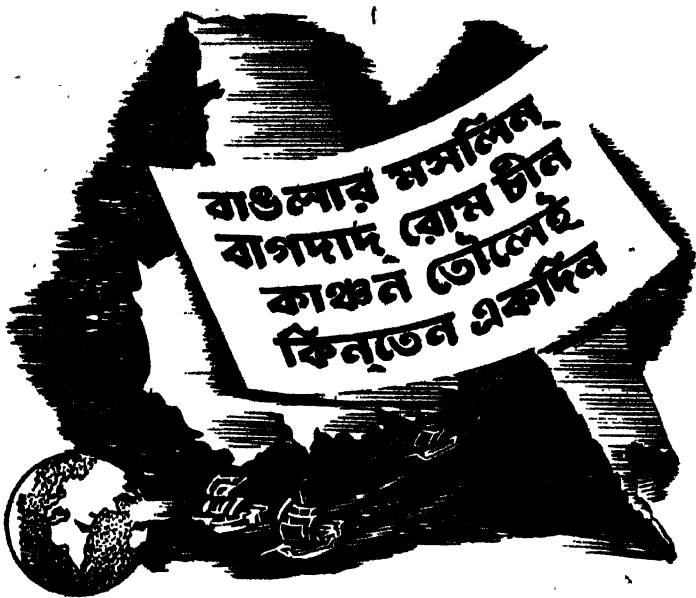
ব্যাঙ্কিং বিভাগ

পেইড্-আপ্ ক্যাপিটাল
ও রিজার্ভ—
১০,০০,০০,০০০৲ টাকা

ডিপজিট—
৫,৯২,৮০,০০,০০০৲ টাকা

মোট লায়াবিলিটি বা য়্যাসেট—
৬,১৭,৯৪,০০,০০০৲ টাকা

বিদেশে রক্ষিত ব্যালান্স্—
৫,৫৯,০৬,০০,০০০৲ টাকা

ইন্ভেষ্টমেণ্ট—
১০,৫৪,০০,০০০৲ টাকা

বীমা

ব্যাঙ্কের তুলনায় ভারতীয় বীমার কার্য্য গত কয়েক বৎসরে বহু দূরে অগ্রসর হইয়াছে। যদিও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ও ভারত ব্যবচ্ছেদের ফলে এই অগ্রগতি বহুলাংশে ব্যাহত হইয়াছে, তথাপি অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতীয় জীবনবীমার কার্য্যাবলী অতীব সন্তোষজনক; অবশ্য, ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় এই অগ্রগতি তেমন আশাজনক নহে, কিন্তু ভারতের আর্থিক অবস্থা ভুলিলে চলিবে না।

বীমা কোম্পানীর শ্রেণীবিভাগ:—বীমা কোম্পানীগুলিকে প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) জীবনবীমা, (২) প্রভিডেণ্ট বীমা এবং (৩) অন্যান্য বা সাধারণ বীমা। ভারতবাসীগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত কোম্পানীগুলির মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর কোম্পানীর সংখ্যাই অধিক—বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানই বেশী।

বিভিন্ন শ্রেণীর বীমা-কোম্পানীর কার্য্যবিবরণীর তালিকা (১৯৪৫ খৃঃ)

	ভারতীয় কোম্পানী	বিদেশী কোম্পানী
কোম্পানীর সংখ্যা—	২৩৯	৯৬
চালুবীমাপত্রের সংখ্যা	২৩,৭৬,০০০	২,১৬,০০০
প্রিমিয়ামের আয়	২২,৮১,০০,০০০	৫,২৩,০০,০০০৲ টাকা
নূতন কাজ	১,২২,৭৮,০০,০০০	১২,৬০,০০,০০০৲ „

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় জীবন বীমার পরিমাণ—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	—জনপ্রতি ১০০০ ডলার	(=প্রায় ৩,৩০০ টাকা)
কানাডা	— „ ৭০০ „	(= প্রায় ২,৩০০ টাকা)
ভারতবর্ষ	— „ ১০ টাকা	

ভারতীয় ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ—

ডাক ও তার বিভাগ

ইতিহাস :—পৃথিবীর সকল সভ্য দেশের ন্যায় ভারতীয় ডাক বিভাগের ইতিহাসও বড় বিচিত্র। প্রথম সুসংগঠিত ডাকবিভাগের সূত্রপাত হয় শের শাহের শাসনকালে। তিনি পত্রাদির আদান-প্রদানের জন্য অশ্বারোহীর ব্যবস্থা করেন। তারপর সম্রাট আকবর প্রত্যেক প্রধান রাস্তায় প্রতি দশ মাইল অন্তর ডাকঘর স্থাপন করেন। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—প্রায় লুপ্ত হইয়া যায় বলিলেও চলে। ইংরেজ আমলে প্রধানতঃ সরকারী চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের জন্য লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নিয়মিত ডাকবিলির ব্যবস্থা করেন। অতঃপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের জন্য ডাকের ব্যবস্থা করেন। লর্ড ডালহাউসী কর্ত্তৃক 'ইম্পেরীয়াল সিস্টেম্ অব্ পোষ্ট অফিস্' প্রবর্ত্তিত হয়। তিনিই ডাকমাশুল আশাতীতরূপে হ্রাস করেন এবং ডাকটিকিটের প্রবর্ত্তন করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের জন্য ডাকবিলির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ডিরেক্টর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডঃ ডব্লিউ. ও'সাউঘ্‌নেসী কর্ত্তৃক কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে এবং নিকটবর্ত্তী অপর কতিপয় স্থানে টেলিগ্রাফের তার স্থাপিত হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে দূরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহেও

তারবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তারবিভাগকে ডাক-বিভাগের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একত্র করা হয়।

বর্ত্তমান ডাক ও তারবিভাগ পরিচালনার বন্দোবস্ত:— বর্ত্তমানে ভারতের ডাক ও তার বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইতেছেন ডিরেক্টর্ জেনারেল্ অব্ পোষ্টস্ য়্যাণ্ড টেলিগ্রাফ্স্। তাঁহার অধীনে কতিপয় ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল আছেন।

ডাক ও তারের সুবন্দোবস্তের জন্য ভারতবর্ষকে আট ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—বাঙ্গালা ও আসাম, বিহার ও ওড়িষ্যা, বোম্বাই, কেন্দ্রীয়, মাদ্রাজ, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, যুক্তপ্রদেশ এবং সিন্ধু ও বেলুচিস্তান।

ফটো-টেলিগ্রাম ও এয়ারগ্রাফ্ সার্ভিস:—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এয়ারগ্রাফ সার্ভিস্ স্থাপিত হয় এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ফটো টেলিগ্রাম প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

টেলিফোন

ইতিহাস:—প্রথমে ওরিয়েণ্টাল টেলিফোন কোম্পানীকে কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, করাচী ও রেঙ্গুনে টেলিফোন কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সরকার টেলিফোনের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম অটোমেটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—ডাক, তার ও টেলিফোনের উন্নতির জন্য একটি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পনেরো বৎসর সময় লাগিবে এবং প্রথম পাঁচ বৎসরে

৩২ কোটিরও অধিক টাকা ব্যয়িত হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারিলে ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগের অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হইবে, বিশেষতঃ পল্লীবাসিগণ বর্ত্তমান দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইবে।

পোষ্ট অফিসসমূহের কার্য্য-বিবরণী :—

পোষ্ট অফিসের সংখ্যা (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)—২৫,৮৪১টি।

* পার্শ্বেল ইত্যাদির সংখ্যা
—১৩,৫৬,৩৫৬

* মণি-অর্ডারের পরিমাণ
—১,১৬,০৩,০০,০০০৲ টাকা

* পোষ্ট্যাল আয় ১২,০৪,০০,০০০৲

* টেলিগ্রাফ লাইনের দৈর্ঘ্য
—১,০৩,৭৫২ মাইল।

† চিঠির সংখ্যা—৬৫,৭০,৮৯,০০০

† পোষ্ট কার্ডের সংখ্যা
—৬০,৩৭,৯৪,০০০

† ভারতের অভ্যন্তরে
টেলিগ্রামের সংখ্যা
—২,৫২,৮৩,০০০

† ভারতের অভ্যন্তরে
মণি অর্ডারের সংখ্যা
—১,৬৯,১৩,২০,০০০

* ১৯৪২-৪৩খৃষ্টাব্দের হিসাব।

† ১৯৪৪-৪৫ ,, ,,

ভারতীয় যানবাহন

প্রাচীন ও আধুনিক যানবাহনের এক অতুলনীয় সমাবেশ ভারতে ঘটিয়াছে। স্থলযানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে রেলওয়ে; ইহার বিস্তৃত বিবরণী নিম্নে দেওয়া গেল। জলযানের মধ্যে নৌকা ও ষ্টীমারই প্রধান। আকাশযানের প্রকৃত প্রবর্ত্তন হয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে; এই বৎসর প্রথম অসামরিক বিমানঘাঁটি ও অবতরণ কেন্দ্র নির্ম্মিত হয়। পর বৎসর বিমানচালকদের শিক্ষার জন্য কতিপয় 'ফ্লাইং ক্লাব' স্থাপিত হয় এবং ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ডাকবাহী বিমানকার্য্য আরম্ভ করে। ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বিমানের উন্নতিকল্পে ভারত সরকার ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ১৫১ কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

রেলওয়ে

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য প্রথম ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি হ্রস্ব রেললাইন স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেল চলাচল আরম্ভ হয়।

প্রধান রেলপথসমূহ স্থাপনের তারিখ

রেলপথ	প্রথম কার্য্যারম্ভের তারিখ
গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিনস্থলা—	১৮ এপ্রিল, ১৮৫০
ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্—	১৫ আগষ্ট, ১৮৫৪
মাদ্রাজ—	১ জুলাই, ১৮৫৬

রেলপথ	প্রথম কার্য্যারম্ভের তারিখ
মাদ্রাজ ও সাদার্ণ মারাট্টা—	১ জুলাই, ১৮৫৬
বোম্বাই-বরোদা—	১০ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০
সাউদ্ ইণ্ডিয়ান্—	২৩ মে, ১৮৬০
সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী—	১৩ মে, ১৮৬১
নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ—	১৩ মে, ১৮৬১
গ্রেট সাদার্ণ ইণ্ডিয়া—	১৫ জুলাই, ১৮৬১
যোধপুর—	২৪ জুন, ১৮৬২
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল—	২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৬২
বেঙ্গল-নাগপুর—	৬ এপ্রিল, ১৮৮০
বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ—	২ এপ্রিল, ১৮৮৪
রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন—	১২ অক্টোবর, ১৮৮৪
আসাম-বেঙ্গল—	১ জুলাই, ১৮৯৫

রেলপথের প্রস্থ :—প্রস্থের পরিমাণ অনুসারে রেললাইনগুলিকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। ইহাদের মাপ ২ ফুট হইতে ৫½ ফুটের মধ্যে। ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা ব্রড গেজ (৫½ ফুট), মিটার গেজ (৩-৩⅜ ফুট) ও (দুইটি) ন্যারো গেজ (১ ও ২½ ফুট) নামে ইহারা পরিচিত।

সরকারী কর্ত্তৃত্ব ও রেলওয়ে বোর্ড :—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার রেলওয়ের কোনও কোনও ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম রেলওয়ে বোর্ড স্থাপিত হয়; ইতিপূর্ব্বে রেলওয়েকে পি. ডব্লিউ. ডি-র শাখা হিসাবে গণ্য করা হইত। এই বোর্ড প্রথমে ডিপার্টমেণ্ট অব্ কমার্সের অন্তর্ভুক্ত ছিল; ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রেলওয়ে বোর্ডকে পৃথক করা হয়। একজন চীফ. কমিশনার, একজন ফিনান্সিয়াল কমিশনার ও একজন সদস্য লইয়া এই বোর্ড গঠিত।

রেলওয়ের কার্য্যবিবরণী (১৯৪৪-৪৫ খৃঃ)

রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য—৪০,৫০৯ মাইল।

ব্যয়—১,৭১,০০,০০,০০০৲ টাকা

নীট্ লাভ—৭৪,৩৪,০০,০০০৲ টাকা।

মোট নিয়োজিত মূলধন—৮,৪৬,১৯,০০,০০০৲ টাকা।

যাত্রী ও মাল বহনের বাবদ গ্রস্ আয়—২,৩২,৬২,০০,০০,০০০৲ টাকা।

মোট যাত্রীর সংখ্যা—৯২,৬৬,৯৯,০০০ জন।

মোট মালের ওজন—১০,১৭,১২,০০০ টন।

মোট রেলষ্টেশনের সংখ্যা—৭,২০০।

রেলওয়ে দুর্ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা

বৎসর		নিহত		আহত		মোট
১৯৩৭-৩৮	-	৩,৩৭০	-	১৪,১১১	-	১৭,৪৮১
১৯৩৮-৩৯	-	৩,৪৭৪	-	১৫,৮০৯	-	১৯,২৮৩
১৯৩৯-৪০	-	৩,৫৩৭	-	১৮,২৮২	-	২১,৮১৯
১৯৪০-৪১	-	৩,৭৫২	-	১৯,৮৩৩	-	২৩,৫৮৫
১৯৪১-৪২	-	৩,৭৮৩	-	২২,১৫১	-	২৫,৯৩৪

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা :—রেলপথের উন্নতির জন্য ১৭ বৎসরব্যাপী ১২শত কোটি টাকা ব্যয়ের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। প্রথম সাত বৎসরে ২২০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। ৫০০০ মাইল দীর্ঘ নূতন রেললাইন স্থাপন এবং তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য অধিকতর সুখসুবিধার বন্দোবস্তই এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য।

জনস্বাস্থ্য

সরকারী ব্যবস্থা :—১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে রয়্যাল কমিশন বসে, তাহা অসামরিক জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাঙ্গালায় "কমিশনস্ অব পাবলিক হেল্‌থ্" গঠিত হয় এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে কতিপয় "স্যানিটরী ইন্‌স্‌পেক্‌টর"-এর পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের প্লেগ কমিশনের সুপারিশ-ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মেডিক্যাল রিসার্চ্চ ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় এবং ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ্চ ফণ্ডের সৃষ্টি হয় ও প্রদেশগুলিকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারতশাসন আইনানুযায়ী গবেষণার কার্য্য ব্যতীত জনস্বাস্থ্যের অন্য সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়।

বর্ত্তমানে প্রতি প্রদেশে একজন "ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক হেল্‌থ" রোগ ও মহামারী নিবারণের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। প্রেসিডেন্সী বিভাগত্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এক একজন "সার্জ্জন জেনারেল" এবং অন্যান্য বিভাগসমূহের জন্য এক একজন "ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল" আছেন। জেলা হাসপাতালের কর্ত্তৃত্ব সিভিল সার্জ্জনদের হস্তে।

উপরোক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একজন "ডিরেক্টর জেনারেল" এবং একজন "পাব্লিক হেল্‌থ কমিশনার" আছেন। ইহা ব্যতীত একটি "সেণ্ট্রাল য়্যাড্‌ভাইসরী বোর্ড অব্ পাব্লিক হেল্‌থ"-ও আছে। "অল্-ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব্ হাইজীন য়্যাণ্ড পাব্লিক্ হেল্‌থ," "ম্যালেরিয়া ইন্‌ষ্টিটুট," প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নামও এতদ্‌প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

চিকিৎসা-শাস্ত্র শিক্ষাদানের ব্যবস্থা :—১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দশটি মেডিক্যাল কলেজ (তন্মধ্যে একটি কেবল মহিলাদের জন্য) এবং ২৭টি মেডিক্যাল স্কুল আছে।

ভেষজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান :—(১) মেডিক্যাল কাউন্সিল অব্ ইণ্ডিয়া—১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের আদর্শে গঠিত। বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের মান বজায় রাখা ইহার উদ্দেশ্য। (২) ইণ্ডিয়ান রেড্ক্রশ্ সোসাইটি, (৩) সেণ্ট্জন্স্ য়্যাম্বুলেন্স য়্যাসোসিয়েশন্, (৪) বৃটিশ এম্পায়ার লেপ্রসী রিলিফ্ য়্যাসোসিয়েশন, (৫) মিশন্ অব্ লেপারস্, (৬) য়্যাসোসিয়েশন্ ফর্ দি প্রিভেন্শান্ অব্ ব্লাইণ্ডনেস্, বেঙ্গল, (৭) টিউবর্কিউলসিস্ য়্যাসোসিয়েশন্ ইন্ ইণ্ডিয়া, (৮) ইণ্টারন্যাশান্যাল হেল্থ্ ডিভিশন্ অব্ রক্ফেলার্ ফাউণ্ডেশান্ ইন্ ইণ্ডিয়া।

ভোর কমিটির তদন্তের ফলাফল :—স্যর যোশেফ্ ভোরের সভাপতিত্বে "অল্ ইণ্ডিয়া হেলথ সার্ভে য়্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট" ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ ভারতের প্রজাপুঞ্জের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে ১০০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী প্রতি গ্রামে পাঁচ জন রোগী থাকিবার উপযুক্ত ডিস্পেন্সারী স্থাপিত হইবে ; ২০,০০০ অধিবাসীবিশিষ্ট প্রতি গ্রাম অথবা গ্রামসমূহের জন্য একজন শিক্ষিত চিকিৎসক, একজন মহিলা-চিকিৎসক, ও ৩৪ জন বিভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইবে। এইরূপ প্রতি তিনটি পল্লীকেন্দ্রের জন্য ৩০ জন রোগী থাকিবার ব্যবস্থাসম্বলিত একটি হাসপাতাল

স্থাপিত হইবে। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত দুইজন ডাক্তার, দুইজন সরকারী নার্স এবং ৪ জন মিড্‌ওয়াইফ্‌ও থাকিবে। ৫০-৬০ সহস্র অধিবাসীপূর্ণ প্রতি কেন্দ্রের জন্য উন্নততর হাসপাতাল, গবেষণাগার ও বিশেষজ্ঞগণের বন্দোবস্ত থাকিবে। ইহা অপেক্ষাও উন্নততর ব্যবস্থা থাকিবে জেলাসমূহে।

* ভারতে জন্ম-মৃত্যুর হার (প্রতি সহস্রে)

জন্মের হার—২৫'১৩ (১৯৪৪ খৃঃ)
মৃত্যুর হার—২৩'৭১ ”
শিশুমৃত্যুর হার—১৬৩ (১৯ ২ খৃঃ)
কলেরা, বসন্ত ও
প্লেগে মৃত্যুর হার—'৯ (”)

জনস্বাস্থ্যবিভাগ হইতে সরকারের (১৯৩৮ খৃঃ) :—
আয়—৩,৮৭,৪০,৩৮১৲ টাকা
ব্যয়—৩,৮৯,৪৮,৬১৭৲ ”

* বিভিন্ন প্রদেশের জন্ম মৃত্যুর হারের তালিকার জন্য ৮৫ পৃঃ দেখুন।

বিভিন্ন দেশের জন্ম মৃত্যুর হার

(প্রতি বৎসর প্রতি সহস্রে)

	জন্ম	মৃত্যু	শিশুমৃত্যু
সাউদ্ আফ্রিকা (১৯৩৯ খৃঃ)	২৫'৪	৯'৪	৪৯
ক্যানাডা (১৯৪০ খৃঃ)	২১'৪	৯'৭	৫৬
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৯৪০ খৃঃ)	১৭'৯	১০'৮	৪৬
জাপান (১৯৩৮ খৃঃ)	২৭	১৭'৬	১৪৪
জার্মাণী (১৯৪০ খৃঃ)	২০	১২'৭	৬৩
ভারতবর্ষ (১৯৪২ খৃঃ)	২৯	২১	১৬৩

ভারতের শিক্ষিত চিকিৎসক, ধাত্রী, স্বাস্থ্যপরিদর্শক ও কম্পাউণ্ডারের সংখ্যা

	বর্ত্তমান সংখ্যা	আনুপাতিক হিসাবে একজনকে কতজনের চিকিৎসা করিতে হয়	ভোর কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৯৭১ খৃষ্টাব্দের আনুপাতিক হার	ভোর কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে হইলে কত জনের প্রয়োজন হইবে
চিকিৎসক	৪৭,৪০০	৬,৩০০	২,০০০	১,৮৫,০০০
ধাত্রী	৭,০০০	৪৩,০০০	৫০০	৭,৪০,০০০
স্বাস্থ্য পরিদর্শক	৭৫০	৪,০০,০০০	৫,০০০	৭৪,০০০
প্রসূতি চিকিৎসক	৫,০০০	৬০,০০০	৪০০	১,২৫,০০০
কম্পাউণ্ডার	৭৫	৪০,০০,০০০	প্রতি তিনজন চিকিৎসকের জন্য একজন কম্পাউণ্ডার	৬২,০০০

ভারতের হাসপাতালের সংখ্যা

	হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারীর সংখ্যা			প্রতি একটি প্রতিষ্ঠানে গড়ে কতজন লোক	
প্রদেশ	সহরে	গ্রামে	মোট	সহরে	গ্রামে
আসাম	৫৯	২২৯	২৮৮	৪,৭৫৬	৪৩,৩৩৭
বাঙ্গালা	৩০৪	১৫১১	১৮১৫	১৯,৭৩০	৩৭,৯৯৬
বিহার	১২৫	৫২৮	৬৫৩	১৮,৬৩০	৬২,৭৪৪
বোম্বাই	৩১৬	৪৪৩	৭৫৮	১৭,১২৭	৩৪,৯২৭
মধ্যপ্রদেশ	১৮৪	২২৩	৪০৭	১১,৩৭৯	৬৬,০০৮
দিল্লী	২১	১৩	৩৪	৫৩,১২৮	১৭,০৯৬
মাদ্রাজ	২৭৬	৯৭২	১,২৪৮	২৮,৪৯৬	৪২,৬৭২
উত্তর-পঃ সীমান্ত	৫৯	১২৩	১৮২	৯,৩৫৯	৩৪,০৫৩
ওড়িষ্যা	২১	১৬০	১৮১	১৫,২৭৬	৫২,৫৪৮
পঞ্জাব	২৮৭	৭৭৮	১,০৬৫	১৫,১৮৮	৩০,৯২৫
সিন্ধু	৭৩	১৫৪	২২৭	১২,২১৫	২৩,৬৫৮
যুক্তপ্রদেশ	৪৩৮	৪৫৬	৮৪৪	১৭,৬৬৮	১,০৫,৬২৬

খাদ্য

বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা :—ভারতবাসীদের ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ শেষ হইলেই, খাদ্যসমস্যা দূর হইবে এবং নিয়ন্ত্রণ-প্রথা উঠিয়া যাইবে। সরকারী ও আধা-সরকারী মহল হইতেও এই ধরণের অপরোক্ষ আশ্বাস পাওয়া গিয়াছিল। এই বিশ্বাসের ফলে, দেশবাসী যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্চয়-বুদ্ধি পরিত্যাগ করে; সরকারও খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের কার্য্যে ব্যস্ত থাকে—ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কার লক্ষণ দেখায় নাই, ভারতের প্রজাপুঞ্জকে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক করাও তাহারা প্রয়োজন মনে করে নাই।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বিপদের আওয়াজ শুনা গেল। ভারতের সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে খাদ্যের মূল্য হু-হু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে ফাঁকি দিবার প্রচেষ্টায় বাজার হইতে খাদ্যশস্য অন্তর্হিত হইল। দেশবাসীর সুখ-কল্পনায় ছাই পড়িল। জানুয়ারী মাসে আমেরিকা হইতে খবর পাওয়া গেল যে, বড়লাট লর্ড ওয়াভেল নাকি ভারতের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খাদ্যশস্য ধার চাহিয়াছেন। এই সংবাদে আশামুগ্ধ ভারতবাসী স্তম্ভিত হইয়া গেল।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সরকারী হিসাবনিকাশে প্রকাশ পাইল যে এই বৎসর ভারতে ৬০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ঘাট্‌তি পড়িবে; কারণ দর্শানো হইল যে, অতিবৃষ্টির জন্য দক্ষিণভারতে ৩০ লক্ষ টন শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনাবৃষ্টির জন্য উত্তরভারতে আশানুরূপ রবিশস্য উৎপন্ন হইবে না।

মার্চ্চ (১৯৪৬) মাসে খাদ্যসমস্যা ভয়াবহ মূর্ত্তি ধারণ করিল।

বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মহীশূর রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা বিপন্ন হইল। ভারত-সরকার খাদ্য রেশন হ্রাস করিয়া দিলেন। আগামী ভাদ্র হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, এই আতঙ্কে দেশবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই সময়ে ভারত-সরকারের খাদ্যবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইল যে, খাদ্যশস্যের ঘাটতির পরিমাণ ১৫ হইতে ২০ লক্ষ টনের মধ্যে। যুদ্ধবিজয়ের ফলে মিত্রপক্ষকে বিজিত রাষ্ট্রসমূহের প্রজাপুঞ্জকে খাদ্যসরবরাহের ভারগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহারা ভারতের নিকট খাদ্যশস্য লইবে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভারতেই দুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়া উঠায় সমগ্র য়ুরোপ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং এই জগদ্ব্যাপী খাদ্য সমস্যা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইল। এই খাদ্য সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হুভার ভারতবর্ষে আসেন এবং অনতিবিলম্বে ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য প্রেরণের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন। ইহার পর স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে একটি 'ফুড্ মিশন' ভারত সরকারের পক্ষ হইতে আমেরিকা ও ক্যানাডায় যায়। এবং বহু আলাপ-আলোচনার পর স্থির হয় যে সম্মিলিত খাদ্য সমিতি (Combined food Board) চার মাসের মধ্যে প্রায় ১৪ লক্ষ টন খাদ্যশস্য ভারতে প্রেরণ করিবে। কিন্তু নানা কারণে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় না। প্রথম ৮ মাসে ১২ লক্ষ টনের মতো খাদ্যশস্য ভারতে পৌছে।

দেওয়ান চমনলাল ও ভারতীয় খাদ্য মিশন বহন করিয়া আর্জেন্টিনায় যান, এবং ৩ লক্ষ টন ভুট্টা ক্রয় করিতে সমর্থ হন।

মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের খাদ্যসচিব ডঃ রাজেন্দ্র-প্রসাদ ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য অত্যন্ত মনোযোগী হইয়া উঠিয়াছেন।

ভারতীয় বেতার

ইতিহাস :—১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে "রেডিয়ো ক্লাব" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। অতঃপর ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী বোম্বাই (২৩ জুলাই ১৯২৭) ও কলিকাতায় (২৬ আগষ্ট ১৯২৭) রেডিয়ো ষ্টেশন স্থাপন করে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে অর্থাভাবে এই কোম্পানী উঠিয়া যায়। এই বৎসরই ১লা এপ্রিল তারিখে জনগণের দাবীর ফলে ভারত সরকার বেতার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। প্রথম দিকে ইহাতে সরকারের বহু লোকসান হয়; এমন কি, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে রেডিয়ো লোপ করা ধার্য্য হয়। কিন্তু বিরুদ্ধ জনমতের দরুণ এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করা হয় না, পক্ষান্তরে রেডিয়ো সেটের উপর সরকারী শুল্কের হার বর্দ্ধিত করা হয়। অতঃপর ভারতীয় বেতারের অবস্থা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া গত কয়েক বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে বেতারের মারফৎ সংবাদ সরবরাহও করা হইতেছে। ন্যূনপক্ষে চারিটি মহাদেশে সংবাদ সরবরাহ করিবার উপযুক্ত ব্যাটারী বর্ত্তমানে ভারতীয় বেতারের আছে। বেতার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে পাঁচখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়:—ইণ্ডিয়ান লিস্‌নার (ইংরেজী) আওয়াজ (উর্দ্দু), সারং (হিন্দী), বেতার জগৎ (বাঙ্গালা) ও বনোলি (তামিল)।

বেতার সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য

রিসিভার লাইসেন্সের সংখ্যা
(১৯৪৫ খৃঃ)—১,৯৯,৫৮৯

রেডিয়ো ষ্টেশনের সংখ্যা
(১৯৪৫ খৃঃ)—৯

ট্রান্সমিটারের সংখ্যা
(১৯৪৫ খৃঃ)—২১

মোট আমদানীকৃত ওয়ারলেস সেটের
মূল্য (১৯৪২ খৃঃ)—১৯,৯০,০০ টাকা

বেতার কেন্দ্রের মোট আয়—৩৮,৮২,৯২৫৲
(১৯৪১-৪২ খৃঃ)

ব্যয়—৩৫,৫৯,৭৭৬৲

ভারতীয় নাট্য-শিল্প ও চিত্রজগৎ

বর্ত্তমান অবস্থা :—উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলাদেশে প্রকৃত নাট্যশালা স্থাপিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে ইহার প্রভূত উন্নতি হয়। বিদেশী চিত্রনাট্য প্রদর্শনের প্রথম ব্যবস্থা করেন জে. এফ. ম্যাডান ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। ভারতবাসীদের মধ্যে বোম্বাইয়ের ডি. ফেক্ প্রথম "হরিশ্চন্দ্র" নামক নাটকখানির প্রযোজনা করেন। দেশীয় ভাষায় প্রথম চিত্রগ্রহণ করেন ম্যাডান থিয়েটার্স—চিত্রখানির নাম "নলদময়ন্তী।" দেশীয় ভাষায় প্রথম সবাক চিত্রনাট্য—"আলম আরা" তোলা হয় বোম্বাইয়ের ইম্পিরীয়াল ষ্টুডিয়োতে। প্রভাত ষ্টুডিয়োর "সৈরিন্ধ্রী"ই দেশীয় ভাষায় প্রথম বর্ণবহুল চিত্রনাট্য।

ভারতবর্ষের নাট্যশিল্প ও চিত্রজগতের বর্ত্তমান অবস্থা অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। দেশের জনসাধারণ থিয়েটারে যাওয়া আর তেমন পছন্দ করেনা—ফলে থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হওয়া তেমন বিচিত্র নয়। তবুও যে কয়জন উদ্যোগী ভারতীয়ের চেষ্টায় থিয়েটার আজও বাঁচিয়া আছে, তাঁহারা জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র। ইঁহাদের মধ্যে ভারতের নটশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

থিয়েটারের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ হইতেছে বাণীচিত্র। বাণীচিত্র প্রবর্ত্তনের পর প্রযোজক, অভিনেতা ও দর্শক, প্রত্যেকেরই পরিশ্রম লাঘব হইয়াছে। আয় ও আনন্দ বাড়িয়াছে। সুতরাং বাণীচিত্র বা সিনেমার প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সিনেমার ভবিষ্যৎ সত্যই উজ্জ্বল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় চিত্রজগৎ আজও তেমন উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ভারতীয় চিত্রজগতের প্রধান ত্রুটি হইতেছে :—(১) প্রকৃত চিত্রনাট্যের অভাব, (২) হলিউডের

আদর্শে নাচগানের খিচুড়ী পরিবেশন, (৩) দর্শকদের মানসিক উন্নতি সাধনের পরিবর্ত্তে মনযোগানোর শস্তা প্রয়াস। ইহার জন্য চিত্রনাট্যের প্রযোজক পরিচালকরাই কেবল দায়ী নহেন, লেখক অভিনেতা নাট্য-সমালোচক এবং কোনও দিক দিয়া দর্শকবৃন্দও দায়ী। চিত্র-নাট্যের এই দুরবস্থা মোচন করিতে হইলে. বিভিন্ন প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে মতের আদান-প্রদান এবং প্রকৃত সাহিত্যিকগণকে চিত্রনাট্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন; সর্ব্বোপরি নিরপেক্ষ নাট্য-সমালোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশার কথা যে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতির ন্যায় কতিপয় প্রথিতযশা সাহিত্যিক চিত্র-নাট্যের অভাবপূরণে উদ্যোগী হইয়াছেন।

ফিল্ম সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞাতব্য

চিত্রপ্রযোজক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :—

সর্ব্বভারতে—ন্যূনপক্ষে ১৫০ (১৯৪৬-৪৭ খৃঃ)

বঙ্গদেশে—ন্যূনপক্ষে ১১৫ (১৯৪৬-৪৭ খৃঃ)।

ষ্টুডিয়োর সংখ্যা :—

সর্ব্বভারতে—ন্যূনপক্ষে ৫০ (১৯৪৬-৪৭ খৃঃ)।

বঙ্গদেশে—১৩ (১৯৪৬-৪৭)।

মোট কত ফিল্ম আমদানী (১৯৪১-৪২ খৃঃ)

৯,৩০,০০,০০০ ফুট।

ফিল্ম শিল্প হইতে আয়-ব্যয় (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ) :—

মোট আয়—৯,৯৩,৪৫,০০০৲ টাকা।

মোট লাভ—২,৫৩,৩৩,০০০৲ টাকা।

বিভিন্ন প্রদেশে গৃহীত চিত্রের সংখ্যা (১৯৪৩ খৃঃ) :—

বোম্বাই—৯৯, দক্ষিণ ভারত—২০

বাঙ্গালা—২৭ পঞ্জাব—৩

কোন্ দেশের কয়খানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে (১৯৪৩ খৃঃ)

ভারতীয়—১৮৩ বৃটিশ—৩০

আমেরিকা—১৮০ অন্যান্য—২

কোন ভাষায় কয়খানি ভারতীয় চিত্র গৃহীত হইয়াছে (১৯৪৩ খৃঃ)

হিন্দি—৯৮ উর্দ্দু—৭

বাংলা—২০ তেলেগু—৫

তামিল—১১ কানাড়ী—৪

ভারতীয় চিত্রগৃহের মোট সংখ্যা (১৯৪৩-৪৪ খৃঃ)—১৭০০টি

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতির নাম

বিষয়	বাঙ্গালা	হিন্দী
চিত্রনাট্য	ভাবী কাল (প্রথম)	পর্ব্বত পে আপ্‌না ডেরা (দ্বিতীয়)
পরিচালক	নীরেন লাহিড়ী (ভাবীকাল)	ভি. শান্তারাম (পর্ব্বত পে আপ না ডেরা)
সঙ্গীত ”	পঙ্কজ মল্লিক (দুই পুরুষ)	আমীর আলী (পান্না)
আলোকচিত্র গ্রহণ	সুধীন মজুমদার „	ভি অভদূত (পর্ব্বত পে আপ্‌না ডেরা)
শব্দানুলেখন	লোকেন বসু ”	এ. কে. পরমার „
শিল্পনির্দ্দেশ	সৌরেন সেন „	রুমি ব্যাঙ্কার (একদিন কা সুলতান)
অভিনেতা	দেবী মুখার্জ্জি (ভাবীকাল)	পৃথ্বিরাজ (দেবদাসী)
অভিনেত্রী	চন্দ্রাবতী (দুই পুরুষ)	গীতা নিজামী (পান্না)
সংলাপ	প্রেমেন্দ্র মিত্র (ভাবীকাল)	উপেন্দ্র আসব (মজদুর)

দি একাডেমী অব্ মোসন্ পিক্‌চার কর্তৃক পুরস্কৃত চিত্রনাট্য সমূহের নাম

(১৯৩৫ খৃঃ হইতে ১৯৪৪ খৃঃ পর্য্যন্ত)

১৯৩৫—ম্যুটিনি অন দি বাউন্টি (মেট্রো)

১৯৩৬—দি গ্রেট্ জিগফিল্ড্ „

১৯৩৭—লাইফ অব্ এমিল জোলা (ওয়ার্ণার)

১৯৩৮—ইউ কাণ্ট্ টেক্ ইট উইদ্ ইউ (কলম্বিয়া)

১৯৩৯—গন্ উইদ্ দি উইণ্ড (ইণ্টারন্যাশানাল)

১৯৪০—রেবেকা (ইনটারন্যাশানাল)

১৯৪১—হাউ গ্রীণ ওয়াজ মাই ভ্যালী (ফক্স্)

১৯৪২—মিসেস্ মিনিভার (মেট্রো)

১৯৪৩— ক্যাসাব্লাঙ্কা (ওয়ার্ণার)

১৯৪৪—গোয়িং মাই ওয়ে (প্যারামাউণ্ট)

বৃটিশ ফিল্ম পুরস্কার প্রাপ্ত

১৯৪৬—দি ওয়ে টু দি ষ্টার্স

সাধারণ জ্ঞান

পৃথিবীর মধ্যে

সর্ব্বোচ্চ—গিরিশৃঙ্গ—এভারেষ্ট (ভারতবর্ষ : ২৯,০০২ ফুট)।

„ অট্টালিকা—সোভিয়েট্ প্যালেস্ (রাশিয়া : ১,৩০০ ফুট)।

„ মূর্ত্তি—স্বাধীনতার মূর্ত্তি (আমেরিকা ঃ ১৫১ ফুট)।

„ গির্জ্জা—উল্ম্ ক্যাথিড্রাল চার্চ্চ (জর্ম্মাণী : ৫২৯ ফুট)।

„ দুর্গ—এইফেল দুর্গ (ফ্রান্স : ৯৮৪ ফুট)।

„ আগ্নেয়গিরি—কোটোপ্যাক্সি (ইউকেডর)।

„ প্রাসাদ—এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং (আমেরিকা)।

„ মালভূমি—পামির (মধ্য এশিয়া)।

„ বাঁধ—বুল্ডার ডাম (আমেরিকা)।

সর্ব্বোচ্চ নগর—ফারি (তিব্বত : সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪,৩০০ ফুট উচ্চে)।

সর্ব্ববৃহৎ নগর—লণ্ডন (গ্রেট বৃটেন : আয়তন ৭০০ বর্গ মাইল)।

„ অট্টালিকা—ঘিজের পিরামিড্ (ঈজিপ্ট্)।

„ দেশ—ব্রেজিল (দক্ষিণ আমেরিকা)।

„ মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা)।

„ দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড।

„ হ্রদ—লেক সুপেরিয়র (উত্তর আমেরিকা : ৪১২ মাইল দীর্ঘ)।

„ মহাসাগর—প্রশান্ত।

„ মহাদেশ—এশিয়া।

„ উপদ্বীপ—ভারতবর্ষ।

সর্ব্ববৃহৎ নদী—আমাজোন (দক্ষিণ আমেরিকা)।
" আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া (হাউই : ১৩,৭৬০ ফুট)।
" রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া।
" ব-দ্বীপ—সুন্দরবন (ভারতবর্ষ : আয়তন ৮,০০০ বর্গ মাইল)।
" ঘূর্ণাবর্ত্ত—ম্যালষ্ট্রম (লোফোডেন দ্বীপপুঞ্জ)।
" মেলা—নিজ্‌নি-নভ্‌-গোরদ্‌ (রাশিয়া)।
" বেলুন—এক্সপ্লোরার টু (আমেরিকা)।
" যুদ্ধজাহাজ—কিং জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ্‌ (গ্রেট্‌ বৃটেন)।
" সমুদ্রজাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (গ্রেট্‌ বৃটেন : ৮৫,০০০ টন)।
" হীরকখনি—কিম্বরলি (সাউদ আমেরিকা)।
" খিলান—সিড্‌নী হার্ব্বার্ট ব্রিজ (অষ্ট্রেলিয়া)।

সর্ব্ববৃহৎ গুম্বজ—গুলগুম্বজ (বিজাপুর, ভারতবর্ষ ব্যাস ১৪৪ ফুট্‌)।
" দ্বীপপুঞ্জ—মালয়।
" গির্জ্জা—সেণ্ট পিটর্স (রোম)
" ঘণ্টা—মস্কৌতে আছে (ওজন ২০০ টন, উচ্চতা ২১ ফুট, ব্যাস ২১ ফুট)।
" ঘড়ি—কোলগেট্‌ বিল্ডিং (আমেরিকা)।
" বাঁধ—লয়েড ব্যারেজ (সুক্কুর, ভারতবর্ষ)।
" হীরক—দি কুল্লিয়ান (৩১০৬ ক্যারট)।
" প্রবাল—বেরেসফোর্ড হোপ পার্ল (১৮০০ গ্রাম)।
" পুস্তকাগার—গোস্থুডের ষ্টভেন্নাজা পাব্লিকনাজা বিব্লিয়োটেকা (রাশিয়া)।
" যাদুঘর—বৃটিশ ম্যুজিয়ম্‌ (গ্রেট বৃটেন)।
" প্রাসাদ—ভ্যাটিকান্‌ (ভ্যাটিকান্‌ সিটি)।

সর্ব্ববৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাস (ন্যু ইয়র্ক)।

„ নক্ষত্র—জুপিটর্ বা বৃহস্পতি।

„ পুষ্প—র‍্যাফ লেশিয়া (সুমাত্রা)।

দীর্ঘতম বারান্দা—রামেশ্বরমের মন্দির (দক্ষিণ ভারত ঃ ৪,০০০ ফুট)।

„ রেলওয়ে লাইন—ট্রান্স-সাইবেরিয়ান্ রেলওয়ে (লেলিনগ্রাদ্—ব্লাডিভষ্টক)।

„ রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম্ম—শোনপুর (ভারতবর্ষ)।

„ নদী—মিসিসিপি-মুসৌরী (আমেরিকা)।

„ দেওয়াল—চীন (১৫০০ মাইল)।

„ রাজপথ—ব্রডওয়ে (ন্যু ইয়র্ক, আমেরিকা)।

দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু—হেলগ্রেট ব্রীজ (আমেরিকা : ১৩,৫৫৩ ফুট)।

সর্ব্বাপেক্ষা ঘনবসতি—জাভা (প্রতি বর্গ মাইলে ৮০০ জন)।

সর্ব্বাধিক বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জি (ভারতবর্ষ)।

সর্ব্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল।

সমুদ্রের সর্ব্বাধিক গভীরতা—ফিলিপাইন ডীপ্ (ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ)।

ক্ষুদ্রতম মহাদেশ—অষ্ট্রেলিয়া।

হ্রস্বতম বামন পরিবার—ষ্ট্রাস্ ডেভিড্ পরিবার (স্বামী (২০ ইঞ্চি, স্ত্রী ১৮ ইঞ্চি, পুত্র ৬ ইঞ্চি)।

সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র—য়্যাক্টা ডায়ার্ণা (রোম)।

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য—এ. কারসেৎজী।

ব্যারণেট—স্যর কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।

পিয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য—স্যর মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভিক্টোরিয়া ক্রশ-প্রাপ্ত—নায়েক খুদাদাদ্ খান্।

ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত

কে. সি. এস্. আই—রাধাকান্ত দেব।

আই. এম্. এস্—গুডিভ চক্রবর্ত্তী।

প্রাদেশিক লাট—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

প্রিভি কাউন্সিলর—আমির আলী।

কেন্দ্রীয় আইনসভার সভাপতি—স্যর ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

ইঞ্জিনীয়র—নীলমণি মিত্র।

হাফটোন চিত্রকর—উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী।

রয়্যাল আর্টিষ্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আই.সি. এস্—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

" পদত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু।

স্যর উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মিথ্ পুরস্কারপ্রাপ্ত—ভূপতিমোহন সেন

কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।

ব্যারিষ্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন সিংহ।

বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়।

বিলাত-যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়।

মহিলা চিকিৎসক—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।

মহিলা এম্. এ—চন্দ্রলেখা বসু।

লণ্ডনের ডি. এস্-সি—জগদীশচন্দ্র বসু।

ইংরেজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।

বেলিনের মহিলা পি-এইচ. ডি—প্রভাবতী দাশগুপ্তা।

মহিলা এম্. বি—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।

বড়লাটের শাসনপরিষদের সহকারী সভাপতি—জওহরলাল নেহরু।

বড়লাট—মহম্মদ আলী জিন্না।

বিশ্ববিজয়ী কুস্তীগীর—গামা।

বিবিধ তথ্য

নবগ্রহ :—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন :—কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি।

সপ্তসমুদ্র :—দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত, স্বাদূদক।

সপ্তদ্বীপ :—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর।

পঞ্চরত্ন :—মণি, মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য।

সপ্তর্ষি : —বশিষ্ঠ (অরুন্ধতীসহ), অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু।

বারো ভুইঞা :—কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ), প্রতাপাদিত্য (যশোহর), লক্ষণমাণিক্য (ভুলুয়া), চাঁদ রায় ও কেদার রায় (বিক্রমপুর), চাঁদগাজি (চাঁদপ্রতাপ), গণেশ রায় (দিনাজপুর), হাম্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ (তাহিরপুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁঠিয়া), ফজল গাজী (ভাওয়াল), ইশাখাঁ মসনদ্ আলি (খিজিরপুর)।

পঞ্চশস্য :—ধান্য, যব, শ্বেত সর্ষপ, তিল, মুগ।

পঞ্চতীর্থ :—কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস, পুষ্কর।

পঞ্চগব্য :—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময়, গোমূত্র।

পঞ্চনদ :—শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা, ইরাবতী।

দশাবতার :—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, কল্কি।

দ্বাদশ রাশি :—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।

গুপ্তসম্প
ভারতের রূপচর্চার
ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত
আধুনিক যুগের ঠিক আগে পর্যন্ত প্রসাধনের সবচেয়ে দামী ও ভালো উপকরণগুলি প্রাচ্য থেকেই পশ্চিমে রপ্তানী হত। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সকল দেশের মেয়েরা প্রাচ্যের কাছেই রূপচর্চার শিক্ষানবিশী করেছে। সুদূর অতীত যুগেও ভারতীয় মেয়েরা যে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে সুনিপুণা ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতের প্রাগৈতিহাসিক নগরগুলির ভগ্নাবশেষে। ভারতীয় রূপচর্চার ভাণ্ডার থেকে উদ্ধৃত বহু প্রাচীন একটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য উপাদানে তৈরি "বসন্ত-মালতী" আধুনিকাদের পক্ষে অপরিহার্য একটি প্রসাধনী। এই বসন্ত-মালতী একাধারে ত্বককে পরিষ্কৃত, পরিপুষ্ট ও তাজা করে' তোলে; ব্রণ, লোমকূপের স্ফীতি এবং মেচেতা প্রভৃতি দূর করে। মুখের চামড়ার লাবণ্য ফুটিয়ে তোলে। বসন্ত-মালতী ব্যবহারের পর পাউডারের প্রলেপ মসৃণ ভাবে থাকে।
বসন্ত
রূপচর্চার
পূর্ণাঙ্গ প্রসাধনী
প্রস্তুতকারক :— ডি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা
CBK 8

ক্রীড়া ও ব্যায়াম

বর্ত্তমান অবস্থা :—বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীর ক্রীড়া ও ব্যায়ামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—আঞ্চলিক অনুশীলন ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। আঞ্চলিক অনুশীলন প্রতিযোগিতা-মূলক হইলেও, ইহা একান্তভাবে একদেশবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হইতেছে বিভিন্ন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা।

বৃটিশ শাসনের অধীনে আসিয়াই ভারতবর্ষ প্রথম আধুনিক আন্তর্জাতিক ক্রীড়াতে যোগ দেয় এবং ক্রমেই প্রাধান্য অর্জ্জন করিতেছে। নিম্নে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্রীড়া ও ব্যায়ামসমূহের বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

ক্রিকেট

ভারতবর্ষে ক্রিকেটের প্রচলন ও উন্নতি এদেশস্থ ইংরেজ ও রাজন্য-বর্গের চেষ্টার ফল। ক্রিকেট খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার খ্যাতিই সর্ব্বাধিক। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের নিগ্রো খেলোয়াড়রাও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে ক্রিকেট খেলার প্রচলন নাই।

আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট :—

(১) ভারত ও ইংলণ্ড

টেষ্ট খেলা :—

১৯৩২

লর্ডস্ মাঠে—

ইংলণ্ড—২৫৯ ও ২৭৫ (৮ উইঃ)	ইংলণ্ড
ভারত—১৮৯ ও ১৮৭	১৫৮ রানে জয়ী

১৯৩৩-৩৪

১। বোম্বাই—ইংলণ্ড—৪৩৮ ও ৪০ (১ উই) ভারত—২১৯ ও ২৫৮ (অমরনাথ—১১৮)	ইংলণ্ড ৯ উই জয়ী
২। কলিকাতা—ইংলণ্ড—৪০৩ ও ৭ (২ উই) ভারত—২৪৭ ও ২৩৭	অমীমাংসিত
৩। মাদ্রাজ—ইংলণ্ড—৩৩৫ ও ২৬১ (৭ উই) ভারত—১৪৫ ও ২৪৯	ইংলণ্ড ২০২ রাণে জয়ী

১৯৩৬

১। লর্ডস্ মাঠে—ইংলণ্ড—১৩৪ ও ১০৮ (১ উই) ভারত—১৪৭ ও ৯৩	ইংলণ্ড ৯ উই জয়ী
২। ম্যাঞ্চেস্টার—ইংলণ্ড—৫৭১ (৮ উই:) ভারত—২০৩ ও ৩৯০ (৫ উই) (মার্চেন্ট ১১৪, মুস্তাক আলি ১১২) ইংলণ্ডে বিদেশী দলের ১ম উই: রেকর্ড—মার্চেন্ট-মস্তক—২০৩	অমীমাংসিত
৩। ওভাল—ইংলণ্ড—৪৭১ (৮ উই) ও ৬৪ (১ উই) ভারত—২২২ ও ৩১২	ইংলণ্ড ৯ উই: জয়ী

১৯৪৬

১। লর্ডস্ মাঠে—ভারত—২০০ ও ২৭৫ ইংলণ্ড—৪২৮ ও ৪৮ (বিনা উই:)	ইংলণ্ড ১০ উই: জয়ী
২। ম্যাঞ্চেস্টার—ইংলণ্ড—২৯৪ ও ১৫৩ (৫ উই:) ভারত—১৭০ ও ১৫২	অমীমাংসিত
৩। ওভাল—ভারত—৩৩১ (মার্চেন্ট—১২৮) ইংলণ্ড—৯৫ (৩ উই:)	বৃষ্টির জন্ত খেলা শেষ হয় নাই।

ইংলণ্ড ভ্রমণকারী ভারতীয় ক্রিকেটদলের খেলার ফলাফল

	মোট খেলা	ভারতের জয়	পরাজয়	অমীমাংসিত
১৯৩২	২৫	৯	৮	৮
১৯৩৬	২৮	৪	১২	১২
১৯৪৬	২৯	১১	৪	১৪

১৯৪৬ সালে ভারতীয়দলের বিশেষ কৃতিত্ব

ব্যাটিং	মোট রাণ	ইনিংস	সর্ব্বোচ্চ রাণ	নট আউট	গড়ে রাণ
মার্চ্চেণ্ট	২৩৮৫	৪১	২৪২	৯	৭৪'৫৩

মার্চ্চেণ্ট ঐ বৎসর ব্যাটিংএ বৃটেনে ২য় স্থান অধিকার করেন।

বোলিং—

মানকড়	প্রতি উইঃ গড়ে রাণ	মোট উইঃ
	২০'৭৬	১২৯

ইংলণ্ডে ভারতীয়দের মধ্যে এযাবৎ এক মানকড়ই এক বছরে ১০০০ রাণ ও ১০০ উইকেট পাইয়াছেন।

হাজারী—২৪৪ (নট আউট) ইয়র্কসায়ারের বিপক্ষে।

ইহাই ঐ বৎসরে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ।

সাসেক্সের বিরুদ্ধে ৪ জনের শতাধিক রাণ—

মার্চ্চেণ্ট ২০৪, মানকড় ১০৫, পতৌদি ১১০ অমরনাথ ১০৬

জুড়ি—এস ব্যানার্জ্জি ও সারভাতে ২৪৯ (১০ম উইঃ)—ইংলণ্ডের ১০ম উইঃ রেকর্ড!

(২) ভারত—অস্ট্রেলিয়া :—

১৯৩৬—৩৭ সালে আগত অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ৪টী বেসরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল—

১ম টেস্ট (বোম্বাই) অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইঃ জয়ী
২য় (কলিকাতায়) অষ্ট্রেলিয়া ৮ উইঃ জয়ী
৩য় (লাহোর) — ভারত — ৩৮ রাণে জয়ী
৪র্থ (মাদ্রাজ) — ভারত — ৩৩ রাণে জয়ী

১৯৪৫—৪৬ সালে আগত অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিক ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে ৩টী বেসরকারী টেস্ট খেলার ফলাফল—

খেলা	ফলাফল
১ম বম্বে—অষ্ট্রেঃ ৫৩১ ও ৩১ (১ উইঃ) ভারত ৩৩৯ ও ৩০৪ (ফলো অন্ করিয়া)	অমীমাংসিত
২য় কলিকাতা—ভারত ৩০৬ ও ৩৫০ (৪ উইঃ) অষ্ট্রেঃ ৪৭২ ও ৪৯ (২ উইঃ)	অমীমাংসিত
৩য় মাদ্রাজ—অষ্ট্রেঃ—৩৩৯ ও ২৭৫ ভারত—৫২৫ ও ৯২ (২ উইঃ)	ভারত ৮ উইঃ জয়ী

১৯৪৭—৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয়দল :—

বিজয় মার্চেন্ট (বোম্বাই, অধিনায়ক), অমরনাথ (দক্ষিণ পঞ্জাব, সহঃ অধিনায়ক), মুস্তাক আলি (হোলকার) মানকড় (গুজরাট), হাজারী (বরোদা), মোদী (বোম্বাই), সি, এস নাইডু (হোলকার), গুল মহম্মদ (বরোদা), সোহ্‌নী (মহারাষ্ট্র), আমীর ইলাহি (বরোদা), জে, কে, ইরাণী (সিন্ধু), পি, সেন (বাঙ্গালা) কে, এম্, রঙ্গ্‌নেকার (বোম্বাই), জি কিষেণচাঁদ (পশ্চিম ভারত), ডি ফাদ্‌কার (বোম্বাই), ফজল্ মাহ্‌মুদ (উত্তর ভারত) এইচ্, অধিকারী (বরোদা)।

অসুস্থতার জন্য মার্চেন্ট যাইতে পারিবেন না বলিয়া অমরনাথ অধিনায়ক ও মুস্তাক আলি সহঃ অধিনায়ক হইবেন।

(৩) ভারত—সিংহল :—

১৯৪৫—৪৬ সালে সিংহলী ক্রিকেট দল ভারত ভ্রমণ করিয়া বোম্বাই ও বরোদায় দুইটী ম্যাচ্ খেলে। খেলা দুইটী অমীমাংসিত থাকে—

ফলাফল—

{ বোম্বাই—২৭৩ ও ২৬০ (৪ উইঃ)
{ সিংহল—৩৭৯ ও ৯০ (৫ উইঃ)

{ বরোদা—২৯৪
{ সিংহল—৮৩ ও ৩০৩ (৪ উইঃ)

(৪) ইংলণ্ড—অষ্ট্রেলিয়া টেস্ট (প্রথমারম্ভ ১৮৭৬)

মোট খেলা	ইং জয়ী	অঃ জয়ী	অমীমাংসিত
১৪৮	৫৫	৫৯	৩৪

১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট খেলার ফলাফল

টেস্ট	ফল
১ম টেস্ট—অষ্ট্রেলিয়া—৬৪৫ ইংলণ্ড—১৪১ ও ১৭২	অষ্ট্রেলিয়া ১ইনিংস ও ৩৩২ রাণে জয়ী
২য় টেষ্ট—অষ্ট্রেলিয়া ৬৫৯ (৮ উইঃ) (টেষ্ট ম্যাচের রেকর্ড) ইংলণ্ড—২৫৫ ও ৩৭১	অষ্ট্রেলিয়া ১ইনিংস ও ৩৩ রাণে জয়ী
৩য় টেষ্ট—অষ্ট্রেলিয়া—৩৬৫ ও ৫৩৬ ইংলণ্ড—৩৫১ ও ৩১০ (৭ উইঃ)	অমীমাংসিত
৪র্থ টেষ্ট—ইংলণ্ড—৪৬০ ও ৩৪০ (৮ উইঃ) অষ্ট্রেলিয়া—৪৮৭ ও ২১৫ (১ উইঃ)	অমীমাংসিত
৫ম টেষ্ট—ইংলণ্ড—২৮০ ও ১৮৬ অষ্ট্রেলিয়া—২৫৩ ও ২১৪ (৫ উইঃ)	অষ্ট্রেলিয়া ৫ উইঃ জয়ী

বিশেষ কৃতিত্ব

উচ্চতম দলীয় রাণ, এক ইনিংসএ—

অষ্ট্রেলিয়া—(১৯৩০ খৃঃ লর্ডস মাঠে) :—৭২৯ (৬ উইঃ)

ইংলণ্ড—(১৯৩৮ খৃঃ ওভাল মাঠে) :—৯০৩ (৭ উইঃ)

উচ্চতম ব্যক্তিগত রাণ—

অষ্ট্রেলিয়া—ব্র্যাডম্যান—৩৩৪, লীডস্ (১৯৩০ খৃঃ)

ইংলণ্ড—হাটন্—৩৬৪, ওভাল (১৯৩৮ খৃঃ)

উচ্চতম জুড়ির রাণ—

হব্‌স্ ও রোডস্ (ইংলণ্ড)—৩২৩

মেলবোর্ণ—১৯১১—১২

উচ্চতম সমবেত রাণ—১৬০১,২৯ উইঃ (লর্ডস, ১৯২০ খৃঃ)

(৫) ইংলণ্ড নারী—অষ্ট্রেলিয়ান নারী :—

খেলার ফলাফল—

মোট খেলা	ইং জয়ী	অঃ জয়ী	অমীমাংসিত
৭	৪	১	২

(৬) ইংলণ্ড—নিউজিল্যাণ্ড—টেস্ট (প্রথমারম্ভ ১৯২৯ খৃঃ)

মোট খেলা	ইং জয়ী	অমিমাংসিত
১২	৩	৯

(৭) ইংলণ্ড—পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ—টেস্ট (প্রথমারম্ভ ১৯২৮ খৃঃ)

মোট খেলা	ইং জয়ী	পঃ ভাঃ জয়ী	অমীমাংসিত
১৮	৮	৩	৭

(৮) ইংলণ্ড—দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট (প্রথমারম্ভ ১৮৮৮ খৃঃ)

মোট খেলা	ইং জয়ী	দঃ আঃ জয়ী	অমামিংসিত
৬৪	২৯	১২	২৩

ব্যাটিংএ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়

* ৪৫২	ব্রাডম্যান (অ:)	১৯৩০ খৃ:
৪৩৭	পন্‌স্‌ফোর্ড (অ:)	১৯২৮ খৃ:
৩৬৮	হাটন্‌ (ইং)	১৯৩৮ খৃ:
৩৪৫	ম্যাকার্টনি (অ:)	১৯২১ খৃ:
* ৩৪৪	হিড্‌লে (পা: ভা: দ্বী)	১৯৩২ খৃ:
৩৪৪	গ্রেস (ইং)	১৮৭৬ খৃ:
* ৩৩৬	হ্যামণ্ড (ইং)	১৯৩৩ খৃ:
৩৩৩	দলীপসিংজী (ইং)	১৯৩০ খৃ:

* আউট না হইয়া।

টেস্ট ক্রিকেটে সর্ব্ব দেশ ও কালের সর্বোচ্চ রাণের রেকর্ড

হাটন (ইং) ৩৬৪ (ওভাল, ১৯৩৮ খৃ:)।

ইংলণ্ডের কাউন্টি ক্রিকেট বিজয়ী (১৯৪৬ খৃ:)

১ম—ইয়র্কশায়ার ২য়—মিডল্‌সেক্স

ভারতীয় ক্রিকেট

(১) **পঞ্চদলীয় (বা পেন্টাঙ্গুলার) খেলা :**—হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, য়ুরোপীয় ও অবশিষ্ট, এই পাঁচটি দলের ক্রিকেট খেলা বোম্বাই ক্রিকেটের বিশেষ আকর্ষণ। আন্তঃপ্রাদেশিক (রঞ্জি ট্রফি) আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই খেলাই ছিল সর্ব্বভারতের প্রধান ক্রিকেট প্রদর্শনী।

১৯৪৬-৪৭এর ফলাফল—

বিজয়ী—হিন্দুদল ৩১০ রাণে পার্শীদলকে শেষ খেলায় পরাজিত করে।

আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় রোহিন্টন বেরিয়া প্রতিযোগিতা :— ১৯৪৬-৪৭ সালে বিজয়ী, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে ৯ উইকেটে পরাজিত করে।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা :—সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পাতিওয়ালার মহারাজ, ভারতের, তথা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার রঞ্জিৎসিংহের স্মৃতি-রক্ষার্থে একটী কাপ উপহার দেন এবং ১৯৩৪ সাল হইতে এই খেলা আরম্ভ হয়। খেলাগুলি কয়েকটি প্রদেশকে লইয়া এলাকা ভাগ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বর্ত্তমানে আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতাই ভারতীয় ক্রিকেটের প্রধান আকর্ষণ।

বিজেতাদের তালিকা

১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬—বোম্বাই। ১৯৩৬-৩৭—নবনগর। ১৯৩৭-৩৮—হায়দ্রাবাদ। ১৯৩৮-৩৯—বাঙ্গালা। ১৯৩৯-৪০, ১৯৪০-৪১—মহারাষ্ট্র। ১৯৪১-৪২—বোম্বাই। ১৯৪২-৪৩—বরোদা। ১৯৪৩-৪৪—পশ্চিম ভারতের দেশীয় রাজ্য। ১৯৪৪-৪৫—বোম্বাই। ১৯৪৫-৪৬—হোলকার। ১৯৪৬-৪৭—বরোদা।

রণজি প্রতিযোগিতায় রেকর্ড

সর্ব্বোচ্চ রাণ এক ইনিংসে—৭৯৮ মহারাষ্ট্র—উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে ১৯৪০-৪১ পুণায়।

সর্ব্বোচ্চ জুড়ি-রাণ—৫৭৭ গুল মহম্মদ ও হাজারী (৪র্থ উই), বরোদা।
সর্ব্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ—৩৫৯ (নট আউট) বিজয় মার্চেন্ট, বোম্বাই (মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে ১৯৪৩-৪৪ বোম্বাইতে।
সর্ব্বোচ্চ উভয়দলীয় রাণ—১৩২৫ মহারাষ্ট্র-বোম্বাই ১৯৪০-৪১ পুণায়।
এক বৎসরের প্রতিযোগিতায় সহস্রাধিক রাণ—আর এস মোদী, বোম্বাই—১৯৪৪-৪৫।

ফুটবল বাঙ্গালার জাতীয় খেলায় পরিণত হইয়াছে। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান ফুটবল য়্যাসোসিয়েশনই বহুদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতের একমাত্র সংগঠিত পরিচালক সমিতি ছিল। পরে সর্ব্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন গঠিত হয়। ভারতীয় ফুটবলের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা আই. এফ. এ. শীল্ড।

পুরাতন বিজয়ীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—মোহন-বাগান (১৯১১) ক্যালকাটা (১৮৯৬, ১৯০০, ১৯০৩-০৪, ১৯০৬, ১৯১৫, ১৯২২-২৪) ড্যালহৌসি (১৮৯৭, ১৯০৫) গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স (১৯০৮-১০) সেরউড ফরেস্টার্স (১৮২৬-২৮)।

গত দশ বৎসরের বিজয়ীর তালিকা

১৯৩৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭—ষষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৩৮—ঈস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৯—পুলিশ
১৯৪০—এরিয়ান্স
১৯৪১-৪২—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩—ঈস্ট বেঙ্গল,
১৯৪৪—বেঙ্গল য়্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫—ঈস্ট বেঙ্গল
১৯৪৬—খেলা হয় নাই

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ)

(কেবল স্থানীয় দলের প্রতিযোগিতা)

পুরাতন উল্লেখযোগ্য বিজয়ীদল—ক্যালকাটা (১৮৯৯, ১৯০৭, ১৯১৬, ১৯১৮, ১৯২০, ১৯২২-২৩, ১৯২৫) ড্যালহৌসি (১৯২০, ১৯২১, ১৯২৮-২৯) মহামেডান স্পোর্টিং (১৯৩৪-৩৬)

গত দশ বৎসরের বিজয়ীর তালিকা

১৯৩৭-৩৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯—মোহনবাগান
১৯৪০-৪১—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪২—ঈস্ট বেঙ্গল
১৯৪৩—৪৪—মোহনবাগান
১৯৪৫-৪৬—ঈস্ট বেঙ্গল

বোম্বাইএর রোভার্স কাপ

গত ১০ বৎসরের বিজয়ীর তালিকা

১৯৩৭-৩৮—বাঙ্গালোর মুসলিমস্
১৯৩৯—ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৪০—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪১—ওয়েলশ রেজিমেণ্ট
১৯৪২—বাটা স্পোর্টিং ক্লাব
১৯৪৩—আর্ এ-এফ
১৯৪৪—বৃটিশের রেন্‌ফোর্সমেণ্ট ক্লাব
১৯৪৫—মিলিটরী পুলিশ
১৯৪৬—

সিমলা ডুরাণ্ড কাপ

গত ১০ বৎসরের বিজয়ীর তালিকা

১৯৩৭—২য় ব্যাটাঃ বর্ডার রেজিমেণ্ট।
১৯৩৮—সাউথ্ ওয়েলস্ বর্ডার্স।
১৯৩৯—খেলা হয় নাই।
১৯৪০—মহামেডান স্পোর্টিং।
১৯৪১ হইতে যুদ্ধের জন্য বন্ধ।

আন্তঃপ্রাদেশিক ফুটবল :—সন্তোষ মেমোরিয়ল কাপ, আই. এফ. এ-র ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সন্তোষের মহারাজের স্মৃতিরক্ষার্থ আই. এফ. এ. কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

বিজয়ীর তালিকা

১৯৪১—বাঙ্গালা
১৯৪২-৪৩—খেলা হয় নাই
১৯৪৪—দিল্লী
১৯৪৫—বাঙ্গালা
১৯৪৬—মহীশূর

ভারত ও বিদেশীয় ফুটবল

১৯২৩ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালী ফুটবলদল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও চীনদেশ ভ্রমণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। ১৯৩৩ খৃঃ ভারতীয় দল সিংহল ভ্রমণ করিয়া সর্ব্বসিংহলী দলকে ১ গোলে পরাজিত করে। ১৯৩৪ সালে ভারতীয় দল দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করে। দক্ষিণ আফ্রিকাস্থ ভারতীয়দের সহিত তিনটী টেস্ট খেলা হয়—

ফলাফল—১ম টেস্ট (জোহানেস্‌বার্গ) ভারত ২—দঃ আঃ ০
২য় টেস্ট (ডারবানে) ভারত ২—দঃ আঃ ০
৩য় টেস্ট (ডারবানে) ভারত ২—দঃ আঃ ১

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় দল অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণ করিয়া ৫টী টেস্ট ম্যাচ খেলে, প্রতি অর্দ্ধে ৪০ মিনিট খেলা হয়।

ফলাফল—১ম টেস্ট (সিড্‌নিতে) অঃ ৫—ভাঃ ৩
২য় টেস্ট (ব্রিস্‌বেনে) অঃ ৪—ভঃ ৪
৩য় টেস্ট (নিউকাস্‌লে) ভাঃ ৪—অঃ ১
৪র্থ টেস্ট ( ) অঃ ৬—ভাঃ ৪
৫ম টেস্ট ( ) অঃ ৩—ভাঃ ১

১৯৩৬ সালে বেলিন ওলিম্পিকে যোগদানের পথে চীনা ফুটবল দল কলিকাতায় খেলা দেখায়—

ফলাফল—চীন ১—আই. এফ. এ ১

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতের অবৈতনিক খেলোয়াড়ের দল ইস্লিংটন কোরিন্থিয়ান্স ভারতে আসে। কলিকাতায় খেলার ফলাফল—

ইস্লিংটন করি: ১—মোহনবাগান—০
" ১—আই. এফ. এ—১
" ০—মহামেডান স্পোটিং—০
" ২—সর্ব্বভারতীয় দল—০

এই বিলাতী দল একমাত্র ঢাকায় ১—০এ পরাজিত হয়।

১৯৩৮ খৃঃ বর্ম্মা-ফুটবল দল কলিকাতায় খেলিতে আসে।

আগামী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন ওলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবল দল পাঠাইবার প্রস্তাব চলিতেছে।

অশান্তিকর অবস্থার জন্য এই বৎসর কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর ফুটবল খেলা বন্ধ আছে।

হকি

হকি খেলায় ভারত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে আমস্টার্ডামে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে লস্ এঞ্জেলসে ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বেলিনে উপর্য্যুপরি তিনটী ওলিম্পিক প্রতিযোগিতাতেই হকির জয়মাল্য ভারতবর্ষ লাভ করে।

কলিকাতা বেটন কাপের (প্রথমারম্ভ ১৮৯৫ খৃঃ)
গত দশ বৎসরের বিজয়ী দল

১৯৩৭—বি. এন. আর
১৯৩৮—কাস্টমস্
১৯৩৯—বি. এন. আর
১৯৪০—ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স
১৯৪১—ভূপাল ওয়াণ্ডারার্স ও ভগবন্ত্ ক্লাব—অমীমাংসিত
১৯৪২—রেঞ্জার্স
১৯৪৩—৪৫—বি. এন. আর
১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স

কলিকাতা হকি লীগ গত ১০ বৎসরের বিজয়ী দল

১৯৩৭—৩৯—কাষ্টমস্
১৯৪০—বি, জি, প্রেস
১৯৪১—পুলিশ
১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স
১৯৪৩—রেঞ্জার্স
১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স
১৯৪৫—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৬—খেলা হয় নাই

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ গত দশ বছরের বিজয়ী দল

১৯৩৮—বাঙ্গালা
১৯৩৯—বাঙ্গালা
১৯৪০—বোম্বাই
১৯৪১—
১৯৪২—দিল্লী
১৯৪৩—
১৯৪৪—বোম্বাই
১৯৪৫—ভূপাল
১৯৪৬—৪৭—পঞ্জাব

মহিলা আন্তঃপ্রাদেশিক হকি

১৯৪৭—বোম্বাই

লন্ টেনিস্

ভারতে বিদেশী দল

ইংলণ্ডীয় দল:—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ—অষ্টিন্, অলিফ্, হুর্ণ, য়্যাণ্ড্রুজ্।

জাপানী দল:—১৯৩০—৩১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। জাপানী খেলোয়াড়গণ—সাটো, কাওয়াচী, মিকি, ফুজিকুরা।

ইতালীয় দল:—১৯৩২—৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় দলকে পরাজিত করে। ইতালীয় খেলোয়াড়গণ—ডি' ষ্টেফানী, ডি' ওষ্টানী, দেল বোনো, সারটোরিও এবং সিনোরিনা ভালেরিও।

পশ্চিম অস্ট্রেলিয় দল:—১৯৩৩—৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় দলের কাছে পরাজিত হয়।

যুগোশ্লাভ দল:—১৯৩৪—৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয়-দিগকে পরাজিত করে। যুগোশ্লাভ দল—পাল্লাদা, পুন্সেক, পাভেলিক, কুকুলিয়েভিক্, সাফার।

মধ্য-য়ুরোপীয় দল:—১৯৩৫—৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয়দলের সহিত খেলা সমান সমান হয়। মধ্য-য়ুরোপীয়দলের খেলোয়াড়গণ—মেন্‌জেল, হেখ্‌ট্ মেটাক্সা, বোরোস্কি।

চেকোশ্লোভাক দল:—১৯৪৫—৪৬ সালে ড্রবনির নেতৃত্বে চেক দল কলিকাতায় অনুষ্ঠিত খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

নিখিল ভারত প্রতিযোগিতা (আরম্ভ ১৯১০)

একক পুরুষের খেলায় গত দশ বছরের বিজেতা।

১৯৩৮—কুপার	১৯৪৩—গউস মহম্মদ
১৯৩৯—গউস মহম্মদ	১৯৪৪—হল সারফেস্ (আমেরিকা)
১৯৪০—পুনসেক্ (যুগোশ্লাভ)	১৯৪৫—সুমন্ত মিশ্র
১৯৪১—গউস মহম্মদ	১৯৪৬—গউস মহম্মদ
১৯৪২—সোহনী	১৯৪৭—সুমন্ত মিশ্র

মহিলা একক খেলায় গত দশ বছরের বিজয়ী

১৯৩৮—লীলা রাও	১৯৪৩—লীলা রাও
১৯৩৯—মিস্ কার্টিস্	১৯৪৪—৪৫—মিস্ উডব্রীজ্
১৯৪০—৪১—লীলা রাও	১৯৪৬—মিস্ ম্যান্‌সোনী
১৯৪২—মিসেস্ ম্যাসি	১৯৪৭—মিসেস সিং

ভারতীয় টেনিস দলের য়ুরোপ-ভ্রমণ (১৯৪৭ খৃঃ)

ভ্রমণকারী দল :—গউস মহম্মদ, সুমন্ত মিশ্র, জিমি মেহ্‌টা, দিলীপ বসু, ইফ্‌তিকার আহ্‌মদ, মনমোহন।

বিশ্বের অ-পেশাদার খেলোয়াড়দের প্রতিযোগিতা উইম্বল্‌ডন্ বিজয়ী

১৯৪৬ খৃঃ—পুরুষ—পেত্রা (ফ্রান্স) : নারী—পলিন বেট্‌জ্ (ইউ. এস. এ)

১৯৪৭—পুরুষ-ক্র্যামার (ইউ. এস. এ), নারী-মিস্ ওস্‌বোর্ন („)

আন্তর্জ্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা

ডেভিস কাপ বিজয়ীর তালিকা

১৯৩০—৩২—ফ্রান্স	১৯৩৭—৩৮—ইউ. এস. এ
১৯৩৩—৩৬—বৃটেন	১৯৩৯—অষ্ট্রেলিয়া

টেব্‌ল্ টেনিস্

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পুরুষ বিশ্ববিজয়ী—বার্গমান (ইংলণ্ড)

নারী—ডেপেট্রিসোভা (চেক)

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের নিখিল ভারত : পুরুষ—শিবরাম (অন্ধ্র)

নারী—মিস্ নাসিকওয়ালা (বোম্বাই)

দলগত চ্যাম্পিয়ান—মাদ্রাজ।

নিখিল ভারত ব্যাড্‌মিণ্টন্

একক পুরুষ খেলায় গত দশ বৎসরের বিজয়ী

১৯৩৮-৩৯—জি লিউইস্

১৯৪০—চি চুং কেং

১৯৪১—খেলা হয় নাই

১৯৪২—৪৩—প্রকাশনাথ

১৯৪৪—দাভিন্দরমোহন

১৯৪৫—৪৬—প্রকাশনাথ

একক মহিলা খেলায় গত দশ বছরের বিজয়ী

১৯৩৮—মিস্ কুক্

১৯৩৯—মিসেস ইন্‌ডন

১৯৪০—মিস্ গস্

১৯৪১—খেলা হয় নাই

১৯৪২-৪৪—মিস্ তারা দেওধর

১৯৪৫—এম্ চিনয়

১৯৪৬—মিস্ সুন্দর দেওধর

১৯৪৭—

১৯৪৬ সালের নিখিল বঙ্গ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী—

পুরুষ : দিলীপ বসু, মহিলা : প্রীতি বসু।

য়ুরোপ-ভ্রমণকারী ভারতীয় ব্যাড্‌মিণ্টন দল—প্রকাশনাথ ও দাভিন্দরমোহন।

এথলেটিকস্

ওলিম্পিক

দৌড়, উচ্চ ও দীর্ঘ লম্ফন, বেড়াদৌড়, লৌহবল নিক্ষেপ, চাকা ছোড়া, বর্শা ছোড়া, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিখিল বিশ্বের অনুষ্ঠান হয় ওলিম্পিকে। ১৮৯৬ খৃঃ পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইয়া এই প্রতিযোগিতা প্রতি চারবছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।

সাল	অনুষ্ঠানের কেন্দ্র	বিভিন্ন দেশীয় প্রতিযোগীদের মোট সংখ্যা	সাল	অনুষ্ঠানের কেন্দ্র	বিভিন্ন দেশীয় প্রতিযোগীদের মোট সংখ্যা
১৯০০	প্যারি	৪২৭	১৯২৮	আমষ্টারডাম	৩৯০৫
১৯০৪	সেণ্ট লুই	৫৯৫	১৯৩২	লস্ এঞ্জেলস্	১৭০০
১৯০৮	লণ্ডন	২০৮৪	১৯৩৬	বেলিন	৩৫০০
১৯১২	ষ্টক্‌হলম্	৩২৮২	১৯৪০	টোকিও (অনুষ্ঠিত হয় নাই)	
১৯১৬	হয় নাই				
১৯২০	এ্যান্টুয়ার্প	২৭৩১	১৯৪৪	হয় নাই	
১৯২৪	প্যারিস	৩৩৮৫	১৯৪৮	লণ্ডনে হইবে	

কয়েকটি বিশেষ রেকর্ড

বিষয়	বিশ্ব রেকর্ড পুরুষ	বিশ্ব রেকর্ড মহিলা	ভারতীয় রেকর্ড
১০০ মিটার দৌড়	১০'৩ সেঃ	১১'৫ সেঃ	১০'৬ সেঃ
২০০ মিটার দৌড়	২০'৩ সেঃ	২৩'৬ সেঃ	২২'৪ সেঃ
দীর্ঘ লম্ফন	২৬ ফুঃ ৮¼" ইন	২০ ফুঃ ৬ ইন	২২ ফুঃ ১০½ ইন

বিষয়	বিশ্ব রেকর্ড		ভারতীয় রেকর্ড
	পুরুষ	মহিলা	
বর্শা ছোড়া	২৫০' ৬ ইন্	১৫৪ ফু: ১১ ৩/৪ ইন্	১৩৩'২ ৩/৪ ইন্
১০,০০০ মিটার দৌড়	৩০ মিঃ ৬'২ সেঃ		৩২ মিঃ ২৬ সেঃ
রীলে দৌড়			
১০০ × ৪ মিটার	৩৯'৮ সেঃ	৪৬'৪ সেঃ	৪৩ সেঃ

১৯৪৬ বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার (প্রতি দুই বছর অন্তর)

ফলাফল

বিষয়	বিজয়ী	সময় বা দূরত্ব
দীর্ঘ লম্ফন	নিরঞ্জন সিং (পাতিয়ালা)	২২ ফিঃ ৯ ১/২ ইঃ
পোলভল্ট	বাণ্টা সিং (")	১১ ফিঃ ৬ ইঃ
উচ্চলম্ফন	গুরুণাম সিং (")	৬ ফিঃ ০ ১/২ ইঃ
হপ্-স্টোপ -জাম্প্	রেবেলা (মহীশূর)	৪৬ ফিঃ ৬ ১/৪ ইন্
বর্শা-ছোড়া	বলদেব সিং (বোম্বাই)	১৬৯ ফিঃ ৫ ১/২ ইন্
চাকা ছোড়া	সোমনাথ (পাতিয়ালা)	১২৯ ফিঃ ২ ইন্
১০০ মিটার দৌড়	কে, জোনস্ (ইউ. পি)	১০'৮ সে
২০০ "	ফিলিপস্ (মাদ্রাজ)	২২'৪ "
৪০০ "	বাধিয়া (পঞ্জাব)	৫০'৬ "
১০,০০০ "	গুরুবচন সিং (পাতিয়ালা)	৩৪ মি ১৫ সে
ম্যারাথন রেস	ভোটা সিং "	(২৬ মা: ৩৮৫ গজ) ২ ঘ ৫৮মি ৩১'৫ সে
১১০ মিটার বেড়া লাফ	ভিকার্স (বোম্বাই)	১৫'২ সে

(ভারতীয় রেকর্ড)

বিজয়ী প্রদেশ	১ম পঞ্জাব	৮৭ পয়েণ্ট
	২য় বোম্বাই	৪৬ "

মহিলাদের প্রতিযোগিতা

১০০ মিটার দৌড় মিস ডি কষ্টা	(মহীশূর)	১২.৯ সে
৮০ " বেড়া দৌড় মিস্ সুয়ারিস্	(")	১৩.৩ সে
উচ্চ লম্ফন মিস্ করিমভাই	(")	৪ ফিঃ ৮ইন্
বর্শা ছোড়া মিস্ বোজবুম	(")	৮৮ ফিঃ ৯½ ইন্

বিজয়ী প্রদেশ—১ম মহীশূর ২৭ পয়েণ্ট
বোম্বাই ২য় ১৭ "

বাস্কেটবল বিজয়ী—মহীশূর	কপাটী	—বাংলা
ভলীবল " —পঞ্জাব		—পঞ্জাব

সাইকেল চালান

৪০০০ মিটার বিজয়ী—পদমজী (বোম্বাই)
২০০০ মিটার (মহিলা) বিজয়ী—দিম্মু তুরুখানাওয়ালা (বোম্বাই)

সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ড

	পুরুষ	মহিলা
১০০ মিটার	৫৬.৫ সে	১ মি, ৪৪.৬ সে
২০০ "	১ মি ২৫ সে	২ মি, ২৪.৬ সে
৪০০ "	৪ মি ৫৮.৪ সে	৫ মি, ৬.১ সে

বিশেষ খেলায় রেকর্ড

বিলিয়ার্ড (ব্রেক) লিণ্ডাম :—৪১৩৭

পুরুষ—জোভিস (পেশাদার) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে লিণ্ডামকে ৭৮—৬৭ তে পরাজিত করার পর এ পর্য্যন্ত অপরাজিত আছেন।

নারী—মিস্ কার্পেণ্টার (পেশাদার)

সাইকেল চালান—ভ্যাণ্ডার টাস্ট—দূরত্ব ৬২ মাঃ ২৪০ গজ (সময় ৪৯ মি :)।

শেষ ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার ২৭ অগাষ্ট ১৯৩৯—হ্যালি বয়ার (সময়—১৫ ঘঃ ২৩ মিঃ)।

ভারতের শ্রেষ্ঠ শরীর গঠন :—মনোতোষ রায়।

বিশ্বের প্রধানতম ঘোড়দৌড় ডার্বির ফলাফল

	ঘোড়ার মালিক	ঘোড়ার নাম
১৯৩৭	মিসেস মিলার	মিড্ ডে সান্
১৯৩৮	পিটার বেটি	বোই রুজ্
১৯৩৯	আর্ল অব্ রোজ বেরী	ব্লু পিটার
১৯৪০	ফ্রেড্ ডার্লিং	পণ্ট লাইভাক্
১৯৪১	মিসেস্ ম্যাক্ ডোনল্ড	ওয়েন টিউডর
১৯৪২	লর্ড ডার্বি	ওয়াটলিং ষ্ট্রীট্
১৯৪৩	ডরোথি প্যাজেট	ষ্ট্রেইট্ ডীল
১৯৪৪	আর্ল অব রোজ্ বেরী	ওসান্ সোয়েল
১৯৪৫	সার এরিক্ ওলসন্	দান্তে
১৯৪৬	ফার্গুসন	এয়ারবোর্ণ

বর্ত্তমানের বিশিষ্ট বাঙ্গালী

অরবিন্দ ঘোষ :—শ্রীঅরবিন্দ নামেই পরিচিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অগাষ্ট কলিকাতায় জন্ম। ১৭ বৎসর বয়সে বিলাতে যান। ক্যাম্‌ব্রিজ্‌ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ক্লসিক্‌স্‌-এ প্রথম শ্রেণীর ট্রাইপোস্‌ পান। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আই. সি. এস্‌. পাশ করেন। কিছুদিন বরোদা রাজসরকারে চাকুরী করেন ; পরে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং 'বন্দেমাতরম' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করিতে থাকেন। আলিপুরের বোমার মামলায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় ; পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে তিনি পণ্ডিচেরীতে একখানি আশ্রম স্থাপন করিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন। যোগসাধনার জন্য ইনি দেশবিখ্যাত, ইংরেজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াও ইনি প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছেন।

অপূর্ব্বকুমার চন্দ :—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী জন্ম। বারাণসী ও অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত। ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, ডেভিড্‌ হেয়ার ট্রেণিং কলেজ ও প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। কেন্দ্রীয় আইন-সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য। প্রবাসী ভারতীয়দের বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বিশেষ অফিসার, বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী এবং জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের কার্য্যও করেন। জেনেভায় অনুষ্ঠিত জনশিক্ষার আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে (১৯৩৮ খৃঃ) ভারত-সরকারের প্রতিনিধি। ঠিকানা :—শিলচর, আসাম ক্যাণ্ড্‌ ক্যালকাটা ক্লব, কলিকাতা।

অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্যর) :—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম। আই. সি. এস্‌ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ভারতসচিবের উপদেষ্টা ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য (১৯৩১—৩৬)। যুক্ত প্রদেশের গভর্ণরের চীফ্‌ সেক্রেটারী। আমেরিকা ও জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-সম্মেলনে এবং লণ্ডনের নাবিক সম্মেলনে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি। বড়লাটের শাসনপরিষদের সভ্য এবং লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন। ওটাওয়ার সাম্রাজ্য সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিগণের নেতৃত্ব করেন। ঠিকানা :—দি এথেনিয়ম, ওয়াটার্লু প্লেস্‌, লণ্ডন, এস্‌. ডব্লিউ. ১।

অখিলচন্দ্র দত্ত :—জন্ম ১৮৬১। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট্ ও ভারতের ফেডারেল কোর্টের সিনিয়র য়্যাডভোকেট্। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন (১৯১৮), বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি (১৯২৭-২৮) এবং বেঙ্গল কংগ্রেস স্যাশানালিষ্ট পার্টির সভাপতি ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি। 'জয় হিন্দ্' নামক দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান সম্পাদক। কংগ্রেসের সেবা করিতে যাইয়া কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন।

অসিতকুমার হালদার :—জন্ম ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ খৃঃ। বিখ্যাত চিত্রকর। অজন্তা ও যোগিমারার প্রাচীন-চিত্রের আদর্শে অপূর্ব্ব চিত্রাবলী অঙ্কণ করেন। শান্তিনিকেতনের কলাভবনের এবং লক্ষ্ণৌর গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টস্ য়্যাণ্ড্ ক্রাফ্ট্স্-এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ। বর্ত্তমানে জয়পুরের মহারাজা স্কুল অব্ আর্টস্এর অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধর মুখার্জ্জি অধ্যাপক ছিলেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব্ আর্টসের সভ্য। শিশু-সাহিত্যিক হিসাবেও ইঁহার সুনাম আছে।

অশোক রায় :—(স্যর) জন্ম ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ খৃঃ। বড়লাটের শাসনপরিষদের ভূতপূর্ব্ব আইন-সচিব। ঠিকানা :—৩ আপার উড্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অরুণকুমার সিংহ :—(লর্ড)। জন্ম ১৮৮৭ খৃঃ। রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যরণ। উদারপন্থী রাজনৈতিক মতাবলম্বী। সমাজসংস্কারের কার্য্যে আগ্রহান্বিত। ঠিকানা :—৭ লর্ড সিংহ রোড্, কলিকাতা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর :—জন্ম ১৮৭১ খৃঃ। আধুনিক ভারতীয় চিত্রবিদ্যার স্রষ্টা এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক। বিশ্বভারতীর সভাপতি। জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর। ঠিকানা :—৫ দ্বারকা ঠাকুর লেন, কলিকাতা।

অন্নদাশঙ্কর রায় :—(২৪৩ পৃঃ দেখুন)।

আব্দুল হালিম গজনভী (স্যর) :—জন্ম ১৮৭৬ খৃঃ। একদা বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী ছিলেন। কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান

চেম্বার অব কমার্স -এর সভাপতি। ঢাকা ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভ্য। তিনটি গোলটেবিল বৈঠকেই যোগদান করিয়াছিলেন। কানপুরে মুস্লীম সম্মেলনে (১৯২৯) সভাপতিত্ব করেন। ঠিকানা :—১৮, ক্যানাল ষ্ট্রীট, এণ্টালী, কলিকাতা।

আবুল কাশেম ফজলুল হক :—জন্ম ১৮৭৩। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। প্রথম জীবনে অধ্যাপক, সাংবাদিক ও সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন। পরে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯১৮ খৃঃ), অল্ ইণ্ডিয়া মুস্লীম লীগের সভাপতি এবং কলিকাতার মেয়র ছিলেন। কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ঠিকানা :—৮৮।২, ঝাউতলা রোড, কলিকাতা।

আব্দুর রহিম (স্যর) :—জন্ম ১৮৬৭ খৃঃ। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অস্থায়ী বিচারপতি। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য। বঙ্গীয় মুসলমানদের নেতা। কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। এম্পায়ার পার্লিয়ামেণ্টরী কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা। বিশিষ্ট আইনজীবি। ঠিকানা :—৬ ক্যানিং রোড, ন্যু দিল্লী।

আলামোহন দাশ :—জন্ম ১৮৯৫ খৃঃ। বিচিত্র জীবনেতিহাস। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। দারিদ্র্যের জন্য স্কুলের পড়াও চালাইতে পারেন না। বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। খৈ-মুড়ির ফেরিওয়ালারূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। ভারত জুট মিল্‌স্, ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানী, দাশ ব্যাঙ্ক, দাশ ব্রাদার্স, হওড়া ইনস্যুরেন্স, দাশনগর, প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

উদয়শঙ্কর :—জন্ম ১৯০০ খৃঃ। ভারতের শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী। আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। বহু প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকৌশলের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। আলমোড়ায় একটি নৃত্যকলা ও সংস্কৃতি চর্চ্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন।

উষানাথ সেন (স্যর) :—জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ। সি. বি. ই। ভারতসরকারের চীফ প্রেস্ অ্যাড্‌ভাইসর্। বিশিষ্ট সাংবাদিক। অ্যাসোসিয়েটেড্ প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিকানা :—৫ পার্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্রীট, ন্যু দিল্লী।

এ. এফ. এম. আব্দুল আলী :—এফ. আর. এ. এস. বি.; এফ. আর. এস. এল.; এম. এ। কলিকাতার যাদুঘরের ট্রাষ্টী ও অবৈতনিক সম্পাদক। ইম্পেরিয়াল রেকর্ডসের ভূতপূর্ব্ব কীপার, ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব গ্রন্থাগারিক। বঙ্গীয় ওয়াকফস্-এর ভূতপূর্ব্ব কমিশনার। কলিকাতার রোটারী ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। বহু প্রধান প্রধান শিক্ষা, ইতিহাস, সাহিত্য ও চারুকলার প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। বর্ত্তমান ঠিকানা :—৩, নবাব আব্দুর রহমান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এ. এফ. রহমান :—এল্-এল্. ডি। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কমিটির অন্যতম সদস্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস-চ্যান্সেলর। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য। ঠিকানা :—মেটকাফ হাউস, দিল্লী।

এম্. এন্. বসু :—জন্ম ১৮৭৩ খৃঃ। কার্মাইক্যালমেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ। ঠিকানা :—কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

কামিনীকুমার দত্ত :—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বাঙ্গালা সরকারের চাকুরী ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট্ হন্। বঙ্গীয় আইন পরিষদে কংগ্রেসীদলের নেতা. নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ঠিকানা :—কুমিল্লা।

কালিদাস নাগ :—জন্ম ১৮৯২ খৃঃ। ড. লেত্র (প্যারী)। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ঐতিহাসিক। গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। লীগ অব নেশনস্-এর বিশিষ্ট সভ্য। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক। বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হন। হাউই বিশ্ববিদ্যালয় ও ন্যু ইয়র্কের ইন্‌ষ্টিট্যুট্ অব ইণ্টারন্যাশানাল এডুকেশন-এর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাতন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক। ঠিকানা :—পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় :—(২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

কাজি নজরুল ইসলাম :—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। 'নবযুগ' দৈনিক পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। অন্যান্য বিবরণ ২৪৪ পৃঃ।

কিরণশঙ্কর রায় :—জন্ম ১৮৯১ খৃঃ। অধ্যাপকরূপে জীবন আরম্ভ করেন। কংগ্রেসসেবার জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য ও বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লিয়ামেন্টরী পার্টির নেতা।

খাজা নাজিমুদ্দিন :—জন্ম ১৮৯৪ খৃঃ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিলের ভূতপূর্ব্ব সভ্য। ঢাকা ম্যুনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লীম লীগের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ঠিকানা :—৯, গরিয়াহাটা রোড, কলিকাতা।

ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী :—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য। বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। 'চেম্বার অব প্রিন্সেস্'-এর ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির নির্ব্বাচিত সদস্য। ইষ্টার্ণ এজেন্সীভুক্ত রাজ্যসমূহের মন্ত্রীসঙ্ঘের চেয়ারম্যান। ইউ, এন. ওর সদস্য। ঠিকানা :—১৩এ, সাদার্ণ য়্যাভেন্যু, কলিকাতা।

ক্ষিতিমোহন সেন :—জন্ম ১৮৮০ খৃঃ। বিশ্বভারতীর "বিদ্যাভবনে"র অধ্যক্ষ। ইনি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ও মধ্যযুগীয় ভারতীয়-সাহিত্য সম্বন্ধে পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে ইনি লোভনীয় সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া বিশ্বভারতীতে যোগ দেন। ঠিকানা :—শান্তিনিকেতন, বাঙ্গালা।

গিরীন্দ্রশেখর বসু :—জন্ম ১৮৮৭ খৃঃ। এম্. বি., ডি. এস্-সি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিদ্যা বিভাগের অধ্যক্ষ; মনঃসমীক্ষণ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। মানসিক রোগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিকিৎসক।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (স্যর) :—(২১৮ পৃঃ দেখুন)।

জে. পি. নিয়োগী :—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিণ্টো অধ্যাপক ও অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপক। ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্স্ কনফারেন্সের সিলভার জুবিলী ও রাণাডে শতবার্ষিকী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। ঠিকানা :—৯০, বালিগঞ্জ প্লেস্, কলিকাতা।

জে. এন্. রক্ষিত :—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। বিশিষ্ট রাসায়নিক। বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্কারক। হাতির হইতে ম্যালেরিয়ার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতসরকারের রাসায়নিক পরীক্ষক ছিলেন। ঠিকানা :—পি-৬৫৩ রাসবিহারী র‍্যাভেন্যু, কলিকাতা।

জিতেন্দ্রমোহন সেন :—বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। ইনি কেশব একাডেমীর প্রধান শিক্ষক, ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুলসমূহের পরিদর্শক এবং র‍্যাসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাকশান্ ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভ্য ছিলেন। ইণ্টারন্যাশানাল্ কমিটি অব ইল্লিটেরেসী অব দি ওয়ার্ল্ড র‍্যাসোসিয়েশন্ ফর্ র‍্যাডাল্ট এডুকেশনের ভূতপূর্ব্ব সভ্য। সাইকোলজিকাল র‍্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ঠিকানা :—কৃষ্ণনগর, কলিকাতা।

জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৭১ খৃঃ। ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ঐ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক। "ক্যালকাটা রিভ্যু" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। ঠিকানা :—৫ মতিলাল নেহরু রোড, কলিকাতা।

জে. সি. দাস :—বি. এস্-সি (ইউ. এস্-এ)., আর্. এ। আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত। জাপান, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে হাতে-কলমে ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সুরেন্স ও র‍্যাকাউণ্টেন্সি শিক্ষা করেন। ইনি ব্যাঙ্কিং ইন্‌সুরেন্স ও অর্থনীতি সম্বন্ধে ভারতের অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ ইঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইঁহার দূরদর্শিতা ও প্রতিভার বলেই এই প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। ইনি ক্যালকাটা ইনস্যুরেন্সের ও প্রতিষ্ঠাতা এবং চ্যারম্যান; ইঁহার সুযোগ্য পরিচালনার গুণে এই কোম্পানীটি দ্রুত উন্নতি লাভ করিতেছে। বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ, বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল সোসাইটি লিঃ, প্রভৃতি বিবিধ ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা ইঁহার কৃতিত্বের পরিচয়। বহুসংখ্যক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের ইনি অডিটর। বর্ত্তমানে ইনি রেজিষ্টার্ড র‍্যাকাউণ্ট্যাণ্টস্ র‍্যাসোসিয়েশনের কলিকাতাস্থ লোক্যাল কমিটির সভাপতি, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের

চ্যায়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং বহু ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সহিত পরোক্ষভাবে জড়িত। অনেক ক্রীড়া ও জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ইনি সংশ্লিষ্ট।

তুষারকান্তি ঘোষ :—জন্ম ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর। "অমৃতবাজার পত্রিকার" সম্পাদক, "যুগান্তরে"র প্রতিষ্ঠাতা। অল্ ইণ্ডিয়া নিউজপেপার এডিটর্স্ কন্‌ফারেন্স, ইণ্ডিয়ান্ জর্ণালিষ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন্, অল্-ইণ্ডিয়া প্রিন্টার্স কন্‌ফারেন্স (পুণা), অল্ ইণ্ডিয়া ফিল্ম জর্ণালিষ্টস্ কন্‌ফারেন্স (লাহোর) প্রভৃতির সভাপতি। ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্ড ইষ্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির সভাপতি। এম্পায়ার প্রেস য়ুনিয়নের সদস্য। য়ুনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর। ঠিকানা :—"পত্রিকা হাউস", কলিকাতা ও এলাহাবাদ।

তুলসীচরণ গোস্বামী :—জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ। বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব (১৯৪৩-৪৫ খৃঃ)। বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য। ক্যানাডায় অনুষ্ঠিত এম্পায়ার পার্লিয়ামেণ্টরী অ্যাসোসিয়েশনে প্রতিনিধি ছিলেন। ঠিকানা :—রাজবাড়ী, শ্রীরামপুর।

তারকনাথ দাস :—জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। বর্ত্তমানে আমেরিকা-প্রবাসী এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯০ খৃঃ। অর্থনীতির অধ্যাপকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ। পরে আইনব্যবসায় অবলম্বন করেন। আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও বর্ত্তমান কাউন্সিলর। বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক।

দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য :—রায় বাহাদুর। ও. বি. ই। হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষকরূপে কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য, প্যালাডিয়াম্ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান, বিদ্যাসাগর বাণীভবনের প্রতিষ্ঠাতা। ঠিকানা :—বাক্‌গ্রাম, মেদিনীপুর।

দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী—জন্ম ১লা মার্চ ১৮৭১ খৃঃ। মেধা, বুদ্ধি, নেতৃত্ব ও সজ্ঘটনের উজ্জ্বল আভাষ দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে চাকুরীতে সামান্য পদ হইতে 'অফিসার'-এর মর্য্যাদা লাভ করেন এবং চিরদিন প্রশংসনীয় ভাবে কার্য্য করিয়া ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অবসর গ্রহণ করেন।

বয়সের শাসনকে যাঁহারা অস্বীকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গালার শিল্পপ্রসারের জন্য তিনি যে স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা এই ৬০ বৎসর বয়সেও বিস্মৃত হয় নাই; এই পরিণত বয়সে, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ন্যায় বাঙ্গালার এক অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুর্ব্বৎসরেও দেবেন্দ্রনাথ অসীম সাহসে এবং একমাত্র আত্মবিশ্বাসের জোরে সর্ব্বজনপ্রিয় 'দি বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স্ লিঃ' প্রতিষ্ঠিত করেন।

বঙ্গশ্রী কটন মিল্‌স্ বর্ত্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। এই মিল্ সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর তথ্য এই যে, দেবেন্দ্রনাথ কেবল মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন অংশীদারদের সাহায্যেই 'বঙ্গশ্রী'কে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গশ্রী ব্যতীত শ্রীদুর্গা কটন, স্পিনিং য়্যাণ্ড উইভিং মিল্‌স্ লিঃ, দি মণীন্দ্র মিল্‌স্ লিঃ, পলিক্লিনিক্যাল ল্যাবোরেটরী লিঃ, দি এশিয়া ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প ওয়ার্কস্ লিঃ, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা দেবেন্দ্রনাথেরই অলৌকিক প্রতিভার পরিচায়ক। বিবিধ সৎকার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইনি বেঙ্গল মিল্-ওনার্স্ য়্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে সভাপতি-পদে নির্ব্বাচিত হন।

দিলীপকুমার রায়ঃ—জন্ম ১৮৯৭ খৃঃ। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক। বর্ত্তমানে অরবিন্দের পণ্ডিচেরীর আশ্রমের অধিবাসী।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ—জন্ম ১৮৯৪ খৃঃ। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের ডীন। প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও সমালোচক।

নলিনীরঞ্জন সরকারঃ—ইঁহার জীবনের গতি বড় বিচিত্র। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি ধনে, মানে, রাজনৈতিক ক্ষমতায় ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, বাঙ্গালার মন্ত্রী, বড়লাটের

শাসনপরিষদের সভ্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক বৈঠকে যোগদানের নিমিত্ত য়ুরোপ ও আমেরিকায় যান। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটির চ্যায়ারম্যান। বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। ঠিকানা :—"রঞ্জনী", ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

নন্দলাল বসু :—জন্ম ১৮৮৩ খৃঃ। বিশ্বভারতীর কলাভবনের অধ্যক্ষ। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। য়ুরোপেও ইঁহার প্রসিদ্ধি আছে।

নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র :—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার। বিশিষ্ট সলিসিটর ও কংগ্রেস নেতা। বঙ্গীয় আইনসভা ও ব্যবস্থাপরিষদ এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভূতপূর্ব্ব সভ্য। ঠিকানা :—২৩ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নবগোপাল দাস :—জন্ম ১৯১০ খৃঃ। আই, সি. এস্., পি-এইচ্. ডি। রিজিওন্যাল ডিরেক্টর অব্ রিসেটেলমেণ্ট য়্যাণ্ড এম্প্লয়মেণ্ট। সুসাহিত্যক। ঠিকানা :—কেয়ার্ অব্ গ্রিণ্ডলে য়্যাণ্ড কোম্পানী লিঃ, ৬ চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত :—জন্ম ১৮৮২ খৃঃ। ডি-এল। ঢাকা জগন্নাথ হলের ভূতপূর্ব্ব 'প্রভোষ্ট' ও 'ডীন্ অব্ দি ফ্যাকাল্টি অব্ ল'। বিশিষ্ট আইনজীবি ও সাহিত্যিক।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ :—জন্ম ২৯শে জুন ১৮৯৩ খৃঃ। প্রথিতযশা পদার্থবিজ্ঞানী। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ। আলিপুর অবজার-ভ্যাটরীর মেটেরিয়লজিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর সহিত ওতোপ্রোতঃভাবে জড়িত। দেশবিদেশের বহু বিজ্ঞানপরিষদের সভ্য, বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করিয়াছেন এবং নানা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো। ইউ. এন্. ও-র ষ্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশনের সদস্য। ঠিকানা :—৮৭, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, ২৪ পরগণা।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৭৯ খৃঃ। ডি. এস-সি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্রে ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো-অধ্যাপক। ভারতের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্

ও রাজনীতিজ্ঞ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিল, ইণ্ডিয়ান ইকনমিক কনফারেন্স ও বেঙ্গল ইকনমিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। কংগ্রেস ন্যাশানালিষ্ট পার্টির ভূতপূর্ব্ব সহ-সভাপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের সিমলা কনফারেন্সে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঠিকানা :—৪এ বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৪ খৃঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের অধ্যক্ষ এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে অর্থনীতির অধ্যাপক। বাঙ্গালা সরকারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। বিভিন্ন শিক্ষকসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। ঠিকানা :—৬৯এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ :—বর্ত্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। রসায়নের কৃতী ছাত্র এবং উক্ত বিষয়ে ডক্টরেট। মোটা বেতনের সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। "অভয় আশ্রমে"র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। দেশসেবার অপরাধে তাঁহাকে বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। একনিষ্ঠ কংগ্রেসকর্ম্মী। গান্ধীপন্থী। নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী।

প্রফুল্লচন্দ্র বসু :—জন্ম ১৮৯৪ খৃঃ। পি-এইচ ডি, হোলকার কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। এডিনবরায় অনুষ্ঠিত এম্পায়ার য়ুনিভার্সিটিজ কংগ্রেসে যোগদান করেন। ঠিকানা—কেয়ার অব লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, কলিকাতা।

পি. সি. সরকার :—জন্ম ১৯১৩। ভারতের শ্রেষ্ঠ যাদুকর। পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ তাঁহার যাদুবিদ্যার মূলসূত্র। ভারতীয় যাদুবিদ্যার বহু লুপ্ত কৌশল ইনি পুনরুদ্ধার করিয়াছেন।

প্রবোধকুমার সান্যাল :—জন্ম ১৯০৭ খৃঃ। অন্যান্য বিবরণ। ২৪৪ পৃষ্ঠায়।

বিমলাচরণ লাহা :—ভারত ও বৃটেনের বহু শিক্ষা ও সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। "বেঙ্গল পাষ্ট য়্যাণ্ড প্রেজেন্ট"-এর সম্পাদক। ইণ্ডিয়ান্ স্কুল অব

ওরিয়েণ্টাল আর্টস্‌, এবং দি ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটের সহ-সভাপতি। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রেট বৃটেনের শাখার মৌলিক গবেষণার জন্ত 'ডঃ বি. সি. ল ট্রষ্ট' ইঁহারই দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন হাসপাতালে বহু টাকা দান করিয়াছেন। ঠিকানা :—৪৩, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র (স্তর)—: জন্ম ১৮৭৫ খৃঃ। কে. সি. এস্. আই। বর্ত্তমানে বরোদা রাজ্যের দেওয়ান। ১৯৩১ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ ভারত সরকারের প্রতিনিধি দলের আইনসচিব। ভারতের ভূতপূর্ব্ব অ্যাডভোকেট্‌ জেনারেল, বঙ্গের শাসনপরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য ও ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি। ঠিকানা :—বরোদা রাজ্য।

বিধানচন্দ্র রায় :—এম্. ডি.; এম্. আর্. সি. পি.; এফ. আর্. সি. এস্। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌-চ্যান্সেলর। অল্-ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সের সভাপতি। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র। অল্-ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভ্য। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে যুক্তপ্রদেশের লাটপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ঠিকানা :—৩৬ ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিজয়প্রসাদ সিংহরায় (স্তর):—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সভাপতি। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান করেন এবং অবৈতনিক সেকেণ্ড লেফটানেণ্টের পদলাভ করেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর এবং কলিকাতা ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের ট্রষ্টী ছিলেন। কলিকাতার বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্‌ অ্যাসোসিয়েশনের ট্রষ্টী ও সহকারী সভাপতি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। ঠিকানা :—১৫ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৯০৪। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি। 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক। 'বর্ষপঞ্জির' 'সালতামামী' নামক অধ্যায় ইঁহারই রচনা। ঠিকানা :—২, আনন্দ চ্যাটার্জ্জি লেন, কলিকাতা।

বিশ্বনাথ রায় (কুমার):—জন্ম ১৯১১ খৃঃ। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব কাউন্সিলর ও কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের ট্রষ্টী; বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস

কমিটির সদস্যও ছিলেন। বিভিন্ন শিক্ষা ও জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। আইনপরিষদের সদস্য। সাপ্তাহিক "জনসেবা"র সম্পাদক।

বিধুভূষণ সেনগুপ্ত :—জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ। য়ুনাইটেড প্রেস্ অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ জর্ণালিষ্ট য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। ঠিকানা :—পি-৪ গণেশচন্দ্র য়্যাভেন্যু কলিকাতা।

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ১৩০৬ বঙ্গাব্দ। অন্যান্য বিবরণ ২৪৪ পৃষ্ঠায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৮৯৯ খৃঃ। অন্যান্য বিবরণ ২৪৫ পৃষ্ঠায়।

বুদ্ধদেব বসু :—জন্ম ১৯০৮ খৃঃ। অন্যান্য বিবরণ ২৪৫ পৃষ্ঠায়।

বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায় :—জন্ম ১৯০০ খৃঃ। এম্. এ. পাশ করিয়া কলিকাতার হগ-মার্কেটে কুলীগিরির দ্বারা কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। পরে শ্মশানবাসী যোগী হন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে পাটের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভাওয়ালপুর গভর্ণমেণ্ট কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে বিমানঘাটি নির্ম্মাণের কণ্ট্র্যাক্ট গ্রহণ করিয়া ব্যবসায় জগতে ফিরিয়া আসেন ও বিখ্যাত বি. ব্যানার্জি য়্যাণ্ড কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত করেন। দাশ ব্যাঙ্ক, হাওড়া ইনস্যুরেন্স, হিন্দুস্থান শেয়ার ডিলার্স, আরতী কটন মিল্, ন্যু ক্যালকাটা হোটেল, প্রভৃতি নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। সুকবি, কাব্যগ্রন্থের নাম—"এলোমেলো।"

ভাস্কর মুখোপাধ্যায় :—জন্ম ২৬শে নভেম্বর, ১৮৯২ খৃঃ। কিং এড্ওয়ার্ড কলেজে (অমরাবতী) রসায়নের ভূতপুর্ব্ব অধ্যাপক। বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা। ঠিকানা :—সেণ্ট্র্যাল ম্যুনিসিপ্যাল অফিস, কলিকাতা।

ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ :—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। নসীপুরের রাজাবাহাদুর। ইনি বাঙ্গালার মন্ত্রী, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান্ ম্যুজিয়ম্ ও ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ট্রাষ্টী এবং ষ্ট্যাচুটরী সার্ভিস্ কমিশনের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য। ঠিকানা :—৬এ, রামময় রোড, কলিকাতা।

মতিলাল রায়—জন্ম ১৮২৮ খৃঃ। "প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ" এবং তদন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাপয়িতা ও পরিচালক। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীঅরবিন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বৈপ্লবিক পন্থা ত্যাগ করিয়া গঠনমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। ঠিকানা—প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, চন্দননগর।

মাণিক বন্দোপাধ্যায় :—বর্ত্তমান বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী, গণচেতনা এবং দুর্গতদের প্রতি মমত্ববোধ ইঁহার রচনার প্রধান আকর্ষণ। অভাবজনিত বেদনা এবং তাহা দূর করিবার দৃপ্তভঙ্গী মাণিকবাবুর নিজস্ব। প্রধান রচনা ;—'পদ্মানদীর মাঝি', 'সহরতলী', ইত্যাদি।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। র‍্যাডিকাল ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ছদ্মবেশে আমেরিকায় পলায়ন করেন। পৃথিবীর প্রথম কমুনিষ্ট পার্টি সংগঠিত করেন। লেনিন ও ট্রট্স্কীর সহিত একত্রে কাজ করেন। প্রেসিডিয়াম অব্ কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশানাল-এর সভ্য ছিলেন। আমেরিকা, মেক্সিকো, রাশিয়া, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, স্পেন, চীন, তুরস্ক ও ভারতের নানা বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ৬ষ্ঠ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব্ কমিন্‌টার্ণে বিরোধীদলের নেতা ছিলেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে গোপনে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং গ্রেপ্তার হওয়ায় ৬ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন।

মেঘনাদ সাহা—(২২৩ পৃঃ দেখুন।)

মৃণালকান্তি বসু—জন্ম ১৮৮৭ খৃঃ। বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ট্রেড্ য়ুনিয়ন কর্ম্মী। "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সহযোগী সম্পাদক এবং অল্-ইণ্ডিয়া ট্রেড্ য়ুনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি। ঠিকানা—৪৬, সাউদ্ এণ্ড রোড্, কালিঘাট।

যদুনাথ সরকার (স্যর)—জন্ম ১৮৭০ খৃঃ। ডি. লিট্। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। বিশিষ্ট অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর। ঠিকানা—২৫৫, লেক টেরেস্, কলিকাতা।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী—জন্ম ১৮৬২ খৃঃ। শিক্ষা, আইন ও রাজনীতির সহিত দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট। বিদ্যাসাগর কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। বিশিষ্ট ব্যারিষ্টার। "ক্যালকাটা উইক্লী নোটস্" পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদ ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ভূতপূর্ব্ব সভ্য। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান্ ল্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি। ঠিকানা—৩৪, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড্, কলিকাতা।

রমেশচন্দ্র মজুমদার—জন্ম ১৮৮৮ খৃঃ। এম্. এ.; পি. আর্. এস্.; পি. এইচ-ডি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলর। বর্ত্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। ঠিকানা—৪, বিপিন পাল রোড্, কালিঘাট, কলিকাতা।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৮৪ খৃঃ। এম্. এ., পি. আর্. এস্., পি-এইচ্. ডি, ইতিহাস শিরোমণি (বরোদা)। গাইকোয়াড় পুরস্কারপ্রাপ্ত। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের এমারিটাস অধ্যাপক। আইনপরিষদের ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেসী সদস্য। জাতীয়তাবাদী কর্ম্মী। ঠিকানা—৩৯, একডালিয়া রোড্, কলিকাতা।

রাজশেখর বসু—জন্ম ১৮৮০ খৃঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল য্যাণ্ড্ ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্-এর ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার। অন্যান্য বিবরণ ২৪৫ পৃষ্ঠায়।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৯০ খৃঃ পি-এইচ্ ডি। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রধান অধ্যাপক। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও অর্থনীতিবিদ্।

রূপেন্দ্রকুমার মিত্র—জন্ম ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৯০ খৃঃ। কলিকাতা হাই-কোর্টের বিচারপতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক। ঠিকানা—৫, ওল্ড্ বেলুন্ কোর্ট, কলিকাতা।

রেণুকা রায়—জন্ম ১৯০৩ খৃঃ। অল্-ইণ্ডিয়া উইমেন্স্ কন্ফারেন্সের সোস্তাল সেক্রেটারী, এবং উক্ত কনফারেন্সের প্রতিনিধিরূপে চীন, জাপান ও আমেরিকায় পরিভ্রমণ করেন। বিশ্বভারতীর গভর্ণিং বডি ও সেণ্ট্রাল বোর্ড অব্ এডুকেশানের

ভূতপূর্ব্ব সভ্যা। কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্যা। বিভিন্ন সমাজসংস্কারক প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

লাবণ্যপ্রভা দত্ত—১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জন্ম। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভানেত্রী। দেশের কাজের জন্য বহুবার কারারুদ্ধ হইয়াছেন। বর্ত্তমান ঠিকানা—১০, সুবার্ব্বন্ স্কুল রোড্, কলিকাতা।

শিশিরকুমার মিত্র—জন্ম ১৮৯১ খৃঃ। ডি. এস্-সি., এম্. বি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানে ঘোষ-অধ্যাপক। বেতারের বিশিষ্ট গবেষক। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স্ কংগ্রেসের গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানশাখার সভাপতি (১৯৩৪ খৃঃ)। কলিকাতার রোটারী ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। বৃটেনে ও আমেরিকায় প্রেরিত ইণ্ডিয়ান সায়েন্টিফিক মিশনের সভ্য। ঠিকানা—৯, হিন্দুস্থান রোড্, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৯০১ খৃঃ। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-চ্যান্সেলর। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। ঠিকানা—৭৭, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—পি-এইচ্. ডি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক। ঠিকানা—৩১, সাদার্ণ র্যাভেন্যু, কলিকাতা।

শরৎচন্দ্র বসু—জন্ম ১৮৮৯ খৃঃ। বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ী ও দেশনেতা, প্রবীণ রাজনীতিবিদ্। দেশের কার্য্যের জন্য দীর্ঘকাল কারাবরণ করিয়াছেন। কংগ্রেসসেবী। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ও অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ছিলেন। অন্তর্বর্ত্তী সরকারে সচিব ছিলেন। ঠিকানা—১ উড্‌বর্ণ পার্ক, কলিকাতা।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় :—জন্ম ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেজগাঁও গ্রামে। বাল্যকাল হইতেই স্বাধীনচেতা এবং ব্যবসায়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া কলেজে পড়াশুনা করিতে থাকেন। ছাত্রাবস্থায় এক বন্ধুর সহযোগে বহুবাজারে একখানি পানের দোকান খোলেন। সাধারণ বাঙ্গালীর পরম লক্ষ্য চাকুরীর প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। তাই বি. এ. পড়িতে পড়িতে পরীক্ষা না দিয়াই সহসা কলেজ ত্যাগ করেন এবং এরিয়ান প্ল্যান্টার্স এজেন্সী প্রতিষ্ঠিত করেন। লোহারডাঙ্গা টি কোং লিঃ, সেন্ট্র্যাল ডিপাড়া টি কোং লিঃ, প্রভৃতি বহু প্রথম শ্রেণীর চা-বাগানের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। চা-ব্যবসায়ে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে বিরল। ক্রমে ক্রমে তিনি অন্যান্য ব্যবসায়েও মনোনিবেশ করেন এবং দূরদর্শিতা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাঁহার সকল ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানই বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে। বিখ্যাত শিশুখাদ্য "ভিটা-মিল্ক" প্রস্তুতকারক ন্যাশানাল ন্যুট্রিমেণ্টস্ লিঃ, ল্যাণ্ড ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া, মাইকা মাইনিং য়্যাণ্ড্ ট্রেডিং কোং অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ, ইণ্ডিয়ান্ কলিয়ারিজ লিঃ, এরিয়ান সিল্ক মিল লিঃ, প্রভৃতি মর্য্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান শচীন্দ্রবাবুর প্রতিভার পরিচায়ক। বেঙ্গল শেয়ারডিলার্স সিণ্ডিকেট তাঁহার কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান এত প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বে অর্জ্জন করে নাই। বস্তুতঃ ইহা শেয়ার ব্যবসায়ে ভারতের বৃহত্তম যৌথ প্রতিষ্ঠান। ১২নং চৌরঙ্গী স্কোয়ারস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের বিরাট অট্টালিকার ভিত্তিস্থাপন করেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। অপূর্ব্ব প্রতিভা এবং অক্লান্ত অধ্যবসায়ের বলে বহুবাজার ষ্ট্রীটের সামান্য-পানের দোকান হইতে শচীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে চৌরঙ্গী স্কোয়ারের নিজস্ব পাঁচতলা অট্টালিকায় ব্যবসাকে উন্নীত করিয়াছেন। তাঁহার এই অব্যাহত ক্রমোন্নতি "From Log Cabin to white House" এই বিখ্যাত ইংরেজি প্রবাদবাক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি ব্যবসায়ে আধুনিক অভিজ্ঞতা লাভ করার উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ খৃঃ ইংলণ্ড এবং ইউরোপে যান ও বহুল ভ্রমণ করিয়া তথাকার বিখ্যাত শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন। শচীনবাবু শিক্ষা ব্যাপারে মুক্তহস্ত। চাকুরিয়া বিনোদিনী বালিকা বিদ্যালয়ের সকল ব্যয় ভার ইনি একাই বহন করিয়াছেন। মানুষ হিসাবে অত্যন্ত সদালাপী ও অমায়িক।

শৈলেন্দ্রনাথ সিংহ—জন্ম ১৮৯৮ খৃঃ হুগলী জেলার গঙ্গাগ্রামে। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের এম. বি। বাঙ্গালার প্রথম বে-সরকারী সেরলজিক্যাল ল্যাবরেটরী—"ভ্যাকসিন্যাল ইনষ্টিট্যুট (ল্যাবরেটরী) লিমিটেড্" ইনিই স্থাপন করেন। অতঃপর ব্যবসায়ক্ষেত্রে যোগদান করিয়াও ইনি প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাঙ্ক অব্ কমার্স লিঃ, বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক লিঃ, হিন্দুস্থান মেসিনারিজ্ লিঃ, রূপশ্রী লিঃ, প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইঁহার প্রতিভার নিদর্শন। হিন্দুমহাসভার মনোনয় লাভ করিয়া ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হন এবং তিন বৎসর যাবৎ বাজেট কমিটির চেয়ারম্যানের কার্য্য করেন। অমায়িক ব্যবহারের জন্য ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয়; নিরহঙ্কার চরিত্র, দুস্থ আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণ ইঁহাকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছে। ঠিকানা—১০, নন্দী ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৩০৭ বঙ্গাব্দ। অন্যান্য বিবরণ ২৩৫ পৃষ্ঠায়।

সৈয়দ ওয়াসেফ আলী মির্জ্জা (স্যর):—জন্ম ১৮৭৫ খৃঃ। মুর্শিদাবাদের নবাব। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশধর। হিন্দুমুসলমান মৈত্রীর অন্যতম বিশিষ্ট উদ্যোক্তা। চারুকলা ও প্রাচ্য স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগী। সর্ব্বজনপ্রিয়। ঠিকানা:—প্রাসাদ, মুর্শিদাবাদ।

সুরেশচন্দ্র রায়:—জন্ম ১৯০২ খৃঃ। জীবনবীমা ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ। ইণ্ডিয়ান্ ইন্স্যুরেন্স ইনষ্টিট্যুটের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের এক্সিকিউটিভ কমিটির সভ্য। ভারত সরকারের ইন্স্যুরেন্স এ্যাডভাইসরি কমিটির সদস্য। বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। "ইন্স্যুরেন্স ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সম্পাদক। ঠিকানা:—১৫ চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা।

সুকুমার সেন:—জন্ম ১৯০০ খৃঃ। পি. আর্. এস্., পি-এইচ. ডি। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত এবং এই দুই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লিঙ্গুইষ্টিক সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার অবৈতনিক সম্পাদক। ঠিকানা:—২৭ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।

সুভাষচন্দ্র বসু—জন্ম ২৩শে জানুয়ারী ১৮৯৭ খৃঃ। আই. সি. এস. কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরী গ্রহণে অস্বীকৃত হন। ছাত্রাবস্থা হইতেই দেশসেবা করিয়া আসিতেছেন এবং দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। বৃটিশ সরকার কর্তৃক বহু নির্য্যাতিত হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র। দুইবার নিখিল ভারত কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হন। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরোধিতা সত্ত্বেও নির্ব্বাচনে জয়লাভ করিয়া স্বীয় জনপ্রিয়তা প্রমাণিত করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দী অবস্থায় ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া চক্রশক্তিতে যোগদান করেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ও সরকার গঠন করেন। অতঃপর তিনি "নেতাজী" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। "জয় হিন্দ্" ধ্বনির প্রবর্ত্তক। হিটলার, মুসোলিনী, ডি'ভ্যালেরা প্রভৃতির শ্রদ্ধের বন্ধু। বর্ত্তমানে জীবিত কি মৃত, তাহা সঠিক জানা যায় নাই। কিন্তু ভারতবাসীর মানসলোকে তিনি চিরজীবী—অমর।

সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় :—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য। শ্রমিক আন্দোলন পর্য্যালোচনা করিবার জন্য জার্ম্মানী যান। পরে ডিফেন্সরুল অনুযায়ী কারারুদ্ধ হন। বর্ত্তমানে কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য।

সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত :—জন্ম ১৮৮২ খৃঃ। ভারতে রসায়ণ শিল্পের অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তক। বেঙ্গল কেমিক্যাল য়্যাণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের সুপারিন্টেন্‌ডেন্টরূপে বহু নব নব তথ্য আবিষ্কার করেন। ঐকান্তিক গান্ধীপন্থী। বাঙ্গালার খাদি-আন্দোলনের প্রধান নেতা এবং খাদিপ্রতিষ্ঠান ও সোদপুর আশ্রমের স্থাপয়িতা। বহু রচনাবলী করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—জন্ম ১৮৮৭ খৃঃ সি. আই. ই., পি-এইচ্. ডি., ডি. লিট্। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। চট্টগ্রাম কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্তালয়ের অধ্যাপক। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল সাংস্ক্রিট্ য়্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিত্তালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ও সেনেটের সভ্য। বিভিন্ন আন্তর্জ্জাতিক ধর্মসম্মেলনে যোগ দেন এবং দর্শন, সাহিত্য, ভারতীয় চারুকলা ও ভেষজসম্বন্ধে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দেন। ঠিকানা—৩৮।৮ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু—জন্ম ১৯০১ খৃঃ। বিশিষ্ট ছাত্র, অধ্যাপক ও পদার্থ-বিজ্ঞানী। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে ইনি বহু মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। "বসু-আইনষ্টাইন তথ্য" ইঁহাকে জগদ্বিখ্যাত করিয়াছে। ইণ্ডিয়ান্ সায়েন্স্ কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪ খৃঃ)। বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপক ও "বিজ্ঞান-পরিচয়"-এর সম্পাদক।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়:—জন্ম ১৮৯০ খৃঃ। এম, এ; ডি, লিট (লণ্ডন)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের খয়রা অধ্যাপক। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর (বেঙ্গল) প্রাক্তণ সহঃ সভাপতি। বহু আন্তর্জ্জাতিক সংস্কৃতিক সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। নানা বিষয়ে এবং বিশেষ করিয়া ভাষাতত্ত্বের সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

সুচেতা কৃপালনী—জন্ম ১৯০৮ খৃঃ। প্রথিতযশা ছাত্রী ও অধ্যাপিকা। দেশের কার্য্যের জন্য কারারুদ্ধ হন। আচার্য্য কৃপালনীর পত্নী, বর্ত্তমানে গণপরিষদের সভ্যা।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। দেশসেবার জন্য দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—জন্ম ১৮৯৩ খৃঃ। বর্ত্তমান বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। বর্ত্তমানে "স্বরাজ" ও "অরণি"র সম্পাদক।

হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর জন্ম। বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক। "দৈনিক বসুমতী," "ন্যাড্ভান্স," "মাতৃভূমি" প্রভৃতি পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক। প্রচুর সাহিত্য রচনা করিয়াছেন। ঠিকানা—১২।১০, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হেমেন্দ্রনাথ দত্ত :—জন্ম ১৮৭২ খৃঃ। কলিকাতা সেণ্টজেভিয়ার্স ও সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৯৬ খৃঃ ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। দত্ত মহাশয়ের জীবন বড়ই বিচিত্র ও কর্ম্মবহুল। ১৯২৯ খৃঃ তিনি "এইচ. দত্ত এণ্ড সান্স" প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি আরও বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং কতগুলি মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তন্মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—রামদুর্লভপুর টি কোং লিঃ, ডুয়ার্স আসাম ইউনিয়ান টি কোং লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিল লিঃ, ইণ্ডিয়া প্লাষ্টিকস্ লিঃ, ডোমিনিয়ন ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, "মাতৃভূমি" মাসিক পত্রিকা, দৈনিক "কৃষক" পত্রিকা ও ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ ইত্যাদি। তাঁহার অর্থ সাহায্যে জলসেচ প্রণালী শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনটি শিক্ষিত যুবক ইংলণ্ড ও আমেরিকায় প্রেরীত হইয়াছে। ঢাকা অনাথ আশ্রম, হিন্দু বিধবাশ্রম, পাটনায় রামমোহন রায় সেমিনারী প্রভৃতি বহু জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানের তিনি স্থাপয়িতা। জনমঙ্গলের জন্য তিনি আজীবন মুক্তহস্তে বিপুল অর্থ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার এবং "ক্যালকাটা কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ"এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ঠিকানা—১৫, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৭৭ খৃঃ। এম্. এ., পি-এইচ্. ডি.। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে অধ্যাপক, পোষ্টগ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী এবং ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষার প্রধান অধ্যাপক। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য। "ক্যালকাটা রিভ্যু"র প্রধান সম্পাদক। নিখিল ভারত খৃষ্টিয়ান সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি। বর্ত্তমানে ভারতীয় গণপরিষদের সহঃ সভাপতি। ঠিকানা—২. ডিহি শ্রীরামপুর রোড্, ইণ্টালী, কলিকাতা।

হুসেন শহীদ সুরাবর্দ্দী :—শিক্ষায় দীক্ষায় গরিষ্ঠ বাঙ্গলার এমন এক বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিচিত্র ও কর্ম্মবহুল জীবন। প্রথম জীবনে জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণীত এবং কংগ্রেস অনুরাগী ছিলেন। উত্তরকালে 'মুসলীম লীগে' যোগদান করিয়া এক বিশিষ্ট স্থান অধীকার করেন। বাঙ্গলার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া বিবেচিত হন। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে যুক্তবাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে বাঙ্গলার ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম চিরকাল জড়িত থাকিবে।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ

পরাধীনতার সুযোগে প্রাচীন ভারতের বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্য লোপ করিবার চক্রান্ত চলিয়াছিল পৃথিবীময়। কিন্তু চক্রান্ত সফল হয় নাই। যোগ-তন্ত্রাদির অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বহু পাশ্চাত্য মণীষীও ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুরাগী হইয়াছেন।

যাদুর দেশ ভারতের সকল যাদুই শাস্ত্রীয় এবং বিজ্ঞানসম্মত।

ভাস্কর, পরাশর, গর্গ, প্রভৃতি মহর্ষির সাধনাপ্রসূত জ্যোতিষশাস্ত্র মানুষের ব্যবহারিক জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। বহু গবেষণার পর জ্যোতিষশাস্ত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, গ্রহনক্ষত্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণ মানবজীবনকে প্রভাবিত করে;—মানুষের ভাগ্য ও চরিত্রের সঙ্গে হস্তরেখার বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ আছে। পাশ্চাত্যের বিচারপতি উড্রফ্ ও তন্ত্র মাহাত্ম্য স্বীকার করিয়াছেন। এক চক্রে যেমন রথ চলে না, তেমনি কেবল পুরুষকার মানুষকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতে পারে না—অনুকূল দৈব মানুষকে স্রোতমুখী নৌকার ন্যায় অভীষ্টে পৌঁছাইয়া দেয়।

বিজাতীয় সরকারের অধীনে ভারতের জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি বুজ্‌রুকি বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে; শিক্ষা ও ব্যবসার অব্যবস্থার ফলে বহু ভণ্ড জ্যোতিষী এই শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

আশার কথা যে, ভারতের জাতীয় সরকার কার্য্যভার গ্রহণের জন্য শুভ মুহূর্ত্ত বাছিয়া লইয়া প্রকারান্তরে জ্যোতিষশাস্ত্রকে স্বীকার করিয়াছেন; যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী সম্পূর্ণানন্দজী জ্যোতিষ শিক্ষা ও ব্যবসায়কে স্বীকার ও নিয়ন্ত্রণ করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও আশার কথা। পাশ্চাত্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানই মানব-ঘটনার শেষ নিদর্শন নহে। ভারতের সাধনার ফল সমস্ত বিশ্বে গৃহীত হইবার পথ খুলিয়া দিয়াছে ভারতের স্বাধীনতা।

বর্ত্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক, **অল-ইণ্ডিয়া এষ্ট্রোলজিক্যাল এণ্ড অষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট**

পরিশিষ্ট

(১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর পর্য্যালোচনা)।

বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিবস হইতে অদ্যাবধি যে বিচিত্র ঘটনা-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আকস্মিকতা ও ব্যাপকতা মানুষকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। গতানুগতিক নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার কোনও উপায় আজ নাই ;—আগামী কল্যের ঘটনাবলী অদ্যকার যুক্তি-তর্ক স্বীকার করে না। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যবচ্ছেদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা, খাদ্য-সমস্যা, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ-আক্রমণ, ব্রহ্মে মন্ত্রীহত্যা, মিশরে বৃটিশ সৈন্যাপসরণের জন্য আন্দোলন, প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিবাদ প্রভৃতির যে কোনও একটিই প্রবল রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইতে সক্ষম। আরও, এক দেশের বিভিন্ন ঘটনাবলী পরস্পরের সহিত এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে একটিকে বাদ দিয়া অপরটির আলোচনা করা সম্ভব নহে। এমন কি, বিভিন্ন দেশের ঘটনাবলীও বুঝি পরস্পরের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ।

ভারতবর্ষ

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অগাষ্ট ভারতে যে সাম্প্রদায়িক দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহা আজিও নির্ব্বাপিত হয় নাই, বরং বর্ত্তমান বৎসরের ১লা বৈশাখ তারিখে সংবাদপত্রের প্রধান শিরোনামা ইহারই দখলে ছিল। ঐ তারিখেই মহাত্মা গান্ধী ও কায়েদে আজম জিন্না

দেশবাসীকে এই ঘৃণ্য ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করিবার জন্য যুক্তভাবে এক আবেদন-পত্রে স্বাক্ষর করেন। ভারত-সরকার কর্ত্তৃক এই আবেদন ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও কোনও ফল হয় না; বরং প্রস্তাবিত ভারত-ব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করিয়া সারা দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, পঞ্জাব ও কানপুরে দাঙ্গার তাণ্ডব অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। উপরন্তু, সিলেটকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তকে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাবের ফলে ঐ দুই স্থানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হইয়া উঠে, এমন কি, সিলেটে মুস্লীম লীগদলীয় প্ররোচকগণের উপর পুলিশ গুলীবর্ষণে বাধ্য হয়। এই মাসে কলিকাতায় দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের কার্য্যও আরম্ভ হয়।

বৈশাখ মাসেই কলিকাতা ও লাহোরে সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি এমন আকার ধারণ করে যে, স্থানীয় মুস্লীম লীগবিরোধী নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালা ও পঞ্জাবকে বিভক্ত করিবার জন্য উদ্যোগী হন। বাঙ্গালাদেশে শরৎচন্দ্র বসু অবশ্য এই বিভাগের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন না, বরং তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী হুসেন্‌শহীদ্ সুরাবর্দ্দী ও কংগ্রেস-নেতা কিরণশঙ্কর রায়ের সহযোগে সার্ব্বভৌম বাঙ্গালা স্থাপনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময়ে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতবিভাগ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া আভাষ দেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে স্থির হয় যে বাঙলা ও পঞ্জাব বিভাগ অপরিহার্য্য।

বৈশাখ মাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা হইতেছে দেশীয় রাজ্য, বিশেষতঃ হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্বলাভের প্রয়াস। ১৪ই বৈশাখ পণ্ডিত জওহরলাল ঘোষণা করেন যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত-সরকার দেশীয় রাজ্যের কোনও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই ঘোষণাতেও হায়দ্রাবাদের নিজাম সন্তুষ্ট না হইয়া সার্ব্বভৌমত্ব

ঘোষণা করেন। ফলে, উক্ত রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং এই সম্পর্কে জয়প্রকাশ নারায়ণ হায়দ্রাবাদে গেলে নিজাম সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিমানযোগে বোম্বাইতে প্রেরণ করেন। ইহাতে গণ-আন্দোলন প্রশমিত ত' হয়ই না, বরং তীব্রতর হইয়া উঠে।

বৈশাখ মাসের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে বিভিন্নপ্রাদেশিক লাটদের বৈঠক ও লণ্ডনে বড়লাট লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের আমন্ত্রণই উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ ও প্রস্তাবিত ভারত-ব্যবচ্ছেদের জন্য দ্রুত আয়োজন করিবার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন প্রাদেশিক লাটগণ লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কর্ত্তৃক দিল্লীতে আহুত হন। মাসের শেষে শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলোচনার উদ্দেশ্যে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মন্ত্রীসভা মাউণ্টব্যাটেনকে লণ্ডনে আসিতে আহ্বান জানান।

শিখগণ কর্ত্তৃক পাকিস্তানবিরোধী আন্দোলন, লর্ড পেথিক-লরেন্সের স্থলে লর্ড লিষ্টাওয়েলের ভারতসচিব পদে নিয়োগ, হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিবস উদ্‌যাপন ও তৎসম্পর্কে মহাসভার নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার, বঙ্গোপসাগরে একখানি যাত্রী-জাহাজ নিখোঁজ হওয়ার ফলে আড়াই শত যাত্রীর জীবন-সংশয়, প্রভৃতি বৈশাখ মাসের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

জ্যৈষ্ঠ মাসটিকে আশাভঙ্গের মাস বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ ভারতের খাদ্য-সমস্যা সমাধানের শেষ আলোটুকু পর্য্যন্ত নিভিয়া গেল ৬ই তারিখে ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতির ফলে। তিনি জানান যে খাদ্যের ঘাটতির পরিমাণ ৪৫ লক্ষ টন এবং আগামী জুলাই ও অগাষ্ট মাসে খাদ্য-সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিবে। আন্তর্জাতিক খাদ্য-পরিষদে দরবার করিবার ফলে ভারতের ভাগ্যে মাত্র

৪,৮৫,০০০ টন খাদ্যশস্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ২৪শে জ্যৈষ্ঠ এন, জি, অভয়ঙ্কর জ্ঞাপন করেন যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাহির হইতে ভারতের জন্য খাদ্যশস্য আসিতেছে না। ঐ তারিখ হইতেই কলিকাতায় চিনির সরবরাহ এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে।

আশাভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ হইতেছে বৃটিশ সরকারের পক্ষে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্পর্কে ঘোষণা। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তিনি এইরূপ আশার আভাষ দেন যে কায়েদে আজম জিন্না হয়ত মন্ত্রী-মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ভারত-সরকার বিভক্ত হইবে না। কিন্তু ইহার পাঁচ দিন পরেই তিনি বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া বলেন যে, ভারতবিভাগ অবশ্যম্ভাবী,—কেন্দ্রীয় সরকার বিভক্ত হইবেই। বাঙ্গালা ও পঞ্জাব বিভাগ এবং সীমান্ত ও সিলেটকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব সম্পর্কে গণভোট গৃহীত হইবে বলিয়া তিনি জানান। ২৪শে তারিখ বড়লাট বলেন যে অন্তর্বর্ত্তী কালের জন্য একজন বড়লাটই সমগ্র ভারত শাসন করিবেন, কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানের জন্য পৃথক্ পৃথক্ বড়লাট নিযুক্ত হইবে। ২৭শে তারিখে বলা হয় যে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই প্রদেশ-বিভাগের কার্য্য সমাপ্ত হইবে। ২৫শে তারিখ মুস্লীম লীগ আপোষ হিসাবে বৃটিশ সরকারের ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণে সম্মত হয়; ২৯শে তারিখ কংগ্রেস কর্তৃক এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ফলে, অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

আশাভঙ্গের তৃতীয় কারণ হইল দেশীয় রাজ্য-সমস্যা। হায়দ্রাবাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুরও সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করে। ৩০শে জ্যৈষ্ঠ নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্থির করে যে,

দেশীয় রাজ্যসমূহের সার্ব্বভৌম স্বাধীনতা ঘোষণার কোনও অধিকার নাই।

আষাঢ় মাসের ঘটনাপঞ্জীতে তেমন আকস্মিকতা নাই,—ইহা যেন নিতান্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর স্থায়সঙ্গত পরিণতি। এক পাঠানীস্থান আন্দোলনই যা একটু অভিনব। খান্ আবদুল গফুর খানের নেতৃত্বে সীমান্তের অধিবাসিগণ হিন্দুস্থান ও পাকিস্থানের সহিত সম্পর্কহীন এক স্বাধীন সার্ব্বভৌম পাঠানীস্থান গঠনের দাবী জানায়। কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই দাবী সমর্থিত হয়। কিন্তু ভারত-সরকার এই আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া সীমান্তকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সম্পর্কে গণভোটের প্রস্তাবই বহাল রাখেন। ফলে, সীমান্ত-কংগ্রেস গণভোট বর্জ্জন করে এবং কংগ্রেস-বহির্ভূত অধিবাসিগণের ভোটের জোরে সীমান্তকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়।

এই মাসের অন্যান্য ঘটনাবলীর মধ্যে প্রধান হইতেছে 'ইণ্ডিয়া বিল।' দুইজন গভর্ণর জেনারেল কর্ত্তৃক শাসিত দুইটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম ডোমিনিয়নে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব সম্বলিত এই 'বিল' আষাঢ় মাসের শেষের দিকে হাউজ্ অব্ কমন্স-এ উত্থাপিত ও গৃহীত হয়।

বাঙ্গালার খাদ্য-সমস্যা এমন সঙ্কটজনক হইয়া উঠে যে, ৩০শে জুন হইতে এই প্রদেশে বরাদ্দ রেশনের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। অথচ ৩রা আষাঢ় খবর পাওয়া গেল যে, বাঙ্গালা সরকার নাকি বর্দ্ধমান জেলা হইতে ২০ লক্ষ মণ চাউল বাঙ্গালার বাহিরে রপ্তানী করিয়াছেন!

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব এই মাসেই বিভক্ত হয়; এবং গণভোটের দ্বারা স্থির হয় যে, সিলেট পূর্ব্ব পাকিস্তানের সহিত যুক্ত হইবে। কিন্তু এই

ভাগ-বাঁটোয়ারা সত্ত্বেও দাঙ্গার অবস্থা অপরিবর্ত্তিত থাকে; বাঙ্গালা-দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতায় অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে অগ্রসর হয়। হয় ৯৩ ধারার প্রয়োগ নয় আঞ্চলিক মন্ত্রীসভা গঠন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। অবশেষে, হুসেন শহীদ সুরাবর্দ্দী বঙ্গবিভাগ কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বে অখণ্ড বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রীত্ব ত্যাগে সম্মত না হওয়ায় ১৯শে আষাঢ় পশ্চিম বঙ্গের স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে প্রতিরূপ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই মাসের শেষের দিকে বাঙ্গালার সীমানা-কমিশনের কার্য্য আরম্ভ হয়।

এই মাসের অন্যান্য ঘটনার মধ্যে নিজাম কর্ত্তৃক বেরার প্রদেশের সীমান্তে সৈন্য-সংস্থাপন, বেলুচিস্থানকে পাকিস্তানের এবং আন্দামান, নিকোবর ও লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারতের অন্তর্ভুক্ত করা, পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেলের পদে কায়েদে আজম জিন্নার নিয়োগ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেশীয় রাজ্যই শ্রাবণ মাসে সংবাদপিপাসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ৩রা শ্রাবণ খবর পাওয়া গেল যে, ১৫ই অগাষ্টের মধ্যেই নিজাম নাকি বেরার অধিকারের সঙ্কল্প করিয়াছেন; পরে এই সংবাদ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হয়। নিজাম-সরকারের সহিত মতান্তরের ফলে উক্ত রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী স্যর মির্জ্জা ইস্মাইল পদত্যাগ করেন। এই মাসে রামপুর রাজ্যেও সরকারবিরোধী প্রজা আন্দোলন আরম্ভ হয়।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে আফগানিস্তান কর্ত্তৃক সীমান্ত প্রদেশ দাবী এবং বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর কর্ত্তৃক এই দাবী অগ্রাহ্যকরণ, হিন্দু-মহাসভার প্রত্যক্ষ সংগ্রামদিবস পালনোপলক্ষে মহাসভার নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার, পণ্ডিচেরীতে স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং ফরাসী

ভারতের গভর্ণর কর্ত্তৃক উক্ত রাষ্ট্রে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে বন্যা, প্রভৃতিই প্রধান।

শ্রাবণ মাসে ভারতের বাহিরে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যাহার সহিত ভারতবর্ষ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ আক্রমণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসী এবং অন্যান্য অশ্বেতাঙ্গদের সমস্যা। এইগুলি "পৃথিবী ও ভারতবর্ষ" নামক ক্রোড় অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

২৮শে শ্রাবণ রাত্রি ১২ ঘটিকা উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের নিকট শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করেন। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী উৎসব হয়। এই উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা মধুর হইয়া উঠে কলিকাতায়; এই দিন রাত্রে মহানগরীর হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ পূর্ব্বের বিবাদ বিস্মৃত হইয়া পরস্পরের সহিত পরম আন্তরিক সৌহার্দ্দ্যের সহিত মিলিত হন। ইতিপূর্ব্বেই নগরীকে দাঙ্গামুক্ত করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন; তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা এতদিনে সার্থক হইবার উপক্রম করিল।

কলিকাতা—গান্ধী, দিল্লী—জওহরলাল,—এই-ই হইল ভাদ্র মাসের সংবাদ পিপাসুদের প্রধান খোরাক। ২৮শে শ্রাবণ কলিকাতায় যে ঐতিহাসিক হিন্দু-মুসলমান মিলন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার ফলে সপ্তাহাধিক কালব্যাপী নগরীর সর্ব্বত্র আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, কিন্তু কতিপয় দুর্ব্বৃত্তের প্ররোচনায় ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে পুনরায় অশান্তি দেখা দেয়। এই অশান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী অনশন আরম্ভ করেন। ফলে, শহরের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দাঙ্গা রোধ করিবার জন্য গান্ধীর নিকট একযোগে প্রতিশ্রুতি দিলে,

মহাত্মা অনশন ভঙ্গ করেন এবং তাহার পর হইতে নগরীতে শান্তি অক্ষুণ্ণ আছে।

দিল্লীর দাঙ্গাও ভয়াবহ আকার ধারণ করে এই মাসে। পণ্ডিত জওহরলাল স্বয়ং দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রাণপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

দুঃখের বিষয়, এই মাসেই ভারত-সরকার ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় রাজনৈতিক বন্দী আইনটির পুনঃপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন; এমন কি, অতঃপর এই আইনের বলে ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে দেশীয় রাজ্যের যে কোনও প্রজাকে গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতাও পাইয়াছেন। এই আইনানুযায়ী অপরাধ না দর্শাইয়াই যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার অধিকার ভারত-সরকারের আছে।

পৃথিবী ও ভারতবর্ষ

ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রতি উক্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধপূর্ব্ব-কালীন মালিক ওলন্দাজ সরকার কিছুমাত্র প্রসন্ন ছিলেন না—নিতান্তই দায়ে ঠেকিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৎসরের আরম্ভ হইতেই ওলন্দাজ সরকারের আক্রমণাত্মক ভাব প্রকট হইয়া উঠে এবং তাঁহারা ইন্দোনেশীয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনধিকার হস্তক্ষেপ করিতে থাকেন। ফলে, দেশব্যাপী অসন্তোষ দেখা দেয়। আষাঢ় মাসের ১২ই তারিখ ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ শারীর বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সহিত মতানৈক্যের জন্য পদত্যাগ করেন,

এবং শ্রাবণ মাসের ৩রা তারিখ ওলন্দাজ সরকার অকস্মাৎ ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করে। ডাঃ শারীর ইউ. এন্. ও-র নিকট ওলন্দাজ সরকারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার জন্য গোপনে স্বদেশ পরিত্যাগ করেন এবং য়ুরোপের পথে ভারতবর্ষে উপনীত হন। নেহরু পরিচালিত ভারতসরকার ওলন্দাজ সরকারের অবৈধ আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া ভারতের উপর ওলন্দাজ বিমানের চলাচল বন্ধ করিয়া দেন; নিরাপত্তা-পরিষদে ভারত-সরকার ওলন্দাজদের বিপক্ষে ইন্দোনেশীয় সমস্যা উত্থাপিত করিয়া জয়ী হন; পরিষদ ওলন্দাজ সরকারকে যুদ্ধ বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দেন। বর্ত্তমানে ইন্দোনেশীয়দের পক্ষে অবস্থা কিছু আশাপ্রদ হইলেও সমস্যার সমাধান হয় নাই।

গত বৎসর বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও বিচারপতি চাগ্‌লার কৃতিত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার অ-শ্বেতাঙ্গ, বিশেষতঃ প্রবাসী ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে দমিত করিবার উদ্দেশ্যে যে 'পেগিং য়্যাক্ট' ও অন্যান্য বর্ব্বর আইন বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে জাতিপুঞ্জের বৈঠকের রায় পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণর জেনারেল স্মাট্‌স্ আজিও জাতিপুঞ্জের বৈঠকের নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে স্বীকার করেন নাই। ভাদ্র মাসে প্রবাসী ভারতীয়দের সম্পর্কে স্মাট্‌স্-সরকারের সহিত জওহরলালের সকল আপোষ-রফার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ

বৈশাখ মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একখানি জাহাজ, একটি রাসায়নিক গবেষণাগার ও কতিপয় অয়েল ট্যাঙ্কে বিস্ফোরণের ফলে ১২,০০০ ব্যক্তি নিহত এবং বহু সহস্র আহত হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোক্রশী পাশা মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অবিলম্বে অপসারণ দাবী করেন। এই সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জের বৈঠকের নিকট দরবার করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে চীনে সরকার ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিয়া আসিতেছে, তাহা জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে তীব্র হইয়া উঠে, কারণ এই সময়ে রুশ-সাহায্য গ্রহণ করিয়া বহির্মঙ্গোলীয় বাহিনী সিন্ কিয়াং আক্রমণ করে।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ একমত হইবার চেষ্টায় পুনরায় নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক বসে। ঐ তারিখেই হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ ও ইয়াল্টা চুক্তি ভঙ্গের অভিযোগ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার নিকট পত্র প্রেরণ করেন; আমেরিকার পক্ষ হইতে একটি ত্রি-শক্তি কমিশনের জন্যও দাবী করা হয়। হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রী উক্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করেন।

২রা আষাঢ় বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর অপসারণ দাবী করিয়া মিশরের পক্ষ হইতে নিরপত্তা-পরিষদের নিকট একখানি পত্র প্রেরিত হয়।

২৮শে আষাঢ় প্যালেষ্টাইনের ইহুদীদের প্রতিনিধি প্যালেষ্টাইন হইতে অবিলম্বে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করিয়া এক আবেদন করেন।

*

শ্রাবণ মাসের আন্তর্জ্জাতিক সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওলন্দাজ কর্ত্তৃক ইন্দোনেশিয়া আক্রমণের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ২রা শ্রাবণ ব্রহ্মে এক শোচনীয় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। একদল সশস্ত্র দুর্ব্বৃত্ত অকস্মাৎ পরিষদ-গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্ম্মরত প্রধান মন্ত্রী জেনারেল আউঙ্‌ সান এবং অপর পাঁচজন মন্ত্রীকে নিহত করে। এই হত্যা সম্পর্কে 'মায়োচিৎ' দলভুক্ত বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই মাসেই গ্রীসকে লইয়া রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে মতান্তর ও মনান্তর সৃষ্টি হয়।

* * *

১০ই শ্রাবণ বৃটিশ ও সোভিয়েটের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

* * * * *

২৩শে ভাদ্র সংবাদ পাওয়া যায় যে য়ুরোপকে অর্থনৈতিক সঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমেরিকা ২১৯০ কোটি ডলার ঋণদান করিবে।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান

(ক) পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আয়তন, লোকসংখ্যা ও জমির হিসাব।

		পশ্চিমবঙ্গ		পূর্ব্ববঙ্গ
অ-মুসলমান	—	১,৫৮,৯৩,৫৯৩	—	১,১৪,০৭,৬৯৮
মুসলমান	—	৫৩,০১,০২০	—	২,৭৭,০৪,৪১৪
মোট	—	২,১১,৯৪,৬১৩	—	৩,৯১,১১,৯১২
শতকরা অ-মুসলমান	—	৭৪.৯৯	—	২৯.১৭
মুসলমান	—	২৫.১	—	৭০.৮৩
প্রতি বর্গ মাইলে				
লোক বসতি	—	৭৫৬	—	৭৭৯
আয়তন (বর্গমাইল)	—	২৮০৩৩	—	৪৯,৪০৯
'নিট্' আবাদী জমি (বর্গমাইল)	—	১৬,১১৩	—	২৯,১০৬
'গ্রস' আবাদী জমি (বর্গমাইল)	—	১৭,৯৬৩	—	৩৮,৮২১
আবাদযোগ্য পতিত জমি (বর্গমাইল)	—	২,৬১১	—	৩,২১০
'গ্রস' আবাদযোগ্য জমি (বর্গ মাইল)	—	২০,৫৭৪	—	৪০,০৩১

(খ) কেন্দ্রীয় পারিষদের মন্ত্রিবৃন্দ

ভারতবর্ষ :—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (প্রধান মন্ত্রী : পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ্ সম্বন্ধ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা), সর্দার প্যাটেল (স্বরাষ্ট্র, সংবাদ-সরবরাহ ও বেতার এবং দেশীয় রাজ্য), ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (খাদ্য ও কৃষি), মৌলানা আজাদ (শিক্ষা), ডক্টর মাথাই (রেলওয়ে ও যানবাহন), সর্দার বলদেব সিং (দেশরক্ষা), জগজীবন রাম (শ্রম), সি, এইচ, ভাবা (বাণিজ্য), রফি আহ্‌মেদ কিদওয়াই (আদান-প্রদান), রাজকুমারী অমৃত কাউর (স্বাস্থ্য), ডক্টর আম্বেদকর (আইন) সন্মুখম চেট্টি (অর্থ), ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (শিল্প ও সরবরাহ), এন্, ভি, গ্যাড্‌গিল্ (কারখানা, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি) কে, সি, নীয়োগী (দাঙ্গা দুর্গতদে সাহায্য ও পুনর্বসতি)।

পাকিস্তান :—লিয়াকৎ আলী খান (প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষা), গোলাম মহম্মদ (অর্থ), গজনফর আলী খান (স্বরাষ্ট্র, খাদ্য, কৃষি ও স্বাস্থ্য), সর্দার আব্দুর রব নিস্তার (রেলওয়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রচার ও বেতার), আই, আই, চুন্দ্রীগড় (বাণিজ্য, শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ), যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল (আইন, শিক্ষা, পূর্ত্ত, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি), ফজলুর রহমান (আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও দাঙ্গাদুর্গতদের সাহায্য)